প্রথম প্রকাশ

মহালয়া—১৩৬৫

প্রচ্ছদ—গৌতম রায়

লোক সাহিত্যের পক্ষে মীরা দত্ত ১৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীবাণী প্রিন্টিং কোং ৩৮।৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯
হইতে শ্রীদেব কুমার দে কর্তৃক মুদ্রিত।

# সুলতানা রিজিয়া

## ব্রজেন্দ্রকুমার দে

**: চরিত্রলিপি :**

সুলতানা রিজিয়া, মামুদ খাঁ, বাহারাম, আমীর ওসমান, ইতিগীন, পুরন্দর, জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ, পিনাকী রায়, ভোলা, আলতুনিয়া, বদর খাঁ, পীর পয়জার, ফিরোজা, সিতারা, রাবেয়া।

## প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

খোশমহল

[ নেপথ্যে কোলাহল, : আল্লা হো আকবর। বাহারামের প্রবেশ। ]

বাহারাম ॥ যা বাবা, নেশা ছুটিয়ে দিলে! চোখ বুজে বেহেস্তের খোয়াব দেখছিলুম, শেয়ালগুলো এমন চেঁচিয়ে উঠল যে সরাবের মৌজ একদম শিকেয় উঠে গেল। ( নেপথ্যে কোলাহল : আল্লা হো আকবর ) চোপরাও শেয়ালকুকুরের দল। যখন তখন যেখানে সেখানে আল্লাকে টেনে আনলেই হল? আল্লাতালার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে দিনরাত তোদের আরজ শুনবে? [ সিতারার প্রবেশ ]

সিতারা ॥ শাহজাদা—

বাহারাম ॥ আঃ, তুমি আবার এখানে কেন? এ বাগানবাড়ীতে বাঈজীরা আসবে, মোসাহেবরা আসবে, শাহজাদার মহামান্যা বেগম আসবে কেন?

সিতারা ॥ মানসম্ভ্রম তাহলে এখনও আছে তোমার?

বাহারাম ॥ তা আছে বই কি? মাতাল হই আর দাঁতাল হই, আমি সম্রাট আলতামাসের পুত্র, সম্রাট রুকমুদ্দিনের ভাই; আমার বেগম যেখানে সেখানে আসবে কেন? তিনদিনের বিরহে কি বড় বেশী কাতর হয়েছ প্রিয়ে?

সিতারা ॥ বাজে কথা বলো না। আমি কেন এসেছি, জান?

বাহারাম ॥ জানি। তুমি দেখতে এসেছ, তোমার খসমকে আর কোনো জেনানা কবজা করে নিয়েছে কি না। ডরো মৎ বেগম সাহেবা। পাঁক আমি পায়েই মাড়াই, গায়ে মাখি না।

সিতারা ॥ শুনে সুখী হলুম।

বাহারাম ॥ কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি তো সুখী হতে পারছি না। বদমায়েসগুলো বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। হুঁস হয়ে তোমাকে দেখতে পেলে হয়তো বে-ইজ্জৎ করবে।

সিতারা ॥ তবু এরাই তোমার বন্ধু !

বাহারাম ॥ বন্ধু আমার কেউ নেই। সব বাঁদর,—আমার কাছে নাচতে আসে, আমি ডমরু বাজিয়ে নাচাই। আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই—এ্যায়সাহি দুনিয়াকা হাল! রুপেয়া যার আছে, তার চারিদিকে এমনি করেই মানুষগুলো বাঁদর নাচ নাচে। এর মধ্যে আমীরও আছে, ফকিরও আছে, টিকিধারী পণ্ডিতও আছে, নিষ্ঠাবান মোল্লা মৌলবীও আছে। এ তীর্থের মাটিতে কেন এসেছ তুমি সিতারা ?

সিতারা ॥ এসেছি তোমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে।

বাহারাম ॥ যানে দেও রাজপ্রাসাদ। ও বহোৎ খারাপ জায়গা। কেবলি ফিস্ ফিস্ গুজগুজ, ঢাক ঢাক। কেউ খোলশা করে কথা কয় না। আর ওই একটি সাংঘাতিক লোক—দিল্লীর বাদশা, ভাইজান রুকনুদ্দিন—

সিতারা ॥ রুকনুদ্দিন নেই।

বাহারাম ॥ নেই !

সিতারা ॥ এইমাত্র মীনামহলের ধারে সৈন্যরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

বাহারাম ॥ এ তুমি বলছ কি সিতারা ? বাদশাকে হত্যা করলে তারই সৈন্যদল ? কেন, কেন, কী করেছিল ভাইজান ?

সিতারা ॥ সরাবের মাত্রাটা বেশী হয়েছিল কি না। শাহজাদী রিজিয়া ভোরবেলা খোশফিরোজী প্রাসাদ থেকে নেমে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। হতভাগী পড়বি তো পড় বাদশার চোখের উপর। বাদশা কোথাও কেউ নেই মনে করে রিজিয়ার ওড়না টেনে ধরলে।

বাহারাম ॥ বল কি তুমি! রিজিয়ার ওড়না টেনে ধরলে তার ভাই ? তারপর ?

সিতারা ॥ তারপর কোথা থেকে একটা হাবশী ছুটে এসে রুকনুদ্দিনকে ধরে ইঁদুরবাচ্চার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ পঁচিশখানা তলোয়ার ছুটে এসে বাদশার দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেললে।

বাহারাম ॥ তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?

সিতারা ॥ দেখেই ত তোমার কাছে ছুটে আসছি।

বাহারাম ॥ দেখ দেখ সিতারা, দিল্লীর বাদশা, কোটি কোটি মানুষের মুণ্ডের মালেক, যম তাকেও খাতির করলে না।

সিতারা॥ পাপ কাউকে খাতির করে না। কথা রেখে এখন শিগগির চলে এসো। তোমার যে চোখ ছলছল করছে।

বাহারাম॥ না বেগম, না। খুনখারাবি যাদের খেলার বস্তু, তাদের চোখ ছলছল করলে চলে না। তুমি ঠিক বলেছ, কোনো পাপ বৃথা যায় না। রুকনুদ্দিন যখন দিল্লীর শাহীতক্তে বসল, তার পরদিন থেকে সে আর তার মা কত মানুষকে যে খুন করেছে, তার সংখ্যা নেই। রিজিয়াকেও হয়ত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেই তারা চেয়েছিল। এরপর তারা আমার দিকে হাত বাড়াত। সে সুযোগ খোদাতালা আর তাকে দিলেন না।

সিতারা॥ তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি করে প্রলাপ বকবে, না আমার সঙ্গে এখনি চলে আসবে?

বাহারাম॥ আর গিয়ে কি হবে? যা হবার হয়েই তো গেছে।

সিতারা॥ তুমি মানুষ, না, কী? বলি মসনদ তো শূন্য পড়ে থাকবে না। উজির আমীর ওমরাহের দল হয়তো এখনি একজনকে মসনদে বসিয়ে দেবে।

বাহারাম॥ তা ত দেবেই। বাদশা তো একজন চাইই।

সিতারা॥ সম্রাট আলতামাসের একমাত্র জীবিত পুত্র তুমি। মসনদে এখন তোমারই বসবার কথা।

বাহারাম॥ আমার! এ যে তুমি বড় ভয়ের কথা বলছ।

সিতারা॥ ভয় আবার কি? দিল্লীর মসনদ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আর তুমি তা নেবে না?

বাহারাম॥ নিলে রাজমাতা শাহ্‌তুর্কান হয়ত আজই আমাকে খুন করবে।

সিতারা॥ শাহতুর্কান বন্দী।

বাহারাম॥ একদিন যে-নারী সাতশত বান্দাবাঁদী বেগম আর রাজ-পুরুষদের রক্তে রাজপ্রাসাদে প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল, সেও আজ শৃঙ্খলিত? বহোৎ আচ্ছা। তবে তো আমি বাদশা হয়ে বসে আছি। তুমি যাও সিতারা, তুমি যাও। উজির আমীরদের তৈরী থাকতে বল। আমি গোসল করে এখনি যাচ্ছি। সেই হাবশী ব্যাটা এখনও আছে না সরে গেছে।

সিতারা॥ আর কি সে থাকে? কখন সে দলবল নিয়ে চলে গেছে। রিজিয়া বলেছে, তাকে আশাতীত পুরস্কার দেবে। আমিও তাই বলে পাঠিয়েছি।

বাহারাম॥ বেশ করেছ। আর এখানে দেরী করো না। তোমার

পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রস্তুত করে রাখ গে ; আমি গেলেই যেন আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে মসনদে বসিয়ে দেয়।

সিতারা ॥ সব আমি ঠিক করে রাখছি। তুমি এক্ষুণি চলে এস। বিলম্বে সর্বনাশ হবে। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ কি বাবা পায়ের পো, টলছ কেন ? ভয় কি ? সম্রাট আলতামাসের সতেরোটি ছেলের কেউ আর জীবিত নেই যে আমায় বাধা দেবে। ইস, স্ফূর্তিতে বুক ভরে উঠছে। খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফোঁড়কে দেতা। কোথায় রুকনুদ্দিন আমাকে কবরে পাঠাবে, তা নয়, নিজেই কবরে গিয়ে ঢুকল! আমি মসনদে বসে সবার আগে তার মাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। এই শয়তানী আমার মাকে খুন করেছে, আমিও তাকে বাঁচতে দেব না। সে প্রাণভয়ে আর্তনাদ করবে আর আমি তার একটা একটা করে অঙ্গচ্ছেদ করব। হাঃ হাঃ হাঃ (পান পাত্র থেকে মদ্যপান)। [ মামুদের প্রবেশ ]

মামুদ ॥ শিগগির চলে এসো বাহারাম, শিগগির চলে এসো।

বাহারাম ॥ চিল্লাও মৎ বেয়াকুব। হাম বাদশা বন গিয়া। শাহানশা রুকনুদ্দিন কবরমে ঘুসা ; বেগম শাহতুর্কান ফাটকমে ঘুসা, দিল্লীকা মসনদ হামারা। উজির আমীর সিপাহশালার মনসবদার সব কোই ইয়েহ পয়জার কি গোলাম (মদ্যপান)।

মামুদ ॥ বাহারাম !

বাহারাম ॥ কুর্নিশ কর বেয়াদপ ; বাদশাকো জুতি সাফা কর। যা বাবা, জমি নিতে হল দেখছি (পতন)।

মামুদ ॥ এত অধঃপতন হয়েছে তোমার বাহারাম ? আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেবার জন্যে, আর তুমি আমাকেই অপমান করতে সাহস কর ? আমি তোমার জুতি সাফা করব ? সিপাহশালার তাজেলমালিক মামুদ খাঁকে তুমি চেন না ?

বাহারাম ॥ সিপাহশালার ! তাইতো। (উঠে) কিছু মনে করবেন না। ঘুমে আমার চোখদুটো বুজে আসছিল কি না। আমি ভেবেছিলাম ওই হতভাগা ইতিগীনটা আমায় সুড়সুড়ি দিতে এসেছে। ওই শয়তান, আমার দুলুভাই হয়ে আমার হাতে যখন তখন সরাবের পাত্র তুলে দেয়। আমি আর ওর মুখ দেখব না। আপনি শ্বশুর, গুরুজন, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—

মামুদ ॥ সরে যাও উচ্ছৃঙ্খল যুবক।

বাহারাম ॥ অ্যাঁ!

মামুদ ॥ মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে যদি যমুনার জলে ফেলে দিতাম, তাহলেও আমার এত আপশোস হত না। সিতারা আমায় মিথ্যা বুঝিয়েছিল। হাজারবার ধুলেও কয়লার ময়লা দূর হবার নয়। কত বুঝিয়েছি, কত অনুরোধ করেছি, কত ভয় দেখিয়েছি—কিছুতেই তোমার সুমতি হ'ল না। হবেও না কোনোদিন। এ তোমার কসুর নয়, আমার নসীবের দোষ।

বাহারাম ॥ গোঁসা করবেন না জনাব। মসনদে বসলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মামুদ ॥ মসনদে বসাবার জন্যেই তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছিলাম। রুকমুদ্দিকে মসনদে বসিয়ে যে ভুল সবাই করেছিল, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি আর আমি হতে দেব না। দিল্লীর শাহীতক্তে মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খলের স্থান আর হবে না।

বাহারাম ॥ তার অর্থ,—আমাকে মসনদে বসতে আপনি দেবেন না?

মামুদ ॥ আমার প্রাণ থাকতে নয়।

বাহারাম ॥ বড় বাড়াবাড়ি করছেন আপনি সিপাহশালার, বুঝেছেন? পিতার যখন আর কোনো পুত্র জীবিত নেই, তখন দিল্লীর মসনদ আমারই প্রাপ্য।

মামুদ ॥ যদি পার, বাহুবলে নিজের প্রাপ্য আদায় কর। আমীর ওমরাহদের ক্ষেপিয়ে তোল। সৈন্য সামন্তদের বশীভূত কর, সিরহিন্দ্ লাহোর গোয়ালিয়ার রণথম্ভোর সবাইকে তোমার পেছনে এসে দাঁড়াতে বল। সিপাহশালার তাজেল মালিক মামুদ খাঁ কারও রক্তচক্ষুকেও ভয় করে না, কারও তরবারিকেও গ্রাহ্য করে না। এই হাত দিয়ে সে একদিন আলতামাসকে মসনদে বসিয়েছিল, এই হাত দিয়েই সে আজ তার যোগ্য উত্তরাধিকারীকে দিল্লীর শাহীতক্তে বসাবে।

বাহারাম ॥ যোগ্য উত্তরাধিকারী? [ ইতিগীনের প্রবেশ। ]

ইতিগীন ॥ কে যোগ্য উত্তরাধিকারী?

মামুদ ॥ তোমার না জানলেও চলবে।

ইতিগীন ॥ আপনি না বললেও আমি বুঝে নিয়েছি।

মামুদ ॥ কী বুঝে নিয়েছ?

ইতিগীন ॥ আপনি নিজেই এবার শুভ্র মস্তকে বাদশাহী তাজ পরতে চান।

মামুদ ॥ তুমি যেমন জংলী তোমার বুদ্ধিও তেমনি বন্য পশুর মত।

বাহারাম॥ আমার আত্মীয়কে অপমান করে এত বড় সাধ্য কার?

মামুদ॥ আমার। নিজের চোখে দেখ নি, এই বৃদ্ধ সিপাহশালার তোমার মহামান্য পিতাকেও চোখ রাঙিয়ে শাসন করেছে? তবু একদিনের জন্যও তিনি সে উপদেশ অগ্রাহ্য করেন নি।

ইতিগীন॥ কারণ তিনি ছিলেন মেরুদণ্ডহীন—

মামুদ॥ খবরদার! আমার পরলোকগত প্রভু কবরের তলায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর নামে যে একটা কটুকথা উচ্চারণ করবে, আমি তার গলা টিপে মারব, সে তাঁর পুত্রই হোক, আর জামাতাই হোক।

ইতিগীন॥ কিছু মনে করবেন না সিপাহশালার। বয়সের আধিক্যে আপনার ভীমরতি হয়েছে। নইলে নিজের জামাতাকে বঞ্চিত করে—

মামুদ॥ জামাতার কথা থাক। তোমার নিজের কথা বল ইতিগীন। কবে তুমি দিল্লীর প্রাসাদ ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাবে?

ইতিগীন॥ যেদিন আপনি কবরে যাবেন? তার পরদিনই আমি যমুনায় গাসল করে সোজা ঘরে চলে যাব। তার আগে আমারও যাবার ইচ্ছে নেই, আর শাহজাদাও আমাকে যেতে দেবেন না।

বাহারাম॥ যথার্থ।

মামুদ॥ তুমিই শাহজাদার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছ।

বাহারাম॥ আপনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি কচ্ছেন; বুঝেছেন?

মামুদ॥ যদি ভাল চাও, এখনও তুমি এই বিষকুম্ভ কুসঙ্গীদের ত্যাগ কর বাহারাম। তুমি বুঝতে পারছ না, এরা তোমার পরম শত্রু।

বাহারাম॥ মিত্র শুধু আপনি। মিত্রতার পরিচয় তো পেয়েছি সিপাহশালার। আপনার সদুপদেশ শুনব মসনদে বসার পর, এখন নয়।

মামুদ॥ আমি জীবিত থাকতে মসনদ তুমি পাবে না।

বাহারাম॥ তবে কে পাবে? কে সে ভাগ্যবান্?

মামুদ॥ পরলোকগত সম্রাটের শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব আর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের যে একমাত্র উত্তরাধিকারী, দাস বংশের গৌরব—প্রজা পুঞ্জের পরম প্রিয় সেই মানুষটিকেই আমি দিল্লীর শাহীতক্তে বসাবো। তার নাম বাহারাম নয়; বেগম রিজিয়া (প্রস্থানোদ্যোগ)।

ইতিগীন॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

মামুদ॥ আজ হেসে নাও, কাল কাঁদতে হবে (প্রস্থানোদ্যোগ)।

বাহারাম ॥ নারী বসবে দিল্লীর সিংহাসনে !

মামুদ ॥ দশটা অপদার্থ পুরুষের চেয়ে একটা শক্তিমতী নারীর দাম অনেক বেশী। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ যা বাবা, মসনদটা হাতে এসেও ফসকে গেল ?

ইতিগীন ॥ ফসকে গেলেই হল ? দেখ না, আমি কি করি ? দিল্লীর সিংহাসনে বসবে রিজিয়া ? আমি ওই হিজড়ে—

বাহারাম ॥ খবরদার ! মু সামহালকে বাৎ কর। তুমি দুলুভাই হলেও আমার পয়জারের গোলাম, আর সে দুশমন হলেও আমার বহিন। [ প্রস্থান ]

ইতিগীন ॥ মাতালের মহিমা যে বোঝে, সে এখনও জন্মায় নি। [প্রস্থান]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ ভাতিণ্ডার রাজপ্রাসাদ। আলতুনিয়া ও বদর খাঁর প্রবেশ ]

আল ॥ জালালউদ্দিন ফিরেছে বদর খাঁ ?

বদর ॥ না জাহাঁপনা।

আল ॥ তিনদিন আগে তাকে দিল্লীতে পাঠিয়েছি। এতদিনে পাঁচবার গিয়ে পাঁচবার ফিরে আসা যায়, তবু সে ফিরে আসতে পারল না ?

বদর ॥ আমার মনে হয়, হাবশী ব্যাটা কুতবমিনার দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ফেরবার কথা বোধহয় তার মনেই নেই।

আল ॥ তুমি একটি গর্দভ।

বদর ॥ ওই জন্যেই তো আপনাকে ছেড়ে যাই না জনাব।

আল ॥ কুতবমিনারে দেখবার আছে কি ? দিল্লীতে একটাই মাত্র দর্শনীয় বস্তু আছে। সে হচ্ছে শাহজাদী রিজিয়া।

বদর ॥ জাহাঁপনা কি হাবশীটাকে তারই কাছে পাঠিয়েছেন ? আমি ভেবেছিলাম সিপাহশালার মামুদ খাঁর কাছে গোপনীয় খবর আনতে পাঠিয়েছেন।

আল ॥ মামুদ খাঁ উচ্ছন্নে যাক। এই বৃদ্ধের জন্যই আজও আমি শাদি করতে পারি নি।

বদর ॥ কেন ? তিনি কি দেশের সব পাত্রীগুলোকে বায়না দিয়ে রেখেছেন না কি ?

আল ॥ তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। এমন মূর্খের মত কথা বল যে, তোমার বোকামি দেখে আমার কান্না পায়।

বদর ॥ আমার বিবি বলে, মিঞা তোমার দুঃখে শেয়ালকুকুর কাঁদবে। দেখছিও তাই।

আল ॥ রিজিয়ার কাছে আমি জালালউদ্দিনকে কেন পাঠিয়েছি জান ?

বদর ॥ বোধ হয় দিল্লীর দরবারে নকরীর জন্যে। সে যদি তার ভাইকে বলে দেয়—

আল ॥ তোমাকে আমি বেঁধে চাবুক মারব।

বদর ॥ না বেঁধেও মারতে পারেন। কোথায় আর পালাব ? এত বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে আর কি যাবার জায়গা আছে ? কিন্তু বাদশা যেখানে আপনার দুলুভাই, সেখানে আপনি রিজিয়ার কাছে লোক পাঠালেন কেন ?

আল ॥ রিজিয়ার পিতা সম্রাট আলতামাসের ইচ্ছা ছিল, রিজিয়াকে আমার হাতে তুলে দেন।

বদর ॥ এমন পাত্র আর পাবে কোথায় ?

আল ॥ বাদশার অকস্মাৎ মৃত্যু না হলে কবে এ-বিয়ে হয়ে যেত। আজ আমি রিজিয়াকে সেই কথা মনে করিয়ে দিতেই জালালউদ্দিনকে পাঠিয়েছি। তার সম্মতি পেলেই রুকনুদ্দিন বিবাহের আয়োজন করবে।

বদর ॥ আপনিও আয়োজন করতে থাকুন। আমার মনে হয়, শাহজাদী আপনার সওগাত পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আপনাকে সেলাম জানাতে আসছে। তাও বলি,—

আল ॥ কি বলো ?

বদর ॥ যদি অভয় দেন তো বলি, ও মেয়েকে সাদি করা আর শিমুলগাছে পিঠ রগড়ানো একই কথা। খোদাতালা ওকে পুরুষ গড়তে গিয়ে ভুলে মেয়ে বানিয়ে ফেলেছেন। আমার মনে হয় হিন্দুদের মন্থরা, সূর্পনখা, দ্রৌপদী আর পুতনা রাক্ষসীকে একসঙ্গে চটকে নিয়ে এই রিজিয়াকে গড়া হয়েছে।

আল ॥ রহস্য রাখ, তুমি তাকে দেখ নি মূর্খ। সে রূপ দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

বদর ॥ ওসব রূপ দূর থেকে দেখাই ভাল জাহাঁপনা। কাছে আনলে দেখবেন, সে এক আগ্নেয়গিরি। আমার তালুই ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন ; ভদ্রলোককে এমন এক ধমক দিলে

যে, সেই থেকে পূর্ণিমা এলেই তার কম্প দিয়ে জ্বর আসে। হবিবুল্লার খালাত ভাইকে কবে নাকি একখানা চড় দেখিয়েছিল, তারপর থেকে তার কেবলি শরবৎ দাস্ত হচ্ছে। জ্যোতিষী না কি বলেছে, রিজিয়াকে যে সাদি করবে, তার অকালমৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আল॥ আমি দেখব আলতুনিয়ার অকালমৃত্যু কোন্ পথে আসে। রিজিয়াকে আমি সাদি করে বসে আছি।

বদর॥ আপনি যে তাকে সাদি করবেন, এও ঠিক আর সে যে আপনাকে সাদি করবে না, এও ঠিক। কারণ আপনার রূপ আছে, গুণ নেই; তার রূপও আছে, গুণও আছে।

আল॥ আমি তোমায় কোতল করব বেয়াদপ।

বদর॥ তবু রিজিয়াকে আপনি পাবেন না।

আল॥ কারণ?

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল॥ কারণ চাইলেই সব পাওয়া যায় না। এই আপনার সওগাত জাহাঁপনা।

আল॥ ফিরিয়ে আনলে যে বেঅকুফ? দিল্লীতে তুমি যাও নি?

জালাল॥ গিয়েছিলাম জনাব।

বদর॥ শাহজাদী দেখা দিলেন না বুঝি?

জালাল॥ হাঁ, তা দিয়েছেন বই কি? তিনি তো পর্দানশীন নন।

আল॥ তাহলে শাহজাদীকে দেখেছ তুমি? কি রকম দেখলে?

জালাল॥ যা কখনও দেখি নি, তাই দেখলাম। সাগরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখেছি, তুষারমৌলি নাগাধিরাজ হিমালয়ের মহিমময় সুষমা দেখে পাগল হয়েছি, তালিবনশ্যাম সিন্ধুতটে বিদায়োন্মুখ সূর্যের দীপ্ত সমারোহ আমার চোখের বেহেস্তের দরওয়াজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। হিন্দুর দেবতারা নাকি তিল তিল করে নিজেদের শক্তি দিয়ে তিলোত্তমাকে গড়েছিল। বুঝি সেই তিলোত্তমাই আবার এসে মুসলমানের হারেমে জন্ম নিয়েছে।

আল॥ কথাটা এই মূর্খকে ভাল করে বুঝিয়ে বল।

বদর॥ আর বোঝাতে হবে না। আমি সবটাই বুঝে নিয়েছি। হাঁ হে ছোকরা, বলি শাহজাদী তোমার সঙ্গে কথাটথা বললে ত?

জালাল॥ হ্যাঁ, জনাব। কথা তিনি সবার সঙ্গেই বলেন।

বদর ॥ কী বললে ?

জালাল ॥ তা আমি অত লক্ষ্য করি নি। সেই আশমানের হুরী দৃপ্ত ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলিয়ে আমার সামনে এসে যখন দাঁড়াল, আমার মনে হল, আকাশের চাঁদ বুঝি মাটিতে নেমে এল। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। তখন বুঝিনি, আরও বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। যখন সে কথা বললে, মনে হল বেণু বীণা বাজিয়ে যেন কে গান করছে! অনেক-ক্ষণ পরে আমি সওগাত তার পায়ের তলায় রেখে বললাম, ভাতিণ্ডার সুলতান জনাব আলতুনিয়া আপনাকে এই সওগাত পাঠিয়েছেন হুজরাইন। আপনি সওগাত গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহে সম্মতি দিন।

আল ॥ সওগাত তুলে নিয়ে আবার ফেরৎ পাঠালে কেন আহাম্মক ?

জালাল ॥ তুলে নেয় নি জাহাঁপনা।

বদর। নেয় নি ?

আল ॥ আমার সওগাত ফিরিয়ে দিলে, রিজিয়া!

জালাল ॥ অমনি ফিরিয়ে দেয় নি জাহাঁপনা। সঙ্গে দিয়েছে তার পায়ের এক পাটি জুতো। এই যে। [ ঢাকনা খুলিয়া দেখাইল ]

বদর ॥ এ হে হে হে, জুতো দিলে সুলতান আলতুনিয়াকে ? তাও কি ডান পায়ের জুতো ? এরই প্রশংসায় আমাদের আমীর ওমরাহেরা পঞ্চমুখ ! এবার তারা কি বলবে বলুক। আমি সবাইকে ডেকে এনে জুতো দেখাব।

আল ॥ না, না। দেখাতে হবে না। তুমি যাও।

বদর ॥ যাচ্ছি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেব, তোমাদের শাহজাদী রিজিয়া আমাদের সুলতানকে পায়ের জুতো পাঠিয়েছে। তোমরা জাগো, এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও। ( প্রস্থান )

আল ॥ এত বড় স্পর্দ্ধা শাহজাদী রিজিয়ার ?

জালাল ॥ গোঁসা করবেন তো জাহাঁপনা। প্রার্থীর কাজ চাওয়া, দাতার কাজ দেওয়া। সে যদি আপনার প্রার্থনা পূরণ না করে আপনার দুঃখ হ'তে পারে কিন্তু রাগ কেন হবে জনাব ?

আল ॥ তুমি ব্যাটা হাবশী। তুমি কি বুঝবে। এর চেয়ে অপমান আর কিছু হতে পারে না।

জালাল ॥ অপমান তো আপনি কুড়িয়ে আনতেই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সে কি বললে জানেন ? রণথম্বোরের যুদ্ধে যে কাপুরুষ বিষাক্ত শর নিক্ষেপ

করে দুর্গস্বামীকে হত্যা করেছিল, তার জানা উচিত ছিল যে, সে রিজিয়ার নকর হতে পারে, প্রভু হতে পারে না।

আল ॥ এত বড় কথা সে বললে আর তুমি কোনো জবাব দিতে পারলে না?

জালাল ॥ জবাব দেবার কিছু ছিল না, তাই দিই নি।

আল ॥ অত বড় দেহটা নিয়ে তুমি মুখ বুজে পালিয়ে এলে?

জালাল ॥ না না, মুখ বুজে পালিয়ে আসব কেন? সে যখন আপনার মহামূল্য সওগাতের উপর জুতো উপহার দিলে, তখন আমার হাবশীর রক্ত এক লহমার মধ্যে মাথায় উঠে গেল, আমি তরবারি তুলে তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না জাহাঁপনা, শাহজাদী আমার হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, আর চাবুক তুলে আমার হাতে···এই দেখুন, চাবুকটা দাগ কেটে বসে গেছে।

আল ॥ তোর মরণ হল না হতভাগা?

জালাল ॥ মরণ হবে কি জাহাঁপনা? আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। ভাবলুম, কে বলে নারী অবলা, কে বলে মহিষাসুরমর্দিনী কবির কল্পনা? মাথাটা আমার শ্রদ্ধায় নুয়ে এল। আমি তাকে সেলাম করে বেরিয়ে এলাম।

আল ॥ সেলাম করে বেরিয়ে এলে! হাবশী জাত যে এমন নির্বোধ তা আমার জানা ছিল না।

জালাল ॥ জানা আমারও ছিল না। এই হাত কত দুশমনকে তুলে আছাড় মেরেছে। এমনি করে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে আমাকে আর আমিও কখনও দেখি নি।

আল ॥ আবার তোমাকে যেতে হবে জালাল।

জালাল ॥ কোথায়?

আল ॥ শাহানশার কাছে।

জালাল ॥ শাহানশা রুকনুদ্দিন?

আল ॥ হ্যাঁ; তাকে গিয়ে আমার নালিশ জানিয়ে বলবে যে, আমার দূতকে শাহজাদী রিজিয়া অপমান করেছে, আমি এর জবাব চাই।

জালাল ॥ জবাবটা আপনি নিজে গিয়ে চেয়ে আসুন।

আল ॥ তুমি যাবে না?

জালাল ॥ ক্ষেপেছেন? চাবুক খেয়ে নালিশ করব আমি? সে আপনারা পারেন, হাবশীরা পারে না। যে নারী জালালউদ্দিন ইয়াকুতের হাত থেকে

তরবারি ছিনিয়ে নিতে পারে, মারুক না সে আমাকে দশ ঘা চাবুক আমি করব তাকে সেলাম।

আল॥ থামো আহাম্মক।

জালাল॥ আপনার আনন্দ হচ্ছে না জাহাঁপনা? যে জাতের মেয়েরা সূর্যের মুখ দেখেনা, সে জাতের মধ্যে এমন একটা মেয়ে জন্মেছে, যে জালালউদ্দিন ইয়াকুতের হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিতে পারে। ভাবতে আমার বুকটা দশহাত ফুলে উঠছে জনাব। ফরাসীদের ছিল জোয়ান-অব-আর্ক, হিন্দুদের ছিল সুভদ্রা, আমাদেরও আছে বেগম রিজিয়া।

নেপথ্যে রাবেয়া॥ দাদা—ভাইজান—

আল॥ এ কি! রাবেয়ার কণ্ঠস্বর নয়? এমন অকস্মাৎ সে আসছে কেন? কেন এমন আর্তস্বরে ডাকছে।

জালাল॥ আমি জানি।

আল॥ যাও যাও. বহিনকে সসম্মানে নিয়ে এসো।

জালাল॥ যাচ্ছি জনাব, যাচ্ছি। আমার অনুরোধ, শাহজাদীকে বিবাহের সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন।

আল॥ কেন?

জালাল॥ কারণ সে বেহেস্তের হুরী, আর আপনি দোজকের কীট।

( প্রস্থান )

আল॥ বর্বর হাবশীকে আমি— [ রাবেয়ার প্রবেশ ]

রাবেয়া॥ ভাইজান—

আল॥ একি, দিল্লীশ্বরী! কোথা থেকে এলে? কেন এলে? কাঁদছ কেন? কী হয়েছে রাবেয়া?

রাবেয়া॥ ভাইজান, অর্দ্ধভারতের সম্রাট মহিমান্বিত শাহানশা—

আল॥ শাহানশা কী?

রাবেয়া॥ নিহত।

আল॥ নিহত! ওঃ—বহিন, তুমি বিধবা! তাই আলুলায়িত কেশ বাতাসে উড়ছে, বিস্রস্ত বসন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে। যুদ্ধ হল না, ঝঞ্ঝাবাত বইলনা, প্লাবন ছুটে এল না, তবু দিল্লীশ্বর রুকমুদ্দিন অপঘাতে প্রাণ দিলে? কেন? কেন? কি করেছিল সে?

রাবেয়া॥ কিছুই সে করে নি। তার বৈমাত্রেয় বোন শাহজাদী রিজিয়ার

জন্য বাদশাহী বংশের মান সম্ভ্রম আব্রু মর্যাদা সব ধূলিসাৎ হতে বসেছে। তিনদিন আগে ভোরবেলা রিজিয়া হারেম থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছিল, বাদশা তখন তার পথরোধ করে কি তাকে বলেছিলেন জানি না। রিজিয়া তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদেশী ছুটে এসে শাহানশার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য সামন্ত প্রজা পাইক যে যেখানে ছিল ছুটে এল। আমি আতঙ্কে প্রাসাদ থেকে পথে নেমে এসে দেখলাম—

আল ॥ কি দেখলে, কী ?

[ গীতকণ্ঠে মনসুরের প্রবেশ ]

শোণিতসায়রে ভাসিছে কমল
ছিন্ন সে শতদল,
বাতাস ফেলিল তপ্ত নিঃশ্বাস
আকাশে ঝড়িল জল।
মানুষের আঁখি ঝরিল না হায়,
বিঁধিল না কারো কলিজা ব্যথায়,
থামিল না হায় ভরা দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল।

রাবেয়া ॥ তুমি কেন এলে মনসুর ? আর তো আমি দিল্লীশ্বরী নই, আর আমার সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

মনসুর ॥ ফিরে চল মা, ফিরে চল। তুমি না গেলে শাহানশার কবরে মাটি দিতে যে কেউ নেই।

আল ॥ একি দুঃসংবাদ তুমি নিয়ে এলে বহিন ? এত সাধ করে দিল্লীর বাদশার হাতে তোমায় তুলে দিলাম, পাঁচ বছরও কাটলো না ? এ কি দুঃসহ বেদনা, এযে কাউকে বোঝাবার নয়।

মনসুর ॥ প্রতিশোধ নাও দাদা। বাদশার খণ্ডবিখণ্ড দেহ কবরে সমাহিত হবার আগেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। যে বিদেশী কুত্তা আমার এতবড় সর্বনাশ করেছে, সে আমার আগেই তোমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

আল ॥ প্রাসাদে প্রবেশ করেছে! আমার প্রাসাদে! কোথায় সে ? কে সে শয়তান ?

রাবেয়া ॥ শয়তান তোমারই পেয়ারের নফর।

আল ॥ আমার নফর ! কি নাম ?

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল ॥ নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ।

আল ॥ তুমি !

রাবেয়া ॥ হ্যাঁ ভাইজান, এই হাবশী কুত্তাই শাহানশাকে হত্যা করেছে।

জালাল ॥ হাবশী কুত্তা নয় বেগমসাহেবা। কুত্তা ছিল আপনার খসম।

আল ॥ খবরদার জংলী বর্বর।

জালাল ॥ ভুল বললেন জাহাঁপনা। জালালউদ্দিন জংলী বটে, কিন্তু বর্বর নয়।

রাবেয়া ॥ হত্যা কর ভাইজান। এই শয়তান বিনাদোষে শাহানশাকে খুন করেছে, তুমি ওর গায়ের চামড়া খুলে নাও, তারপর একটা একটা করে ওর অঙ্গচ্ছেদ কর।

আল ॥ তার চেয়েও কঠোর শাস্তি কিছু আছে কি না, তাই আমি ভাবছি।

জালাল ॥ ভাবুন জাহাঁপনা, ভাবুন। তবে আপনাকেও বলে রাখি শুনুন, জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ মৃত্যুকে ভয় করে না, আর এমনি অপরাধ সারাজীবনই সে করেছে, আর চিরদিনই তা করবে। আমি আপনার বেতনভোগী ভৃত্য, আপনার পায়ের জুতি আমি জিভ দিয়ে সাফ করতে পারি, তাই বলে আপনার অন্যায় আমি সইব না। যদি আপনাকেও কোনোদিন পরনারীর ওড়না টেনে ধরতে দেখতে পাই, তাহ'লে আপনার দুলুভাইয়ের মত আপনাকেও আমি কবরে পাঠাতে দ্বিধা করব না।

রাবেয়া ॥ চুপ মিথ্যাবাদী, চুপ।

জালাল ॥ মিথ্যা বলছেন আপনি। আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনার মহামান্য খসমকে শাহাজাদীর ওড়না টেনে ধরতে। মুহূর্তে আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে, আমি আদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খবরের প্রয়োজন নেই। কখন যে আমার তরবারি তার কাঁধের উপর নেমে এল, কখন যে রক্ষী প্রহরী শান্ত্রীর দল তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমার মনে নেই। যখন খেয়াল হ'ল, দেখলাম বাদশার খণ্ড বিখণ্ড দেহ রক্তের দরিয়ায় ভাসছে।

রাবেয়া ॥ তোমার দেহটাও তেমনি করে রক্তের দরিয়ায় ভাসবে শয়তান।

জালাল ॥ দুঃখ করো না মা, দুঃখ করো না। সম্রাট আলতামাসের

ক্রীতদাসী শাহতুর্কানের ছেলে তোমার খসম। যেদিন সে সিংহাসনে বসেছে, তারপর এই ক-বছরে একে একে সতেরোটা ভাইকে সে এমনি করে খুন করেছে। আমি তাকে মারি নি মা, মেরেছে সেই নিরুপায় মানুষগুলোর অন্তিম অভিশাপ।

রাবেয়া ॥ কী দেখছ দাদা! এখনও তুমি জানোয়ারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছ?

জালাল ॥ অমন কীর্তিমান খসম যার, অপরকে জানোয়ার বলা তারই সাজে, বেগমসাহেবা।

আল ॥ চোপরাও হাবশী শৃগাল।

জালাল ॥ শৃগাল নই জনাব, শৃগালের নফর।

আল ॥ আমি তোর মাথাটা নামিয়ে দেব (তরবারি তোলেন)।

জালাল ॥ এ মাথা নামাতে পারে, হিন্দুস্থানে তেমন আদমি একটাই দেখলাম, তার নাম সুলতান আলতুনিয়া নয়, শাহজাদী রিজিয়া।

[ আলতুনিয়ার তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ]

আল ॥ ইয়াকুৎ!

জালাল ॥ নোকরি করতে হয় তারই করব, আর সব শয়তানের দল।

আল ॥ চোপরাও বেয়াদপ।

জালাল ॥ বেয়াদপ! ইয়াকুৎ না খেয়ে মরবে, তবু শয়তানের নোকরি করবে না। সেলাম, সেলাম। [ প্রস্থান ]

রাবেয়া ॥ দাদা!

আল ॥ চলো বহিন। খোদার কসম, তোমার সর্বনাশ যে করেছে, তার কলিজার রক্ত আমি তোমায় উপহার দেব। আর বিলম্ব করো না, দিল্লী চল। তাজেলমালিক মামুদ খাঁ তার জামাতাকে মসনদে বসাতে চাইবে। আমরা তা হতে দেব না। বাদশার পরিত্যক্ত সিংহাসন তার নাবালক পুত্রেরই প্রাপ্য আর কারও নয়। যে বাধা দেবে, সে মরবে। [ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ মামুদের গৃহ। মামুদের প্রবেশ। ]

মামুদ ॥ মূর্খ আমীর ওমরাহের দল দিল্লীর মধুচক্র লুটে পুটে খাবার জন্য একটা মেরুদণ্ডহীন যুবককে মসনদে বসাতে চায়। না না, তাজেলমালিক মামুদ খাঁ বেঁচে থাকতে তাদের আশা পূর্ণ হবে না। কবরের তলায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাক শাহানশা, তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে খোদার হুকুম।

[ গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ ]

শক্ত হাতে রাশ টেনে ধর্, চোখের জলে গলিস না,
হাজার ফণী তুলুক ফণা, প্রাণের ভয়ে টলিস না।

মামুদ ॥ না না, আমি টলব না সাধুজি।

ফকির ॥ গর্জাবে বাজ, নামবে ধারা, ফুলবে সিন্ধুজল,
কাঁদবে মায়া, পরাবে পায় সোনার শৃঙ্খল,
লক্ষ জনের হিতের লাগি আত্মসুখে হও বিরাগী,
মরণ যদি ধরে চুলে, ধরম পায় দলিস না।

মামুদ ॥ এমন সময়ে কোথা থেকে এলেন ফকিরসাহেব ?

ফকির ॥ তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম মামুদ খাঁ। হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল; একদিন কে যেন আমায় বললে, দিল্লী ফিরে যা। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। পথে শুনলাম, শাহানশা নিহত। সিংহাসনটা আর একদিনও শূন্য রেখো না মামুদ খাঁ।

মামুদ ॥ না না, তিনদিনের মধ্যেই আমি আমার কাজ শেষ করব। কিন্তু কাকে বসাব দিল্লীর মসনদে ? বাহারামকে না রুকনুদ্দিনের শিশুপুত্রকে ?

ফকির ॥ বাহারামকেও নয়, শিশুকেও নয়। সম্রাট আলতামাস যার কথা তোমাকে বলে গেছেন, তাকেই তুমি সিংহাসনে বসিয়ে তোমার প্রভুভক্তির পরিচয় দাও। ডাইনে বাঁয়ে চেওনা। দিল্লীর সিংহাসনের যোগ্য অধিকারিণী শাহজাদী রিজিয়া। [ প্রস্থান ]

মামুদ ॥ আকাশ বাতাস তরুলতা সবাই তাই বলছে—বলছে না শুধু এই হীন স্বার্থপর উজির আমীর-ওমরাহের দল। কারও কথা আমি শুনব না। আমার মালিকের হুকুম, খোদাতায়লার ফারমান। [ ফিরোজার প্রবেশ ]

ফিরোজা ॥ এই যে, খোশ মেজাজে দাঁড়িয়ে আছ দেখছি। এখনও তুমি মর নি ?

মামুদ ॥ মরব কেন ?

ফিরোজা ॥ বাঁচবেই বা কেন ? অনেকদিন তো বেচে গেলে, আর কেন ? এবার কবরে যাও না।

মামুদ ॥ তুই আগে যা; রাজপ্রাসাদে শান্তির বাতাস বয়ে যাক, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কবরে যাব। সূর্যটা সবে উঠি উঠি করছে, এমন সময় কেন তুই বেরিয়ে এলি ? তোর মুখ দেখলে সূর্য হয়ত ঘরে ফিরে যাবে।

ফিরোজা ॥ চালাকি পেয়েছ, ফিরোজা বিবিকে চেন না ?

মামুদ ॥ তোকে আবার না চেনে কে? তোকে দেখতে পেলে বাদশা আলমাতাস পর্যন্ত ঘুমের ভাণ করতেন, তুই কি সোজা মানুষ? খোদাতায়ালা তোকে নির্জনে বসে তৈরী করেছেন।

ফিরোজা ॥ আবার ঠাট্টা হচ্ছে বুড়ো মড়া?

মামুদ ॥ যা যা, বিরক্ত করিস নি। নিজের কাজে যা।

ফিরোজা ॥ কেন যাব? এ কি তোমার কেনা বাড়ী? এ-আমার মনিবের বাড়ী।

মামুদ ॥ তবে তুইই থাক, আমি চলে যাই।

ফিরোজা ॥ চলে যাবে কি রকম? তবে আমি এলাম কি করতে?

মামুদ ॥ সেই কথাটা বলে বিদেয় হ'না। আমার এখন জরুরী কাজ আছে।

ফিরোজা ॥ তোমার কাজ আছে, আমার নেই? আমি বুঝি খাই আর ঘুমুই—এই কি তুমি বলতে চাও? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?

মামুদ। হায় যমরাজ, রুকনুদ্দিনকে না নিয়ে এই বুড়ীটাকে নিতে পারলে না? তাহলে যে পৃথিবীর ভার অর্দ্ধেক লাঘব হত। হতভাগীর জন্যে কি অসুখ বিসুখও নেই? আবার বিড়বিড় করে বকছে দেখ।

ফিরোজা ॥ বলি হ্যাঁগা, যা শুনছি এ কি সত্যি?

মামুদ ॥ কি শুনছিস্?

ফিরোজা ॥ সত্যি কি না, আগে তাই বল।

মামুদ ॥ তোর প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।

ফিরোজা ॥ পেল্লাপ আমার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

মামুদ ॥ কি আপদ! তোর কথাটা কি, তাই বল্।

ফিরোজা ॥ কথাটা হচ্ছে, তুমি মরবে কবে?

মামুদ ॥ এই ছোট কথাটা বলতে তুই ভোর বেলা উঠে এলি? আমাকে খবর দিলে আমিই তো গিয়ে কথাটা নিবেদন করে আসতুম।

ফিরোজা ॥ বলি সত্যি সত্যি তুমি রিজিয়াকে মসনদে বসাবার মতলব করেছ? কারণটা কি শুনি। বাদশার সতেরোটা ছেলে বেঘোরে মরেছে, এই মা-মরা মেয়েটাও তেমনি করে মরুক, এই কি তুমি চাও?

মামুদ ॥ মরবে কেন?

ফিরোজা ॥ মরবে কেন? হুদো হুদো মরদগুলো মরে শেষ হয়ে গেল,

আর এই কচি মেয়েটা মসনদে বসে রাজ্যি চালাবে ? ও রাজত্বির জানে কি ?

মামুদ ॥ রিজিয়া যা জানে, রাজবংশের কেউ তা জানে না।

ফিরোজা ॥ শিখলে কবে ? এই তো সেদিন জন্মালে মেয়েটা। মাটিতে পড়েই হা হা করে হেসে উঠল ; বাদশা বললে—আকাশের চাঁদ আমার ঘরে নেমে এসেছে। তারপর তার মা মারা গেল, মেয়েটাকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললে—আবাগীকে তোকে দিয়ে গেলাম।

মামুদ ॥ সব জানি আমি।

ফিরোজা ॥ কথা শেষ করতে দাও। তারপর বাদশা গেল, তার ষোলটা ছেলেকে ওই বদমায়েস ব্যাটা রুকণুদ্দিন আর তার মা শেষ করে দিলে। আজ সে রুকনুদ্দিনও কবরে। ভোজবাজির মত সব উঠল আর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এর মধ্যে ওই কচি মেয়েটাকে কেন তুমি টেনে আনতে চাও ? বলি, আর কি রাজ্যে বাদশাহী করার লোক নেই ?

মামুদ ॥ না, নেই।

ফিরোজা ॥ কেন, তোমার অমন জামাই রয়েছে। দাও না তাকে বসিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কবর খুঁড়ে রেখো। আজ মসনদে বসবে, কাল কবরে শোবে। এক পিপে মদ সঙ্গে দিও কিন্তু।

মামুদ ॥ চুপ।

ফিরোজা ॥ ওঃ—নিজের জামাইকে শিকেয় তুলে রাখবে, আর পরের মেয়েকে বারুদের ওপর বসিয়ে দিয়ে মজা দেখবে ? সেটি হবে না বলে রাখছি।

মামুদ ॥ হয়ে গেছে ধরে নে। তোর আনন্দ হচ্ছে না ফিরোজা ? বুকের রক্ত জল করে যাকে মানুষ করেছিস, সে হবে অর্দ্ধ ভারতের অধীশ্বরী—

ফিরোজা ॥ ধীশ্বরী মীশ্বরী তোমার জামাইকে করো গে। আমি রিজিয়াকে ধীশ্বরী হতে দেব না।

মামুদ ॥ হাজার হাজার প্রজা জয়ধ্বনি দেবে,—সুলতান, সুবেদার, রাজা, উজির—সবাই আভূমি নত হয়ে সেলাম করবে, আমি যে তাকে অস্ত্রচালনা শিখিয়েছি, আমারই বুকটা আনন্দে দশ হাত ফুলে উঠছে, আর তুই তার সারাজীবনের সাথী, তোর চোখে জল আসছে হতভাগী ?

ফিরোজা ॥ আসবে না ? চোখ নেই তোমার, দেখতে পাচ্ছ না, চারদিকে দুশমনের দল ছুরি শানাচ্ছে—

মামুদ ॥ আমি ছুরি শুদ্ধ তাদের হাত মুচড়ে ভেঙে দেব। দশ বছরের

অক্লান্ত সাধনায় যে নারীকে আমি অপরাজেয় করে গড়ে তুলেছি তাকে আমি দিল্লীর শাহীতক্তে বসিয়ে জগৎকে দেখিয়ে দেব যে, মুসলমানের মেয়েও বাদশাহী করতে জানে।

ফিরোজা। রাখ তোমার বাদশাহী। যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। ভায়েরা তো কিছু করলে না, তুমি যদি পার—মেয়েটার শাদী দিয়ে দাও।

মামুদ॥ না না, রিজিয়া কারও বিবি হবার জন্যে জন্মায় নি। আর তার স্বামী হতে পারে, এমন পুরুষও পৃথিবীতে হয় না।

ফিরোজা॥ তুমিই মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।

মামুদ॥ বেশ করেছি।

ফিরোজা॥ কথা শেষ করতে দাও। খবরদার বলছি খাঁয়ের পো, মেয়েটাকে যদি মসনদে বসাও, আমি তোমার কলজের রক্ত চুষে খাব।

[ পুরন্দরের প্রবেশ ]

পুরন্দর॥ বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তানী।

ফিরোজা॥ কি বললে? শয়তানী আমি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? যৌবনের দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না বুঝি? গুরুশিষ্যে ষড়যন্ত্র করে মেয়েটাকে কবরে পাঠাবার মতলব করেছ? বৌ বেগমের কাছে আমি কিছু শুনি নি? যাচ্ছি আমি রিজিয়ার কাছে। তার মা তাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। চাইনে তার বাদশাহী; চাইনে সোনাদান হীরে জহরৎ। আমি তাকে ভিক্ষে করে খাওয়াব, তবু তোমাদের খাঁড়ার নীচে মাথা গলিয়ে দিতে দেব না। ( প্রস্থান )

পুরন্দর॥ সত্যই কি আপনি শাহজাদীকে মসনদে বসাতে চান?

মামুদ॥ হ্যাঁ চাই। তোমার আপত্তি আছে?

পুরন্দর॥ আমার নয় জনাব, বাহারাম বলছিল—

মামুদ॥ যে মসনদ তারই প্রাপ্য?

পুরন্দর॥ কথাটা তো মিথ্যে নয় জনাব।

মামুদ॥ দিল্লীর মসনদ তো ছেলের হাতের মোয়া নয় পুরন্দর, যে, যার তার হাতে ছুঁড়ে দিলেই হল।

পুরন্দর॥ এ কি বলছেন আপনি? সে আপনার জামাতা।

মামুদ॥ আমার পরিচয়ের কলঙ্ক। চোখে সবই দেখছ, কানে সবই

শুনছ। এক সঙ্গে তাকে আর তোমাকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি হলে দেশবিখ্যাত যোদ্ধা, আর সে হল সুরাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল পশু!

পুরন্দর॥ কিন্তু জনাব,—

মামুদ॥ কোনো কিন্তু নেই পুরন্দর। তার হাতে আমার মাথাটা আমি তুলে দিতে পারি, কিন্তু আমার প্রভুর সিংহাসন তুলে দেব না, আমার দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের ভার তুলে দেব না।

পুরন্দর॥ বহিন বড় কাঁদছে জনাব।

মামুদ॥ কাঁদতে দাও। এই তো আরম্ভ। সবই তো জান তুমি পুত্র। আমার অনিচ্ছায় তাকে এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে দিতে হয়েছিল। তোমরাও বলেছিলে—সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। হল না, আর হবেও না। যাও, আমীর-ওমরাহদের দরবারে যেতে বল। তিনদিনের মধ্যে আমি রিজিয়াকে মসনদে বসাব।

[ ওসমান খাঁর প্রবেশ। ]

ওসমান॥ এ আপনি বলছেন কি সিপাহশালার? নারী বসবে সিংহাসনে?

মামুদ॥ পুরুষ যেখানে নেই, সেখানে নারীকেই শাসনরশ্মি ধারন করতে হবে।

ওসমান॥ বাহারাম খাঁ কি পুরুষ নয়?

মামুদ॥ বাহারামের খবর তার শ্বশুর বেশী জানে আমীর ওসমান। দিল্লীর মসনদের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

[ আলতুনিয়ার প্রবেশ ]

আল॥ তাই যদি হয়, আসুন আমরা রুকনুদ্দিনের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দিই।

পুরন্দর॥ তা হয় না আলতুনিয়া। সম্রাট আলতামাসের মসনদে এক বিকলাঙ্গ শিশুকে আমরা দেখতে চাই না। এ শুধু অন্যায় নয়, অধর্ম।

ওসমান॥ সে কথা একশোবার।

আল॥ এত ধর্মজ্ঞান সেদিন তোমার কোথায় ছিল হিন্দু, যেদিন দিল্লীশ্বর রুকনুদ্দিন তারই রাজপ্রাসাদে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল? তুমি তো সেদিন কাছেই দাঁড়িয়েছিলে শুনেছি, বাদশাকে রক্ষা করতে তরবারিখানা তুলতে পার নি?

পুরন্দর॥ না আলতুনিয়া, যে মনিব নারীর সম্ভ্রম রাখতে জানে না, তাকে রক্ষা করতে পুরন্দরের তরবারি গর্জে ওঠে না।

মামুদ ॥ ঠিক বলেছে।

আল ॥ এ ষড়যন্ত্র। তোমরা চোরকে বলেছ চুরি করতে, আবার গৃহস্বামীকে বলেছ তার মাথায় লাঠি মারতে।

পুরন্দর ॥ আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় বলুন, আমি শুধু বলব, এ মানুষের দেওয়া দণ্ড নয়, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

মামুদ ॥ লজ্জা করে না তোমার আলতুনিয়া? দিল্লীর রাজপ্রাসাদের প্রতি ধূলিকণায় যার পাপের ছাপ মাখানো রয়েছে, তারই জন্যে তুমি আর্তনাদ করছ?

ওসমান ॥ আনন্দ করুন সুলতান, অমন লোকের অপঘাতে মরাই উচিত। আর তার ছেলের কথা বলছেন? যানে দিজিয়ে জনাব। ও ছেলে কখনও হাঁটতে শিখবে না। তার চেয়ে শাহজাদা বাহারামকে—

মামুদ ॥ না, বাহারাম নয়; দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য আমরা রিজিয়াকে বসাবো দিল্লীর সিংহাসনে।

ওসমান ॥ ছি ছি, লোকে শুনলে বলবে কি?

মামুদ ॥ বলবে যে, এতদিন পরে দিল্লীর মসনদে মানুষের স্থান হয়েছে।

আল ॥ বিদেশী শত্রুরা এসে যখন সুযোগ বুঝে দিল্লীতে হানা দেবে?

মামুদ ॥ তখন তুমি আছ, আমি আছি, পুরন্দরের তরবারিতেও মরচে পড়ে নি, আমীর ওসমান খাঁর কুশাগ্রবুদ্ধিও হেজে মজে যায় নি। পারব না আমরা দিল্লীশ্বরীকে রক্ষা করতে?

[ রিজিয়ার প্রবেশ ]

রিজিয়া ॥ না। ( সকলের দিকে একবার করে তাকাল )

মামুদ ॥ কেন মা?

রিজিয়া ॥ মোল্লারা তারস্বরে বলবে: ইসলাম ধর্ম্ম রসাতলে গেল; মৌলবীরা দেখাবে শরিয়ৎ—পণ্ডিতেরা দেখাবে মনুসংহিতা—সবাই সমস্বরে ফতোয়া দেবে—নারীর স্থান রসুইখানায়, রাজদরবারে নয়। আমীর ওসমান লজ্জায় মুখ ঢেকে বলবেন, নারীর শাসন মাথা পেতে নেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা অনেক সহজ।

ওসমান ॥ শাহজাদি—

রিজিয়া ॥ পুরন্দর রায় অবশ্য প্রাণ দিয়ে রাজশক্তির মর্যাদা রাখবেন—

পুরন্দর ॥ ( কুর্নিশ )

রিজিয়া ॥ কিন্তু সুলতান আলতুনিয়া, ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিগীন, আর শাহজাদা বাহারাম একসুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবেন, নারী হবে পুরুষের দাসী, সে কখনও শতশত বুদ্ধিজীবী, হাজার হাজার যোদ্ধা, লক্ষ লক্ষ শক্তিমান পুরুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হতে পারে না। তাই না সুলতানসাহেব ?

আল ॥ আপনি এসব কথা—

রিজিয়া ॥ ঠিক বলিনি আমীর ওসমান ?

ওসমান ॥ আমি শুধু বলছিলাম—

রিজিয়া। পুরন্দর রায় যে অথৈ জলে পড়েছেন দেখছি। বহিন চোখের জল ফেলেছেন বুঝি ? ভাইজান পেয়ারের দোস্ত্ বলে গলা জড়িয়ে ধরেছিল বুঝি ?

পুরন্দর ॥ আমায় ভুল বুঝবেন না শাহাজাদি, আমি বলছিলাম—

রিজিয়া ॥ সিপাহশালার তাজেলমালিক মামুদ খাঁ, আপনার কাছে আমি অস্ত্র শিক্ষা করেছি। পিতা দিয়েছে জন্ম, আপনি দিয়েছেন দীক্ষা। আমার ভাল আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। তবু আপনাকে অনুরোধ করছি, এ সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন। ভাই বাহারামকে আপনি সিংহাসনে অভিষিক্ত করুন। আমি বরং ভিক্ষান্নে জীবনধারন করব, তবু ভাইজানের প্রাপ্য মসনদ নেবনা।

ওসমান ॥ শাহজাদী অত্যন্ত—

রিজিয়া ॥ মহানুভ.।

ওসমান ॥ আমি ঠিক এই কথাই—

রিজিয়া ॥ বলতে এসেছিলেন ?

ওসমান ॥ শাহাজাদা মসনদে না বসলে মোল্লা মৌলবীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে। নইলে আপনার উপর আমার –

রিজিয়া ॥ শ্রদ্ধার অন্ত নেই। ও আমি জানি আমীর ওসমান। মহামান্য সিপাহশালার ··

মামুদ ॥ তা হয় না মা। আমার মনিবের সিংহাসন আমি টেনে নিয়ে যমুনার জলে ফেলে দেব, তবু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেব না।

আল ॥ রুকনুদ্দিনের সিংহাসন তার শিশুপুত্রেরই প্রাপ্য।

পুরন্দর ॥ কেন ? সে আপনার আত্মীয় বলে ? বিকলাঙ্গ শিশুকে মসনদে বসিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করবে কে ? আপনি ?

আল ॥ তুমি চুপ কর হিন্দু।

রিজিয়া ॥ কেন সুলতান সাহেব? দিল্লীর সাম্রাজ্যের শুভাশুভের কথাতে ভাতিণ্ডার নবাব মাথা গলাতে আসবেন, আর বাদশাহী সেনার সৈন্যাধ্যক্ষ কথা বলতে পারবে না? কেন? মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের কথা কইবার বুঝি অধিকার নেই? রুকনুদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে যুগ শেষ হয়ে গেছে মিঞা। চোখ থাকলে চেয়ে দেখুন আজ উদয়াচলে নবযুগের অরুণ আলো বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে আসছে; কাণ যদি থাকে, কাণ পেতে শুনুন—দুনিয়ার আলোবাতাস শুধু হিন্দুর জন্য নয়, শুধু মুসলমানের জন্য নয়, শুধু খ্রেস্তানের জন্যও নয়; মানুষের জন্য। মানুষের সৃষ্টি জাত. আর খোদার সৃষ্টি মানুষ।

মামুদ ॥ ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস্। তাই তো তোকে চাই মা আমি দিল্লীর মসনদে।

রিজিয়া ॥ নারীর শাসন কেউ মানবে না সিপাহশালার।

মামুদ ॥ যে না মানবে, সে মরবে।

ওসমান ॥ শাহজাদার প্রাপ্য সিংহাসনে অপরকে বসালে মহাপাপ হবে।

মামুদ ॥ যত পাপ আমি গায়ে মেখে নেব।

রিজিয়া ॥ প্রজারা বিদ্রোহ করবে সিপাহশালার।

আল ॥ করে বসে আছে।

পুরন্দর ॥ না করতে চাইলেও আপনি তাদের ছাড়বেন না।

মামুদ ॥ বিদ্রোহীরা যেন মনে রাখে যে, মামুদ খাঁ এখনও মরে নি।

পুরন্দর ॥ কথাটা আপনিও মনে রাখবেন আলতুনিয়া। আমীর সাহেবও যেন ভুলে যাবেন না।

রিজিয়া ॥ কেন আপনি অবুঝ হচ্ছেন সিপাহশালার? আমি অপরিণত-বুদ্ধি বালিকা, কি শক্তি আছে আমার যে, একটা সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড চালনা করব?

মামুদ ॥ হাতী জানে না কত শক্তি তার দেহে, তাই মাহুত তাকে ডাঙ্গস মারে।

ওসমান ॥ তা তো বটেই। তবে—

রিজিয়া ॥ পিতৃসম সিপাহশালার, যে কথা কাউকে বলা যায় না, আপনাকে তা বলতে আমার বাধা নেই। চোখে না দেখলেও কানে সবই আপনি

শুনেছেন। দেহটা আমার বড় অশুচি মনে হচ্ছে। এ কি লজ্জা! বৈমাত্রেয় হলেও সে ছিল আমার বড় ভাই—এমন বিড়ম্বিত জীবন আমার, যে সেই ভাই আমায়—

পুরন্দর॥ শাহজাদি, এ-লজ্জা আপনার নয়, এ-তারই লজ্জা। কলঙ্কের সব জঞ্জাল নিয়ে সে কবরে গেছে। অতীতের কথা আর আপনি উচ্চারণ করবেন না।

মামুদ॥ যাও মা, প্রস্তুত হয়ে থাক। আর তিন দিন পরে সর্ব্বসমক্ষে আমি তোমায় মসনদে অভিষিক্ত করব।

সকলে॥ কিন্তু—

মামুদ॥ এর পরও কিন্তু? আমীর ওসমান, আলতুনিয়া, পুরন্দর—এই তোমাদের শেষ কথা? আমার প্রস্তাবে তোমরা সম্মত নও?

পুরন্দর॥ সন্তানের অপরাধ নেবেন না সিপাহশালার। কসুর মাপ করুন শাহজাদি, আমার মন এ-প্রস্তাবে সায় দিচ্ছে না।

আল॥ পিতার সিংহাসন পুত্রেরই প্রাপ্য।

ওসমান॥ শাহজাদা বেঁচে থাকতে আর কারও শাসন দেশবাসী বরদাস্ত করবে বলে মনে হয় না। শুধু এই জন্যেই আমাদের ইচ্ছা—

রিজিয়া॥ আপনাদের ইচ্ছাই যদি দেশবাসীর ইচ্ছা হয়, তাহলে চাই না আমি দিল্লীর মসনদ।

মামুদ॥ দেশবাসীর ইচ্ছা যাঁর নখদর্পনে ছিল, যাঁর মুখের কথায় রাজা হয়েছে ফকির, আর ফকির হয়েছে আমীর, এই দেখ আমাদের সেই পরলোকগত শাহানশা আলতামাসের ফারমান।

[ ফারমান খুলে মেলে ধরলেন ]

পুরন্দর॥ সম্রাটের নিজের হস্তাক্ষর! ( কুর্নিশ )

আল॥ কি লিখেছেন সম্রাট, পড়ুন তো আমীর ওসমান।

ওসমান। আমার মৃত্যুর পর আমার মসনদের অধিকারিনী···

রিজিয়া॥ আমার কন্যা রিজিয়া। পিতা, মেহেরবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ( নতজানু হয়ে ফারমান চুম্বন করে )

মামুদ॥ তাঁর মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম পারস্য দেশে। সেই সুযোগে তোমরা সবাই মিলে রুকনুদ্দিনকে মসনদে বসিয়েছিলে। আজ আমি সে ভুল সংশোধন করবো। যার ইচ্ছা হয়, আমার পাশে দাঁড়িও, যার ইচ্ছা না হয়,

দূরে দাঁড়িয়ে থেকো, বাধা দিও না। তাহলে আমি টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। বুঝে কাজ করো। ( প্রস্থান )

পুরন্দর ॥ আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুণ শাহজাদি। আর আমার কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। রাজদরবারে প্রথম আমিই আপনাকে অভিবাদন করব। ঈশ্বর আপনার সহায় হন। আমি রাজধানীর ঘরে ঘরে গিয়ে মহামান্য সম্রাটের শেষ ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আসছি। যদি কেউ বিদ্রোহ করে, সে আমীর হলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

( প্রস্থান )

ওসমান ॥ বিদ্রোহ আবার কে করবে? সম্রাটের যখন এই ইচ্ছা ছিল, তখন তো আর কথাই নেই। কেউ যদি বাধা দেয়, তাহলে আমিই তার—

রিজিয়া। গর্দ্দান নেবেন? তা আমি জানি।

ওসমান ॥ তা জানবেন বই কি? আপনার পিতা ছিলেন আমার—

রিজিয়া ॥ কলিজার দোস্ত্? পিতার পর ভাই বাহারামের সঙ্গে দোস্তি করেছেন বুঝি?

ওসমান ॥ আরে ছ্য ছ্যা, ও আবার একটা মানুষ না কি?

রিজিয়া ॥ আমীর ওসমান—

ওসমান ॥ তবু যে আমি তার হয়ে কথা বললুম, তার কারণ হচ্ছে, কারও চোখের জল আমি সইতে পারি নে। তা দেখুন শাহজাদি, মসনদে বসে যত তাড়াতাড়ি পারেন, এই বুড়ো শয়তানকে মক্কায় পাঠিয়ে দিন। আমরা থাকতে আপনার ভয় কি? আচ্ছা; সেলাম। ( স্বগত ) ভরা ডুবি হোক। ( প্রস্থান )

আল ॥ পিতার ইচ্ছা যার কাছে এত মূল্যবান, সে আমাকে অপমান করে কোন বিবেচনায়, রিজিয়া?

রিজিয়া ॥ তিনদিন পরে যাকে আভূমি নত হয়ে আমাকে কুর্নিশ করতে হবে, সে আমার নাম উচ্চারণ করে কোন্ বিবেচনায়?

আল ॥ আমি জানতে চাই—

রিজিয়া ॥ জানবেন পরে। আপনার হাবশী ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিন গে যান, আমি তাকে বকশিস দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। মসনদে বসে এই প্রতিশ্রুতি পালন করাই হবে আমার প্রথম কাজ।

আল ॥ আমি তাকে পদচ্যুত করেছি। এবার শাহজাদী তাকে বহাল করতে পারেন। আমি কিন্তু এ অসম্মান নীরবে সহ্য করব না।

রিজিয়া॥ অসম্মান যে চায়, তাকে সম্মান দেবার সাধ্য কারও নেই। আর কোন্ গর্ত্তে বসে কোন্ শৃগাল গর্জ্জন করছে, বাঘিনীর তা দেখবার দরকার নেই।

আল॥ এত দর্প ভাল নয় শাহজাদি। আমি ওই উদ্ধত মাথাটা যদি আমার পায়ে লুটিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আমি মুসলমানের সন্তান নই।

রিজিয়া॥ এ মাথা ভাঙবে, তবু নত হবে না আলতুনিয়া। (প্রস্থানোদ্যোগ)

আল॥ নারী দিল্লীশ্বরী হলেও পুরুষের দাসী।

রিজিয়া॥ সুলতান সাহেব, এক পাঁটি জুতো আপনার বোধ হয় কোনো কাজে লাগে নি। যাবার সময় আর এক পাঁটি নিয়ে যাবেন।

আল॥ শাহজাদি!

রিজিয়া॥ সেলাম। (প্রস্থান)

আল॥ আলতুনিয়া কিছু ভোলে না নারী; একদিন এর জন্য তোমায় অনুতাপ করতে হবে। সেদিন আমি থাকব বিচারাসনে, আর তুমি থাকবে আমার পদতলে শৃঙ্খলিত। (প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

[দরবার কক্ষ। বাহারাম ও সিতারার প্রবেশ।]

সিতারা॥ আচ্ছা, তুমি মরদ, না জেনানা?

বাহারাম॥ এতদিন পরে একথা তোমার মনে হল কেন?

সিতারা॥ হবে না? বাদশার ছেলে তুমি, নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে পারলে না?

বাহারাম॥ তোমার বাবা যে এমন দুশমনি করবে, তা কি আমি জানি?

সিতারা॥ বাবা বললেই তুমি শুনবে?

বাহারাম॥ না শুনলে ঘ্যাচ করে মাথাটা নামিয়ে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই আলতুনিয়া হয়তো তোমায় নিকে করে বসবে।

সিতারা॥ থামো। বাবা! বাবা আমার, তোমার কে?

বাহারাম॥ তোমার গুরুজন, আর আমার গুরুতর জন।

সিতারা॥ সিপাহশালারের কথায় তুমি এমনি করে তোমার অধিকার ছেড়ে দিলে? আমীর ওমরাহ মোল্লা মৌলবী সবাই হাজারে হাজারে এসে তোমায় সেলাম জানিয়ে গেল, এতবড় জনশক্তি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও

তুমি তাদের নিয়ে মসনদ অধিকার করতে পারলে না? তারা কি না সব ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল?

বাহারাম ॥ ও শালাদের কথা ছেড়ে দাও। আজ ধরছে পায়ে, কাল ধরবে কাণে। রুকনুদ্দিনকে ওরাই মসনদে বসিয়েছিল। যখন স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তখন তার কবরে যাওয়ার ব্যবস্থাও ওরাই করেছিল।

সিতারা ॥ তাহলে ওই রিজিয়াটাই মসনদে বসবে?

বাহারাম ॥ বসতে দাও না। কদিন রাজত্ব করবে? দুচার দিন পরে আপনিই নেমে যাবে। তখন আমারই ডাক পড়বে।

সিতারা ॥ তুমি শাহজাদা না হলে বলতুম, তোমার কোনো বুদ্ধিই নেই।

বাহারাম ॥ তোমার সঙ্গে আমি একমত। তা তুমি আবার এখানে এলে কেন?

সিতারা ॥ কেন এলুম বুঝতে পারছ না? বাপজান মৎলব করেছেন, আজই রিজিয়াকে মসনদে বসাবেন। এত বড় অবিচার তুমি সহ্য করতে চাও?

বাহারাম ॥ না চেয়ে করব কি?

সিতারা ॥ প্রতিবাদ কর।

বাহারাম ॥ করেছিলাম তো। তোমার বাবা যে কথাই শুনলেন না?

সিতারা ॥ না শোনেন, তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও। তুমি না পার, আমি পারব; তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বাহারাম ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও; মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সিংহাসনের জন্য শ্বশুরকে খুন করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু বাদশার বেগম হবার জন্য বাপকে খুন করার কথা ইতিহাসের কোথাও তো লেখা নেই।

সিতারা ॥ না থাক, আমিই একটা ইতিহাস সৃষ্টি করব। চলে এস, দেরী হলে আর এ সুযোগ আসবে না। বাপজান এখন নির্জনে বসে নমাজ পড়ছেন, এই উপযুক্ত অবসর। ভাবছ কি?

বাহারাম ॥ ভাবছি সিতারা, দিল্লীর মসনদ মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে নিজে ভোগ করলে না, কন্যাজামাত'কে ভোগ করতে দিলে না, তারই কন্যা পিতাকে হত্যা করে সেই সিংহাসনে খসমকে বসাতে চায়? এরপর হয়তো একদিন খসমকে খুন করে নিজেই সম্রাজ্ঞী হতে চাইবে।

সিতারা ॥ কি বললে, শাহজাদা?

বাহারাম ॥ বলছি, মানুষে মানুষে এত ফারাক বেগমসাহেবা?

তোম্ ভি জেনানা, রিজিয়া ভি জেনানা। আড়াল থেকে আমি শুনলাম, রিজিয়া বলছে—আমি ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবো, তবু ভাইজানের প্রাপ্য মসনদ নেব না।

সিতারা॥ তবু তাকে মসনদে না বসালেই চলবে না? এর পরও অমন শ্বশুরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও?

বাহারাম॥ না না, শ্বশুরের কন্যার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, শ্বশুর কোন্ ছায়? যাও, তুমি যাও, আমীর ওমরাহেরা এখনি এসে পড়বে। মৎ ঘাবড়াও বেগমসাহেবা। শ্বশুর হত্যার প্রয়োজন হবে না। উজির আমীর ওমরাহের দলকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আমি বলেছি, আমার মসনদে যে অপরকে বসাবে, সে মুখে রক্ত উঠে মরবে। সবাই বারুদ হয়ে আছে। দেখবে, তাজেলমালিক মামুদ খাঁ আর শাহাজাদী রিজিয়া তাদের মিলিত অগ্নিদৃষ্টিতে ছাই হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

সিতারা॥ মনে থাকে যেন, দিল্লীর মসনদ যদি না পাই, প্রাসাদে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। [ প্রস্থান ]

[ ইতিগীনের প্রবেশ ]

ইতিগীন॥ এই যে শাহজাদা, তুমি তাহলে নি.জর অধিকার এমনি করে ছেড়ে দেবে?

বাহারাম॥ না দিয়ে কি করব বল। শ্বশুর যার দুশমন, সংসারে তার কেউ নেই।

ইতিগীন॥ আরে দুর। অমন শ্বশুরের মুখ দেখতে নেই।

বাহারাম॥ সেও তো বলছে অমন জামাইয়ের মুখ দেখতে নেই। আসলে লোক তো আমি খুব বেশী ভাল নই, তার উপর সেদিন তুমি এত মদ খাওয়ালে যে আমি নেশার ঘোরে শ্বশুরকে ভাবলুম খানসামা।

ই।তগীন॥ বেশ করেছ।

বাহারাম॥ বেশ ত করেছি। এখন ঠ্যালা সামলাও।

ইতিগীন॥ তুমি একবার মুখের কথা বল না, দেখ আমি কি করতে পারি। প্রজারা বারুদ হয়ে আছে, মোল্লামৌলবীরা খেয়ো কুকুরের মত ছুটোছুটি করছে, আমীর ওমরাহের দল একবার তোমার সম্মতি পেলে রক্তের নদী বইয়ে দেবে।

বাহারাম ॥ তাতে আমারই বহিন মরবে, আমারই পিতার ফুলের বাগান শুকিয়ে যাবে, আমাদেরই রাজকর্ম্মচারীদের মৃতদেহ শেয়ালশকুনে ছিঁড়ে খাবে। তুমি তামাশা দেখবে, আমীর উজিরদের স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটবে, আলতুনিয়া হাততালি দেবে আর আমি জিতে গিয়েও হেরে যাব। রক্তারক্তি নয়, রক্তারক্তি নয়, বিনারক্তপাতে যদি আমায় মসনদে বসাতে পার, আমি দয়া করে বসতে রাজি আছি।

ইতিগীন ॥ এ তুমি কি বলছ !

বাহারাম ॥ মাতালের কথা পছন্দ হচ্ছে না, কেমন ? মিঞা, মাথা নিতে অনেকে পারে, দিতে কেউ পারে না।

ইতিগীন ॥ দেখছি, তাহলে ভগ্নীর তাঁবেদারী করাই তোমার নসীবে আছে।

বাহারাম ॥ উপায় কি ? দিল্লীশ্বর হতে না পারি, দিল্লশ্বরীর ভাই তো হতে পারব।

ইতিগীন ॥ দিল্লীশ্বরী যখন তোমায় খুন করবে ?

বাহারাম ॥ তখন কবরে গিয়ে খোদাতায়লাকে ডেকে বলব, খোদা, আমি খুন হয়েছি, কিন্তু জীবনের কখনও খুন করিনি। মাতালকে দোয়া কর খোদা মাতালকে দোয়া কর। [ প্রস্থান ]

ইতিগীন ॥ বাদশার বংশে জন্মেছে—রক্তারক্তি করবে না! সাধুপুরুষ। শয়তানী রিজিয়া আমাকে দুইচক্ষে দেখতে পারে না। এক পাঁটি জুতো সে আলতুনিয়াকে দিয়েছে, আর এক পাঁটি দিয়েছে আমাকে! রিজিয়া যদি দিল্লীর মসনদে বসে— [ জালালের প্রবেশ ]

জালাল ॥ তাহলে পুরুষের ইজ্জৎ বলে আর কিছু থাকবে না। আপনি তো শাহাজাদার ভগ্নীপতি। শাহজাদা বাহারামকে বলুন না জোর করে মসনদ অধিকার করতে। তরবারি ধরতে না জানেন সরাবের বোতল নিয়েই ছুটে আসতে বলুন।

ইতিগীন ॥ কে হে তুমি বেয়াদব, মহামান্য শাহজাদার নামে কটুক্তি করছ ? মাথাটা উড়িয়ে দেব।

জালাল ॥ তাই দিন না। মরার আগে তবু জেনে যাব যে হিন্দুস্থানে দু একটা মরদ এখনও আছে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে অ্যাবিসিনিয়ার রুক্ষ মাটিতে বসে শুনেছি এই হিন্দুস্থানের বীরত্ব কাহিনী। এদেশের ভীষ্ম, অর্জ্জুন, রামচন্দ্র—এ দেশের অশোক সমুদ্রগুপ্ত আলতামাস আমার চোখে

কত রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছিল। মক্কায় হজ করি নি, মদিনায় যাই নি, আরব মুল্লুক চোখেও দেখি নি। পাগল হয়ে ছুটে এসেছিলাম এই হিন্দুস্থানের তীর্থ দর্শন করতে।

ইতিগীন॥ দর্শন করে সুখ হল না বুঝি?

জালাল॥ সুখ! আমার মনে হচ্ছে, এর চেয়ে আমার অসভ্য হাবশীর দেশ অনেক ভাল। এ দেশের মাটিতে সোনা ফলে, বাতাসে শীতল স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়, আকাশের গায়ে কোটি কোটি মণিমুক্তো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এমন শোভাসৌন্দর্যের লীলাভূমিতে মানুষ তো দেখছি না মিঞা।

ইতিগীন॥ হেঃ হেঃ...

জালাল॥ কোথায় গেল তারা, যাদের মুখের কথায় গড়ে উঠেছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল, গণ্ডুষে যারা শোষণ করেছিল গঙ্গার বারিধারা, মুখের জবান রাখতে যে স্ত্রীকে বিক্রী করে নিজে হয়েছিল শ্মশানের চণ্ডাল? এই কি সেই হিন্দুস্থান?

ইতিগীন॥ হিন্দুস্থানে কিছুই দেখতে পেলে না তুমি?

জালাল॥ পেয়েছি মিঞা, পেয়েছি। বিশ্বের বিস্ময় হিমালয় দেখেছি, অশোকস্তম্ভ, কুতুবমিনার দেখে চোখ দুটো সার্থক করেছি, আরও একটা অভাবনীয় চিজ দেখে অবাক হয়েছি; সে এই মহীয়সী নারী বেগম রিজিয়া।

ইতিগীন॥ তুমি লোকটা কে বল দেখি!

জালাল॥ আমার নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ।

ইতিগীন॥ তুমিই জ'লালউদ্দিন? বেশ বেশ, খুব ভাল কাজ করেছ মিঞা। হ্যাঁ হে, শাহজাদী রিজিয়া না কি তোমায় চাবুক মেরেছে?

জালাল॥ হ্যাঁ, এই যে।

ইতিগীন॥ এ যে কালশিরে পড়ে গেছে হে! তুমি তার ইজ্জৎ রক্ষে করলে, আর সে তোমাকে মারলে কি না চাবুক? তুমি তার মাথাটা ছাতু করতে পারলে না?

জালাল॥ না আপনাদের জন্যে রেখে দিয়েছি।

ইতিগীন॥ আমি হলে হারামজাদী শয়তানীকে—

জালাল॥ খবরদার, মানী লোকের মানহানি যে করবে তাকে আমি তুলে আছাড় মারব।

ইতিগীন॥ হেঃ হেঃ ঠাট্টা করো না মিঞা। তার মান আছে, তোমার

মান নেই? হলেই বা তুমি হাবশী; তবু শুনেছি তো কত বড় বংশে তোমার জন্ম—

জালাল ॥ ভুল শুনেছেন, আমার জন্ম কশাইয়ের বংশে।

ইতিগীন ॥ পরম পবিত্র কশাইয়ের বংশে জন্ম তোমার? তোমার মহামান্য পিতা—

জালাল ॥ মহামান্য নন। আমার পিতা সামান্য দিনমজুর।

ইতিগীন ॥ দিনমজুরের চেয়ে বড় সম্মান দুনিয়ায় কার আছে আর? এমন পিতার পুত্র তুমি! শাহজাদী রিজিয়া কিনা তোমাকে পদাঘাত করলে?

জালাল ॥ পদাঘাত করলেও দুঃখ ছিল না।

ইতিগীন ॥ আমাদের যে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ?

জালাল ॥ পাচ্ছি বই কি? যাদের মুরোদ কম, তাদেরই রাগ বেশী।

ইতিগীন ॥ মিঞা বড় রসিক। তুমি যে এ সময় কেন এসেছ, আমি তা বুঝি। কোনো ভয় নেই। তুমি জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ, আর আমি হচ্ছি ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিগীন। একই রকম নাম আমাদের। আমরা হচ্ছি মামাত ভাই।

জালাল ॥ তাই বটে।

ইতিগীন ॥ আমার অপমানে তোমার অপমান, তোমার অপমানে আমার অপমান। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক মিঞা। এখনি বুড়ো মামুদ খাঁ শাহজাদীকে নিয়ে দরবারে আসবে। কি অস্ত্র সঙ্গে এনেছ? ছুরি বুঝি? ছোরা ছুরির কাজ নয়। এই আগ্নেয়াস্ত্র নাও। এক গুলিতে খতম করা চাই। যদি কাজ হাসিল করতে পার, তুমি হবে দিল্লীশ্বর বাহারামের সিপাহশালার।

জালাল ॥ দিল্লীশ্বর বাহারামের সিপাহশালার হওয়ার চেয়ে আমি হব দিল্লীশ্বরী রিজিয়ার পয়জারের গোলাম।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ—

জালাল ॥ হাজার কেউটে সাপ তার চারদিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের সবার ফণা এমনি করে গুঁড়িয়ে দেব। (ইতিগীনের দিকে পিস্তল তুলে ধরে)

[ পীর পয়জারের প্রবেশ ]

পীর ॥ ওরে থাম্ থাম্, কেবলি রক্তারক্তি খুনখারাপি আর দাঙ্গাহাঙ্গামা। এত করে বারণ করেছি, তবু তুই কথা শুনবি না? আমি কি তোর তরে গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

জালাল ॥ তুমি আবার এখানে এলে কেন বাপজান?

ইতিগীন ॥ বাপজান। এই তোমার পিতা না কি?

জালাল ॥ জী হাঁ।

ইতিগীন ॥ দেখে বড়ই ভক্তি হচ্ছে। মিঞার নামটি কি?

পীর ॥ আমার নাম পীর পয়জার। কি, হাঁ করে রইলেন যে?

ইতিগীন ॥ হঠাৎ হাঁ-টা এসে গেল। আচ্ছা, পয়জার মিঞা—

পীর। পীর পয়জার...

ইতিগীন ॥ তাই হল। আচ্ছা আপনার রংটি ত দিব্যি বিশুদ্ধ আলকাতরার মত, আপনার ছেলের রংটি কিন্তু অন্য রকম। জালাল মিঞা কি আপনার নিজের ছেলে?

জালাল ॥ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

ইতিগীন ॥ আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাব, আর তুমি চেপে বসবে?

জালাল ॥ আর একটা কথা বললে আমি তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ, তাহলে আমি এখন আসি। খোদার মর্জি হলে আবার দেখা হবে।

পীর ॥ চল্ বাবা দেশে ফিরে যাই। ওরে এদেশে দেখবার কিছু নেই। আমি দশ বছর এ দেশে কাটিয়ে গেছি। এ দেশের মানুষগুলোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এরা মুখে ধম্ম ধম্ম করে, আর এদের মনের মধ্যে জিলিপীর প্যাঁচ। এরা উপকারীর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়, এরা দরকার হলে নিজের ভাইকেও জ্যান্ত কবর দিতে কসুর করে না।

জালাল ॥ তাই দেখলাম বাপজান। বিশেষ করে এই বাদশাহী বংশের কীর্ত্তিকলাপ দেখে আমি আবাক হয়ে গেছি। মানুষের জানমান, মানুষের মানমর্যাদা এদের কাছে খেলার সামগ্রী। নইলে বাদশা রুকনুদ্দিন মসনদে বসে ষোলটা ভাইকে কি করে হত্যা করলে? কেমন করে অতগুলো বিমাতাকে পশুর মত খুন করলে?

পীর ॥ তোরই বা কেন এ দুর্বুদ্ধি হল? বাদশার গায়ে কেন তুই ঘা দিতে গেলি?

জালাল ॥ দেব না পিতা? নারীর অপমান দেখেও সহ্য করব?

পীর ॥ আরে দুর, এদের আবার মান আর অপমান। এরা সব সমান। রুকনুদ্দিন তার ওড়না ধরে টেনেছে, ও নিজে হয়তো আর একটা মরদের হাত ধরে টানবে।

জালাল ॥ তুমি তাকে জান না বাপজান। দেখলে বুঝতে পারতে, সে বেহেস্তের হুরী। কোনো অন্যায় সে করতে পারে না।

পীর ॥ (স্বগত) দফা সেরেছে!

জালাল ॥ আমি আগে আগে চেরাগ হাতে নিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব মানুষের বিজয়-গরিমার শেষপ্রান্তে। দুনিয়ার নরনারীকে ডেকে এনে দেখাব, এই আমাদের মুসলমানের মেয়ে; তোমরা জোয়ান অব্ আর্ক দেখেছ, এলিজাবেথের প্রসংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ; চেয়ে দেখ, এই হিন্দুস্থানের মাটিজলে গড়া দুনিয়ার বিস্ময় সুলতানা রিজিয়া।

পীর ॥ না বাবা, না। ও বেটীর কাছে তুই ঘেঁসিস নি, ও তোকে আস্ত আস্ত চিবিয়ে খাবে। ও মেয়ে হয়েও পুরুষ—ও রাক্ষুসী, ও ডাইনী।

জালাল ॥ কোনো ভয় নেই বাপজান। তোমার আশীর্বাদে দোজখের শয়তানও আমার গায়ে নখের আঁচড় দিতে পারবে না। তুমি দেশে ফিরে যাও।

পীর ॥ তোকে না নিয়ে আমি বেহেস্তেও যাব না। খবরদার—ও ডাইনীর মুখের দিকে চাস নি। বাপ ভুলিয়ে দেবে।

জালাল ॥ সংসারে এমন কোনো ঐশ্বর্য নেই যা পেয়ে আমি তোমাকে ভুলে যাব। তুমি আমার মক্কা মদিনা, তোমার স্নেহের ছায়া আমার বেহেস্তের গুলবাগ। তুমি যাও আব্বাজান, শাহজাদীকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না। (প্রস্থান)

পীর ॥ এমন ছেলে কার? মেহেরবান খোদা, কসুর মাপ করো।

[প্রস্থান]

## পঞ্চম দৃশ্য

### দরবার কক্ষ

[ নেপথ্যে তোপধ্বনি, আনন্দোল্লাস। অভিষেকের সুর বাজছে। বহুকণ্ঠে ধ্বনিত—"জয় সুলতানা রজিয়ৎ উৎ-দুনিয়া ওয়া-উদ্দিন কি জয়"। বাদশাহী মুকুট হস্তে মামুদ, শাহানশার বেশে রিজিয়া, পেছনে ইতিগীন, আমীর ওসমান ও অন্যান্য আমীর ওমরাহদের প্রবেশ। ]

মামুদ॥ বসো মা রিজিয়া তোমার পিতার পবিত্র মসনদে। তোমার পিতার আকস্মিক পরলোকগমনের সময় আমি দিল্লীতে ছিলাম না। তাই আমীর-ওমরাহের দল চক্রান্ত করে এক মেরুদণ্ডহীন যুবককে সিংহাসনে বসিয়েছিল। আজ সে নেই। মহামান্য শাহানশা আলতামাসের গচ্ছিত মুকুট তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দিলাম। আমি তোমার বৃদ্ধ সিপাহশালার, নতজানু হয়ে তোমার আনুগত্য স্বীকার করছি দিল্লীশ্বরী।

[ সকলে নতজানু হয়ে কুনিশ করে ]

রিজিয়া॥ উঠুন সিপাহশালার। আমায় দোয়া করুন।

মামুদ। কন্যার জন্য পিতার প্রাণে যতখানি আশীর্বাদ থাকতে পারে, সব আমি উজাড় করে তোমায় দিচ্ছি মা। যাঁর মসনদের তুমি আজ অধীশ্বরী, তাঁর অসংখ্য গুণের তুমি অধিকারিণী হও, তাঁর রূপলালসা যেন তোমায় কোনোদিন স্পর্শ না করে।

[ রিজিয়া সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে ]

রিজিয়া॥ অর্ধ ভারতের মহিমান্বিত শাহানশা জনাব আলতামাস বাহাদুর, অনাবৃত কবরের তলায় একবার তুমি জেগে ওঠ জনাব। যে অধম সন্তানকে মানুষ করবার জন্য দীর্ঘকাল তুমি সাধনা করেছিলে, যার হাতে দিল্লীর শাসনভার তুলে দেবার জন্য কত রঙীন স্বপ্ন দেখেছিলে তুমি পিতা, আজ তোমার শূন্য মসনদে তোমার সেই আদরের দুলালীর অভিষেক। হে বিদেহী সম্রাট, তুমি তাকে দোয়া কর—যেন তার হাতে তোমার সিংহাসনের কোনো অমর্যাদা না হয়।

মামুদ॥ ওঠ মা, ওঠ। বসো মা তুমি তোমার পিতার মসনদে। মনে রেখো, তুমি নারী নও, পুরুষ নও; হিন্দু নও, মুসলমানও নও—তুমি অর্ধ ভারতের দণ্ডমুণ্ডের মালেক সুলতানা রিজিয়া।

ওসমান ॥ ওরে, তোরা জয় ধ্বনি দে। বাজনা বাজা।

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল ॥ বান্দার সেলাম পৌঁছে দিল্লীশ্বরী।

ওসমান ॥ তফাৎ যাও বেয়াদব।

জালাল ॥ কেন তফাৎ যাব ? বিনা নিমন্ত্রণে তো আমি আসি নি।

ইতিগীন ॥ নিমন্ত্রণ !

ওসমান ॥ কে তোমায় নিমন্ত্রণ করেছে ?

জালাল ॥ দিল্লীশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

ওসমান ॥ লোকটা কি পাগল ?

জালাল ॥ পাগল হই আর যাই হই আমার বক্তব্য সুলতানার কাছে, ত'র পোষা নফরগুলোর কাছে নয়।

মামুদ ॥ হুশিয়ার যুবক।

ওসমান ॥ আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব ( তরবারিতে হাত দেয় )।

জালাল ॥ এ পাথরের মাথা ; ভাঙ্গে, ওড়ে না।

ওসমান। দিল্লীশ্বরী যে কোনো কথা বলছেন না ?

রিজিয়া ॥ আগে আপনার বলা শেষ হোক, তারপর আমি বলব।

ওসমান ॥ এ কথার অর্থ ?

রিজিয়া ॥ অর্থ এই যে, আপনি অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছেন।

ওসমান ॥ আপনি আমায় অসম্মান কচ্ছেন ?

রিজিয়া ॥ সম্মান চাইলে সম্মান দিতে হয় আমীর সাহেব।

জালাল ॥ কথাটা অনভ্যাসের ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহেরা বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন।

ইতিগীন ॥ লোকটার কথা শুনেছেন ?

ওসমান ॥ কোথাকার একটা পথের কুকুর বিনা এত্তেলায় আপনার কাছে আরজ পেশ করবে ? দরবারের এ নিয়ম নয় হুজরাইন।

জালাল ॥ আমীর ওমরাহদের আগে নজর দিতে হবে এই বোধহয় নিয়ম ?

ইতিগীন ও ওসমান ॥ বর্ব্বর হাবশী—( তরবারি নিষ্কাসন )।

মামুদ ॥ আঃ, শহবতের সীমা লঙ্ঘন করো না।

রিজিয়া ॥ ইকতিয়াউদ্দিন ইতিগীন, আমীর ওসমান। এ সুলতানার

রিজিয়ার দরবার রুকনুদ্দিনের প্রমোদশালা নয়। বাদশাহী যদি আমায় করতে হয়, আমি বাদশাহীই করব, আমীর ওমরাহদের হুকুম-বরদারি করব না, আর তাদের অনধিকার চর্চ্চাও সহ্য করব না। কোথায় ছিলেন আপনারা সেদিন—যেদিন আপনাদের বাদশা আমার* অমর্যাদা করতে হাত বাড়িয়েছিল? আপনাদের একখানা তরবারিও তো সেদিন কোষমুক্ত হয় নি? সেদিন এই হাবশীই আগে এগিয়ে এসেছিল। আমার দরবারে এরা যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করবে, এর জন্য নজরানা যে চাইবে, তার স্থান হবে দরবারে নয়, কারাগারে। হাবশীবীর জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ, আমি কথা দিয়েছি, তোমায় বকশিস দেব…

মামুদ ॥ কথা দিয়েছ!

রিজিয়া ॥ হ্যাঁ জনাব। বল জালালউদ্দিন, কী চাও তুমি?

জালাল ॥ কথা ফিরিয়ে নিন সুলতানা। মানুষ যা করে, আমি তাই করেছি।

ওসমান ॥ তা তো বটেই।

জালাল ॥ এর জন্যে আমি বকশিস দাবী করি না।

রিজিয়া ॥ দাবী তোমার নয়, দাবী আমার হাবশীবীর। রিজিয়া দুশমনের মাথা নিতেও জানে, আবার উপকারীকে বকশিস দিতেও জানে।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ, দিল্লীশ্বরী করুণার অবতার।

[ পুরন্দরের প্রবেশ। ]

পুরন্দর ॥ আপনিও বিনয়ের অবতার। আর দেরী করবেন না জনাব। আপনার অভাবে শাহজাদার প্রমোদকুঞ্জ অন্ধকার।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ, পুরন্দর ভায়া অতিশয় রসিক।

ওসমান ॥ ছোকরার বিষয়বুদ্ধিও চমৎকার!

পুরন্দর ॥ আপনাদের মতন প্রখর নয়।

[ ওসমান ও ইতিগীনের দৃষ্টি বিনিময় ]

রিজিয়া ॥ বল জালালউদ্দিন, কী বকশিস্ তুমি চাও?

জালাল ॥ যদি আকাশের চাঁদ চাই?

রিজিয়া। সাধ্য হলে অবশ্যই দেব।

জালাল ॥ দিল্লীশ্বরী—

পুরন্দর ॥ বল, কত অর্থ চাও?

জালাল ॥ অর্থে আমার প্রয়োজন নেই।

ওসমান ॥ বহুৎ খুব।

রিজিয়া ॥ কত জায়গীর চাও ?

জালাল ॥ জায়গীর চাইবেন আপনার এই আমীর-ওমরাহের দল।

মামুদ ॥ বাচালতা রাখ যুবক।

জালাল ॥ বাচালতা রেখেই বলছি, আমার দাবী অত ছোট নয়।

ইতিগীন ॥ বুঝেছি। তুমি চাও শাহজাদাব জন্যে দিল্লীর মসনদ ?

জালাল ॥ না, আমি চাই স্বয়ং দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়াকে।

সকলে ॥ সুলতানা রিজিয়াকে !

মামুদ ॥ হাবশী যুবক।

ওসমান, ইতিগীন ॥ এসব কী কথা !

মামুদ ॥ তুমি উন্মাদ হয়েছ হাবশী যুবক। আর কেউ দিল্লীশ্বরীকে এমনি অসম্মান করলে এতক্ষণে তার মাথাটা কাঁধের উপর থাকত না।

জালাল ॥ আমারও হয়ত থাকবে না। কিন্তু অসম্মান তো আমি করি নি। মহামান্যা দিল্লীশ্বরী, সভ্য জগতের মিঠা বুলি আমি শিখি নি। মনে যা ভেবেছি, মুখে তাই বলছি। এতে যদি আপনার অসম্মান হয়ে থাকে, বান্দার গোস্তাকি মাপ করবেন।

রিজিয়া ॥ ওঠ হাবশী বীর, মিঠা বুলি আমিও জানি না। আমিও চাই, যারা আমাকে আঘাত করবে, তারা সোজা আঘাত করুক।

মামুদ ॥ তুমি অন্য বকশিস প্রার্থনা কর যুবক।

জালাল ॥ না, আমি সুলতানা রিজিয়াকেই চাই।

মামুদ ॥ যুবক···

পুরন্দর ॥ কেন সাধ করে মৃত্যুকে ডেকে আনছ মিঞা ? তুমি শাহজাদীর যে উপকার করেছ, আমরা চিরদিন অবনত মস্তকে তার জন্য তোমার গুণগান করব। মর্যাদার যে উচ্চ মিনার তুমি গড়ে তুলেছ, নিজের হাতে তাকে চুরমার করো না নির্বোধ। ঐশ্বর্য, জায়গীর, উচ্চ রাজপদ—যা ইচ্ছা তুমি প্রার্থনা কর। তোমাকে অদেয় দিল্লীশ্বরীর কিছুই নেই।

ওসমান ॥ থাকার কথা নয়।

মামুদ ॥ তোমরা চুপ কর। যুবক,—

জালাল ॥ আমার ওই এক কথা সিপাহশালার। ইচ্ছা হয়, সুলতানা তাঁর প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিন।

রিজিয়া ॥ না না, আমি মাথা দেব, তবু কথা ফিরিয়ে নেব না।

জালাল ॥ তাহলে আমি সুলতানা রিজিয়াকেই চাই।

মামুদ ॥ বেয়াদপ হাবশী, পুনঃ পুনঃ তুমি মহামান্যা দিল্লীশ্বরীকে অপমান করতে সাহস কর? পুরন্দর—

পুরন্দর ॥ জনাব—

মামুদ ॥ এই মুহূর্তে এই উদ্ধত হাবশীর শিরশ্ছেদ কর।

[ পুরন্দর, ওসমান ও ইতিগীনের তরবারি নিষ্কাশন ]

রিজিয়া ॥ অসি কোষবদ্ধ কর।

মামুদ ॥ মা!

রিজিয়া ॥ মহামান্য সিপাহশালার, অবিচার আমি করব না। অবোধ শিশু আকাশের চাঁদকে মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, চাঁদ তো তাকে পাথর ছুঁড়ে মারে না। বাগিচায় গোলাপ ফোটে, পথিক তা দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—গোলাপ তো তাকে অভিশাপ দেয় না সিপাহশালার। আমাকে দেখে হাবশীর যদি ভাল লেগে থাকে, আমার তাতে গোঁসা করবার অধিকার নেই।

মামুদ ॥ ভাল লাগার কথা এ নয়। এ গুরুতর অপরাধ।

রিজিয়া ॥ গুরুতর অপরাধের বিচার একমুহূর্তে হতে পারে না সিপাহশালার। বন্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ কর পুরন্দর রায়। পরে আমি বিচার করব।

ইতিগীন ॥ শাহাজাদীর বিচারবুদ্ধি—

রিজিয়া ॥ অত্যন্ত প্রখর?

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ! [ প্রস্থান ]

ওসমান ॥ আমি ভয়ানক খুশী হয়েছি।

রিজিয়া ॥ ক্রমে আরও হবেন।

ওসমান ॥ সুলতানার মেহেরবানি। [ প্রস্থান ]

জালাল ॥ আমার বকশিস্ তাহলে কারাগার? আমি কি তাহলে এই বুঝব যে, সুলতানা রিজিয়া সামান্যা নারীমাত্র?

রিজিয়া ॥ কথাটা আমিই ভুলে গিয়েছিলাম হাবশী বীর। তুমিই আমায় প্রথম মনে করিয়ে দিয়েছ যে; রিজিয়া পুরুষ নয়; নারী মাত্র। [ প্রস্থান ]

পুরন্দর ॥ আমার একটা কথা ছিল জনাব ।

মামুদ ॥ না, কোনো কথা নয়। নিয়ে যাও যমপুরীতে। এরা আঙুলটা দেখালে হাতখানা গিলতে চায়। এদের স্থান লোকালয় নয়, বধ্যভূমি।

[ প্রস্থান ]

পুরন্দর ॥ এখনও ভেবে দেখ হাবশি, মুক্তি চাও, না মৃত্যু ।

জালাল ॥ মুক্তিও চাই না, মৃত্যুও না—আমি সুলতানা রিজিয়াকে চাই ।

পুরন্দর ॥ কেউ তাকে পায় নি মিঞা, তুমিও পাবে না। এ রূপের আগুনে বহু পতঙ্গ পুড়ে মরেছে, তারা কেউ তোমার চেয়ে অযোগ্য ছিল না। সুলতানা রিজিয়া পুরুষের জন্য তৈরী হয় নি। পৃথিবীর এ অপরূপ বিস্ময়কে বোরখা পরিয়ে অন্তঃপুরের বন্দীশালায় বন্দী করতে চেয়ো না; তোমারও মঙ্গল হবে না, তারও না।

জালাল ॥ দুনিয়ার তো মঙ্গল হবে, তাই আমি চাই ।

পুরন্দর ॥ ফিরে যাও জালালউদ্দিন, এ হীরকের অঙ্গুরীয়, একে সাজিয়ে রাখা যায়, কিন্তু মুখে তোলা যায় না।

জালাল ॥ মুখে আমি তুলব না পুরন্দর। সমগ্র দুনিয়াকে নিমন্ত্রণ করে এনে আমি এর জৌলুষ দেখাব ।

পুরন্দর ॥ বুঝলাম, মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি ( শৃঙ্খলিত করে ) ।

জালাল ॥ একদিন তো মরবই, আজ না হয় কাল। বাঁচি তো বাঁচার মত বাঁচব, না হয় পৃথিবীটাকে জানিয়ে দিয়ে যাব যে, জালালউদ্দিন বাঘের বাচ্চা, শেয়াল নয়। [ পুরন্দর সহ প্রস্থান ]

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ পিনাকী রায়ের গৃহ। গীতকণ্ঠে ঝাঁট দিতে দিতে ভোলার প্রবেশ ]

জোড়া পাঁঠা দেব কালী, রাখিস যদি এই মিনতি,

দিবারাতি দাঁত খিঁচুনী

বলমা তারা কত শুনি

এবার তারা তুলে খাঁড়া, বুড়ো রাজার কর মা গতি।

[ পিনাকী রায়ের প্রবেশ ]

পিনাকী ॥ ( কান ধরলেন ) এসব কী গান রে শুয়ার ?

ভোলা ।। কান ছেড়ে দিন। কথায় কথায় কান ধরেন কেন? আমার একটা মানসম্মান নেই?

পিনাকী ।। ওঃ—চাকরের আবার মানসম্মান!

ভোলা ।। আমি যেমন আপনার চাকর, আপনিও তো তেমনি আর একজনের চাকর।

পিনাকী ।। কী, আমি চাকর? কার চাকর?

ভোলা ।। কেন, দিল্লীর বাদশার।

পিনাকী ।। বাদশার চাকর আমি বদমায়েস? আমি তোকে কেটে দুখানা করব। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

ভোলা ।। আগে কাটবেন, না আগে বেরিয়ে যাব?

পিনাকী ।। তুইই একসঙ্গে।

ভোলা ।। আপনার মাথা খারাপ হয়েছেন।

পিনাকী ।। কী বললি!

ভোলা ।। হয়, ওরকম হয়। ছেলের শোকে লোকে আত্মহত্যে করে, আর এতো শুধু মাথা খারাপ।

পিনাকী ।। ছেলের শোক! ভারি আমার ছেলে। ও সব শত্রু। হতভাগা ছেলে জন্মেই একবছরের মধ্যে তার মাকে খেলে, হাতীশালে হাতী মরল, ঘোড়াশালে ঘোড়াগুলো ফর্সা হয়ে গেল, দু দুটো ভাইকে যমের বাড়ী পার করে দিল। ভাবলুম গলা টিপে শেষ করে দিই। গলাটা টিপে ধরেওছিলাম। হাবশী চাকরটা ছিনিয়ে বুকে তুলে নিলে। সেই থেকে আমাকে দেখলেই চোখ বুজে কেঁদে উঠত। হাবশীটাকেই "বাবা" বলে ডাকতে লাগল। তারপর একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এল না।

ভোলা ।। অমন ছেলের জন্যে আপনি হাহুতাশ করছেন?

পিনাকী ।। হাহুতাশ কচ্ছি পাজি?

ভোলা ।। কচ্ছেন না? রাত দুপুরে চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়, আমি দেখি নি?

পিনাকী ।। তোর গুষ্টির মাথা দেখেছিস্।

ভোলা ।। পঁচিশ বছরে যে ছেলের শোকে ভুলতে পারে না, সে কেন ছেলের গলা টিপে ধরবে?

পিনাকী ।। আমার ছেলেকে আমি গলা টিপর্ব, মারব, কাটব, কিলিয়ে

আমসত্ত্ব বানাব—তাই বলে চাকরবাকরে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবে? ছোটলোক, শয়তান, ইতরের দল। চাকর বাকরের গুষ্ঠি আমি নিকেশ করব, তবে আমার নাম পিনাকী রায়। বেরিয়ে যা, সব বেরিয়ে যা, আমি কাউকে চাই নে। তুই বিচ্ছু শুয়ার, আজ ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানিস নে। বয়েস হলে তুই ব্যাটা হয়ত আমাকেই চুরি করে পালাবি।

ভোলা॥ বিষ্ণু তেল আনব?

পিনাকী॥ কেন?

ভোলা॥ চাঁদি ফেটে ধোঁয়া বেরুচ্ছেন কি না।

পিনাকী॥ ধোঁয়া বেরুচ্ছে শুয়ার? আমি পাগল?

ভোলা॥ পাগল না, মাথা খারাপ। ছেলের শোকে ও রকম হয়।

পিনাকী॥ বলছি আমার কিছু হয় নি, তবু তুই শোক শোক করবি? ভারি আমার ছেলে, তার আবার শোক। এই যে ছোট ছেলেটা আমার কথা না শুনে বাদশার মনসবদারী করতে বেরিয়ে গেল, আমি তার জন্যে একবারও নিঃশ্বাস ফেলেছি? বলে—দেশের ছেলেরা সৈনিক না হলে দেশ রক্ষা করবে কে? হাত্তোর দেশের নিকুচি করেছে। বাদশার চাকরি কেউ করে? ওব তো হয়ে গেল—রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে।

[ বাহারামের প্রবেশ ]

বাহারাম॥ মহারাজ পিনাকী রায়ের জয় হোক।

ভোলা॥ কে হে তুমি বেল্লিক? কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেই হল?

বাহারাম॥ ঝ্যাঁটা নাচিও না বাপধন। অনেকটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে প্রাণটা গলার কাছে এসে ঠেকেছে। তার উপর তোমার ওই ব্রহ্মাস্ত্র দেখলে ফুরুৎ করে প্রাণপাখী বেরিয়ে যাবে।

ভোলা॥ কোথাকার গেছো বাঁদর তুমি?

বাহারাম॥ গেছো বাঁদর নই বাপ; আমি গৃহপালিত বাঁদর। তুমি এখন স্বকার্যে গমন কর। আমি মহারাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করব।

ভোলা॥ হবে না। মহারাজের মাথা খারাপ।

পিনাকী॥ জুতিয়ে সোজা করব বদমায়েস।

ভোলা॥ ওই দেখ ছেলের শোকে···

পিনাকী॥ আবার ছেলের শোক পাজি?

ভোলা ॥ পালাও মিঞা, পালাও। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ ছেলে তো শুনেছি আপনার পঁচিশ বছর আগে হারিয়েছে।

পিনাকী ॥ তাতে হয়েছে কি ?

বাহারাম ॥ সেই ছেলের শোকে আপনি পাগল হয়ে গেলেন ?

পিনাকী ॥ তুমি তো ভয়ানক পাজী লোক। কি বলতে এসেছ বলে বিদেয় হও।

বাহারাম ॥ মহারাজ—

পিনাকী ॥ সে তো আগেই বলেছ। তারপর থেকে বল।

বাহারাম ॥ আমি শাহজাদা বাহারামের পার্শ্বচর।

পিনাকী ॥ সে তোমার ঘোলাটে চোখ দেখেই টের পেয়েছি।

বাহারাম ॥ আমি আপনার কাছেই এসেছি রাজা।

পিনাকী ॥ কে বলছে, আস নি ? নতুন কথা কিছু থাকে তো বল।

বাহারাম ॥ মহারাজ—

পিনাকী ॥ আবার 'মহারাজ'। কতগুলো মহারাজ তুমি খরচ করলে বল তো।

বাহারাম ॥ যদিও আপনি পুত্রশোকে মুহ্যমান,—

পিনাকী ॥ তোমার গুষ্টীর পিণ্ডিমান।

বাহারাম ॥ আপনি অবশ্যই শুনেছেন, দিল্লীর মসনদের যোগ্য অধিকারী শাহজাদা বাহারাম জীবিত থাকতে তার ভগ্নী শাহজাদী রিজিয়া মসনদ অধিকার করেছে। এত বড় অন্যায় আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

পিনাকী ॥ নাই বা করলে। সে জন্যে আমার ঘরে এসে দাপাদাপি করছ কেন ?

বাহারাম ॥ সবাই বলছে, শাহজাদার বিদ্রোহ করা উচিত।

পিনাকী ॥ আমিও তো বলছি।

বাহারাম ॥ শাহজাদা জীবিত থাকতে দিল্লীর পবিত্র সিংহাসনে বসবে এক নারী! শাহজাদা তার চেয়ে বয়সে বড়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে গুণে বড়—

পিনাকী ॥ মাতলামিতেও বড়।

বাহারাম ॥ শরীয়তে বলেছে, পুরুষের পক্ষে নারীর অধিকার মেনে নেওয়ার চেয়ে—যাঃ আর মনে নেই।

পিনাকী ॥ আমার মনে আছে। পুরুষের পক্ষে নারীর অধিকার মেনে নেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

বাহারাম ॥ কই, ইতিগীন তো তা বললে না।

পিনাকী ॥ বলবে না। শাহজাদাকে গিয়ে বলো গলায় দড়ি দিতে।

বাহারাম ॥ গলায় দড়িটা পরে দিলে হয় না? আগে বিদ্রোহটা হয়ে যাক।

পিনাকী ॥ হয় হোক। শাহজাদা তলোয়ার ধরতে পারবে তো? না বোতল দিয়ে যুদ্ধ করবে?

বাহারাম ॥ বোতলের মুখে তলোয়ার বসিয়ে নেবে।

পিনাকী ॥ সে খুব চমৎকার হবে।

বাহারাম ॥ তাহলে আপনি তৈরী হন।

পিনাকী ॥ আমি তৈরী হব কেন?

বাহারাম ॥ না হবেন কেন? আপনার তো সাত হাজার সৈন্য আছে?

পিনাকী ॥ সব কোমরভাঙা।

বাহারাম ॥ ওতেই চলবে। আপনার ছেলে ওই পুরন্দরকে বলে দিন—

পিনাকী ॥ শুনবে না। ওসব ছেলে নয়, পিলে।

বাহারাম ॥ বলি আপনার নিজের পিলে তো?

পিনাকী ॥ আমার কিছু নয়, সব শ্রীশ্রীভগবানের।

বাহারাম ॥ শ্রীশ্রীভগবান তার এমন ভক্তকে পুত্রশোক কেন দিলেন?

পিনাকী ॥ আরে, এও তো বলে পুত্রশোক! বেরোও।

বাহারাম ॥ অ্যাঁ!

পিনাকী ॥ অ্যাঁ কি? আমি বলছি, বেরিয়ে যাও। মনে করেছিলাম, সৈন্যসামন্ত যা আছে, দিয়ে দেব। কিচ্ছু দেব না। তোমার শাহজাদা মাতাল, আর তুমি পাজি, ইতর, ছোটলোক।

বাহারাম ॥ তাহলে তো যা শুনেছি তা সত্যি।

পিনাকী ॥ কি শুনেছ?

বাহারাম ॥ ছেলের শোকে আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।

পিনাকী ॥ বেরিয়ে যাও বদমায়েস। বসলে যে? দাঁড়াও, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। সাহায্য করব না গুষ্টীর মাথা করব। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ বলছি যুদ্ধফুদ্ধ থাক, অমনি হয়ত হোক ; তবু সবাই মিলে আমাকে নাচাবে। নাচা দেখি কত নাচাবি। [ আলতুনিয়ার প্রবেশ।]

আল ॥ মহারাজ পিনাকী রায়—

বাহারাম ॥ উঁ—

আল ॥ এ কি ! শাহজাদা ! আপনি এখানে কেন ?

বাহারাম ॥ যে কারণে আপনি এখানে এসেছেন, সে কারণে আমারও শুভাগমন।

আল ॥ তার অর্থ ?

বাহারাম ॥ অর্থ পরিষ্কার। রাজাকে বললুম—স্ত্রীলোকের শাসন আমরা মানব না।

আল ॥ কিছুতেই না।

বাহারাম ॥ আমরা বিদ্রোহ করব।

আল ॥ নিশ্চয়ই করব।

বাহারাম ॥ রিজিয়াকে মসনদ থেকে নামিয়ে আমরা রুকমুদ্দিনের শিশু পুত্রকে শাহীতক্তে বসাব, বসাব, বসাব।

আল ॥ এই কথা আপনি বলেছেন ?

বাহারাম ॥ সব জায়গীরদারকেই বলেছি। হলই বা রুকনুদ্দিনের ছেলে বিকলাঙ্গ তবু তার বাপের মসনদ তারই প্রাপ্য। শুনে তারা কি খুশী ! সবাই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। পিনাকী রায়কে আপনিও বলে যান, পুরন্দর যেন আমাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে।

আল ॥ সেই জন্যই তো আমি এসেছি।

বাহারাম ॥ বেশ করেছেন। ভদ্রলোকের এক ছেলেকে হাবশীরা চুরি করে নিয়ে গেছে জানেন ত ? সেই শোকে রাজা কাতর হয়ে আছেন। যে তার শোকে সমবেদনা জানাবে, তার কোনো কামনাই অপূর্ণ থাকবে না। ভদ্রলোক রাগের ভাণ করেন, কিন্তু আসলে রাগ করেন না। আচ্ছা, আমি চললুম। ( প্রস্থান )

আল ॥ বোনটা শয়তান, আর ভাইটা মাতাল।

[ পিনাকীর প্রবেশ। ]

পিনাকী ॥ আবার কে এল রে বাবা ? এ কি ভাতিণ্ডার সুলতানা আলতুনিয়া ! এ গরীব খানায় কি মনে করে ?

আল ॥ মহারাজ পিনাকী রায়, আপনি জানেন, আমাদের সবার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তাজেল মালিক মামুদ খাঁ রিজিয়াকে দিল্লীর মসনদে বসিয়েছে। অথচ বাদশা রুকনুদ্দিনের পুত্র এখনও জীবিত।

পিনাকী। বড়ই দুঃখের বিষয়।

আল ॥ আমরা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব।

পিনাকী ॥ না করলে চলবে কেন?

আল ॥ আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

পিনাকী ॥ আমি…সাহায্য—

আল ॥ যুদ্ধে যদি জয় হয়, আপনার পুত্র পুরন্দর হবে সিপাহশালার। আর আপনি হবেন শাহানশার উজির। কত সৈন্য আছে আপনার?

পিনাকী ॥ সাত হাজার।

আল ॥ তারা ভাল যুদ্ধ করতে জানে?

পিনাকী ॥ অমন যুদ্ধ আমি চোখেও দেখি নি।

আল ॥ তাহলে আপনার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত?

পিনাকী ॥ আপনি যখন বলছেন, সাহায্য অবশ্যই দিতে হবে।

আল ॥ এ আপনার মহত্ত্ব মহারাজ। যদিও আপনি হারানো পুত্রের শোকে কাতর—

পিনাকী ॥ কী? পুত্রের শোকে কাতর, আমি?

আল ॥ আপনি আমাদের সাহায্য করলে আমরাও আপনাকে বিমুখ করব না রাজা। বিশেষ আপনি পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধ।

পিনাকী ॥ যান যান মিঞা। খুব হয়েছে। আমি সাহায্য করতে পারব না।

আল ॥ শাহজাদা বলছিলেন যে, শোকে দুঃখে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে—

পিনাকী ॥ বেরিয়ে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। আমি সাহায্য করব না, করতে পারব না। একটা মাতাল, আর একটা বিকলাঙ্গ শিশু।

[ পুরন্দরের প্রবেশ ]

পুরন্দর ॥ এদের সাহায্য করে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দেওয়া, আর মসনদটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে যমুনার জলে বিসর্জন দেওয়া একই কথা।

আল ॥ বুঝে দেখ পুরন্দর রায়।

পুরন্দর ॥ দেখেছি আলতুনিয়া। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, রাজ-

পরিবারের এই ব্যক্তিগত কোন্দলের মধ্যে আপনি মাথা গলাতে এসেছেন কোন অধিকারে ?

আল ।। যে অধিকারে তুমি আভূমি নত হয়ে রিজিয়ার পদচুম্বন করেছ।

পুরন্দর ।। সুলতানা রিজিয়া সম্রাট আলতামাসের মনোনীত উত্তরাধিকারিণী।

আল ।। মৈনুদ্দিন সম্রাট রুকনুদ্দিনের পুত্র।

পিনাকী ।। আর সে আপনার আত্মীয়।

পুরন্দর ।। মসনদের উপর রুকনুদ্দিনের কোনো অধিকার ছিল না। আপনারা কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক চক্রান্ত করে তাকে মসনদে বসিয়েছিলেন।

আল ।। বিশ্বাসঘাতক আমরা নই, তুমি আর তোমার গুরু তাজেলমালিক মামুদ খাঁ।

পুরন্দর ।। তাজেলমালিক মামুদ খাঁ যদি বিশ্বাসঘাতক হতেন, তাহলে দিল্লীর সিংহাসনে আর কারও স্থান হত না। সিংহাসন যে বৃদ্ধকে বহুবার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তিনি তা গ্রাহ্যই করেন নি। একটা সামান্য সুবেদারের ঐশ্বর্য রাখবার স্থান নেই, আর এই দিল্লীর মহামান্য সিপাহশালারের ঘর কখনও ইমারৎ হল না। তার নিন্দা আপনাদেরই শোভা পায়!

আল ।। তাহলে তুমি রিজিয়ার গোলামীই করবে? আমরা যদি তোমাকে সিপাহশালার করে দিই ?

পুরন্দর ।। বিকলাঙ্গ শিশুর সিপাহশালার হওয়ার চেয়ে সুলতানা রিজিয়ার চৌকিদারী করাও অনেক গৌরবের।

আল ।। তোমার গৌরবের প্রাসাদ আমি চূর্ণ করব। শোকে দুঃখে তোমার পিতা উন্মাদ হতে পারেন, কিন্তু—

পিনাকী ।। কিন্তু তুমি বেরিয়ে যাও।

আল ।। যাচ্ছি বৃদ্ধ, যাচ্ছি। তোমাদের সাহায্য না পেলেও বিদ্রোহ আমরা করব, আর মসনদও অধিকার করব। সেদিন তোমাকে আর তোমার এই পুত্রকে খেলাত দেব জীবন্ত মৃত্যু। [ প্রস্থান ]

পিনাকী ।। কি রকম ? তোমার হঠাৎ ঘরের কথা মনে পড়ল যে ?

পুরন্দর ।। আশীর্বাদ করুন পিতা। আজ আমি পনের হাজারী মনসবদার।

পিনাকী ।। আহ্লাদে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। একটা গেল হাবশীর ঘরে; আর একটা হল মুসলমানীর গোলাম।

পুরন্দর ॥ সম্রাজ্ঞী রিজিয়াকে আপনি দেখেন নি পিতা। তার কোনো জাত নেই। তিনি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের বহুদিনের সাধনালব্ধ জগদ্ধাত্রী দেবী। তার বিরুদ্ধে ভুলেও কখনও অঙ্গুলি হেলন করবেন না। শাহজাদা বাহারামকে দেখলাম ছদ্মবেশে রাজন্যবর্গের দোরে দোরে সাহায্য ভিক্ষা করতে। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি পিতা। অনেকদিন পরে দিল্লীর সিংহাসনে একটা মানুষের মত মানুষ বসেছে। আপনি তার বশ্যতা স্বীকার করুন পিতা।

পিনাকী ॥ না রে বাপু না, আর আমি মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করব না। এই মুসলমান তোমার বড় ভাইকে চুরি করে নিয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে সে আজ পঁচিশ বছরের যুবক। রাজা ভগবতী রায়ের বংশধর আজ মুসলমান।

পুরন্দর ॥ ভুলে যান পিতা। আমার মন বলছে, সে একদিন আপনার কাছে ফিরে আসবে।

পিনাকী ॥ আসবে? তুমি বলছ?

পুরন্দর ॥ তা যদি না হয়—আপনার মন্দিরের ওই ঠাকুর পাথরের পুতুল।

পিনাকী ॥ কী, ঠাকুর পাথরের পুতুল? না না, সে সজীব।

পুরন্দর ॥ তা যদি হয়, ভাল করে স্মরণ নিন। আপনার ছেলে আপনার কাছে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

পিনাকী ॥ পুরন্দর!

পুরন্দর ॥ আমি এখন আসি পিতা। শাহজাদা যদি আসেন—

পিনাকী ॥ ওরে, সে এসেছিল। আমি তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি।

পুরন্দর ॥ বেশ করেছেন।

পিনাকী ॥ বেশ ত করেছি। কিন্তু সে যদি সত্যিই সম্রাট হয়?

পুরন্দর ॥ সেদিন আকাশে আর সূর্য উঠবে না। [ প্রস্থান ]

পিনাকী ॥ কে বলে তুমি পাথরের পুতুল? আমি জানি, তুমি সজীব।
[ প্রস্থান ]

## সপ্তম দৃশ্য

[ দিল্লী রাজপ্রাসাদ। সিতারা ও ফিরোজার প্রবেশ ]

সিতারা ॥ তুমি তো জান ফিরোজা, রিজিয়াকে আমি মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসি।

ফিরোজা॥ তুমি মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাস, আর আমি নিজের পেটের মেয়ের মত ভালবাসি।

সিতারা॥ তাই তো তোমার কাছে ঘুরে ঘুরে আসি।

ফিরোজা॥ আহা, তা আসবে না? আপন জনের কাছেই তো আপনজন আসে। তুমি কি আমার পর? তোমার তালুয়ের বাপের সঙ্গে আমার নানার ছিল দোস্তি।

সিতারা॥ সেই জন্যেই থেকে থেকে মনটা তোমার জন্যে কাঁদে।

ফিরোজা॥ আমারও কাঁদে দিদি। দেখাতে পাচ্ছি নে। তোমার বাপকে গিয়ে পই পই করে বারণ করেছিলুম, খবরদার, ওই এককোঁটা মেয়েকে মসনদে বসিও না বলছি। বুড়ো মড়া কোন কথাই শুনলে না। মেয়েটাকে তক্তে বসালেই বসালে। তুমি এমন সরল মানুষ, আর তোমার বাপটা এমন অখাস্থি কেন? দেখলে মনেই হয় না, ও তোমার নিজের বাপ। বলে কি না,—"যা যা, বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি।"

সিতারা॥ তুমি রিজিয়াকে ভাল করে বোঝাতে পারলে না?

ফিরোজা॥ পারব কি করে? আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে এক রকম সিধে করে আনি, আর তোমার ওই বাপ এসে উল্টো চাবি ঘুরিয়ে দেয়। নইলে ও কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভেবেছে যে, ও মসনদে বসবে? সব ওই বুড়োর কারসাজি।

সিতারা॥ তা বললে তো হবে না। একটা ব্যবস্থা কর।

ফিরোজা॥ তোমার খসম যে গা করছে না। ভাবলুম, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সে তার দাবী ছাড়বে না। তেড়ে ফুঁড়ে গেলও দেখলুম।

সিতারা॥ পেলে কি হবে? বোনের সাজ আর রূপ দেখে মিন্সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপরই রিজিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

ফিরোজা॥ এমন মেনিমুখো খসম নিয়ে তুমি চলছ কি করে?

সিতারা॥ সে কথা থাক্।

ফিরোজা॥ থাকবে কেন? তোমার রাগ হচ্ছে না?

সিতারা॥ হবে না? শরীয়তে কি বলেছে জান? যে-রাজ্যে নারী বসে সিংহাসনে, সে রাজ্যের সর্বনাশ কেউ রুখতে পারে না।

ফিরোজা॥ সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সিতারা ॥ তার নিজের অপঘাত মৃত্যুও কেউ ঠেকাতে পারে না।

ফিরোজা ॥ যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব। কোথায় সে শরবৎ?

সিতারা ॥ শরবৎ নয়, শরীয়ৎ। সব ধর্মেরই এই নিয়ম। হিন্দুদের পুরাণে আছে, যুধিষ্ঠিরের মা কৈকেয়ী কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসেছিল। রাবণ রাজা তাকে অশোকবনে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললে।

ফিরোজা ॥ রিজিয়াকেও মেরে ফেলবে না কি?

সিতারা ॥ মেরে ফেললে তো মিটেই গেল। আলতুনিয়া বলেছে জ্যান্ত ওর গয়ের চামড়া খুলে নেবে।

ফিরোজা ॥ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! শয়তানের বাচ্চা মরে না? রিজিয়া মসনদে বসলে তার বাবার কি?

সিতারা ॥ সে যে আমাদের রাবেয়া বেগমের ভাই। ভাগ্নের স্বার্থ সে দেখবে না? তার উপর রিজিয়াকে সে শাদি করতে চেয়েছিল। রিজিয়া তাকে শাদি তো করলই না, তার উপর জুতোপেটা করেছে।

ফিরোজা ॥ ওঃ—কী করব আমি এই দজ্জাল মেয়েটাকে নিয়ে?

সিতারা ॥ আমিও তো তাই বলছি।

ফিরোজ ॥ যাকে খুশী অপমান করবে, যা মুখে আসবে তাই বলবে, তার উপর মানী লোককে এমনি করে হেনস্তা! মরুক—অমন মেয়ের মরাই উচিত।

সিতারা ॥ তা বললে কি হয়? তুমি ছাড়া তার আছে কে?

ফিরোজা ॥ কেউ নেই দিদি। হতভাগীর কেউ নেই। কত কষ্ট করে যে ওকে মানুষ করেছি, সে শুধু আমিই জানি।

সিতারা ॥ আমিও জানি।

ফিরোজা ॥ ছাই জান তুমি। একদিক দিয়ে যমে টেনেছে, আর একদিক দিয়ে আমি টেনেছি। মুখপোড়ারা ধরে বেঁধে মেয়েটাকে পুরুষের সাজ পরিয়ে রেখেছে। এতখানি বয়স হল, তবু কেউ উদ্যোগ করে বিয়ের নাম করলে না! এখন করব কি তাই বল।

সিতারা ॥ যেমন করে পার, ওকে বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাও। আলতুনিয়া বলেছে, সে যদি মসনদ ছেড়ে সরে না যায়, তাহলে তাকে রক্ষা করতে কেউ পারবে না। রাজ্যের যত সুবেদার, উজির, আমীর, মনসবদার, হিন্দু মুসলমান সবাই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ফিরোজা ॥ তাহলে এখন উপায় ?

সিতারা ॥ উপায় এখান থেকে সরে যাওয়া।

ফিরোজা ॥ বললেই কি যাবে ?

সিতারা ॥ না যেতে চায়, পীরসাহেবের দেওয়া এই চিনিপড়া খাইয়ে দিও।

ফিরোজা ॥ পীর সাহেবের চিনিপড়া ! এ তুমি কোথায় পেলে ?

সিতারা ॥ অনেক কষ্টে এনেছি ভাই। দিতে কি চায় ? পায়ে ধরে বললুম—শাহজাদার মতিগতি ফিরিয়ে দিন জনাব। আমি আপনাকে সোনার মসজিদ গড়িয়ে দেব। তবে না দিলে। ফিরে এসে শুনলুম, রিজিয়ার এই বিপদ। আর কি ধরে প্রাণ থাকে ভাই ? শাহজাদার কথা পরে ভাবব, আগে রিজিয়াকে তো বাঁচাই। তবে তাও বলি, ফল যদি চাও, আমাদের নাম কিন্তু বলতে পাবে না। তাহলে চিনি কিন্তু ধুলো হয়ে যাবে।

ফিরোজা ॥ সে তুমি নির্ভাবনায় থাকো, একদিনের কাজ তো নয়। আল্লাতাল্লা তোমার মঙ্গল করুন ; ধনেপুত্রে বাড়বাড়ন্ত হোক। [ প্রস্থান ]

সিতারা ॥ যা শত্রু পরে পরে।

[ মামুদ খাঁর প্রবেশ ]

মামুদ ॥ তুমি এখানে কেন সিতারা ?

সিতারা ॥ তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমি জানি তোমার দর্শন পেতে হলে আজকাল রিজিয়ার মহলেই আসতে হবে।

মামুদ ॥ এই মা-মরা মেয়েটাকে তুমি কোনোদিনই সুনজরে দেখতে পারলে না।

সিতারা ॥ তুমি দেখতে পারলেই হবে।

মামুদ ॥ অথচ তোমার ছেলেকে সে কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে।

সিতারা ॥ বারণ করে দিও, ডাইনীর ভালবাসায় আমার ছেলের কোনো প্রয়োজন নেই।

মামুদ ॥ ঘরে তালাবন্ধ করে রেখো। পিতা সরাবের নেশায় বিভোর, মা সাপিনীর মত ক্রুর ; ভেবেছিলাম ছেলেটা হয়তো মানুষ হবে। দেখছি, তুমিই তাকে মানুষ হতে দেবে না।

সিতারা ॥ আমার ছেলের জন্যে তোমার মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। মেয়ে যার কেউ নয়, নাতীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

মামুদ ॥ মেয়ে আমার কেউ নয় ?

সিতারা ॥ কথাটা অদ্ভুত লাগছে, না ? মেয়ের উপর যদি তোমার দরদ থাকত, তাহলে জামাইকে বঞ্চিত করে মসনদটা তুমি অপরের হাতে তুলে দিতে পারতে না।

মামুদ ॥ আজন্ম তোমার পিতাকে তুমি দেখে আসছ কন্যা। কন্যা-জামাতার মুখচেয়ে অধর্ম সে করবে না। রুকনুদ্দিনের মৃত্যুর পর এক মুহূর্তের জন্য আমি দিশেহারা হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সম্রাট আলতামাসের নির্দেশ আর কেউ যখন জানে না, তখন আর জানিয়ে কাজ নেই। যিনি অধর্মের পথ থেকে মানুষকে চাবুক মেরে সুপথে চালনা করেন, তিনিই আমার সে মোহ ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

সিতারা ॥ তুমি তাহলে রিজিয়াকেই মসনদে বসিয়ে রাখতে চাও ?

মামুদ ॥ যদি কেউ না চায়, সে আমার দুশমন।

সিতারা ॥ হুঁশিয়ার বাপজান। এখনও যদি তুমি আমার মুখের দিকে না চাও, তাহলে আমিও তোমার মুখের দিকে চাইব না।

মামুদ। চেয়ো না। আমার কবরে তোমার মত স্বার্থান্ধ নারী আর বাহারামের মত মদ্যপায়ী পশু মাটি না দিলেও চলবে।

সিতারা ॥ রিজিয়া মাটি দেবে, না ? তোমার আগেই সে মরবে।

মামুদ ॥ আলতুনিয়া সেই আয়োজনই করছে। তোমরা যদি তাতে ইন্ধন দিতে চাও, দিও। কিন্তু শাহজাদাকে বলে দিও, তাজেলমালিক মামুদ খাঁ জামাতার মুখচেয়ে তরবারিটা আলগা করে ধরবে না, আর কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে সুলতানার সঙ্গে বেইমানিও করবে না।

সিতারা ॥ সিপাহশালার ! [ রিজিয়ার প্রবেশ ]

রিজিয়া ॥ থাক্ ভাবী থাক্, একবার পিতার বিরোধিতা করে ঐশ্বর্যের মোহে নিজের সর্বনাশ করেছ তুমি, আর একবার পিতার অবাধ্য হয়ে পোড়াঘরের কাঠটুকুও হারিওনা ভাবী। যাই থাক পিতার নির্দেশ, যাই বলুন সিপাহশালার, তুমি যদি মনে কর, ভাই বাহারাম দিল্লীর মসনদে বসলে তোমার এই ব্যর্থ জীবন চরিতার্থ হবে, দেব আমি তাকে দিল্লীর মসনদ।

মামুদ ॥ ( বিস্ময়ে ) } রিজিয়া !
সিতারা ॥ ( আনন্দে ) }

রিজিয়া ॥ কিন্তু অমনি দেব না, ভিক্ষে করে নিতে হবে।

মামুদ ॥ এ তুমি কি বলছ মা? ভিক্ষে চাইলেই তুমি দিল্লীর মসনদটা দিয়ে দেবে?

রিজিয়া ॥ দেব, তবে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করতে হবে, জীবনে আর কখনও সরাব স্পর্শ করবে না।

[ বাহারামের প্রবেশ ]

বাহারাম ॥ তার চেয়ে বল না কেন, আমার গলাটা কেটে তোমায় সওগাত দিতে হবে।

সিতারা ॥ শাহজাদা!

বাহারাম ॥ ভিক্ষে চাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়, ও তো আমি হামেশাই চেয়ে থাকি। তাই বলে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শরাবের নাম উচ্চারণ করব? তোবা তোবা।

সিতারা ॥ তুমি বুঝতে পারছ না—

বাহারাম ॥ বুঝি। তুমি ভাবছ, শপথ শেয়ানারাই করে, আর শেয়ানারাই ভাঙ্গে? আমি মাতাল, কিন্তু শেয়ানা তো নই বউবেগম। আমি বাদশার বংশধর, আমার মাথার চেয়ে কথার দাম অনেক বেশী।

রিজিয়া ॥ দেখছেন সিপাহশালার?

সিতারা ॥ এমন সুযোগ হাতে পেয়ে—

বাহারাম ॥ ছেড়ে দিচ্ছি? জী হাঁ। বউবেগম, আমি মুসলমান, মানুষের সঙ্গে আমি প্রবঞ্চনা করব না।

মামুদ ॥ শুনে সুখী হলাম শাহজাদা, যে, সবটুকু মনুষ্যত্ব তোমার নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কেন তুমি ভুলে যাও যে, তুমি বাদশার বংশধর?

বাহারাম ॥ ভুলিনি সিপাহশালার। আমি সব ভুলে যাই, কিন্তু ওই কথাটি ভুলি না। সময় হলেই আপনি দেখে নেবেন।

সিতারা ॥ তাহলে মসনদ তুমি চাও না?

বাহারাম ॥ আলবৎ চাই। বাদশার ছেলে, মসনদ চাইব না, তা কি হয়? কিন্তু সোজা পথে চাই—বাঁকা পথে না।

রিজিয়া ॥ বুঝে দেখ, দিতে হয় আজই দেব, এর পরে মাথা দেব, কিন্তু মসনদ দেব না।

বাহারাম ॥ স্বেচ্ছায় না দাও, অনিচ্ছায় দেবে।

সিতারা ॥ কেন তুমি অবুঝ হচ্ছ? মসনদের জন্য তুচ্ছ সরাব ত্যাগ করতে পারবে না?

বাহারাম ॥ পারব না।

সিতারা ॥ তুমি মানুষ, না কি?

বাহারাম ॥ মানুষ এ-বংশে একটাই জন্মেছে, তার নাম রিজিয়া।

রিজিয়া ॥ ভাইজান!

বাহারাম ॥ দেখ বহিন, আমরা সম্রাটের দশটি পুৎ, পাঁচটি দানা, পাঁচটি ভূত। এর মধ্যে তুমিই শুধু বাদশাহী বংশের মান রেখেছ। অস্বীকার করব না, অধর্ম হবে। তবে একটা কথা। হাওয়াটা হঠাৎ উল্টোদিক বইছে কিনা, তাই বলছি। যতদিন বংশের মান বজায় রেখে চলবে, ততদিনই আমি তোমার ভাই। যেদিন গণ্ডীর বাইরে পা ফেলবে, সেদিন আমি তোমার দুশমন। সমঝো রিজিয়া, সমঝো। [ প্রস্থান ]

রিজিয়া ॥ এবার তুমি কি করবে ভাবী?

সিতারা ॥ তোমাকে কবর দেব, আর তোমার এই বৃদ্ধ সিপাহশালারের কলজার রক্ত চুষে খাব। [ প্রস্থান ]

রিজিয়া ॥ বলুন সিপাহশালার; কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

মামুদ ॥ মা, ভাতিণ্ডার সুলতান আলতুনিয়া—

রিজিয়া ॥ বিদ্রোহের সূচনা করছে।

মামুদ ॥ উজির আমীরের দল—

রিজিয়া ॥ নারীর শাসন মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছে না।

মামুদ ॥ তারা সবাই মিলে বাহারামকে—

রিজিয়া ॥ রাজন্যবর্গের ঘরে ঘরে সাহায্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিল।

মামুদ ॥ তুমি তো সব খবরই রাখ দেখছি।

রিজিয়া ॥ শুধু একটা খবর রাখি না সিপাহশালার। সম্রাট আলতামাসের পুত্রকন্যাদের মনের খবর আমি জানি না। আর সুলতানা রিজিয়া যে কি চায়, তা না।

মামুদ ॥ ভুলে যেও না মা, তুমি সম্রাট আলতামাসের কন্যা; না না, কন্যা নয়, তুমি তার একমাত্র পুত্রসন্তান। তার সমস্ত শক্তি আমি তোমার মধ্যে দেখতে চাই।

রিজিয়া ॥ মহামান্য সিপাহশালার, দরবারে আমার পিতার বজ্রকঠিন মূর্তিই

আপনি শুধু দেখেছেন, হারেমের বিলাস-অঙ্গনে তাঁর পঙ্কিল মূর্তি আপনি দেখেন নি। কোথা থেকে এল শাতুর্কান, কোন্ দেশ থেকে আমদানী হয়েছিল রোশনী বেগম—আরও কত ভাগ্যহীনা নারী? বংশের পাপ কখনও মরে না। বাহ্‌রামকে বৃথাই আপনি দোষারোপ করছেন জনাব। ভাল হতে চাইলেও এ-বংশের ছেলেমেয়েদের ভাল হবার উপায় নেই।

মামুদ॥ চুপ চুপ, ও কথা আর উচ্চারণ করো না। আমি দেখতে চাই পিতার সব গুণের তুমি অধিকারিণী হয়েছ। তাঁর দোষ যেন তোমায় স্পর্শ না করে।

রিজিয়া॥ নিশীথরাত্রে রাজকার্য যখন থাকে না, ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসে, তখন কে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় সিপাহশালার? কে আমায় বলে, তুমি নারী, এ-পথ তোমার নয়। শাতুর্কান, রোশনী বেগম, মানি বাঈজী, কাশ্মীরী গুলাব, বাঙলার বুলবুল—সবাই এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলে—মাকাল গাছে আঙুর ফলে না।

মামুদ॥ রিজিয়া!

রিজিয়া॥ এই দেখুন, কাকে কি বলছি? কথা বলতে বলতে আমি যেন আর-এক মুল্লুকে চলে যাই। কিছু মনে করবেন না। কোনো চিন্তা নেই। আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন। আসুক না আলতুনিয়া—আমরা বাপবেটী আছি, ভাই পুরন্দর আছে। পারব না আমরা ওই ফেরুপালকে হাটিয়ে দিতে?

মামুদ॥ কেন পারব না? এ-বিদ্রোহ আমি গ্রাহ্য করি না। আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম মা। ওই বন্দী জালালউদ্দিন ইয়াকুৎকে—

রিজিয়া॥ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ কে!

মামুদ॥ সেদিন দরবারে যে তোমায় অপমান করেছিল।

রিজিয়া॥ ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। অপমান ঠিক করে নি। বর্বর হাবশী কথা বলতে জানে না। আচ্ছা হতভাগাকে ক্ষমা করলে হয় না?

মামুদ॥ এত বড় অপরাধের ক্ষমা! লোকে বলবে কি?

রিজিয়া॥ লোকে তো নারীকে মসনদে বসাতেও নিষেধ করেছিল। তা যখন আপনি শোনেন নি, এ-ই বা শুনবেন কেন? লোকটা আলতুনিয়ার রাজকর্মচারী ছিল, যেমন দুঃসাহসী, তেমনি বীর। আমার ইচ্ছা, আলতুনিয়ার শিলনোড়া দিয়ে আমরা তারই দাঁত ভেঙে দিই।

মামুদ॥ তারপর সেই শিলনোড়া দিয়ে যখন তোমার দাঁত ভাঙতে চাইবে?

রিজিয়া ॥ ভেবে দেখুন সিপাহশালার। রুকনুদ্দিনের ছ-মাসের কুশাসনে রাজ্যময় বিশৃঙ্খলার অন্ত নেই, সৈন্যসামন্ত বেতন না পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এ সময় এমন একটা বীর পুরুষের সাহায্য যদি পাওয়া যায়—অবশ্য সবই আপনার মতামতের উপর নির্ভর করছে। আমি নারী, কতটুকুই বা বুঝি ?

মামুদ ॥ সে কি কথা মা ? তুমি বালিকা হলেও জ্ঞানময়ী। তোমার যদি ইচ্ছা হয়—

রিজিয়া ॥ না না, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তবে আমার মনে হয়, বুনো হাতীকে না মেরে যদি বশ করা যায়—দেশের অশেষ কল্যাণ হবে। ভেবে দেখবেন, সে যদি অনুতপ্ত হয়— [ রাবেয়ার প্রবেশ। ]

রাবেয়া ॥ সেলাম দিল্লীশ্বরী।

রিজিয়া ॥ কে ? রাবেয়া বেগম ? আলতুনিযার ভগ্নী ? কি চাই এখানে ?

রাবেয়া ॥ কি চাই ? তোমার কাছে ? দুদিন আগে আমার মুখের কথায় তোমার মাথাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, আর আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইব, এই কি তুমি আশা কর ?

রিজিয়া ॥ ভিক্ষে নয় ভাবি। আপন জনের কাছে কেউ কি ভিক্ষে চায় ?

রাবেয়া ॥ আপন জন তুমি ! বলতে শরম হচ্ছে না !

রিজিয়া ॥ শরম নারীর অঙ্গভূষণ। দেখছ ত আমি নারী নই। আমাকে কেউ যদি একটা চড় মারে, আমি মারব দুটো, আর দক্ষিণা দেব দো পয়জার।

রাবেয়া ॥ নেমে আয় কসবি দিল্লীর মসনদ থেকে। মসনদের অধিকারী আমার ছেলে, তুই তাতে চেপে বসেছিস কোন অধিকারে ?

রিজিয়া ॥ তার কৈফিয়ৎ কি আমায় রাবেয়া বেগমকে দিতে হবে ?

রাবেয়া ॥ আলবৎ দিতে হবে।

রিজিয়া ॥ তাহলে শোন রাবেয়া বিবি। দিল্লীর মসনদে আমি বসেছি আমার পিতার ফর্মান অনুসারে।

রাবেয়া ॥ পিতার ফর্মান ?

রিজিয়া ॥ হ্যাঁ। তোমার খসম চোর, চুরি করে সে মসনদে বসেছিল, আর চুরির সহায়তা করেছিল শয়তান উজির আমীরের দল।

রাবেয়া ॥ চুপ্।

রিজিয়া ॥ ভগ্নীর ইজ্জৎ যার কাছে ছেলে খেলা, তার উত্তরাধিকারীর স্থান আর যেখানেই হক দিল্লীর শাহীতক্তে নয়।

রাবেয়া ॥ এত বড় কথা তুই বলিস শয়তানী ?

রিজিয়া ॥ শয়তানীর শেষ কথা শোন রাবেয়া বেগম। মসনদ আমি চাই নি, মসনদই আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। এর উপর আমার কোন লোভ নেই। এই মসনদ যদি আমায় দিতে হয়, আমি ওই মাতাল মেরুদণ্ডহীন বাহারামকে দেব, তবু দুশ্চরিত্র রুকনুদ্দিনের কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত পুত্ররত্নকে দেব না।

রাবেয়া ॥ ইচ্ছায় না দাও, অনিচ্ছায় দেবে।

রিজিয়া ॥ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের সূচনা কচ্ছ, না? বল গে তোমার বর্বর ভাইকে,—পয়জারে যখন তার দিল খুশী হয় নি, এবার আমি তরবারি দিয়েই তাকে সম্ভাষণ করব।

রাবেয়া ॥ রিজিয়া !

রিজিয়া ॥ শরম নেই তোমার? দিল্লীর শাহানশার কুলবধূ তুমি, তুমি গেলে কিনা কোথাকার কে সুলতান আলতুনিয়ার আশ্রয় নিতে? হারেমে কি ঠাঁই ছিল না? রিজিয়া'কে তুমি চেন না? সে কি তোমাকে আর তোমার রুগ্ন শিশুকে গলা টিপে মারত? যাও, নিয়ে এস আমার ভায়ের বংশধরকে। আমি তার অক্ষম হাতে বাদশাহী তাজ তুলে দেব না সত্য, কিন্তু আমি তার চিকিৎসা করাব, আমার স্নেহাতুর অন্তর উজোড় করে তার মুখে তুলে দেব।

রাবেয়া ॥ তারপর একদিন বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে।

রিজিয়া ॥ রুকনুদ্দিনের বেগম তুমি, নরকের অন্ধকারই দেখেছ, বেহেস্তের আলো দেখ নি।

রাবেয়া ॥ হাবশীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে বেহেস্তের আলো তুমিই দেখেছ, আমি কি করে দেখব শাহজাদী ?

রিজিয়া ॥ রাবেয়া বেগম !

রাবেয়া ॥ চুপ শয়তানী। মসনদ তুই ছেড়ে দিবি কি না বল।

রিজিয়া ॥ না।

রাবেয়া ॥ তাহলে আমি তোকে আজই কবরে পাঠাব। ( ছুরিকা উত্তোলন )

[ বেগে পুরন্দরের প্রবেশ ]

পুরন্দর ॥ দিল্লীশ্বরী প্রাসাদ শত্রু—এ কি! ( রাবেয়ার সম্মুখে দাঁড়ায় ) কে তুমি নারী ?

রিজিয়া ॥ শাহানশা রুকনুদ্দিনের বেগম।

পুরন্দর ॥ হাতে অস্ত্র কেন আপনার?

রিজিয়া ॥ আমি দিয়েছি পুরন্দর।

পুরন্দর ॥ তার অর্থ?

রিজিয়া ॥ আমি তরবারি ধরতেই জানি, ছুরি ধরতে শিখিনি। ভাবীকে বললাম;—এসেছ যখন, আমাকে একটু ছুরি খেলা শিখিয়ে দাও। ভাবীও ছুরি ধরেছে, আর তুমিও লাফ দিয়ে সামনে এসেছ।

পুরন্দর ॥ আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

রিজিয়া ॥ বড মোটা বুদ্ধি তোমার।

পুরন্দর ॥ দিল্লীশ্বরী—

রিজিয়া ॥ আরে বাবা, দিল্লীশ্বরী ত হামেশাই বলছ। বহিন বল।

পুরন্দর ॥ আমি তাহলে কি করব বহিন?

রিজিয়া ॥ ভাবীকে তার ভাইয়ের বাড়ীতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর।

পুরন্দর ॥ কিন্তু সিপাহশালার যে বললেন প্রাসাদে শত্রু প্রবেশ করেছে।

রিজিয়া ॥ তাঁর বয়সের আধিক্যে ভীমরতি হয়েছে।

পুরন্দর ॥ শাহজাদা বাহারামও তো তাই বললেন।

রিজিয়া ॥ মাতালের কথা দাঁতালে বিশ্বাস করে।

রাবেয়া ॥ রিজিয়া!

রিজিয়া ॥ সেলাম ভাবি। কোন ভয় নেই। তোমার ভাই যদি মনে করে থাকে যে চোখ রাঙালেই রিজিয়া মসনদ দিয়ে দেবে, তাহলে তাহলে ভাইজান—?

পুরন্দর ॥ তা হলে সে মুর্খের স্বর্গে বাস কচ্ছে।

রিজিয়া ॥ ব্যস। মুর্খের স্বর্গ থেকে তাকে টেনে নামিয়ে আন।

পুরন্দর ॥ তাহলে সেও বাঁচবে, আপনারাও বাঁচবেন।

রাবেয়া ॥ চোপরাও নফর।

রিজিয়া ॥ যাইয়ে বেগমসাহেবা। সেলাম। (পুরন্দর ও রাবেয়ার প্রস্থান) বন্যার জলস্রোতের মত দুশমনের দল এগিয়ে আসছে। সুলতানা রিজিয়া, কে দাঁড়াবে তোমার পার্শ্বে?

রিজিয়া ॥ কে তুমি? আমার অন্তরে বসে নির্জন নিশীথে তুমিই কি তুলেছ বীণার ঝঙ্কার! সরে যাও, সরে যাও। এ বুকটা লোহা দিয়ে গড়া! এখানে বীণা বেণুর স্থান নেই। বসন্তের মলয়, কোকিলের কুহু, কুসুমের

সৌরভ আমার কাছে অর্থহীন। কে বলছে আমি আগে নারী, তারপর দিল্লীশ্বরী? না না কে বলেছে আমি নারী? আমি অর্দ্ধভারতের দণ্ড মুণ্ডের মালেক, আমি সম্রাট আলতামাসের উত্তর সাধক, তাজুল মালিক মামুদ খাঁর সারাজীবনের সাধনার ফল। ওরে কোকিল—চুপ কর, ওরে মলয়, স্তব্ধ হ, ওরে বাঁশি, গান বন্ধ কর।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[ বন্দীশালা। ফিরোজার প্রবেশ। ]

ফিরোজা॥ কাণ্ডটা দেখেছ? কত আমীর ওমরাও পায়ে ধরে সাধাসাধি করলে, দজ্জাল মেয়ে কাউকে আমল দিলে না। শেষকালে কি টান পড়ল একটা হাবশী ভূতের উপর? আমাকে বললে কি না,—দেখে আয় ত বন্দীটা আছে না মরেছে? হাত্তোর বন্দীর নিকুচি করেছে। সাগর পার হয়ে এসে হতভাগা মেয়ে শেষকালে কি পচা খালে ডুবল? ঘেন্নায় মরে যাই।

[ পীর পয়জানের প্রবেশ। ]

পীর॥ বেঘোরে মরবে, নির্ঘাৎ বেঘোরে মরবে।

ফিরোজা॥ অ্যা! এই নাকি সে মড়া?

পীর॥ এত বড় হিম্মৎ! আমি যত ভাবছি, ততই হাঁ হয়ে যাচ্ছি।

ফিরোজা॥ হাঁ বোজাও মিঞা, শিগগির হাঁ বোজাও। আমার কলজের ভেতর হিম হয়ে আসছে। ইস্, ঢের ঢের কালো দেখেছি, এমন নীরেট কালো আর দেখি নি। মুখের ভেতর পর্যন্ত খাঁটি আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে!

পীর॥ হায় হায়, নসীবে শেষকালে এই ছিল?

ফিরোজা॥ আমিও তো বলছি, নসীবে এই ছিল? মুখপোড়া নসীবকে দেখতে পেলে কুত্তা লেলিয়ে দিতুম।

পীর॥ জুতিয়ে সোজা করব।

ফিরোজা॥ কি বললি হাবশীর পো?

পীর॥ তোমাকে বলছি না কি? তুমি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছ কেন? একে আমি নিজের জ্বালায় জ্বলছি, তার উপর তুমি বাঁদী এলে ফোঁড়ন দিতে। নিকালো বাঁদি।

ফিরোজা॥ কি বললি? আমি বাঁদী?

পীর॥ তুই বাঁদী, তোর মা ছিল বাঁদী, তোর চৌদ্দপুরুষ—থুড়ি চৌদ্দ মেয়েছেলে বাঁদী।

ফিরোজা ॥ যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? গর্দান নিয়ে ছেড়ে দেব।

পীর ॥ গর্দান তো গেছেই। কত বেয়াইকে বললুম, একবারটি আমায় সুলতানার সাথে দেখা করিয়ে দাও—কথা তো শুনলেই না, তার উপর গায়ে থু থু দিয়ে দিলে।

ফিরোজা ॥ তোর বাপের ভাগ্যি যে থুথু দিয়েছে। অমন আলকাতরা'র গায়ে কেউ বমিও করে না।

পীর ॥ কেন করবে না? সেদিন যে কারা সব ওপর থেকে গোবর জল ঢেলে দিলে। আর একদিন যে গাড়োয়ানরা চাবুক মেরে ফার্দাফাই করে দিলে। তবু তুমি বলছ, গায়ে বমি করে না? যত আমি বকতে না চাই, ততই আমায় বকাবে? বলছি সুলতানার সাথে আমার মোলাকাৎ করিয়ে দাও, —এই আশরাফিটা না হয় তোমায় দিচ্ছি···

ফিরোজা ॥ পাজি ব্যাটা আমায় আশরাফি দেখাতে এয়েছ। জুতিয়ে তোকে ঠাণ্ডা বানাব।

পীর ॥ তা তুমি মারতে হয়, মার না ঢুঘা, তবু একবার সুলতানাকে—

ফিরোজা ॥ ধুত্তোর সুলতানা। কালো ভূত, বয়সের গাছ পাথর নেই ছোটলোক হাবশীর বাচ্চা, শরম নেই তোমার? তুমি চাও সুলতানা রিজিয়াকে?

পীর ॥ আরে, তেনার সঙ্গে আমার—

ফিরোজা ॥ তেনার সঙ্গে তোর কি রে ড্যাকরা? অমন খপসুরৎ জেনানা তোর চৌদ্দপুরুষে দেখেছিস? কত আমীর ওমরাও বাদশা নবাব যাকে পেলে বর্তে যায়, তুই হতভাগা বুনো মোষ—

পীর ॥ দেখ দেখি, শুধু শুধু আমায় অপমান করছে। এ রকম করলে আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যে হব।

ফিরোজা ॥ আত্মহত্যা করতে তুই এখানে এলি কেন? তোর আলকাতরার মত রক্ত ঢেলে সুলতানার গারদখানা তুই অশুচি করবি ড্যাকরা? নিকালো।

পীর ॥ বলছি, সুলতানাকে—

ফিরোজা ॥ সুলতানাকে চাই তোমার বদমায়েস? তুই একবার আমাকেই চেয়ে দেখ না, কি হাল তোর করি।

পীর ॥ তোমাকে চাইব? সে যে বড় বিশ্রী হবে। আমার মনে হচ্ছে,

হেঁদুদের কে না কি এক পুতনা রাক্ষসী ছিল। মরার সময় সে না কি বলে গেছল,—কলিতে ফের সে আসবে।

ফিরোজা॥ তবে রে বুনো মোষ···

পীর॥ ফের বুনো মোষ ?

ফিরোজা॥ ফের বাঁদী ড্যাকরা ? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ?

পীর॥ তোকে আমি পুতনা-খুন করব। ( মুষ্ট্যাঘাত করতে এগুলো )

ফিরোজা॥ জুতিয়ে তোর খোয়াব ছোটাব। ( জুতা তোলে )

[ শৃঙ্খলিত জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল॥ খবরদার ! এর অর্থ কি বাপজান ? কেন তুমি এখানে এসেছ ? কে এই নারী ! কার এত বড় হিম্মৎ যে তোমায় অপমান করে ?

ফিরোজা॥ ও মা, অপমান আবার কখন করলুম ? ভদ্রলোক বললে, তোমার জুতো জোড়া তো বেশ।

পীর॥ ধ্যেৎ।

ফিরোজা॥ ভদ্রলোক তোমার বাপ বুঝি ? আপন বাপ ?

জালাল॥ কে তুমি ? কোথা থেকে আসছ ? কি চাও তুমি ?

ফিরোজা॥ কিচ্ছু চাই না। তোমার বাবা তোমাকে দেখবার জন্যে আমার পায়ে পড়ে কাঁদলে কি না—

পীর॥ আমি তোমার—

ফিরোজা॥ তুমি আমার পায়ে আত্মঘাতী হতে চাইলে, আমি কি 'না' বলতে পারি ? তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। তা তোমাকে দেখতে খুব খারাপ নয়। বাপ যদি তোমার মুদ্দফরাস না হত—

জালাল॥ চুপ। আমার পিতাকে যে কটূক্তি করবে, সে পীর হলেও আমি তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব।

ফিরোজা॥ আর দরকার হবে না। তোমার যখন এমন বাপ, তখন তোমার সাতখুন মাপ। দেখি আমি কি করতে পারি। ছুঁড়িকে মসনদ থেকে টেনে নামিয়ে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যাবে। আরও একটা কথা আছে। তাকে পেতে হলে এই বুনো মোষকে বাপ বলতে পাবে না।

জালাল॥ খবরদার ; বেশী বাচালতা করলে জ্যান্ত কবর দেব।

ফিরোজা॥ তাই তো বলি, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল মিলেছে। ছেড়ো না তোমার গোঁ, দেখব দেখব কেমন বাপের পো হেঃ হেঃ হেঃ।

( প্রস্থান )

জালাল॥ কেন তুমি এখানে এলে বাবা? এত করে তোমায় বললুম, দেশে চলে যাও। কোন কথাই তুমি শুনবে না?

পীর॥ কি করে শুনব বল্। সবাই বলাবলি কচ্ছে, তোকে না কি কাল ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। কেন তোর এ মতিগতি হল? কি হবে তোর ওই ছুঁড়ীকে সাদি করে? হাবশীর ঘরে কি মেয়ে নেই? তারা কি সেবা করতে জানে না?

জালাল॥ জানে বাপজান। কিন্তু তারা এমন করে ঘোড়ায় চড়তে জানে না, তলোয়ার ঘোরাতে জানে না, হাজার হাজার নারীপুরুষকে অঙ্গুলিহেলনে শুদ্ধ করে দিতে জানে না। কি বলে আমি তোমায় বোঝাব বাপজান? মুসলমানের ঘরে এমন মেয়ে আর কখনও জন্মায় নি। এরা একে বাঁচতে দেবে না। চারদিক থেকে হাজার হাজার বিষাক্ত শর এই নারীকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। মুসলমানের এ গর্বের প্রাসাদ আমি ধূলিসাৎ হতে দেব না। আমি ওকে বুক দিয়ে রক্ষা করব।

পীর॥ কেন তুই এদেশে এলি? আমি যে বারবার তোকে বলেছি, আর যেখানেই যাস, হিন্দুস্থানে তুই যাস নে।

জালাল॥ হিন্দুস্থানের পাখী কেন আমায় ডাকে বাবা? হিন্দুস্থানের আকাশ বায়ু পাথর মাটি কেন আমায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখতে চায়? হিন্দুদের দেব দেবী দেখলে কেবল আমার মনে হয়, এরা আমার আত্মার আত্মীয়, রামায়ণ গান শুনে মনে হল—এই রাম সীতা, এই লব কুশ এরা সবাই আমার আপনার জন।

পীর॥ চুপ চুপ, ওরে, আমি পাগল হয়ে যাব। কথা শোন্ বাপজান। আমি তোর জন্যে সুলতানের কাছে মাপ চেয়ে নেব। মামুদ খাঁ বলেছে, নাকখৎ দিলেই সে মাপ করবে। তুই না পারিস আমিই নাকখৎ দেব। তুই শুধু কথা দে, এই গারদখানা থেকে ধুলো পায়ে আমার সঙ্গে চলে যাবি।

জালাল॥ না বাপজান দোহাই তোমার, আমার জন্যে তুমি কারও কাছে মাথা নত করো না। তাহলে এই কারাগারই হবে আমার মৃত্যুর আগার।

পীর॥ ( স্বগত ) হবার নয়, হবার নয়। রক্তের টানে। ( প্রকাশ্যে )

না না, তা হবে না। আমার ছেলে আমি যমকে দেব, তবু পরকে দেব না। ( প্রস্থান )

জালাল॥ আর একটা রাত্রি। কাল প্রভাতে এই দেহ শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে। কোথায় অ্যাবিসিনিয়া, কোথায় দিল্লী। কে তুমি আমায় দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে টেনে আনলে? নসীব? মানি না আমি নসীবের খেলা। মেহেরবান খোদা, কেন, কেন এই তুচ্ছ জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তোমার খোদা? নারায়ণ, নারা— এ কি! এ আমি কাকে ডাকছি?

[ মামুদ খাঁর প্রবেশ। ]

মামুদ॥ হাবশী যুবক—

জালাল॥ কে, মহামান্য সিপাহশালার! কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমার! আপনি এসেছেন অস্পৃশ্য হাবশীর কারাগারে পদধূলি দিতে!

মামুদ॥ পদধূলি দিতে আমি আসি নি।

জালাল॥ তবে কি এ মহাপাপীকে পয়জার মারতে এসেছেন? মারুন জনাব, সেদিন মেরেছেন মুখে, আজ মারুন হাতে। হাবশীর গায়ে গণ্ডারের চামড়া।

মামুদ॥ প্রগলভতা রাখ যুবক। কাল দরবারে তোমার বিচার হবে জান?

জালাল॥ জানি।

মামুদ॥ বিচারে কি হবে অনুমান করতে পার?

জালাল॥ পারি। হাবশীর এত বড় অপরাধে প্রাণদণ্ডই হবে।

মামুদ॥ প্রাণদণ্ড ত ছোট কথা। তোমাকে আমরা আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাব।

জালাল॥ তার আগে বরং জিভটা কেটে নেবেন।

মামুদ॥ তোমার ভয় হচ্ছে না?

জালাল॥ ভয় কাকে বলে আমি জানি না।

মামুদ॥ এখনও তুমি তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ করবে না?

জালাল॥ কখনও না। আমার একই কথা, আমি রিজিয়াকে চাই।

মামুদ॥ আমি তাকে কোন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে দেব না।

জালাল॥ আমিও দেব না সিপাহশালার।

মামুদ॥ তবে তুমি তার জন্য ক্ষেপে উঠেছ কেন উন্মাদ?

জালাল ॥ উন্মাদের খেয়াল ; এর মধ্যে কোন কেনো নেই।

মামুদ ॥ শোন যুবক। কেন তুমি সাধ করে মৃত্যুর মুখে গলা বাড়িয়ে দিতে চাও। আমি তোমায় এই মুহূর্তে মুক্তি দেব, কিন্তু এক শর্তে।

জালাল ॥ কি শর্ত ?

মামুদ ॥ মুক্তি পেয়েই তুমি তোমার পিতার সঙ্গে নিজের দেশে চলে যাবে। হিন্দুস্থানেব মাটিতে তোমার ছায়াও যেন কেউ দেখতে না পায়। যে অপরাধ তুমি করেছ, তার শাস্তি মৃত্যু। শুধু তোমার পিতার অনুরোধে এই মুহূর্তে আমি তোমায় কারগারের বাইরে নিয়ে যাব, সঙ্গে দিয়ে দেব বিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা।

জালাল ॥ আপনার স্বর্ণমুদ্রা আপনারই থাক জনাব। গরীবের ছেলে আমি, স্বর্ণমুদ্রায় আমার লোভ নেই। আমি গোটা মানুষটা চাই, তার ঐশ্বর্য চাই না।

মামুদ ॥ তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। দীর্ঘ দিন অনাহারে অনিদ্রায় যে মহীয়সী নারীকে আমি লৌহমানবীতে পরিণত করেছি, তাকে আমি ঘোমটা টেনে কারও হারেমের অন্ধকাবে তলিয়ে যেতে দেব না। আমার মানস-কন্যা হবে অর্দ্ধভারতের ধাত্রী, একপাল কুকুর ছাগলের জননী হতে আমি তাকে দেব না। ( প্রস্থান )

জালাল ॥ এ কি ! এত আলো আসছে কোথা থেকে ?

[ ওড়নায় ঢাকা মুখ নারীর বেশে রিজিয়া এসে সন্মুখে দাঁড়ালো ]

রিজিয়া ॥ মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ,—

জালাল ॥ কে তুমি !

রিজিয়া ॥ ( মুখের ওড়না সরিয়ে ) চেন আমাকে হাবশী যুবক ?

জালাল ॥ না চিনি না তো ? কে তুমি ভদ্রে ?

রিজিয়া ॥ আমি দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া ?

জালাল ॥ দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া। বান্দার সেলাম পৌঁছে হুজরাইন। কেন আপনি এখানে এলেন ? চারিদিকে আপনার হাজার হাজার দুশমন। তারা যদি আপনাকে দেখতে পায়, কলঙ্কের পুরীষ কর্দম আপনার গায়ে নিক্ষেপ করবে। যান হুজরাইন, আপনি চলে যান।

রিজিয়া ॥ তবে যে শুনেছিলাম, তুমি একবার আমার দর্শন কামনা করেছ ?

জালাল ॥ আমি দর্শন কামনা করেছি যাঁর, তিনি অর্দ্ধ ভারতেশ্বরী রণরঙ্গিনী সুলতানা রিজিয়া ; এই অবগুণ্ঠিতা লাস্যময়ী শাহজাদী রিজিয়া নয়। আমি মনে প্রাণে তাকেই চেয়েছি—আপনাকে নয়।

রিজিয়া ॥ শোনো জালালউদ্দিন,—

জালাল ॥ আগে এই কুৎসিত বেশ বদলে আসুন, তারপর শুনব। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

রিজিয়া ॥ তুমি বলছ কি উন্মাদ? ভয় ডর শরম সহবৎ সবই কি তুমি ত্যাগ করেছ? এই সুলতানা রিজিয়ার জন্য শত শত রাজপুরুষ পাগল, এই নারীর জন্য তুমি আজ একমাস কারাগারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছ, কত সাধ্য সাধনা করেছ একবার যার মুখদর্শনের জন্য, তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাতে সাহস কর?

জালাল ॥ ঘৃণায় নয়, লজ্জায়। নারীর রূপে পাগল হয়ে আমি কারাগারে আসিনি হুজুরাইন। আর এ সালঙ্কারা বিলাসিনী নারীমূর্তির দর্শনও আমি কামনা করি নি। এ রূপ ঘরে ঘরেই আছে। যে রূপ দেখলে বুকের রক্ত যুদ্ধের জন্য মেতে ওঠে, যে রূপ মুসলমানের ঘরে আর কখনও জন্মায় নি, যাকে দেখলে শ্রদ্ধায়-বিস্ময়ে বুকটা ভরে ওঠে, তাকেই আমি চেয়েছিলাম—তাকেই আমি কারাগারে বসে ধ্যান করেছিলাম, তোমাকে নয় নারী, তোমাকে নয়।

রিজিয়া ॥ শুনে সুখী হলুম হাবশী যে আর আমাকে চাইবার স্পর্দ্ধা তোমার নেই।

জালাল ॥ আছে হুজরাইন। হাবশীরা বর্বর হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। সিপাহশালার আমায় মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন ; আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এবার আমি মুক্তি চাই। খোলো শৃঙ্খল, দাও আমায় অস্ত্রশস্ত্র। আসুক আলতুনিয়া, গর্জে উঠুক সহস্র দুশমনের তরবারি। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তুমি নিষ্কণ্টক।

রিজিয়া ॥ ( জালালের শৃঙ্খল মোচন ) আজ হতে তুমি দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়ার অশ্বপাল।

জালাল ॥ বন্দেগী হুজরাইন। [ কুনিশ করে প্রস্থান ]

রিজিয়া ॥ কে আমায় এখানে নিয়ে এল! কখন এলাম! এ কুৎসিত সাজে কে আমায় সাজিয়ে দিলে? তাইত—

[ গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ ]

আয় রে ফিরে আয় !
কোটি জনের ধাত্রী মা তুই ডুবিস্‌নে প্রেম দরিয়ায়।
বোরখা পরে বিবি হতে তোর তো জন্ম নয়,
দুর্গত তোর দেশবাসীরে দিবি যে তুই বরাভয় ;
শেয়ালশকুন জন্ম দিতে
জন্ম নয় তোব ধরণীতে,
চাবুক হাতে করবি শাসন, প্রলেপ দিবি পচা ঘায়।

রিজিয়া ॥ এ কি ! কে আপনি ?

ফকির ॥ আমি ভারতের মর্মবাণী তোমার পথের দিশারী। তোমার পিতাকে আমিই বলেছিলাম, রিজিয়াকে পুরুষের হাতে তুলে দিও না। স্পষ্ট দেখলাম, কুমতি তোমায় হাত ধরে এখানে নিয়ে এল। তাই তোমার পিছে পিছে এলাম মা। সমগ্র ভারত তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, তুমি পুরুষের জন্য পাগল হয়ো না রিজিয়া। সাবধান সুলতানা। [ প্রস্থান ]

[ নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর মৈনুদ্দিনের জয়।" সঙ্গে সঙ্গে কামান গর্জন। ]

রিজিয়া ॥ দিল্লীশ্বর মৈনুদ্দিন ! রুকনুদ্দিনের সেই ব্যাধিগ্রস্ত বিকলাঙ্গ পুত্র হবে দিল্লীর সম্রাট ? শয়তান আলতুনিয়া তার শৃগালবাহিনী নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করেছে ? কে আছ ; আমার অশ্ব, আমার তরবারি, আমার কামান। হো বাদশাহী ফৌজ—তুর্কী, খোরাশানী, হাবশী, গুলন্দাজ, —দুশমনকা খোয়াব তোড় দেও।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ রণস্থলের প্রান্তদেশ। আলতুনিয়া ও বদর খাঁর প্রবেশ ]

বদর ॥ ওদিকে আর গিয়ে লাভ নেই জনাব। তাঞ্জাম এনেছি উঠে পড়ুন

আল ॥ কোথায় যাব মূর্খ ?

বদর ॥ ঘরের ছেলে ঘরে চলুন।

আল ॥ যুদ্ধ শেষ না করেই ফিরে যাব ?

বদর ॥ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জনাব। পুরন্দর আর জালালউদ্দিনের মার খেয়ে যখন আপনি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে প'ড়ে জমি নিলেন, তখন সবাই মনে করলে আপনার হয়ে গেছে।

আল॥ হয়ে গেছে ?

বদর॥ সেই রকমই মনে হল। আমি আর উপায়ান্তর না দেখে তুলোর বস্তার মত আপনাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে এলুম। এর মধ্যে মনসবদার কুর্বান আলি শাদা নিশান উড়িয়ে দিল।

আল॥ নিশান উড়িয়ে দিলে! আমার হুকুম না নিয়ে ?

বদর॥ আপনি যে হুকুম দেবার জন্যে আবার চোখ মেলে চাইবেন, এ কথা কেউ বিশ্বাস করে নি।

আল॥ চুপ কর বেয়াদব।

বদর॥ চিৎকার করবেন না জনাব। পুরন্দর রায় না হয় মড়ার উপর খাঁড়া ধরবে না। কিন্তু হাবশী ব্যা'টা যদি টের পায়, সন্ধি-ফন্ধি মানবে না; আবার এসে ধোলাই দেবে।

আল॥ বর্বব হাবশীকে আমি খুন করব।

বদব॥ সেও আপনাকে বাগে পেলে জামাই আদর করবে না। আপনি যে সুলতানা রিজিয়াব সঙ্গে লড়াই করতে এসেছেন; যে হচ্ছে তার—

আল॥ তার কি ?

বদর॥ যা নয়, তাই। কেন আপনি খামোকা খেটে মরছেন ? লোকে বলে শুনছেন না ?—তিনি এখন কালার প্রেমে উন্মাদিনী।

আল॥ এ কি সত্যি ? সুলতানা রিজিয়া আমাকে প্রত্যাখ্যান করে একটা হাবশীর প্রেমে মশগুল হয়ে উঠল ?

বদর॥ সংসারে অসম্ভব কিছু নেই। আর প্রেমের দেবতা তো অন্ধ। আর কেন জনাব ? রিজিয়ার আশা যখন নেই, তখন যুদ্ধ-ফুদ্ধ এখন থাক।

আল॥ যুদ্ধের সঙ্গে রিজিয়াকে পাওয়া না-পাওয়ার কি সম্পর্ক নির্বোধ ? আমি যুদ্ধ করতে এসেছি মৈনুদ্দিনের অধিকার আদায় করার জন্যে।

বদর॥ ও তো হল পোষাকী মৎলব। আসল মৎলব—

আল॥ তুমি যেমন অভদ্র, তেমনি বাচাল।

বদর॥ সব মেনে নিচ্ছি। এবার আসুন।

আল॥ আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না।

বদর॥ না-ই বা দেখলেন মুখ ? পেছনটা দেখতে দেখতে আসুন। এই রে, কে যেন আসছে। জালালউদ্দিন··· (প্রস্থান)

আল॥ একটা বর্বর হাবশীর রূপের নেশায় পাগল হবে সুলতানা

বিজয়া? না না, এ আমি হতে দেব না। বিজয়াকে আমার চাই, আরও চাই দিল্লীর মসনদ। সন্ধি চায়, করব সন্ধি। সন্ধি শেয়ানারাই করে, আর শেয়ানাবাই— [ বাহাবামের প্রবেশ ]

বাহাবাম॥ ভাঙ্গে। আমারও ওই কথা আলতুনিয়া। একবার হেরে গেছেন, তাতে হয়েছে কি? মহম্মদ ঘোরীর কথা জানেন তো? প্রথমবার যখন তিনি দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন, সম্রাট পৃথ্বীরাজ তাকে কুকুর মারা করে তাড়িয়ে দিলে। পর বছর তরাইনের মাঠে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের দফাটি রফা করে দিলে। সব তো জানেন আপনি।

আল॥ সব জানি শাহজাদা। আমার শুধু জানা ছিল না যে শাহজাদার মুখের কথার কোনো মূল্য নেই।

বাহাবাম॥ বেশী উত্তেজিত হবেন না জনাব। সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা কি না? উত্তেজনায় রক্ত ছুটে বেরিয়ে আসবে।

আল॥ আমার কাছে আসতে আপনার শরম হল না? সাহস তো আপনার কম নয়।

বাহাবাম॥ সাহসটা আমার বরাবরই বেশী। মাতাল কি না। আর শরম? শরম ভরম জয় না করলে পরমহংস হওয়া যায় না।

(সুর) শরম ভরম জয় করে আজ

চরম ধরম ধরেছি,

যতই কর খড়মপেটা সুরার প্রেমে মজেছি।

আল॥ থামুন।

বাহাবাম॥ ইস, আপনার যে কাহিল অবস্থা। মামুদ খাঁ আর ওই হতভাগা পুরন্দর রায় আপনাকে এমন মার দিলে! আপনার সৈন্য সামন্তগুলোকে তো শুনছি সবই সাবাড় করেছে। ধর্মে সইবে না। আপনি একটা জগদ্বিখ্যাত বীর, আপনাকে এমনি করে মার দেওয়া কি উচিত হয়েছে? আর তাও বলি, আপনার যখন কোমরে জোর নেই, তখন কেন এসেছিলেন হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে?

আল॥ কথাটা জিজ্ঞেস করতে আপনার জিভ আড়ষ্ট হচ্ছে না?

বাহাবাম॥ কেন, জিভের কি দোষ হল?

আল॥ আপনি না বলেছিলেন বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসে বাদশাহী ফৌজকে পেছন থেকে আক্রমণ করবেন?

বাহারাম ॥ বলেছিলাম।

আল ॥ আপনার ভরসায়ই আমি মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লীর প্রবল শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম।

বাহারাম ॥ বড়ই আনন্দিত হলুম। মাতালের উপর এমন ভরসা এর আগে কেউ কখনও করে নি।

আল ॥ দিনের পর দিন আমি আপনার সাহায্যের আশায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি, পনর দিনের যুদ্ধে আমার যা কিছু সম্বল ছিল, সব নিঃশেষ হয়ে গেল, তবু আপনার সাহায্য এসে পৌঁছল না? বারবার আপনার কাছে আমি গুপ্তচর পাঠিয়েছি, আপনি কেবলই তাকে বলেছেন—সময় হলেই আমি যাব। এর অর্থ কি?

বাহারাম ॥ অর্থ এই যে, সময়ও হয় নি, আমিও আসি নি।

আল ॥ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তবু সময় হল না?

বাহারাম ॥ শেষ কোথায়? এই তো আরম্ভ।

আল ॥ আপনি মহামান্য শাহজাদা, আপনার কথার এতটুকু মূল্য? কি শর্তে আপনার সঙ্গে আমার সন্ধি হয়েছিল আপনার মনে আছে?

বাহারাম ॥ আলবৎ আছে। সন্ধি হয়েছিল যে, আমি আপনাকে বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করব, আর যুদ্ধে জয় হলে আপনারা আমাকে দেবেন তিন কোটি আশরফি, আর পাঞ্জাবের সুবেদারি।

আল ॥ তবে কেন আপনি সন্ধির শর্ত পালন করেন নি?

বাহারাম ॥ ওই যে আপনি বললেন—সন্ধি শেয়ানারাই করে, আর শেয়ানারাই ভাঙ্গে। যেহেতু আমি শেয়ানা, আর আপনাকে গোহাটায় বিক্রী করলেও তিন কোটি দূরে থাক, তিনটি আশরফিও মিলবে না; সেই হেতু আপনার সন্ধিতে মাতাল বাহারাম সায় দিয়েছে, কিন্তু শাহজাদা বাহারাম কান দেয় নি।

আল ॥ বিশ্বাসঘাতক, বেইমান…

বাহারাম ॥ ধীরে আলতুনীয়া—ধীরে। বেইমান বাহারাম নয়, বেইমান তুমি।

আল ॥ শাহজাদা!

বাহারাম ॥ ভগ্নীর দুঃখে বড় কাহিল হয়েছ না? তার বিকলাঙ্গ পুত্রকে দিল্লীর মসনদে বসাবার জন্য তোমার চোখে ঘুম নেই? একথা

বিশ্বাস করবে তোমার ওই বুদ্ধিহীনা ভগ্নী, বাহারাম একথা কোনোদিন বিশ্বাস করে নি।

আল॥ বিশ্বাস যদি কর নি, তবে কথা দিয়েছিলে কেন শয়তান?

বাহারাম॥ কথা দিয়েছিলাম তোমার মাথা মুড়িয়ে দেবার জন্য।

আল॥ তার অর্থ?

বাহাবাম॥ অর্থটা বুঝলে না? তুমি মনে করেছিলে আমার সাহায্য নিয়ে তুমি দিল্লীর মসনদ অধিকার করবে, তারপর তোমার ভগ্নীকে দেবে মৃত্যু, আমাকে দেবে অর্দ্ধচন্দ্র; দিল্লীব শাহীতক্তে দাসবংশেব আর স্থান হবে না, স্থান হবে শয়তান আলতুনিয়ার—যে হিন্দুস্থানের কেউ নয়।

আল॥ বাহারাম!

বাহারাম॥ তাবপব একদিন চক্রান্ত কবে সম্রাট আলতামাসের কন্যা রিজিয়াকে করবে তোমার বেগম। তাই না আলতুনিয়া?

আল॥ এ সব কথা কে বলেছে?

বাহারাম॥ এই মাতালের মধ্যে যে সুলতানা রিজিয়ার ভাই আছে, সে বলেছে। নিজের ভগ্নীকে মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়ে একটা পথের কুত্তাকে এনে বসিয়ে দেব, এত বোকা আমি নই। তাই তোমার ডালপালাগুলো আমি ভেঙ্গে দিলাম, যাতে আর কোনোদিন দিল্লীর মসনদের খোয়াব তুমি না দেখ। আর রিজিয়াকে শাদি কবার দুরাশাও যেন কোনদিন তোমার মনে স্থান না পায়।

আল॥ আমি তোমার গর্দান নেব। (অসি নিষ্কাসন)

বাহারাম॥ (তরবারিশুদ্ধ আলতুনিয়ার হাত ধরে)। ফেল তরবারি, ফেলে দাও; নইলে খোদার কসম, আজই তোমাকে কবরে পাঠাব।

[আলতুনিয়া মুঠো আলগা করে তরবারি ফেলে দেয়, বাহারাম হাত ছেড়ে দেয়]

আল॥ এত গর্ব তোমার? তোমার আভিজাত্যের প্রাসাদ যদি আমি চূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমি মুসলমান নই। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বাহারাম॥ একটু দাঁড়িয়ে যাবেন জনাব। (আলতুনিয়ার তরবারি দেখিয়ে দিয়ে) সেলাম। (প্রস্থান)

আল॥ খবরদার শয়তান!

[বেগে পুরন্দরের প্রবেশ]

পুরন্দর ॥ হুঁশিয়ার জানোয়ার। জালালউদ্দিন আমায় বাধা দিলে; নইলে তোমার ভবলীলা আজই আমি শেষ করে দিতাম। চলে এস।

আল ॥ কোথায়?

পুরন্দর ॥ দিল্লীর দরবারে।

আল ॥ কেন?

পুরন্দর ॥ কেন জান না? শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছ, আর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না?

আল ॥ শ্বেত পতাকা যে উড়িয়েছে, তাকে বেধে নিয়ে যাও। সন্ধিপত্রে আমি স্বাক্ষর করব না।

পুরন্দর ॥ করবে না?

আল ॥ না। দরবার? কার দরবার? কিসের দরবার? যার তার দরবারে আমি যাব না।

পুরন্দর ॥ তাহলে আমাদের শৃঙ্খলেরও অভাব হবে না।

আল ॥ তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব।

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল ॥ তরবারি রাখুন জনাব। নইলে—

আল ॥ নইলে কি বেইমান?

জালাল ॥ বেইমান আমি নই। যতদিন আপনার নুন খেয়েছি, ততদিন আপনাকে আমি বুক দিয়ে রক্ষা করেছি। আজ আমি সুলতানা রিজিয়াব নফর—

আল ॥ এবং তার প্রেমাস্পদ।

জালাল ॥ হুঁশিয়ার সুলতান আলতুনিয়া! আমি আপনার অসম্মান করতে চাই না। কিন্তু দ্বিতীয় বার যদি আপনি আমার মহামান্যা সুলতানার নামে কটুক্তি করেন, তাহলে খোদার কসম, আমি আপনার মৃতদেহটা গাড়ীর চাকায় বেঁধে দিল্লী নিয়ে যাব। হীনচেতা সঙ্কীর্ণমনা জীব আপনি, মহীয়সী সুলতানা রিজিয়ার মহত্ব আপনি কি বুঝবেন?

আল ॥ বোঝ শুধু তুমি। দুনিয়ার সবাই কাণা, আর একা তুমিই চক্ষুমান! পথে ঘাটে আমীর থেকে ফকির পর্যন্ত সবাই তোমার মহামান্যা সুলতানাকে কি বলছে জান?

পুরন্দর ও জালাল ॥ কি বলছে?

আল ॥ বলছে, হাবশী জালালউদ্দিনের উপপত্নী।

পুরন্দর ॥ আমি তোমায় কুকুরের মত গুলি করে মারব।

[ আলতুনিয়ার তরবারি ছিনিয়ে নিল ]

জালাল ॥ ( নতজানু হয়ে ) মহামান্য মনসবদার, আমি একদিন যার নুন খেয়েছি, আমার চোখের সামনে তাকে হত্যা কবো না। তুমি ওঁকে দিল্লীশ্বরীর দরবারে নিয়ে যাও, যা করতে হয়, তিনিই করবেন। এ আমার অনুরোধ নয়, আমার ভিক্ষা।

পুরন্দর ॥ ওঠ জালালউদ্দিন। আমার হাতে তুমি বেঁচে গেলে আলতুনিয়া। কিন্তু দিল্লীশ্বরীর হাতে তোমার নিস্তার নেই। চল,—

আল ॥ ( উপেক্ষার সুরে ) চলো— [ আলতুনিয়া সহ প্রস্থান ]

জালাল ॥ কেন? কেন? হে ঈশ্বর, কি আমার অপরাধ? মনের কোণে যদি আমার এতটুকু বাসনা জাগে, তা কি মুখফুটে প্রকাশ করতে পারব না? অপরাধ? কিন্তু কিসের, কেন? হে পরমেশ্বর, পরম কারুণিক আমায় শক্তি দাও। [ পিনাকীর প্রবেশ ]

পিনাকী ॥ খুব হয়েছে, এবার বাড়ী চলে এসতো বাপু। আর তার দাসত্ব করতে তোমাকে আমি দেব না। যার যুদ্ধ সে করুক, তোমার কেন এত মাথাব্যথা? বোঝ না কেন? হতভাগী এবার তোমার মাথাটা খাবে।

জালাল ॥ কি বলছ তুমি বাবা?—( ঘুরে ) এ কি!

পিনাকী ॥ তাই তো—

জালাল ॥ আপনি কে?

পিনাকী ॥ তুমি কে?

জালাল ॥ আপনাকে ত আমি চিনি না। অথচ মনে হচ্ছে, কতদিন যেন আপনাকে দেখেছি।

পিনাকী ॥ আমারও তো তাই মনে হচ্ছে বাপু। তোমার নাম কি বল তো।

জালাল ॥ আমার নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ।

পিনাকী ॥ মোছলমান?

জালাল ॥ হ্যাঁ, আমি দিল্লীশ্বরীর একজন হাবশী নফর।

পিনাকী ॥ হাবশী! তফাৎ যাও।

জালাল ॥ কেন?

পিনাকী ॥ কেন আবার কি? ব্যাটাদের ছায়া মাড়ালে সাতজন্ম নরক।

জালাল ॥ ছায়া মাড়াতে তো আপনাকে অনুরোধ করি নি। কোথায় যাচ্ছিলেন, যান।

পিনাকী ॥ যাব না তো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাবশীর চোপা দেখব? তাই বলে তুমি যাও বলবার কে? কার ছেলে তুমি?

জালাল ॥ মনে করুন আপনারই ছেলে।

পিনাকী ॥ আমার ছেলে!

জালাল ॥ হ্যাঁ বাবা।

পিনাকী ॥ না-না সেটি আর হবে না হাবশীর পো। আর এক ব্যাটা হাবশী আমায় গুণ করেছিল। না খেয়ে পথের ধারে ধুকছিল শূয়ার—আমায় দেখতে পেয়ে পা দুটো চেপে ধরলে। হতভাগাকে বাড়ী নিয়ে এসে দশ বছর রেখেছিলাম। বিধর্মী বলে কখনও মনে করি নি, চাকর বলে কখনও হেনস্তা করি নি। ছোটলোক ব্যাটা টাকা নিলে না, সোনাদানা নিলে না, নিয়ে পালিয়ে গেল আমার বুকের পাঁজরখানা। নিলি তো বয়ে গেল। ছেলে নয়, ওসব পিলে। ও যত যায় ততই ভাল।

জালাল ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন।

পিনাকী ॥ আরে তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে? যার যায়, সে বোঝে। আমি তাবলে কোনোদিন কাঁদি নি। কাঁদব কেন? কার জন্যে কাঁদব? আমার ঠাকুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছেন:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ।

জালাল ॥ আপনি কি মহারাজ পিনাকী রায়?

পিনাকী ॥ ভয় হচ্ছে? কিছু ভয় নেই। হাবশী দেখলেই আমার মাথায় খুন চাপে; কিন্তু তোমাকে দেখে বুকটা যেন কেমন কচ্ছে, জানলে ছোকরা? আমার ছেলে ওই পুরন্দর বলে, ঠাকুরকে ভাল করে ডাক, যা হারিয়েছ আবার তা ফিরে পাবে। হ্যাঁ হে ছোকরা, কথাটা কি সত্যি?

জালাল ॥ সত্যি। সব শাস্ত্রেই বলে—প্রাণ দিয়ে তাকে ডাকলে, তিনি কোনো বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। আপনি বৃথাই শোক করছেন মহারাজ।

পিনাকী ॥ শোক করছি ছুঃচো। ইয়ার্কি মারবার আর জায়গা পাওনি। ব্যাটাকে ভাল লোক মনে করেছিলাম। একটু মায়াও হয়েছিল। বলে কি না আমি শোক করছি। দুঃত্তোর ছোটলোক হাবশায় নিকুচি করেছে।

সাধে কি আর লোকে নিন্দে করে। তুই মর্ মর্ জাহান্নামে যা। [ প্রস্থান ]

জালাল ॥ লোকনিন্দা! সবাই বলছে ওই এক কথা। আমার জন্যে দিল্লীশ্বরীর শুভ্র নাম কলঙ্কিত হল। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে। [ প্রস্থান ]

[ দিল্লীর রাজপ্রাসাদ। আমীর ওসমান ও ইতিগীনের প্রবেশ ]

ইতিগীন ॥ বলেন কি আমীর সাহেব? সুলতানা বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দিলে আলতুনিয়াকে? আপনি নিজের কানে শুনলেন?

আমীর ॥ নিজের কানে শুনলুম, আর নিজের চোখে দেখলুম।

ইতিগীন ॥ মামুদ খাঁ রাজী হয়ে গেল?

আমীর ॥ তাই কি হয়? মামুদ খাঁ আলতুনিয়ার কাছে কি দাবী করেছিল জান? একশো হাতী, পাঁচশো ঘোড়া আর দু কোটি টাকা। সন্ধিপত্র লেখাও হয়েছিল। এমন সময় জালালউদ্দিন্ এসে সুলতানার কাছে নতজানু হয়ে আরজ করলে—যেন তার সাবেক মনিব আলতুনিয়ার প্রথম কসুর ক্ষমা করা হয়। ব্যাস হয়ে গেল।

ইতিগীন ॥ হয়ে গেল?

আমীর ॥ না হবে কেন? হাজার লোকের হাজার কথা, আর মনের মানুষের এক কথা।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ হেঃ।

আমীর ॥ একটু তফাৎ থেকে হেঃ হেঃ কর না, মুখের অমৃত গায়ে এসে লাগছে।

ইতিগীন ॥ এ আমি আগেই জানতাম।

আমীর ॥ আমি তারও আগে জানতাম।

ইতিগীন ॥ মামুদ খাঁ তখন কি করলে?

আমীর ॥ কি আর করবে? দলিলখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। তেড়ে মেড়ে উঠেছিল ওই পুরন্দর রায়। সিপাহশালার তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দিলে। রাগে ছোকরার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

ইতিগীন ॥ হবে না? এক গুরুর কাছে দুজনে কতদিন অস্ত্রচালনা শিখেছে: সেও তো কিছু কিছু আশা করেছিল। মেয়েটা শেষকালে হাবশীর প্রেমে হাবুডুবু খেলে?

আমীর ॥ তুমি নিজের কথা বল। শাহজাদাকে কি রকম মনে হচ্ছে?

ইতিগীন ॥ বারুদ।

আমীর।' বারুদ!

ইতিগীন ॥ আগে তো লাখ কথার উপর এক কথা ছিল—বহিন হাবশীটা এসে শাহজাদার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—

আমীর ॥ তাহলে আর দেখতে হবে না। মাতালকে বেশ করে বংশ বংশ করে তাতিয়ে তোল। সৈন্য সামন্তরা কেউ নারীর শাসন মানতে রাজি নয়। আমি সবার কানে কানে গিয়ে বলছি—ক্ষেত্র প্রস্তুত, শাহজাদার জন্যে তোমরা তৈরী হয়ে থাক।

ইতিগীন ॥ বলেছি, বলছি, বলব। (উচ্চৈঃস্বরে) বারণ করে দিন আমীর সাহেব, হাবশীটাকে বারণ করে দিন শাহজাদাকে কটূক্তি করতে ব্যাটা বর্বর তাঁর মহিমা কি বুঝবে? আমাদের শাহজাদা হচ্ছেন একজন—

[ বাহারামের প্রবেশ ]

বাহারাম ॥ মহাপুরুষ।

আমীর ॥ শাহজাদার মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক—

বাহারাম ॥ নিরাসক্ত—

ইতিগীন ॥ এবং নিঃস্বার্থ লোক সে কখনও চোখে দেখেছে?

আমীর ॥ আমাদের সেই—

ইতিগীন ॥ সর্বজনবরেণ্য শাহজাদাকে একটা হাবশী বলে কিনা, কসবীর বাচ্চা বেঁচে থাকতে রিজিয়া আমার হবে না।

বাহারাম ॥ আর আছে? না, এইখানেই ইতি?

আমীর ॥ তুই ব্যাটা অশ্বপাল, অশ্বের খেদমত করবি। তোর কেন—

ইতিগীন ॥ তোর কেন এত বড় নজর! আর মহামান্য শাহজাদাকে কি বলেই বা তুই গালাগাল দিস্?

বাহারাম ॥ কি খবর আমীর সাহেব? আপনারা নাকি আলতুনিয়াকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছেন?

আমীর ॥ আমাদের দোষ দেবেন না শাহজাদা। আমরা সবাই এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে আর সে শয়তানের বাচ্চা—

ইতিগীন ॥ মাথা তুলতে না পারে।

বাহারাম ॥ সুলতানা রাজি হলেন না বুঝি?

আমীর ॥ রাজি হয়েছিলেন। মুশকিল বাধালে ওই হাবশী।

বাহারাম ॥ এখানেও হাবশী। যুদ্ধে হাবশী, মসজিদে হাবশী, প্রমোদ ভ্রমণে হাবশী—এই অজ্ঞাতকুলশীল অশ্বপাল কি দিল্লীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে? কি করেছে হাবশী?

আমীর ॥ হাবশী এসে সুলতানার পা চেপে ধরে বললে—সুলতান সাহেব একদিন আমার মনিব ছিলেন। এবারকার মত তাঁকে মাপ করুন। সিপাহশালার তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন, পুরন্দর রায় গর্জন করে উঠল, আর আমাদেরও তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে এল।

ইতিগীন ॥ সুলতানা বললেন,—এত বড় অপরাধে বেকসুর মাপ হতে পারে না। তখন সেই হাবশী বললে—তাহলে আমি আর দিল্লীর নোকরী করব না। আর যায় কোথায়? সুলতানা অমনি রায় দিলেন "বেকসুর খালাস।"

আমীর ॥ দরবারশুদ্ধ লোক হা হা করে হেসে উঠল—মামুদ খাঁ মুখ চুণ করে ঘরে ফিরে গেল।

বাহারাম ॥ আর আপনারা এ কথা ডালপালায় সাজিয়ে দিল্লীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন।

আমীর ॥ এ আপনি কি বলছেন? আমরা কি ছড়াব?

ইতিগীন ॥ তেমন লোক আমিও নই, আমীর সাহেবও নন।

আমীর ॥ রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে সবাই বলছে—হাবশীর সঙ্গে সুলতানার শাদি হবে।

বাহারাম ॥ থামুন। আপনারাই তাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন। নইলে উদরান্নের চিন্তায় যাদের ঘুম নেই, রাজাবাদশাদের যারা খোদার প্রতিনিধি বলে মনে করে, সুলতানার কুৎসা কীর্তন করার সময়ও তাদের নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

ইতিগীন ॥ তুমি চটছ কেন শাহজাদা? এমন ব্যাপার যে হবে, এ তো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

আমীর ॥ আমি তারও আগে বলেছিলাম।

ইতিগীন ॥ তুমি যদি সেদিন একবার প্রতিবাদ করতে, তাহলে আমীর সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে সেইদিনই তোমাকে জোর করে মসনদে বসিয়ে দিতেন।

আমীর ॥ আমি তো আঁটঘাঁট বেঁধে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম।

ইতিগীন ॥ উদারতা করে তুমি বহিনের জয়ধ্বনি দিয়ে এলে। এখন যে লোকের নিন্দায় কান পাতা যাচ্ছে না।

বাহারাম ॥ কানে তুলো দিয়ে থাক।

আমীর ॥ এখনও সময় আছে শাহজাদা। খোদাতালা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—

ইতিগীন ॥ যে দিল্লীর মসনদ নারীর জন্য নয়।

আমীর ॥ কথাটা তো আমিই বলতে পারতুম।

বাহারাম ॥ কথা আপনার শেষ হয়েছে আমীর ওসমান ?

আমীর ॥ কথা আর কি ? আপনি যদি একবার বলেন—

বাহারাম ॥ তাহলে আপনারা আমাকে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে মসনদে বসিয়ে দেবেন। কিন্তু আমাকে মসনদে বসিয়ে আপনাদের লাভ ?

ইতিগীন ॥ লাভ হাবশীর হাত থেকে মসনদের পবিত্রতা রক্ষা করা।

বাহারাম ॥ আর মাতালের মাথায় কোয়া ভেঙ্গে কাঁঠাল ভক্ষণ করা। আচ্ছা, যারা দিল্লীর মসনদে আমাকে দেখতে চায় তাদের আজ সন্ধ্যায় আমার খোশমহলে সমবেত হতে বল।

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ— [ প্রস্থান ]

আমীর ॥ শাহজাদা অতি বিচক্ষণ— [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ ভূ পেয়ে গর্দভ। এরা মনে করে যে আমি শুধুই মাতাল। দুনিয়ার কোনো খবরই আমি রাখি না।

[ ফিরোজার প্রবেশ ]

ফিরোজা ॥ হ্যাঁ গা ভালমানষের পো !

বাহারাম ॥ কি গা মন্দ মানষের ঝি ?

ফিরোজা ॥ কি বললে ?

বাহারাম ॥ বলছি, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম ? তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ফিরোজা ॥ আবার ঠাট্টা হচ্ছে !

বাহারাম ॥ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব আমি ? একটা তো প্রাণের ভয় আছে। তারপর খবর কি বল।

ফিরোজা ॥ খবর কি আমার কাছে, না তোমার কাছে ?

বাহারাম ॥ কি রকম ?

ফিরোজা ॥ চোখ ছানাবড়া করলে যে? বলি দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকলেই চলবে, না আর কোনো কাজ আছে?

বাহারাম ॥ আর তো কাজ দেখছি না।

ফিরোজা ॥ দেখবে কি করে? অত সরাব খেলে কখনও চোখের দৃষ্টি থাকে? বলি, তুমি তো বড় ভাই।

বাহারাম ॥ কার, তোমার?

ফিরোজা ॥ মশকরা করো না। বড় ভাই বেঁচে থাকতে ছোট বোন মসনদে বসবে কেন? তুমি কিরকম মরদ? নিজে গা বাঁচিয়ে দূরে সরে রইলে, আর যত ঝক্কিঝক্কা চাপিয়ে দিলে ছোট বোনটার মাথায়? চালাকি পেয়েছ? একরত্তি মেয়ে রাজত্বির জানে কি?

বাহারাম ॥ কিছু না।

ফিরোজা ॥ তবে? চারদিকে সবাই মেয়েটাকে খুঁচিয়ে মারবার জন্যে ছুরি শানাচ্ছে, আমি কিছু বুঝি না? মেয়েমানুষের তাঁবেদারি কেউ করতে চায়? আর মেয়েও তো তেমনি। আজ ওকে চাবুক মারছে, কাল তাকে গারদে পুরে দিচ্ছে; পরশু আর একজনকে বরখাস্ত করছে, আমীর ফকির কাউকে আমল দিচ্ছে না গা! মসনদে বসেই হুকুমনামা জারি করে দিলে,— সুলতানার অনুমতি ছাড়া কেউ বিয়ে শাদি করতে পারে না। এসব লোকে সহ্য করবে বলতে চাও?

বাহারাম ॥ বোধ হয় না।

ফিরোজা ॥ এই যে আলতুনিয়া মড়ার সঙ্গে সেদিন যুদ্ধ হয়ে গেল, কটা লোক তার পক্ষে লড়েছিল? সে গেল হৈ হৈ করে যুদ্ধ করতে, আর তুমি বড় ভাই ঘরে বসে পিপে পিপে সরাব উড়িয়ে দিলে।

বাহারাম ॥ এই, আমার নিন্দে করতে হয় কর, কিন্তু সরাবের গায়ে হাত দিবি নে।

ফিরোজা ॥ আলবৎ দেব।

বাহারাম ॥ তাহলে তোকে কবরে পাঠাব।

ফিরোজা ॥ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মড়ার মত লাফালাফি আমার কাছে। আমি পীরের দরগায় শিন্নি দিয়ে মরি, আর তুমি তার ভাই হয়ে একটা হাঁচি দিলে না! মেয়েটাকে যখন সবাই মিলে খুঁচিয়ে মারবে, তখন তোমার খুব আনন্দ হবে, না?

বাহারাম ॥ খুব না হলেও কিছু হবে।

ফিরোজা ॥ বলি তুমি কেন বাদশা হবে না, তাই আমি জানতে চাই।

বাহারাম ॥ কেন হব, তাই আমি জানতে চাই, বাদশা হতে চাইলেই কি হওয়া যায় না কি?

ফিরোজা ॥ কেন যাবে না? সেদিন তো তোমাকে সে মসনদ দিতে চেয়েছিল। তুমি নাও নি কেন শুনি?

বাহারাম ॥ কারণ মসনদের চেয়ে সরাবের দাম অনেক বেশী।

[ সিতারার প্রবেশ ]

সিতারা ॥ কথাটা শুনলে?

বাহারাম ॥ সর্বনাশ!

সিতারা ॥ সরাবের নেশায় চোখ ঝাপসা হয়েছে, কানের মাথাও কি খেয়েছ! মসনদে বসে তোমার বোন কি কেলেঙ্কারি করছে, শুনতে পাচ্ছ না?

ফিরোজা ॥ কেলেঙ্কারিটা তুমি কোথায় দেখলে? ওঃ, চারদিকে যেন টি টি রব পড়ে গেছে।

সিতারা ॥ পড়বে না! আমীর ওমরাহ সিপাহশালার কেউ নয়, যত আত্মীয়তা শুধু একটা হাবশীর সঙ্গে?

বাহারাম ॥ আবার হাবশী?

সিতারা ॥ আমি শুনি আর হেসে মরি।

বাহারাম ॥ হাসিটা আজ বড় বেশী দেখছি তোমার মুখে।

সিতারা ॥ এই বোনের তাঁবেদারী করতে লজ্জা করে না তোমার? মুখের কথাটা খসালে যে মসনদ তোমার হত, সেই মসনদে বসে রইল একটা দুশ্চরিত্রা—

বাহারাম ॥ সিতারা!

ফিরোজা ॥ গায়ের জোরে সবই বলা যায়, কিন্তু গায়ের জোরে সবই করা যায় না। বয়সের ধর্ম তো মুখের কথায় উড়ে যায় না। এতই যদি তোমাদের চোখ টাটায়, কেন তার ব্যবস্থা করছ না? বাইশ বছরের ধিঙ্গি মেয়ে মোসলমানের ঘরে আর কখনও দেখেছ? এক লাফে তো আর বাইশ বছর হয় নি। এদ্দিনের মধ্যে কেউ হতভাগীর বিয়ের নামটি করলে না গা।

সিতারা ॥ বিয়ে করবে না বাদশাহী করবে ?

ফিরোজা ॥ বাদশাহীর মাথায় থ্যাংরা মারি। যদি ভাল চাও তো এখুনি মেয়েটার শাদি দিয়ে দাও। তারপর দিল্লী থেকে বিদেয় করতে পারি কি না, সে আমি দেখব।

সিতারা ॥ তুমি রাজি করাও না। পাত্রের অভাব কি? আমার খালাত ভাই—

ফিরোজা ॥ খালাত মালাতয় এখন আর কুলোবে না। সে দিন চলে গেছে। এখন যদি বিয়ে দিতে হয়, ওই হাবশীর সঙ্গেই দিতে হবে।

বাহারাম ॥ ফিরোজা!

ফিরোজা ॥ এই কথা বলতেই তোমার কাছে এসেছি।

বাহারাম ॥ বেরিয়ে যা শয়তানী। হাবশীর সঙ্গে শাদি হবে সম্রাট আলতামসের কন্যার? তার চেয়ে তাকে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে মারব।

ফিরোজা ॥ বেশী তড়পাবে না মিঞা। পুরুষের সাজ পরলেও মেয়ে মেয়েই থাকে। যদি ভাল চাও, ছোঁড়াটার সঙ্গে মেয়েটার শাদি দিয়ে যেখানে হোক বিদেয় করে দাও। তারপর তুমি বাদশা হয়ে বসে যাও। নইলে তোমার চোখের উপর একদিন হাবশী হবে বাদশা আর রিজিয়া হবে বেগম। [ প্রস্থান ]

সিতারা ॥ কথাটা শুনতে পেলে ?

বাহারাম ॥ না।

সিতারা ॥ ফিরোজা যা বললে, সে কথা কানে গেল না তোমার ?

বাহারাম ॥ এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

সিতারা ॥ তাহলে এমনি করে ওই কুলটা···

বাহারাম ॥ সিতারা! মনে রেখো, তোমাকে শয্যার অধিকারই দিয়েছি; বংশের কুৎসা রটনার অধিকার দিই নি। [ প্রস্থান ]

সিতারা ॥ বংশ তো দাসবংশ। উচ্ছন্ন যাক ছোটলোকের বংশ। [ প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ পুরন্দর ও মামুদ খাঁর প্রবেশ ]

মামুদ ॥ কোথায় চলেছ পুরন্দর ?

পুরন্দর ॥ দিল্লীশ্বরীর কাছে।

মামুদ ॥ কেন ?

পুরন্দর ॥ তার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইব।

মামুদ ॥ কিসের কৈফিয়ৎ ?

পুরন্দর ॥ কিসের কৈফিয়ৎ, আপনি জানেন না? আপনাকে তিনি অবজ্ঞা করেন কোন সাহসে ?

মামুদ ॥ অবজ্ঞা তো করে নি।

পুরন্দর ॥ শুধু অবজ্ঞা! আপনাকে তিনি সেদিন দরবারে রীতিমত অপমান করেছেন। দরবারশুদ্ধ লোকের চাপা হাসি আপনি দেখেন নি, আমি দেখেছি।

মামুদ ॥ দেখেছ বেশ করেছ, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের কাজে যাও। পনর হাজারী মনসবদার হলেও আসলে তুমি সিপাহশালারের দক্ষিণ হস্ত। একদিন আমার বোঝা আমি তোমারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে কবরে যাব। এত বড় একটা সাম্রাজ্যের ভাবী সিপাহশালার তুমি, তোমার কি এমন সামান্য কারণে উত্তেজিত হাওয়া চলে ?

পুরন্দর ॥ সামান্য কারণ? আপনি বলছেন কি? দরবারে আপনার অসম্মান হবে, আর পারিষদরা চাপা হাসি হাসবে ?

মামুদ ॥ হাসুক না; কানে তুলো দিয়ে থাক। পারিষদদের ও চাপা হাসি আমি আজ ষোল বছর দেখে আসছি। ওতে যদি আমি বিচলিত হতুম, তাহলে দিল্লীর মসনদে আজ কুকুর বেড়ালের স্থান হত, মানুষের স্থান হত না।

পুরন্দর ॥ মানুষের স্থান হয় নি, হয়েছে এক চঞ্চলমতি নারীর স্থান।

মামুদ ॥ পুরন্দর !

পুরন্দর ॥ আপনার রাগ হচ্ছে না?

মামুদ ॥ রাগ হচ্ছে তোমার রাগ দেখে।

পুরন্দর ॥ আপনি নিজের জামাতাকে বঞ্চিত করে যাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, তিনি আপনার কথা শুনবে না?

মামুদ ॥ আমার সব কথাই যদি সে শুনবে তবে সিংহাসনে সে না বসে আমি বসলেই তো হত। দিল্লীর মসনদে আমি তো একটা কলের পুতুলকে বসাই নি, বসিয়েছি এমন একটা জ্যান্ত মানুষকে, যার স্বাধীন চিন্তাশক্তি আছে। আমি সেই শুভদিনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি পুরন্দর যেদিন আমার হাতে গড়া এই রক্ত মাংসের প্রতিমা আমাকেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করবে। সেদিন বুঝব আমার সৃষ্টি সার্থক।

পুরন্দর ॥ সুলতানা আপনাকে জাদু করেছেন।

মামুদ ॥ জাদু তো তুমিও কম কর নি। অসংখ্য মুসলমানের দাবি অগ্রাহ্য করে তোমাকে যখন পনের হাজারী মনসবদারের পদে বহাল করলাম, তখন আমীর ওমরাহের দল আমাকে কাফের বলে গাল দিয়েছিল। আমি তা গ্রাহ্য করি নি। যে মন্ত্রে রিজিয়া আমার জাদু করেছে, সে মন্ত্রে তুমিও আমায় জাদু করেছ। আর কোনো কথা আছে?

পুরন্দর ॥ আছে। হাবশী জালালউদ্দিন আর সুলতানার নামে যে কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে, আপনি কি তা জানেন?

মামুদ ॥ জানি।

পুরন্দর ॥ জেনেশুনেও এ অনাচার আপনি সহ্য করছেন? এত বড় একটা অপরাধ করেও সে মুক্তি পেয়ে গেল! আবার তারই মুখের কথায় অত বড় শত্রু আলতুনিয়া সসম্মানে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, তবু আপনার অটুট বিশ্বাস ভাঙল না?

মামুদ ॥ না। নিন্দুকের মাথায় পয়জার মার। রিজিয়া যেদিন সামান্য নারীর মত পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করবে, সেদিন হয় সূর্য পশ্চিমে উঠবে, না হয় মামুদ খাঁ কবরে যাবে। তার পা টলতে পারে কিন্তু সে হোঁচট খাবে না।

পুরন্দর ॥ পা টলবে কেন?

মামুদ ॥ রক্তের টানে।

পুরন্দর ॥ আপনাকে যে পদে পদে অসম্মান করেছে, আপনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আমি তাকে ক্ষমা করব না, এই আমার শেষ কথা। [ প্রস্থান ]

মামুদ ॥ এরা মানসম্মান নিয়েই গেল।

[ রিজিয়ার প্রবেশ ]

রিজিয়া ॥ পুরন্দর চলে গেল সিপাহশালার?

মামুদ ॥ চলে যাবে!

রিজিয়া ॥ যাবে না? যার কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে তার নোকরী কেউ করতে পারে? এরপর লোকে তার নাম নিয়েও আমার কুৎসা রটনা করবে।

মামুদ ॥ মা!

রিজিয়া ॥ বেশ তো সিপাহশালার, আপনি যা ভাবছেন, তাই করুন।

মামুদ ॥ কী ভাবছি আমি?

রিজিয়া ॥ ভাবছেন, একটা জায়গীর বা একটা ছোটখাট সুবেদারী দিয়ে

জালালউদ্দিনকে দিল্লীর বাইরে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। ভাল ঠিকই হয় জনাব, তবে মনে রাখবেন, কুৎসা যারা করবে, তারা এর পরে দশটা কল্পনার জালালউদ্দিন খাড়া করে নেবে। দোষ কারও নয় সিপাহশালার, দোষ এই দেহটার।

মামুদ ॥ চুপ কর মা।

রিজিয়া ॥ সবার মুখে শুনি, রূপের আমার অন্ত নেই। নিজের দিকে আমি কখনও চেয়ে দেখি নি ; যৌবন কবে এল, আমি জানি না। বাদশার ঘরের আর দশটা রূপসীর মত কেন আমি রূপের পশরা খুলে বসতে পারি নি? দরবারের অসংখ্য আমাত্য, সুবেদার, জায়গীরদার, আমীর, ফকীর, দরবেশ, যুবক, বৃদ্ধ কত লোক আমার পাণিপ্রার্থনা করেছে, আমি কারও প্রার্থনাই পূর্ণ করি নি। এতবড় কসুর পুরুষের সমাজ কি সহ্য করতে পারে? কুৎসা তারা গাইবেই। আর যদি কোনো অবলম্বন না পায়, হয় তো আপনাকেই—

মামুদ ॥ ছি ছি ছি।

রিজিয়া ॥ যাক, কি বলতে এসেছেন, বলুন।

মামুদ ॥ বাহারামকে তুমি কেন এখনও রাজপ্রাসাদে রেখেছ, আমি বুঝতে পারছি না। যদি ভাল চাও, তাকে আর তার মোসাহেবগুলোকে দিল্লী থেকে সরিয়ে দাও।

রিজিয়া ॥ সরিয়ে দিলে আর নাগাল পাবেন না।

মামুদ ॥ কোনো প্রয়োজন নেই। এমন জামাই থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

রিজিয়া ॥ জামাইয়ের মৃত্যু যত সহজে কামনা করা যায়, ভাইয়ের মৃত্যু তত সহজে কামনা করা যায় না। আপনার কাছে সে পরের ছেলে, আমার যে ভাই।

মামুদ ॥ কথা শোন মা। আজ কদিন ধরে সিতারার মুখে আমি হাসির ফোয়ারা দেখতে পাচ্ছি।

রিজিয়া ॥ আমি আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি জনাব। ভাই বাহারামের সরাবের পিপেগুলো নর্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপনার সৈন্যসামন্তদের তৈরী থাকতে বলুন।

মামুদ ॥ কেন? কেন?

রিজিয়া ॥ পেছনে চেয়ে দেখুন—আসুন আমীর ওসমান। [আমীর ওসমানের প্রবেশ।] আপনার সঙ্গীটি কই—ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিগীন?

আমীর ।। আমি তো তার খবর—

রিজিয়া ।। জানেন না। না জানাই ভাল। দিনকাল ভাল নয়।

আমীর ।। শাহজাদী ঠিকই বলেছেন। ও লোকটা বড় খারাপ।

মামুদ ।। আর তুমি নিপাট ভালমানুষ।

আমীর ।। শাহজাদী কেন আমাকে স্মরণ করেছেন, জানতে পারলে কৃতার্থ হব।

রিজিয়া ।। কৃতার্থ করার জন্যই আপনাকে সেলাম দিয়েছি। আচ্ছা আমীর সাহেব, সাতদিন আগে—

আমীর ।। সাতদিন আগে—

রিজিয়া ।। হ্যাঁ, সাতদিন আগে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর—

আমীর ।। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমি ঘুমে বিভোর।

রিজিয়া ।। শুধু আপনি নন আপনার মত আরও বহু আমীর ওমরাহ ঘুমে বিভোর। এত যাদের ঘুম অত রাত্রে খোশমহলে তাদের কি প্রয়োজন ছিল আমীর ওসমান ?

মামুদ ।। এ কথা সত্য ?

আমীর ।। কি যে আপনারা বলেন ? খোশমহল কোন দিকে তাই আমি জানি না।

মামুদ ।। দরবারের একজন মহামাত্য তুমি, খোশমহলের ঠিকানা জান না ?

রিজিয়া ।। তাহলে তো আর আপনার আমীরী করা চলে না।

আমীর ।। জানব না কেন ? তবে—

রিজিয়া ।। তবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন ? কী প্রয়োজন ছিল, বলুন ?

আমীর ।। প্রয়োজন আর কি···শাহজাদার মজলিশে দাওয়াত ছিল, না গেলে আপনিই হয়ত দোষারোপ করতেন।

রিজিয়া ।। দেখুন তো, মজলিশে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের নামের তালিকা ঠিক লেখা হয়েছে কি না। (তালিকা মেলে ধরে) এদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন আপনি, আর খেদমত করেছিল ইতিগীন।

আমীর ।। তোবা, তোবা। আপনি তো জানেন, আমার মত রাজভক্ত —ও খাঁ সাহেব, বুঝিয়ে বলুন না।

মামুদ ।। বলব, কতদূর এগিয়েছ তোমরা ?

আমীর ।। আরে দুর মিঞা, যখন তখন রহস্য ভাল লাগে না।

মামুদ ॥ রহস্য! আমি তোমায় মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে সাম্রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেব। তাজেলমালিক মামুদ খাঁকে তুমি চেন না বেয়াকুব? রাজ্যময় সুলতানার নামে যত কলঙ্ক রটেছে, তার অর্দ্ধেক রটিয়েছ তুমি, আর অর্দ্ধেক রটিয়েছে ইতিগীন।

আমীর ॥ এ আপনি কি বলছেন! লোকে যা দেখে, তাই বলে। আমাদের এতে কি অপরাধ?

মামুদ ॥ চুপ! এমনি করেই তোমরা বাহারামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছ। কিন্তু তোমরা মনে রেখো মামুদ খাঁ এখনও মরে নি, আর তার তরবারির ধার এখনও মজে যায় নি। শোন আমীর ওসমান, এক পক্ষকালের মধ্যে তুমি দিল্লী ছেড়ে চলে যাবে। যদি না যাও, আমি তোমায় কুকুরের মত গুলি করে মারব। [ প্রস্থান ]

আমীর ॥ কথাটা শুনলেন? আমাকে বলছে দিল্লী ছেড়ে চলে যেতে। বুড়ো বদমায়েসটাকে কেন যে আপনি—

রিজিয়া ॥ আমীর ওসমান! অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবেন না।

আমীর ॥ না, তা কেন করব? সিপাহশালার বলে কথা। আমি রহস্য করছিলাম। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন আসি।

রিজিয়া ॥ আমীর ওসমান, আজ আমার নালিশ ফরিয়াদের দিন নয়; আজ আমার পিতার মৃত্যুর দিন। কবর থেকে তাঁর স্নেহাতুর কণ্ঠের ডাক আজ কেবলি আমার কানে ভেসে আসছে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়, যেদিন আমিও আমার পিতার কাছে চলে যাব। যে কদিন আমি আছি, সে কদিন নারী বলে আপনারা আমার পথে বাধা সৃষ্টি করবেন না।

আমীর ॥ বাধা তো আমরা—

রিজিয়া ॥ ভাতিণ্ডা ছুরি শানাচ্ছে, গোয়ালিয়র খাজনা বন্ধ করেছে, মুলতান বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে, রণথম্বোর আবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। আমি এদের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে এদেশে সুখশান্তির স্বর্গ রচনা করব। তারপর, খোদার কসম, এ সিংহাসন আমি ভাই বাহারামকেই দিয়ে যাব। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আপনারা আমার সহায় হোন।

আমীর ॥ আপনি যাই মনে করুন শাহজাদী, আমি চিরদিন আপনার সহায় আছি, থাকবও চিরদিন। আল্লাহ্‌তায়লার নাম নিয়ে আমি শপথ কচ্ছি, আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করব না। [ প্রস্থান ]

রিজিয়া॥ মানুষ কি কখনও মানুষ হবে না?

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ]

জালাল॥ না।

রিজিয়া॥ কি হয়েছে ইয়াকুৎ? তোমাকে যে বড় উত্তেজিত দেখছি।

জালাল॥ সাতদিন রাত্রির অন্ধকারে দিল্লীর দোরে দোরে কান পেতে শুনলাম তোমার কলঙ্ককাহিনী। যারা তোমার হাত থেকে অর্থ নিয়েছে, তোমার অনুগ্রহে রাজপদ পেয়েছে, তোমার সাহায্যে যাদের সংসার মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারাই তোমার কুৎসা বেশী রটনা করছে।

রিজিয়া॥ তোমার নামটাও নিশ্চয় বাদ দেয়নি।

জালাল॥ শক্তির অহঙ্কারে তোমায় রক্ষা করব বলে এগিয়ে এসেছিলাম। মূর্খ আমি, তখন বুঝতে পারি নি যে, কি দুর্বল এই মাটির মানুষ, আর কি প্রবল শক্তি মানুষের চটুল রসনায়।

রিজিয়া॥ এই অদম্য শক্তিই একদিন জগৎপাবনী সীতাকে বনবাস দিয়েছিল ইয়াকুৎ। একে আঘাত দিও না, তাহলে এর শক্তি আরও বেড়ে যাবে।

জালাল॥ সুলতানা!

রিজিয়া॥ গলাটা কাঁপছে কেন জালাল!

জালাল॥ অনুতাপে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এ দেশের হালচাল কিছুই না জেনে কেন আমি তোমায় পেতে চেয়েছিলাম? তাই এরা বলবার সুযোগ পেয়েছে।

রিজিয়া॥ না হলেও সুযোগের অভাব হত না।

জালাল॥ না শাহজাদী, আর আমি তোমার অনিষ্ট করব না। যেখানেই থাকি, আমি ভগবানের কাছে—না না, খোদাতায়ালার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করব। তোমার কাছেকাছে থেকে আর তোমার অমঙ্গল করব না। অনুমতি কর রিজিয়া।

রিজিয়া॥ জালাল…

জালাল॥ ওফ্ ঈশ্বর, এত কাছে তবু…না—না—না…

রিজিয়া॥ তুমি…

জালাল॥ দিল্লী ছেড়ে আমাকে যেতে হবে।

রিজিয়া ॥ চলে যাবে !

জালাল ॥ ভেবে দেখ, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এ যে হবার নয় রিজিয়া, একথা বলার নয়। তবু আমার জন্য লোকে তোমার নিন্দে করবে, এ আমি সইতে পাচ্ছি না। আমায় বিদায় দাও রিজিয়া। এ আমার মিনতি, আমার ভিক্ষা—

রিজিয়া ॥ বেশ, যাও।

জালাল ॥ রিজিয়া—( নতজানু হয়ে বসে )

[ বাহারামের প্রবেশ ]

বাহারাম ॥ নিকালো হাবশী কুত্তা। ( জালালকে কশাঘাত )

জালাল ॥ কী ! হাবশী কুত্তা ? মাতাল, অসচ্চরিত্র, শয়তান আমার পিঠে কশাঘাত ? ( বাঘের মত এগিয়ে যায় )

রিজিয়া ॥ ( মাঝখানে দাঁড়িয়ে ) ইয়াকুৎ···

জালাল ॥ শাহজাদী !

রিজিয়া ॥ তুমি যাও জালাল, এ তোমার সুলতানার হুকুম।

জালাল ॥ বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, সেলাম সেলাম। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ শান্ত্রীদের হুকুম দাও, আজই এই হাবশী বর্বরকে যেন দিল্লীর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

রিজিয়া ॥ হুকুম দেব সিপাহশালারকে, আজ থেকে এই হাবশীই আমার দশ হাজারী মনসবদার।

বাহারাম ॥ তুমি ওকে ত্যাগ করবে না ?

রিজিয়া ॥ না।

বাহারাম ॥ লোকনিন্দায় দেশ ছেয়ে গেছে জান ?

রিজিয়া ॥ লোকনিন্দার মাথায় আমি পয়জার মারি।

বাহারাম ॥ রিজিয়া !

রিজিয়া ॥ সুলতানা বল বেয়াদপ ; কুর্ণিশ কর।

বাহারাম ॥ তাই করব বহিন। একবার নয়, হাজার বার কুর্ণিশ করব ; আগে এই কুকুরটাকে তুমি ত্যাগ কর।

রিজিয়া ॥ না। কুকুরের পরিচয় দিয়েছ তুমি ; হাবশী নয়।

বাহারাম ॥ একটা হাবশীর উপর তোমার এতই মোহ ! বংশের মর্যাদা এমনি করে তুমি ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ?

রিজিয়া ॥ বংশমর্যাদা! সম্রাট আলতামাসের আঠারোটা ছেলে যে বংশমর্যাদা সরাব আর রূপসীর পায়ে বিলিয়ে দিয়েছে; তার শেষরক্ষার দায়িত্ব এই একটা মেয়ের উপর, না?

বাহারাম ॥ রিজিয়া!

রিজিয়া ॥ কপালে করাঘাত কর। বড় ভাই তোমরা, তোমরা যদি ছোট বোনের ওড়না টেনে ধরতে পার, তাহলে তার কসুর কি জনাব? আমি যা করছি, তাই করব; বেশী করে করব, সইতে না পার বেরিয়ে যেও আমার রাজ্য থেকে।

বাহারাম ॥ এখনও বলছি বহিন নিজেকে রক্ষা করে আমাকে রক্ষা কর।

রিজিয়া ॥ তোমাকে রক্ষা করবে ইতিগীন আর আমীর ওসমান; আর আমাকে রক্ষা করবে মামুদ খাঁ আর ওই বর্বর হাবশী। [ প্রস্থান ]

বাহারাম ॥ আর আমার দোষ নেই পিতা। আমি নিরুপায়। [ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য

[ রণস্থল। পীর পয়জারের প্রবেশ ]

পীর ॥ ওরে জালাল, ও জালাল। দেখ দেখি, কিছুতেই ব্যাটা কথা শুনলে না। খালি চরকিপাক ঘুরছে আর সৈন্যগুলোকে কচুকাটা করছে, আর দুশমন ব্যাটারা খালি বলছে, হাবশীকে মার। হয়ে গেল। আর দেখতে হবে না। ও জালাল, ওরে পালিয়ে আয় বাপজান, পালিয়ে আয়।

[ পিনাকীর প্রবেশ ]

পিনাকী ॥ চাবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। পাজি ব্যাটা কিছুতেই ঘরে ফিরে গেল না। আমি যাকে কুকুর তাড়া করে তাড়িয়েছি, হতভাগা শেষকালে সেই মাতালের সঙ্গে যোগ দিলে! ও পুরন্দর, পুরন্দর—

পীর ॥ ওরে জালাল—

পিনাকী ॥ ছাগলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে? এ রকম গন্ধ তো পঁচিশ বছর পাই নি। কার ছাগল ওখানে?

পীর ॥ যা তা বলো না বলছি। ( স্বগত ) ও বাপ, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হল? ( নমাজ পড়তে থাকে ) আল্লা হো আকবর।

পিনাকী ॥ এই না জালাল জালাল বলে, চিৎকার করছিলে? এর মধ্যে নমাজ পেয়ে গেল? ব্যাটা চোর না কি?

পীর ॥ বাজে কথা বলবে না বলছি। নমাজের সময় হেঁদুর কথা সয় না।

পিনাকী ॥ নমাজের সময় ? জুতো পায়ে নমাজ ?

পীর ॥ ( স্বগত ) হতোর নসীবের মার রে ( প্রস্থানোদ্যোগ )

পিনাকী ॥ মুখ ঢেকে পালাচ্ছ যে ? খাড়া রহো হারামজাদা। মুখ ঢাকলে কি হবে ? কণ্ঠস্বর তো ঢাকতে পার নি।

পীর ॥ যা তা বলবেন না আপনি।

পিনাকী ॥ তোমার নাম আবেদীন নয় ?

পীর ॥ আবেদীন আবার কে ? আমার নাম পীর পয়জার।

পিনাকী ॥ গুঁতো খেলেই পীর পয়জার আবেদীন হয়ে যাবে। (গুঁতা দিল)

পীর ॥ উঃ—ওরে জালাল, এই জন্যেই তোকে বিশ বছর বুকের রক্ত দিয়ে—

পিনাকী ॥ বুকের রক্ত দিয়ে কি ? পালন করেছ ?

পীর ॥ পালন কে বলছে মশাই ?

পিনাকী ॥ আমার ছেলে কো'থায় ? ( প্রহার )

পীর ॥ উঃ—আমি তার কি জানি ? আমি এসেছি আমর ছেলের তরে।

পিনাকী ॥ কোথায় তোর ছেলে ?

পীর ॥ ওই যে দেখছেন না, মাঠময় হুঙ্কার দিয়ে ছুটছে।

পিনাকী ॥ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ ? ও তোর ছেলে ?

পীর ॥ আমায় নয় তো কার ? ব্যাটাকে পই পই করে বারণ করলুম, হিন্দুস্থানে যাস নি। তবু এলই এল। এত করে বলছি, কিছুতেই ফিরে যাবে না ? শয়তানী রিজিয়া তাকে গুণ করেছে।

পিনাকী ॥ সত্য করে বল, কোথায় আমার ছেলে ? যত অর্থ চাস দেব, আমার মাথাটা চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

পীর ॥ চাই নে, কিচ্ছু চাই নে, আমি শুধু জালালকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

পিনাকী ॥ কটা ছেলে তোর ?

পীর ॥ ওই এক ছেলে মশাই।

পিনাকী ॥ বয়স কত ?

পীর ॥ পঁচিশ বছর।

পিনাকী ॥ পঁচিশ বছর। আর বিশ বছর ধরে তুমি আর তোমার স্ত্রী ওর বাপ মা সেজে বসে আছ, তাই না ?

পীর ॥ স্ত্রী কোথায় দেখলেন আপনি ? সে আজ ত্রিশ বছর কবরে গেছে।

পিনাকী ॥ তাই তো যাবেই। স্ত্রী ত্রিশ বছর আগে কবরে গেছে, আর ছেলের বয়স পঁচিশ বছর। এর পরেও তুমি বলতে চাও, তুমি তার বাপ, আর সে তার মা! শোন আবেদীন—

পীর ॥ ফের কেন আপনি আবেদীন বলছেন মহারাজ ?

পিনাকী ॥ আমি যে মহারাজ, তাও তুমি জান ? তবু তুমি আবেদীন নও, তবু ওই ছেলে তোমার ?

পীর ॥ হারামজাদা ছেলে আমার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে।

পিনাকী ॥ ওরে সত্যি করে বল, ওই জালালই কি আমার—

পীর ॥ হ্যাঁ, মহারাজ।

পিনাকী ॥ করেছিস কি তুই! হিন্দুর ছেলেকে তুই মুসলমান বানিয়েছিস ?

পীর ॥ না হুজুর, না। আমি ওকে নমাজ পড়তেও দিই নি। ভেবেছিলাম, বড় হলে আপনার হাতে ওকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু মায়া আমাকে এমনই অন্ধ করেছে যে···

পিনাকী ॥ থাক থাক। তোকেও আর ছাড়ছি না আবেদীন। তুই ওকে ডাক। আমি যাই আমার দীপঙ্করের বরণের ব্যবস্থা করতে।

পীর ॥ মহারাজ···

পিনাকী ॥ আর কথা নয়। পাশাপাশি থাকবে মন্দির আর মসজিদ। তুই আজান দিবি, আমি শঙ্খঘণ্টা বাজাবো, দেখি, স্বর্গের ঠাকুর মাটিতে নেমে আসে কি না। [ প্রস্থান ]

পীর ॥ জালাল, ওরে জালাল···

[ জালালের প্রবেশ ]

জালাল ॥ এ কি বাপজান, তুমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এলে কেন ? সরে যাও; আমি কথা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হলেই আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব।

পীর ॥ আর যুদ্ধে কাজ নেই বাবা। দশদিনের যুদ্ধে তুই হাজার হাজার দুশমনের মাথা নিয়েছিস্। সবাই আজ তোকে মারবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। ফিরে আয় বাপ।

জালাল ॥ সুলতানা রিজিয়াকে বিপদের মুখে ফেলে আমি ফিরে যাব না। আমীর ওমরাহরা সবাই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। পুরন্দর রায় পর্যন্ত

বিদ্রোহী। সুলতানা রিজিয়ার পক্ষে আছি শুধু আমি আর মামুদ খাঁ। এ সময় আমি রিজিয়াকে ত্যাগ করব না।

পীর ॥ রিজিয়া! লাখ কথার এক কথা—রিজিয়া। তুই যা ভাবছিস তা হবে না। রিজিয়া মোছলমানের মেয়ে আর তুই হেঁ-হেঁ-হেঁদুর ছেলে।

জালাল ॥ হিন্দুর ছেলে আমি! এ কি বলছ তুমি? তুমি হিন্দু? তা কি করে হবে? আমি যে তোমায় নমাজ পড়তে দেখেছি। তবে কি তুমি আমার বাবা নও?

পীর ॥ না।

জালাল ॥ তবে কার ছেলে আমি?

পীর ॥ তোর বাবা পিনাকী রায়।

জালাল ॥ পিনাকী রায়! বুঝেছি বাবা, তাই তুমি আমায় কখনও নমাজ পড়তে দাও নি। তুমিই বুঝি রাজার সেই হাবশী ভৃত্য যে তার ছেলে চুরি করে পালিয়েছিল।

পীর ॥ চুরি করে পালাই নি বাপ। সেখানে থাকলে তোকে গলা টিপে মারত।

জালাল ॥ কেন বললে বাবা? আমি তো বেশ ছিলাম। এ নতুন পরিচয়ে আমার কি প্রয়োজন ছিল? যাও বাবা, আমি তোমার সঙ্গে অ্যাবিসিনিয়ায় ফিরে যাব। যত বড়ই হন পিনাকী রায়, আমার পিতা তুমি।

পীর ॥ তাই ভাল বাবা। পোশাক খুলে ফেল, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দে। আমি নৌকো নিয়ে আসছি। এখনি আমরা যমুনা পেরিয়ে চলে যাব। আর কক্ষণো আসব না, আর কক্ষণো না। [ প্রস্থান ]

জালাল ॥ হিন্দুর কালী-কৃষ্ণ-মহাশিব, তাই কি তোমাদের দেখলে আমার মাথা নুয়ে আসে? তবু আমি তোমাদের হব না। জীবনের অর্দ্ধেক যাদের নিয়ে আমার কেটে গেছে, তাদের কাছেই আমি ফিরে যাব। [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

[ পুরন্দরের প্রবেশ ]

পুরন্দর ॥ এই যে হাবশী কুত্তা, আমি এতক্ষণ তোমারই সন্ধান করছি।

জালাল ॥ সত্য তুমি সুলতানা রিজিয়াকে ত্যাগ করলে পুরন্দর? কেন? কেন?

পুরন্দর ॥ তোমারই জন্য।

**জালাল** ॥ ফিরে যাও পুরন্দর। আমি শপথ করছি, তুমি সুলতানার কাছে ফিরে গেলেই আমি জন্মের মত হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে যাব।

**পুরন্দর** ॥ ফিরে যাবে? কামান্ধ পশু—

**জালাল** ॥ ইতিহাসের পাতায় এই পরিচয়ই আমার রয়ে গেল, কেউ বুঝল না কি ছিল আমার অন্তরের ভাষা। কারও কাছে কোনো অভিযোগ নেই আমার। যা বলতে হয়, তুমি আমাকেই বল—না হয় পিঠ পেতে দিচ্ছি, চাবুক মার; তবু তুমি সুলতানার কাছে ফিরে যাও। ওরে পাগল, কাকে মসনদ থেকে নামিয়ে দেবার জন্য তোমরা চক্রান্ত করছ? সুলতান রিজিয়া মসনদ থেকে নেমে গেলে দিল্লীর দরবারে ভূত প্রেত নৃত্য করবে।

**পুরন্দর** ॥ করুক। তাতে তোমার কি? কে তুমি এদেশের পরমাত্মীয়?

**জালাল** ॥ কে আমি? না না, কেউ নই ভাই, আমি এ দেশের কেউ নই।

[ ইতিগীন ও আমীর ওসমানের প্রবেশ ]

**আমীর** ॥ খুন কর হাবশী কুত্তাকে। একসঙ্গে আক্রমণ কর। হতভাগার জন্যে আমাদের মান সম্ভ্রম রসাতলে গেছে।

**ইতিগীন** ॥ এই ব্যাটাই আমাদের হাজার হাজার সৈনিককে খতম করেছে। আজ ওর প্রেমলীলার অবসান হোক।

**পুরন্দর** ॥ একি আমীর ওসমান? এ সব কি ইতিগীন?

**আমীর** ॥ এই শাহজাদার আদেশ।

**ইতিগীন** ॥ হত্যা কর, নৃশংস হত্যা।

**পুরন্দর** ॥ কোথায় শাহজাদা? আমি নিজের কানে তাঁর আদেশ শুনতে চাই। তোমরা ক্ষান্ত হও। [ প্রস্থান ]

**জালাল** ॥ চমৎকার আমীর ওসমান! চমৎকার ইতিগীন।

**আমীর** ॥ চুপ!

**ইতিগীন** ॥ আল্লার নাম স্মরণ কর বন্ধু।

[ দুইজনে জালালউদ্দিনকে আক্রমণ করে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয় ]

**আমীর** ॥ আরে বাপ্!

**ইতিগীন** ॥ জান নিকাল লিয়া।

**জালাল** ॥ জাহান্নামে যাও শয়তানের দল।

[ সহসা আলতুনিয়া এসে পেছন থেকে জালালের পিঠে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। জালাল লুটিয়ে পড়ে ]

জালাল ॥ আঃ—

আল ॥ ওই রিজিয়া আসছে। ইতিগীন, যা বলেছি, মনে আছে? যদি পার, দশ হাজার আশরফি বখশিস্। আমার চিনতে পার হাবশী? এই নাও বেইমানীর পুরস্কার। [ পদাঘাত করে প্রস্থান ]

আমীর ॥ শয়তানীর বখশিস্। [ পদাঘাত করে প্রস্থান ]

ইতিগীন ॥ অনধিকার চর্চার প্রতিফল। [ পদাঘাত করে প্রস্থান ]

জালাল ॥ সুলতানা, দিল্লীশ্বরি, আ···আমার রি-রিজিয়া—

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ রণস্থলের এক পার্শ্ব ]

মামুদ ॥ দেখ গে যা, বাহারামের সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা বইছে।

ফিরোজা ॥ তোমার গুষ্টির মাথা বইছে।

মামুদ ॥ এইবার সে বুঝতে পেরেছে যে মামুদ খাঁ অযোগ্য লোককে মসনদে বসায় নি।

ফিরোজা ॥ ছাই বুঝতে পেরেছে। সে এখন মসনদে বসবার তালে আছে। আর তুমি ফাঁকা মাঠে তলোয়ার ঘোরাচ্ছ। মেয়েটা কোথায় গেল, সে খবরটাও রাখ না?

মামুদ ॥ প্রাসাদে ফিরে যায় নি তো?

ফিরোজা ॥ বলছি সে কোথাও নেই, তবু তুমি এক কথাই বলবে? আমি কি কাণা? তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলুম, কোথাও কি তাকে দেখতে পেলুম? ও ব্যাটাদের সবারই মুখে হাসি দেখছ না?

মামুদ ॥ কেন, কেন? তারা হাসছে কেন?

ফিরোজা ॥ সে কি আমি জানি? আমীর ওসমানকে জিজ্ঞেস করলুম, বদমায়েস ব্যাটা গোটা আষ্টেক দাঁত দেখালে। ইতিগীন শূয়ারকে শুধোলুম—ভেড়ীর বাচ্চা হেঃ হেঃ করে থুথু ছিটিয়ে দিল। যার কাছে যাই, সেই হাসে। তোমার মেয়ে বললে গাছতলায় বসে আছে। দূর থেকে দেখলুম, গাছও আছে, তলাও আছে, রিজিয়া নেই। শয়তান ব্যাটারা কি তাকে কেটে যমুনায় ভাসিয়ে দিলে?

মামুদ ॥ তাহলে যমুনার জল ফুলে কেঁপে উঠে দুশমনদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তুই যা ফিরোজা। ফিরে গিয়ে দেখ, রিজিয়া হয়ত ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুর ছাউনি আক্রমণ করেছে।

ফিরোজা ॥ তোমার ছেরাদ্দ করেছে অখাস্থ মিনসে। শত্রুর ছাউনি আমি দেখে এলুম না? কোন্ ব্যাটা ফিরোজাকে রুখবে? বলছি সে সেখায় নেই, তবু তুমি বলবে, আছে? আমি কি মিথ্যুক বলতে চাও? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?

মামুদ ॥ তবে কি হল? হ্যাঁরে, কোথাও বসে হাবশীর জন্য কাঁদছে না তো?

ফিরোজা ॥ রিজিয়া কাঁদবে! কাঁদতে দেখেছ তাকে কখনও?

মামুদ ॥ তা দেখি নি সত্য। কিন্তু আঘাতটা তো কম পায় নি।

ফিরোজা ॥ পাবে না? কত করে বললুম ছোঁড়াটার সঙ্গে শাদি দিয়ে দাও। তুমি কথাই শুনলে না।

মামুদ ॥ আমি মরার পর তোরা তা শাদি দিয়ে দিস। আমি তাকে মুখের উপর ওড়না টেনে কারও বিবি সাজতে দেব না। তার যোগ্য বর খোদা এখনও তৈরী করেন নি। [ প্রস্থান ]

ফিরোজা ॥ কেউ কথা শোনে না। আমি এখন কি করি? ওরে, ও রিজিয়া, রিজিয়া,—কোন ভাগাড়ে গিয়ে পড়ে আছিস বল্। হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে। [ প্রস্থান ]

[ পুনঃ মামুদ খাঁ ও পুরন্দরের প্রবেশ ]

মামুদ ॥ ফিরে এস পুরন্দর, ফিরে এস। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে তুমি সুলতানা রিজিয়াকে এ দুঃসময়ে ত্যাগ করবে।

পুরন্দর ॥ আমিও কোনোদিন ভাবতে পারি নি সুলতানা রিজিয়া আপনাকে এমনি করে অপমান করবেন।

মামুদ ॥ অসম্মানই যদি করে থাকে, যার জন্যে অসম্মান করেছে, সে আজ জীবিত নেই। আজ তুমি ফিরে এস পুত্র। তোমাকে নিয়ে আবার আমি এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলব। দিল্লীর মসনদে এক সুরাসক্ত মেরুদণ্ডহীন যুবক বসে গোটা হিন্দুস্থানকে অঙ্গুলি হেলনে চালনা করবে, এ কি তোমার সহ্য হয়?

পুরন্দর ॥ উপায় নেই। আমি বেশ বুঝেছি, নারী যত তেজস্বিনীই হোক, নারী ছাড়া আর সে কিছুই নয়। দিল্লীর মসনদ আজ ওই সুরাসক্ত যুবককেই চায়, ওই দুর্বিনীতা হীনচরিত্রা যুবতীকে নয়।

মামুদ ॥ পুরন্দর!

পুরন্দর ॥ আপনার সব কথা আমি শুনব। কিন্তু তার আগে সুলতানা রিজিয়ার উপর থেকে আপনার স্নেহের ছায়া সরিয়ে নিতে হবে।

মামুদ॥ ওরে অবোধ, কার উপর অভিমান করছ তুমি? সে আজ বিপন্না আলতুনিয়ার কারাগারে বন্দিনী। একদিন যার মুখের কথায় সূর্যটা পশ্চিমে উঠত, সে আজ যার তার বিচারশালায় হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকবে, এ তুমি সইতে পারছ?

পুরন্দর॥ কেন পারব না জনাব? আপনার কথা অগ্রাহ্য করে এই আলতুনিয়াকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন। আজ সে তার প্রতিদান দিয়েছে। আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে। আরও আনন্দ হবে যদি শুনতে পাই, আলতুনিয়া তাকে জোর করে বিবাহ করেছে।

মামুদ। ভাল করে অস্ত্র ধর যুবক। তুমি যদি আমায় পরাস্ত করতে পার, তাহলে দিল্লীর মসনদ বাহারামকে ছেড়ে দিয়ে আমি রিজিয়াকে নিয়ে মক্কায় চলে যাব।

পুরন্দর॥ আমিও শপথ করছি, আপনি যদি আমায় পরাস্ত করতে পারেন, তাহলে আবার আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

[ উভয়ের যুদ্ধ ]

মামুদ॥ সাবাস পুত্র, সাবাস! সার্থক তোমার অস্ত্রশিক্ষা। ওরে কে কোথায় আছিস দেখে যা। দ্রোণাচার্যের ছিল অর্জ্জুন, তাজেলমালিক মামুদ খাঁর আছে পুরন্দর।

পুরন্দর॥ ক্ষান্ত হন জনাব।

মামুদ॥ না না।

পুরন্দর॥ আপনার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোত বইছে।

মামুদ॥ বইতে দাও।

পুরন্দর॥ পরাজয় স্বীকার করুন জনাব। শাহজাদাকে সম্রাট বলে স্বীকার করুন। [ যুদ্ধরত উভয়ের প্রস্থান ]

[ আলতুনিয়ার প্রাসাদ। আলতুনিয়া ও রাবেয়ার প্রবেশ ]

রাবেয়া॥ তুমি যে এত বড় বীর, তা আমার জানা ছিল না ভাইজান। পনের হাজার সৈন্যের এক জনকেও তুমি ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলে না?

আল॥ কি করে? শাহজাদা বাহারাম যে আমার সঙ্গে এমন বেইমানি করবে, তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম?

রাবেয়া॥ মাতালের উপর যে নির্ভর করে, তার এই দশাই হয়।

আল ॥ মাতালের মধ্যে যে এত শয়তানি থাকতে পারে তা আমি জানতুম না। কি চমৎকার বংশ তোমাদের! কেউ মাতাল, কেউ দাঁতাল, কেউ বিকলাঙ্গ! তবে সবাইকে হার মানিয়ে গেছে তোমার খসম।

রাবেয়া ॥ দাদা!

আল ॥ একটা বাদশা যে ভগ্নীর রূপে পাগল হয়ে—

রাবেয়া ॥ থামো।

আল ॥ আমি থামলে কি হবে? দুনিয়াটা তো থামবে না বহিন। কত আমি তাদের বোঝাব,—ওরে পাগল, সম্রাট হলেও ক্রীতদাসের বংশধর তো।

রাবেয়া॥ বাজে কথা রাখ। যা বলছি তার জবাব দাও। আমার ছেলের জন্যে যে মৌলবী রেখেছিলাম তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ কেন?

আল ॥ সাত বছর বয়সেও যে হাঁটতে শিখলে না, তাকে শাস্ত্র পড়িয়ে কি হবে বল?

রাবেয়া ॥ সে কথা আমি বুঝব।

আল ॥ মৌলবীকে মাসে মাসে তন্‌খা তো আমাকেই দিতে হয়।

রাবেয়া ॥ তোমাকে দিতে হবে না। যাবার সময় আমি তোমার দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়ে যাব। অনেক আশা করে তোমার কাছে এসেছিলাম। তুমি আমায় ঝুড়ি ঝুড়ি আশ্বাস দিয়েছ, কিন্তু আমার এতটুকু উপকার করতে পার নি। তাঞ্জাম তৈরী করতে বল, আমি রিজিয়ার কাছেই ফিরে যাব।

আল ॥ রিজিয়া আর দিল্লীতে নেই।

রাবেয়া ॥ নেই!

আল ॥ না, দিল্লীর সিংহাসনে এখন শাহজাদা বাহারাম।

রাবেয়া ॥ রিজিয়া তাহলে পরাজিত! বেশ, তাহলে আমি বাহারামের কাছেই চলে যাব। সে মাতাল বটে, কিন্তু তার বংশমর্যাদা বোধ আছে।

আল ॥ তবে তাই যাও। খোদা তোমায় সুখী করুন।

রাবেয়া ॥ তাহলে আমার গহনার পেটিকা নিয়ে এস।

আল ॥ কিসের কথা বলছ?

রাবেয়া ॥ বলছি, আমার যে এক কোটি টাকার গহনা তোমার কাছে জমা আছে, তার কথা।

আল ॥ সে তো খরচ হয়ে গেছে।

রাবেয়া ॥ কি ?

আল ॥ চোখ কপালে তুলছ কেন বহিন ? তোমার ছেলেকে মসনদে বসাব বলে পনের হাজার সৈন্য নিয়ে যে আমি দিল্লী আক্রমণ করেছিলাম—সে কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ?

রাবেয়া ॥ ভুলব কেন ? কিন্তু সে যুদ্ধের ব্যয়ভার যে আমাকে বইতে হবে, তা তো তুমি বলনি।

আল ॥ তোমার বুদ্ধি যে এত প্রখর, তা ত আমার জানা ছিল না। যুদ্ধে জয় হলে তোমার ছেলেই বসত দিল্লীর মসনদে।

রাবেয়া ॥ আর তুমি ফকিরী নিয়ে মক্কায় চলে যেতে, না ? তাহলে কি আমি এই বুঝব যে, আমার বলতে আর এক কপর্দকও নেই ? দশদিনের যুদ্ধে দু কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেল ? এই জন্যই কি আমি তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম ? শঠ, ভণ্ড, প্রবঞ্চক—

আল ॥ চুপ কর।

রাবেয়া ॥ এও তোমার পক্ষে সম্ভব হল ? এত বড় বীর তুমি সুলতান আলতুনিয়া ?

আল ॥ অনধিকার চর্চা না করে যেখানে যাচ্ছিলে, যাও।

[ বদর খাঁর প্রবেশ ]

বদর ॥ আপনিও বেরিয়ে আসুন জনাব। নইলে আজ নিস্তার নেই। মত্ত হস্তীর মতন উন্মাদিনী রিজিয়া ছুটে আসছে। জাফর খাঁ বন্দুক নিয়ে রুখতে গিয়েছিল, তার ধড়ে আর প্রাণ নেই। মমীন খাঁ একটা ঘুঁষি তুলেছিল, তার হাতখানা জন্মের মত ভেঙে দিয়েছে। আমি একটা কথা বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, আমাকে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছে।

আল ॥ তুমি একটি জানোয়ার।

রাবেয়া ॥ তুমি ? তোমাকে জানোয়ার বললেও প্রশংসা করা হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তুমি শেষে নারীহরণ করলে ?

আল ॥ যার খসম ভগ্নীর ওড়না ধরে টানে, তার মুখে অপরের নিন্দা শোভা পায় না বহিন। আমি রিজিয়াকে বিবাহ—

রাবেয়া ॥ বিবাহ করবে ? রিজিয়াকে ? তার আগে আমি তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব। হোক সে আমার দুশমন, তবু সে সম্রাট আলতামাসের কন্যা—তোমার মত নারী হরণকারী বর্বরের অঙ্ক হতে আমি তাকে দেব না।

বদর ॥ আমিও দেব না বেগমসাহেবা।

আল ॥ বদর খাঁ!

বদর ॥ ওই আসছে জনাব। হুঁশিয়ার।

[ ঝড়ের বেগে রিজিয়ার প্রবেশ ]

রিজিয়া ॥ হুঁশিয়ার শয়তানের দল! প্রাণের মায়া যার আছে, সে আমার পথ থেকে দূরে সরে যাও, আমি উল্কা, আমি প্রভঞ্জন, আমি বিশ্ববিধ্বংসী মহাপ্লাবন। যে আমার পথে এসে দাঁড়াবে, আমি তাকে শুষ্ক তৃণের মত উড়িয়ে নিয়ে যাব। কে আমার হাত টেনে ধরবে? জালালউদ্দিন আর পথ আগলে দাঁড়াবে না। সে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।

আল ॥ রিজিয়া।

রিজিয়া ॥ তুমি! আলতুনিয়া? একদিন আমার মুখের কথায় যার মাথাটা আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত, তার এত বড় হিম্মৎ যে আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে? সিংহিনীকে তুমি চেন না?

আল ॥ চিনি। কিন্তু তুমি আমাকে চেন না রিজিয়া। কত বেহেস্তের হুরী আমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত। আমি কারও দিকে ফিরেও তাকাই নি। লোকে আমায় হিংস্র পশু বলে, দোজকের শয়তান বলে, কিন্তু আমি জানি, আমি যা কিছু করেছি—সব তোমারই জন্য।

রিজিয়া ॥ চুপ, ভণ্ড শয়তান; চুপ। জালালউদ্দিনকে হত্যা করেছে কে?

আল ॥ আমি।

রিজিয়া ॥ কেন জল্লাদ, কেন?

আল ॥ কারণ এই হাবশী কুত্তার জন্যই তোমার শুভ্র নাম আজ সমগ্র হিন্দুস্থানে কলঙ্কিত।

রিজিয়া ॥ শুভ্র নাম! তুমি কি জান না আমার চেয়ে কলঙ্কিনী হিন্দুস্থানে আর কেউ নেই?

আল ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

রিজিয়া ॥ আলতুনিয়া!

আল ॥ এস রিজিয়া, এস। দিল্লীর মসনদে আজ মদ্যপায়ী বাহারাম চেপে বসেছে। তোমার আমার সম্মিলিত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। খোদার কসম, যুদ্ধে যদি জয় হয়, তুমিই বসবে দিল্লীর মসনদে। আমি তরবারি দিয়ে তোমার রাজ্য রক্ষা করব আর তোমার পার্শ্বে স্থান পাবার জন্য

বছরের পর বছর অপেক্ষা করব। যেদিন হিন্দুস্থান তোমার সুশাসনে ফলে ফুলে ভরে উঠবে, সেদিন এস তুমি আমার পার্শ্বে। যৌবন সেদিন হয়ত থাকবে না। শুক্লকেশে জরাজীর্ণ দেহেই সেদিন আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব। তবু আমি জানব যে রিজিয়ার স্বামী আলতুনিয়া।

রিজিয়া॥ সরে যাও শয়তান। আমি মরব, তবু তোমার মত বর্বরের হাতে ধরা দেব না।

আল॥ দেবে না?

রিজিয়া॥ না।

আল॥ রিজিয়া…

রিজিয়া॥ কুর্নিশ কর বেয়াদপ। তুমি যদি মনে করে থাক যে অতর্কিত আক্রমণে আমাকে করায়ত্ত করেছ বলে তোমার সব কথাই আমি নতশিরে মেনে নেব, তাহলে তুমি দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। রিজিয়া উঁচু মাথা নিয়ে কবরে যাবে, তবু মাথা হেঁট করে সুখের স্বর্গে পা বাড়াবে না। [ প্রস্থান ]

[ দ্রুতবেগে বাহারামের প্রবেশ ]

আল॥ এ কি! কে?

বাহারাম॥ আমি।

[ নেপথ্যে কামান গর্জন, বহুকণ্ঠে—"দিল্লীশ্বর শাহানশা বদরুদ্দিন শওকৎজং বাহাদুর জিন্দাবাদ।" ]

রাবেয়া॥ হত্যা কর সম্রাট, শয়তানকে খতম কর।

বাহারাম॥ আলতুনিয়া, বেইমান ফেরিবালে, পাঞ্জাবের পথে পথে মেওয়া বিক্রী করতে; তখন পায়ে ছিল না জুতি, উদরে ছিল না অন্ন, ছিল না মাথা গোঁজবার ঠাঁই। সম্রাট রুকনুদ্দিন দয়া করে তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন, ভাতিণ্ডার সুলতান করে দিয়েছিলেন তোমায়। আজ তারই বহিন রিজিয়াকে তুমি কৌশলে হরণ করে কারাগারে আবদ্ধ করেছ?

আল॥ এ ছাড়া উপায় ছিল না।

বাহারাম॥ বল, কোথায় রিজিয়া? কোথায় আমার বহিন?

রাবেয়া॥ শাহজাদা—

বাহারাম॥ যাও ভাবী যাও, বহিনকে ডেকে আন, তোমার ছেলেকে নিয়ে এস। কোনো ভয় নেই তোমাদের। বাহারাম মাতাল হলেও কুলাঙ্গার নয়। মসনদে আমি বসি নি ভাবী। রিজিয়াকেই আবার আমি দিল্লীর

মসনদে বসাবো, আর খোদার কসম,—তার উত্তরাধিকারী হবে তোমার পুত্র মৈয়নুদ্দিন।

আল॥ ক্রীতদাসের বংশ দীর্ঘজীবী হোক।

রাবেয়া॥ হত্যা কর বাহারাম, নৃশংস হত্যা কর।

বাহারাম॥ অস্ত্র নাও আলতুনিয়া। দিল্লীশ্বরীকে শাদি করার খোয়াব এই মুহূর্তে আমি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব।

আল॥ আর ঘোচাতে পারবে না বন্ধু। তোমরা স্বীকার কর আর না কর, মোল্লা মৌলবীরা জানে রিজিয়া বিবাহিতা, আর তার স্বামী এই আলতুনিয়া।

বাহারাম॥ তার অর্থ?

আল॥ অর্থ যদি না বুঝে থাক—মোল্লা মৌলবীরা এখনও যায়নি, তাদের জিজ্ঞাসা কর।

রাবেয়া॥ দেখছ কি বাহারাম? এই পশু অজ্ঞান অবস্থায় রিজিয়াকে শাদি করেছে। মোল্লারা ঘুষ খেয়ে এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছে। খুন কর। এদের সবাইকে কুকুরের মত গুলি করে মার। [ প্রস্থান ]

বাহারাম॥ তাহলে আজই তোমার পশুলীলার অবসান হোক। হোক কাশ্মীরী, খোরাশানী, ওলন্দাজ, সেপাই, ইয়েহ্ ইমারৎ তোড় দেও, মোল্লা মৌলবী আলেমকো কাট ডালো; হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার। (উভয়ের যুদ্ধ, আলতুনিয়ার পতন) শাহানশা আলতামাস, কবর থেকে অভিশাপ দিও না, পিতা। রিজিয়া, বহিন···বহিন··· [ প্রস্থান ]

## নবম দৃশ্য

[ শ্মশান। পুষ্পস্তবক নিয়ে সন্তর্পণে পিনাকীর প্রবেশ। চিতার উপর তিনি পুষ্প দিলেন ]

পিনাকী॥ ঘুমিয়ে থাক পুত্র, শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক। মা তোমাকে স্তন্য দেয় নি, পিতা তোমাকে স্নেহভরে বুকে টেনে নেয় নি। প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তবু তুমি একটা মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছিলে। বেঁচে থাকলে তোমার বীরত্ব কাহিনী হয়ত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। সংসার তোমায় বাঁচতে দিলে না। রাশি রাশি অপবাদের পুরীষকর্দম তোমার মাথায় চাপিয়ে দিলে। তাই কি অভিমানে মুখ লুকিয়েছ পুত্র?

[ উন্মাদিনীর বেশে বিস্রস্ত বসনে রিজিয়ার প্রবেশ ]

পিনাকী॥ কে আসছে?

রিজিয়া॥ কে এখানে!

পিনাকী॥ তুই কে?

রিজিয়া॥ আমি…আমি সুলতানা রিজিয়ার বাঁদী—

পিনাকী॥ কী চাই তোর?

রিজিয়া॥ মহারাজ পিনাকী রায়কে চাই।

পিনাকী॥ কেন?

রিজিয়া॥ সুলতানার আরজ নিয়ে এসেছি।

পিনাকী॥ কিসের আরজ? আমিই পিনাকী রায়।

রিজিয়া॥ সুলতানার সেলাম পেঁাছে মহারাজ—

পিনাকী॥ সেলাম থাক। তার জন্যই আমার ছেলে মরেছে। সে যদি গুণ না করত —

রিজিয়া॥ সংসারের কাছে তার এই পরিচয়ই থাকবে রাজা। খোদাতায়ালা জানেন জালালউদ্দিনের মতন আপন আর তার কেউ ছিল না। কোথায় সে হতভাগ্যের চিতা মহারাজ? সুলতানা বলেছেন, এই ফুলগুলি যেন তার চিতায় আমি ছড়িয়ে দিই।

পিনাকী॥ যা যা, মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর চিতায়…

রিজিয়া॥ এইখানে তুমি চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছ জালাল? থাক, থাক। যদি শোনবার কান থাকে শোনো পরম প্রিয় আমি…আমি তোমাকে‥ (কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে) ফুলগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলাম, মুসলমানীর পুষ্পাঞ্জলির সৌরভ কি তোমার কাছে পৌছবে না জালাল?…

[ পুরন্দরের প্রবেশ ]

পুরন্দর॥ পিতা, সুলতানা এদিকে এসেছেন?

পিনাকী॥ কে সুলতানা?

পুরন্দর॥ সুলতানা রিজিয়া।

পিনাকী॥ সুলতানা রিজিয়া? কোথায় সে? আমিও তো তাকেই চাই।

পুরন্দর॥ বেগম রাবেয়া যে বললেন, এই পথেই তিনি এসেছেন। কোথায় সে ভাগ্যহীনা নারী! এ কি! কার এই মুখ? সুলতানা রিজিয়ার এই মূর্তি?

পিনাকী॥ অঁ্যা! কি বলছ তুমি? এই উন্মাদিনী নারী [illegible]ভানা

রিজিয়া? একদিন যার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত, এই সেই মহিমাময়ী দিল্লীশ্বরী! ওরে, তোরা ছুটে আয়। শিকার এসে বাঘের গহ্বরে মাথা গলিয়ে দিয়েছে। কি করব আমি তোমাকে? জ্যান্ত আগুনে পোড়াব না গায়ের চামড়া খুলে নেব?

রিজিয়া॥ বাবা—

পিনাকী॥ না মা না, মড়ার উপর আমি খাঁড়া ধরতে পারব না। ওরে ভোলা, পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আয়। দেখছ কি পুরন্দর, দিল্লীশ্বরীকে ঘরে নিয়ে যাও, বৈদ্য ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

পুরন্দর॥ তা হয় না পিতা। গুরুর কাছে আমি প্রতিশ্রুত। চোখ ফেটে জল আসছে, তবু উপায় নেই। আকাশস্পর্শী গৌবরচূড়া যার ধূলিসাৎ হয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখেও আর লাভ নেই।

রিজিয়া॥ পুরন্দর, ভাই, হান তরবারি।

পিনাকী॥ পুরন্দর!

পুরন্দর॥ সরে যান পিতা। এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখের।

[ রিজিয়ার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিল ]

রিজিয়া॥ আঃ—খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

পিনাকী॥ কি করলি নিষ্ঠুর?

পুরন্দর॥ কবরের আয়োজন করুন পিতা। সৈন্যদের তলব দিন, যোগ্য মর্যাদায় দিল্লীশ্বরীকে সমাহিত করতে হবে। অভিবাদন দিল্লীশ্বরী। [ প্রস্থান ]

বাহারাম॥ ( নেপথ্যে ) বহিন, রিজিয়া,—

রিজিয়া॥ কে ডাকছে? কে?

[ বাহারামের প্রবেশ ]

বাহারাম॥ রিজিয়া, বহিন, কোথায় তুমি, সাড়া দাও। ভয় নেই, আমি বাহারাম, তোমার ভাই।

রিজিয়া॥ ভাইজান!

বাহারাম॥ কে? কে তুমি? কার এই মুখ? তুমি কি রিজিয়া? দিল্লীর মহিমান্বিতা সুলতানার এই কাঙালিনীর বেশ! এ কি, রক্ত! কিসের রক্ত! কে মেরেছে দিদি?

পিনাকী॥ আমি।

বাহারাম॥ তুমি! রাজা পিনাকী রায়? আমি তোমাকে—

রিজিয়া॥ চুপ কর। ওই জালাল ঘুমিয়েছে। কারও দোষ নেই। এ আমার ইচ্ছামৃত্যু।

বাহারাম॥ কেন দিদি, কেন? এ অভিমান তোমার বিরুদ্ধে নয়। যার বিরুদ্ধে, সে আজ নেই। মসনদে আমি বসি নি বহিন। মসনদে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার সিংহাসন তোমারই আছে। আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম আবার তোমার শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। ওরে অভাগা, ভাইয়ের উপর এমনি করে প্রতিশোধ নিলি পাষাণী?

রিজিয়া॥ এই ভাল ভাই। জালাল নেই। আমারও সময় নেই ভাইজান। সিংহাসনে বসে আমাদের মহিমান্বিত পিতা সম্রাট আলতামাসের মত স্নেহে করুণায় প্রজা পালন কর। আমার রক্ত দিয়ে আমি তোমায় রাজটিকা পরিয়ে দিলাম। [ আঙুলের রক্তে বাহারামের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে দেয় ]

বাহারাম, পুরন্দর॥ সুলতানা রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া ওয়াউদ্দিন জিন্দাবাদ।

[ দুজনে তিনবার তরবারি ঘুরিয়ে তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মৃত্তিকা স্পর্শ করলেন ]

যবনিকা

# বাঁশের কেল্লা

## প্রসাদ ভট্টাচার্য

### ঃ চরিত্রলিপি ঃ

তিতুমীর, বাদশা, রুস্তম, মিস্কিন ফকির, সুবেদার সিং, বংশীধর, খাঁজা খাঁ, দীনবন্ধু হাতি, কালীপ্রসন্ন, অনাদি, হীরালাল, শিবু পাগলা, সদানন্দ, রতন, বিশু মোড়ল, ফুলজান বিবি, পিয়ারা, সীমা, মিসেস ডলি।

### প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

#### পথ

সূত্রধার ॥ পরাধীনতার জমাট অন্ধকার কাটিয়ে দেশের বুকে স্বাধীনতার দীপ জ্বেলে দিতে নিষ্ঠুর বৃটিশ সরকারের নির্মম হাতিয়ারে যারা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে, তাদেরই একজনকে ইতিহাসের অন্তরাল থেকে টেনে আনব আপনাদের সামনে। সে ২৪ পরগণা জেলার হায়দরপুর গ্রামের এক গরীব চাষী, নাম তিতুমীর। তৎকালীন ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করতে সেই বাঙালী নায়ক যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তারই রক্তস্বাক্ষর এই "বাঁশের কেল্লা"। সেদিন সেই বিদেশীয় বর্বর শাসকদের বিরুদ্ধে তিতুমীর যেমন দীপ্তকণ্ঠে বলেছিল: আমি সইবো না এ অত্যাচার! আজ সেই শহীদেরই স্মৃতি নাট্যের আসরে আসুন আমরাও ওই দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে বলি:

গীত

সইবো না এ অত্যাচার।
ভেঙে ওই শত্রু সৌধ ধুলোতে মিশিয়ে দেব
অত্যাচারীর স্বৈরাচার।
রোদে পুড়ে জলে ভিজে
ফসল ফলাই আমরা নিজে
আমরা মরি অনাহারে, তাদের জোটে রাজ আহার।
যতই ওরা ছুঁড়বে গুলী
খুলবো ওদের মাথার খুলী
গড়বো মোরা নতুন সমাজ, রাজা প্রজা নেইকো যার। [ প্রস্থান ]

[ সদানন্দের প্রবেশ ]

সদানন্দ ॥ না না, আমরা সইবো না এ অত্যাচার। চাষী হলেও আমরা মানুষ। তিতুমিঞা আমাদের শুনিয়েছে মুক্তির ডাক। বাঁচার দাবী আদায় করতে আমরা মরবো তবু ইংরেজের ভয়ে পিছু হটবো না। ওই ইংরেজেরা বেপরোয়া গুলী চালাচ্ছে! ভাইসব ভয় পেয়ো না, জোরসে বলো : চাষীভাই জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

নেপথ্যে ॥ [ বহুকণ্ঠে ] কৃষক ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

[ নেপথ্যে পুনঃ গুলীর শব্দ। পতাকা হস্তে ও রক্তাক্ত দেহে রতনের প্রবেশ ]

রতন ॥ আঃ, জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ—

সদা ॥ রতন—

রতন ॥ বাবা, পতাকাটা ধর। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সদা ॥ রতন, বাবা আমার।

রতন ॥ কেঁদো না বাবা, ভগবানকে ডাক। আমার রক্তের বদলে যেন তিতুমিঞার জীবন রক্ষা পায়। সে ছাড়া গরীব চাষীদের আর কেউ নেই।

সদা ॥ হায়দরপুরে দুশো চাষী থাকতে তিতুমিঞার গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না।

রতন ॥ ওঃ, বুকটা বড় জ্বালা করছে। তিনদিন একটু জল পর্যন্ত মুখে দিইনি। বাঙলার মাটিতে আর আসবো কিনা জানি না। শেষবারের মত একটু জল দেবে? পেট ভরে খেয়ে নেবো।

[ জলপাত্র হস্তে পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ পানি আমি এনেছি রতন ভাই।

রতন ॥ এনেছিস দিদি? দে, দে, পিপাশায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে।

পিয়ারা ॥ এই নে ভাই। [ জল দিতে গিয়ে সরে আসে ] না না…এ পানি—

সদা ॥ পেছিয়ে গেলি কেন পিয়ারা? জল দে।

পিয়ারা ॥ সদানন্দ চাচা, আমি যে মুসলমানী।

সদা ॥ তাই বুঝি পেছিয়ে গেলি? ওরে তুইও মুসলমানী নোস আমার রতনও হিন্দু নয়। আমাদের জাত, বাঙালী; আমাদের ধর্ম মানুষকে ভালবাসা। দে মা, জল দে, জল দে। [ পিয়ারা জলপাত্র এগিয়ে দিলে

রতন জলপান করিতে উদ্যত হইল এমন সময় বংশীধর ছুটে এসে লাথি মেরে জলপাত্র ফেলে দেয় ]

বংশী ॥ খবরদার—

পিয়ারা ॥ পিপাসার পানি···?

বংশী ॥ ফেলে দিলাম। দুঃখ করো না, ও পচা পুকুরের পানি আবার কেউ খায় নাকি? আমি ওকে এখুনি আমাদের গাড়ীতে তুলে ব্যারাকে নিয়ে যাবো। দরকার হলে সেইখানেই—

পিয়ারা ॥ ওকে পানি খেতে দেবে?

বংশী ॥ দেবো, তবে পানি নয় ঘোড়ার পেচ্ছাপ।

সদা ॥ কি বললি শুয়ার?

পিয়ারা ॥ কথাটা খারাপ বলেনি শয়তান। বাঙলা মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে ইংরেজকে বাপ বলে ডাকছে।

বংশী ॥ হুঁশিয়ার! একে কোম্পানীর সঙ্গে শত্রুতা তার ওপর আমাকে গালাগালি? আমি তোকে গুলী করে মারবো।

রতন ॥ বাবা, আমাকে একবার ধরে তুলতে পারো? মরার সময় ওই শালা পুলিশের বুকে একটা কামড় দিয়ে যাই।

বংশী ॥ তবে রে শয়তান। [ রতনকে পাদাঘাত করে ]

রতন ॥ ওঃ! [ পতন ও মৃত্যু ]

সদা ॥ রতন, রতন···সবশেষ!

পিয়ারা ॥ রতন ভাই নেই? ওঃ খোদা। ওরে বেইমান, তোরা মনে করেছিস কি? এদিন তোদের থাকবে?

বংশী ॥ আমাদের দিন ঠিকই থাকবে—থাকবি না তোরা। বল্ কেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিস?

পিয়ারা ॥ শাদা বাঁদরগুলোকে এদেশ থেকে তাড়াবো বলে।

বংশী ॥ তোরা জমিদারদের খাজনা বন্ধ করেছিস?

সদা ॥ দরকার হলে তাদের সঙ্গে তোমাদের মাথাও নেবো।

বংশী ॥ মাথা? হা হা হা, বল্ তিতুমীর কোথায়?

পিয়ারা ॥ বলবো না।

বংশী ॥ সে তোদের নেতা?

সদা ॥ সে কথা সবাই জানে।

বংশী ॥ তাকে ধরিয়ে দিলে বখশিশ দেবো।

পিয়ারা ॥ আমিও তোর মুখে লাথি মারবো।

বংশী ॥ আমি তোকে চুলের মুঠি ধরে—

সদা ॥ তবে রে ভেড়ার বাচ্চা [ পতাকার লাঠি দিয়ে বংশীধরের মাথায় আঘাত করতে যায় ]

বংশী ॥ খবরদার শয়তান [ পিস্তল তোলে ; ঝড়ের বেগে তিতুমীর ছুটে এসে বংশীধরের হাতে সজোরে লাঠির দ্বারা আঘাত করে ]

তিতু ॥ হুঁশিয়ার কুত্তা। তিতুমীর এখনও মরেনি।

বংশী ॥ ওহো, হো—[ পিস্তল পড়ে গেল। তিতুমীর পিস্তল তুলে নেয়। ]

তিতু ॥ হা হা, হা, খোদাকে স্মরণ কর বেইমান। আজ তোর জিন্দগী খতম—।

বংশী ॥ মারবে? তুমি আমাকে মারবে? আমি পুলিশ অফিসার।

তিতু ॥ ওই দেখ আমার হাতে চোরাগোপ্তা মার খেয়ে পুলিশগুলো পালাচ্ছে। তোকে এইবার আমি—

বংশী ॥ এ্যাঁ পালিয়েছে? তবে আমাকে ছেড়ে দাও তিতুভাই, আমি বাঙালী।

তিত ॥ তাই বুঝি বাঙালীর কলিজা উপড়ে নিতে ছুটে এসেছিস? তাই তোর ইংরেজ বাবাদের মন রাখতে বাঙালীর খুনে ভিজিয়ে দিলি হায়দরপুরের মাটি?

বংশী ॥ তিতুমীর!

তিতু ॥ তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করা তোর মত দশটা কুত্তার হিম্মতে হবে নারে শয়তান। এগিয়ে আয়, তুই আমার অনেক চাষীভাইএর রক্ত নিয়েছিস, তার বদলা নিতে আমি তোর খুনে ভিজিয়ে দেবো তোরই পিস্তল—।

বংশী ॥ আমাকে মাফ করো তিতুভাই। ইংরেজের গোলামী করলেও আমি যে বাঙালী তা কোনদিন আর ভুলে যাবনা। তোমরা আন্দোলন কর জোরসে। পেছনে রইলুম আমি। ( প্রস্থান )

তিতু ॥ এমনি একটা একটা করে লেখাপড়া জানা বাঙালী যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়—

সদা ॥ কেউ দাঁড়াবে না তিতু। ওরা সবাই শয়তান। ওদের মুখে যত মধু, বুকে তার চেয়ে অনেক বেশি গরল।

তিতু ॥ গরল ! ওদের কথা মিথ্যা ?

পিয়ারা ॥ প্রমাণ এইতো চোখের ওপর ভাইজান।

তিত ॥ কে ? রতন ? রতন ভাই চলে গেছে !

পিয়ারা ॥ ওই শয়তানের বাচ্চার লাথি খেয়েই—

তিতু ॥ ওঃ খোদা, রতন···

সদা ॥ তিতু—আমার রতন তোমাকে বড় ভালোবাসত। তাই তুমি নিজের হাতেই ওকে কবর দাও।

তিতু ॥ দেবো, দেবো। শুধু ওকে নয়, আমার কথায় ওর মত আরও যারা বাঁচার দাবী আদায় করতে ইংরেজের গুলী বুকে নিয়ে ভিজিয়ে গেল পথের ধুলো, আমি তাদের সবাইকে নিজের হাতে ঘুম পাড়িয়ে দেবো মাটির বিছানায়। রতন, আয় বুকে আয় [ রতনকে বুকে নিয়ে ] ওরে, এই আমি তোর মড়া দেহ ছুঁয়ে কিরে করছি, চাইলে যে দেশে পাওয়া যায় না, গুদামে মাল পচলেও যা'রা গরীবের মুখে এক মুঠো দেয় না—আমি তাদের কাছে আর ভিক্ষে চাইবো না। এবার করবো লুঠ, রক্তের বদলে নেব রক্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ ; ওই আধমরা বাঙালী ভাইদের নিয়ে আমি লুঠ করবো মজুতদারের গোলা। ভাঙবো পুঁজিবাদীদের টাকার সিন্দুক, পুড়িয়ে ছাই করে দেবো কোম্পানীর বিলাসের কুঠি। গায়ের জোরে কেড়ে নেবো গরীবের বাঁচার দাবী।

সদা ॥ তিতু।

তিত ॥ সদানন্দ কাকা, পিয়ারা বহিন, এই রক্তরাঙা সন্ধ্যায় আকাশ ফাটিয়ে বল পরদেশী ইংরেজ মুর্দাবাদ—

পিয়ারা ও সদানন্দ ॥ পরদেশী ইংরেজ মুর্দাবাদ।

তিতু ॥ মেহনতী মানুষ জিন্দাবাদ। [ রতন সহ প্রস্থান ]

পিয়ারা ও সদা ॥ জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ— [ উভয়ের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ সুবেদার সিং-এর কুঠি। সুবেদার সিং-এর প্রবেশ ]

সুবেদার ॥ "এ্যাটেনসান", এ্যাবাউট্টার্ন", "লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট ; লেফ্‌ট রাইট", আরে পাজীগুলো গেল কোথায় ? আমি নিজেই প্যারেড করছি ? কালা আদমিগুলো ফাঁকিবাজের ধাড়ী। প্যারেডের সময় হলেই শালাদের কারও টিকি মেলে না। [ শিবদাসের প্রবেশ ]

শিবু ॥ ওয়ান।

সুবে ॥ কে?

শিবু ॥ টু।

সুবে ॥ থ্রী।

শিবু ॥ ফোর।

সুবে ॥ আমি ফাইভ্—

শিবু ॥ হ্যারি আপ্ হ্যারি আপ্ মাই ব্রেভী আর্মি। এগিয়ে চল এগিয়ে চল, খুনকা বাদলা খুন নাও। দুশমন কা জিন্দগী খতম কর। ইয়ে জমিন্‌মে মেরে ঝাণ্ডা উড়াও। স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ, পরদেশী ইংরেজ মুর্দাবাদ—

সুবে ॥ চোপরাও, চোপরাও শালে! আমি কর্নেল সুবেদার সিং, আমার সামনে মুর্দাবাদ? কে তুই?

শিবু ॥ ওয়ারেন হেষ্টিংস।

সুবে ॥ এ্যাঁ।

শিবু ॥ লর্ড ক্লাইভ।

সুবে ॥ এ্যাঁ?

শিবু ॥ হ্যাঁ! ওই দেখ, ওরা মার্চ করে এগিয়ে আসছে, যাও ওদের তাড়া কর। যাবে না? তবে তুমি মিরজাফর? সিরাজদ্দৌলাকে খুন করেছো? মীরকাশিমকে কবর দিয়েছো? নন্দকুমারকে ফাঁসিতে লটকেছো? আমি তোমাকে—( গলাটিপে ধরতে যায় )

সুবে ॥ খবরদার! এই হরকত সিং, বছরদ্দি শেখ, বন্দুক লেআও কামান লেআও। [ খাজা খাঁর প্রবেশ ]

খাজা ॥ হুজুর—

সুবে ॥ কান পাকড়কে বাহার লে যাও।

খাজা ॥ চলিয়ে—

[ শিবু পাগলের কান ধরতে উদ্যত হয় সহসা ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ দাঁড়া! ওর কান ধরেছিস কেন?

সুবে ॥ আমি বলেছি।

ডলি ॥ বল্লেই হলো? এই কান ছাড়। ( খাজা কান ছেড়ে দেয় )

সুবে ॥ কান ধর ( খাজা কান ধরলো )

ডলি ॥ কান ছাড় ( খাজা কান ছাড়ে )

সুবে ॥ কান ধর ( খাজা আবার উদ্যত হয় )

ডলি ॥ হুঁশিয়ার, ওর কান ধরলে আমি তোর মাথা নেবো।

সুবে ॥ তবে থাক—ধরিসনি।

ডলি ॥ তুমি কে ?

শিব ॥ সবাই বলে আমি নাকি পাগল—হা হা হা …

সুবে ॥ পাগল নয় চোর।

শিবু ॥ চোর তোমরা, ডাকু তোমরা, খুনী তোমরা।

সুবে ॥ চোপরাও !

শিবু ॥ তোমরাই কেড়ে নিয়েছো গরীবের অধিকার। তোমরাই সাজিয়েছো বাঙালীকে পথের ভিখারী। তোমাদেরই জন্য সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে ওই বেনিয়া বাঁদরগুলো এসে এ দেশের মানুষগুলোর রক্ত চুষে খাচ্ছে—

খাজা ॥ হুজুর, সাহেবদের গাল দিচ্ছে।

সুবে ॥ আমিই ও শালাকে…

শিবু ॥ পারবে না, পারবে না। ওই দেখ চারতলার ওপর সোনার খাটে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে শাসকেরা নাক ডাকাচ্ছে, আর ওদেরই বাড়ীর নীচে ধুলোয় পড়ে একদল খিদের জ্বালায় ধুঁকছে। ওরে ক্ষুধার্ত মানুষের দল, বাঘের মত লাফিয়ে পড় বর্বরদের ঘাড়ে। ধুলোয় মিশিয়ে দে। তোদেরই রক্তে গড়া ওদের আকাশ ছোঁয়া দালান-কোঠা—গড়ে তোল সবাই মিলে এমন এক সমাজ যে সমাজে রাজা-প্রজা ধনী-গরীব সব সমান, সব সমান। [প্রস্থান

সুবে ॥ বাপস কালা আদমীটার গায়ে কি গন্ধ !

ডলি ॥ কালা আদমী তো তুমিও।

সুবে ॥ কি করে হলুম ? আমি তো মেম শাদী করেছি।

ডলি ॥ তা বটে ! মেম শাদী করলে কালা আদমী সাদা বাঁদরই হয়। আমি চললুম।

সুবে ॥ কোথায় ?

ডলি ॥ যেখানে ইচ্ছা—

সুবে ॥ তুমি কিরকম বলতো? দিনরাত ওই বেটাছেলেদের সঙ্গে ফুসুর, ফুসুর, গুজুর, গুজুর—

খাজা ॥ হুজুর, মেমসাব আবার সরাব খায়।

ডলি ॥ বেশ করে। তোর বাপের কি?

সুবে ॥ ওর বাবার কিছু না হলেও আমার অনেক কিছু যায় আসে। যেহেতু আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।

ডলি ॥ বিয়ে তুমি আমাকে করনি, দয়া করে আমিই তোমাকে করেছি। তোমাদের এই নেটীভ ইণ্ডিয়ান লেডিদের মতো চাবুক খেয়ে স্বামীর পা পূজা করতে শিখিনি। পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করার জন্যই আমাদের জন্ম।

সুবে ॥ তবে নামকাওয়াস্তে একটা স্বামী খাড়া করার দরকার কি? না, না, আমি তোমাকে যেতে দেব না।

ডলি ॥ দেবে না?

সুবে ॥ কিছুতেই না।

ডলি ॥ ভেরীওয়েল। তাহ'লে আমি আলেকজাণ্ডার সাহেবকে জানিয়ে দিই তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছো না।

সুবে ॥ কে—কে? আলেকজাণ্ডার সাহেব? মানে আমার ওপরওয়ালা? একথা আগে বলতে হয়। ওপরওয়ালা ডেকেছে, না 'গেলে কি ভাল দেখায়? তবে নীচু ওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলো না বুঝলে? হ্যাঁ আর শোন, আমার পদোন্নতিটা যাতে হয় তার ব্যবস্থাটা একটু করো।

ডলি ॥ আলেকজাণ্ডার সাহেব কথা দিয়েছেন, আমি তাকে শাদী করলে, তিনি তোমাকে সুবেদার থেকে চৌকিদার করে দেবেন।

সুবে ॥ এ্যাঁ, সুবেদার থেকে চৌকিদার? তাও বউ দিয়ে?

ডলি ॥ তার ওপর তিতুমিঞাকে ধরতে না পারলে চৌকিদার থেকে তোমাকে ঝাড়ুদার করে দেবে বলেছে।

সুবে ॥ ওরে বাবা! ডলি, মাই ডার্লিং!

ডলি ॥ গুডবাই। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ হ্যাত্তোর গুডবাই-এর নিকুচি করেছে। ওরে ও খাজা খাঁ। এখন কি করি বল না?

খাজা ॥ বিয়ে করুন—

সুবে ॥ আবার ?

খাজা ॥ এ বোটা দিয়ে চৌকিদারী পাবেন আর ও বোটা দিয়ে আবার সুবেদারী নেবেন।

সুবে ॥ চুব হ কমবক্ত।

খাজা ॥ জো হুকুম— [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ নাঃ—মেয়েছেলের জাতটাই বদমাস। মরুক গে, এখন তিতুমিঞার কথাই ভাবি। তাইতো চোথা চোথা ফোর্স দিয়ে পুলিশ অফিসারকে পাঠিয়েছি। সে ব্যাটা এখনও আসছে না কেন ? [ বংশীধরের প্রবেশ ]

বংশী ॥ আমি এসেছি স্যার।

সুবে ॥ তবে আর কি, নাচ।

বংশী ॥ নাচবো ?

সুবে ॥ কে ও, পুলিশ অফিসার ? যাক বাঁচালে আর কি। তিতুমিঞার জন্য ভেবে ভেবে আমার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছিল।

বংশী ॥ আমারও পেট খারাপ করেছে স্যার।

সুবে ॥ ওষুধ খেয়ে নিও সেরে যাবে।

বংশী ॥ আজ্ঞে।

সুবে ॥ আচ্ছা সে যা হয় হবে। এখন কি করে ধরলে বল ?

বংশী ॥ আমি ধরবো কি স্যার ! সেই আমাকে ধরেছিল।

সুবে ॥ তারপর ?

বংশী ॥ ছেড়ে দিতে পালিয়ে এলুম।

সুবে ॥ পালিয়ে এলে ? না এলেই তো পাবতে। ( হীরালালের প্রবেশ ) একি মিঃ চৌধুরী !

হীরা ॥ হ্যাঁ, একটা নতুন খবর শুনেছেন সুবেদার সাহেব ?

বংশী ॥ কি খবর, মিঃ চৌধুরী ?

হীরা ॥ তিতুমিঞার সঙ্গে গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জেও হাত মেলাচ্ছে।

সুবে ॥ কী ! এ কি খবর আনলেন, মিঃ চৌধুরী ?

বংশী ॥ আপনি বড় ভেঙে পড়ছেন স্যার।

সুবে ॥ সোজা থাকতে দিলে কই ? পারতে তিতুমিঞার মাথাটা আনতে ? [ মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ তিতুমীরের মাথা আসবে।

সুবে ॥ কবে? আমি পটল তুললে?

মিস্কিন ॥ তার আগেই পাবেন জনাব।

বংশী ॥ কে আনবে? তুমি?

মিস্কিন ॥ আমি! না না, আমি ফকির আমার কতটুকু শক্তি? আনবেন আপনারাই, আমি পথটা বাতলে দেবো।

হীরা ॥ সে পথটা কি?

মিস্কিন ॥ তিতুমীর সম্প্রতি মক্কার পয়গম্বর সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিরে এসেছে। তার মনে এখন স্বজাতি প্রীতির উজান বইছে। এই সুযোগে যদি তাকে হিন্দুদ্বেষী করে গড়ে তোলা যায়—

বংশী ॥ যুক্তি মন্দ নয়। সে হিন্দুব উপর অত্যাচার করলে কালী মুখুজ্জেও তাকে আর সাহায্য করবে না।

মিস্কিন ॥ শুধু কালী মুখুজ্জে কেন? কোনো হিন্দুই তাকে আর সাহায্য করবে না। সাহায্য না পেলে সে একা কতক্ষণ লড়বে?

সুবে ॥ সবই তো বুঝলুম। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?

মিস্কিন ॥ সে জন্য গুপ্তচর লাগাতে হবে।

সুবে ॥ ও, গুপ্তচরবৃত্তি বাঙালীদের যতখানি আছে; আমরা ঠিক ততখানি পারি না। ও কাজের ভারটা তুমিই নাও।

মিস্কিন ॥ হুজুরের হুকুম খোদার মর্জি বলেই আমি মাথায় তুলে নিলাম।

সুবে। পাওনা থোওনা সম্বন্ধে তোমার দাবী কি?

মিস্কিন ॥ কিছু না, আমি ফকিরমাত্র। চাই দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।

সুবে ॥ তার ওপরেও আমি তোমাকে দেবো ফকির সাহেব। যদি সত্যিই তুমি তিতুর মাথাটা আমাদের কাছে সস্তা করে দিতে পার, তাহ'লে আমি তোমাকে নগদ পাঁচশো টাকা, আর ওই হায়দরপুরের জমিদারীটা তোমার নামে লিখে দেবো।

মিস্কিন ॥ আমিও সেই জমিদারীর আয় ইসলাম ধর্মের সেবায় ব্যয় করে ধন্য হবো—।

সুবে ॥ তাহলে তুমি কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি একটু বিশ্রাম করিগে। মেজাজটা ঠিক নেই।

মিস্কিন ॥ কেন হুজুর, বেমারী হয়েছে ?

সুবে ॥ বউ বারমুখো হলে, আমার মত সব শালারই বেমারী হয়, বুঝেছো ? [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ পুলিশসাহেব, আমাদের কাজে আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

বংশী ॥ মানে হেল্প ? নো, নেভার।

হীরা ॥ সে কি ! আপনি পুলিশ সাহেব···

বংশী ॥ তাই ইংরেজদের হুকুম তামিল করতে তিতুমিঞাকে কবর দেবো সত্য, কিন্তু তোমাদের মত নিমকহারামকে সাহায্য করে নরকে নামতে পারবো না। [ প্রস্থান ]

হীরা ॥ বেটা ইংরেজের গোলামী করেও এখনও বড় বড় বুকনী ঝাড়তে ছাড়ে না।

মিস্কিন ॥ হা হা হা, হীরালালবাবু, এইবার শুরু হোক আমাদের কাজ।

হীরা ॥ সে আর বলতে। তবে দেখ মিস্কিন, ওই সীমাকে—

মিস্কিন ॥ সে তো আপনার নসীবেই আছে।

হীরা ॥ না, সে কথা আমি এখনও ভরসা করে বলতে পারি না মিস্কিন। ভেবেছিলাম শিবদাসকে খুন করলে কালী মুখুজ্জে নিরুপায় হয়ে সীমাকে আমার হাতেই তুলে দেবে। দিতও তাই, যদি ওই অনাদি না বাধা দিত—

মিস্কিন ॥ স্বয়ং খোদাতায়ালা বাধা দিয়েও জমিদারের মেয়ের সঙ্গে আপনার শাদী ভাঙ্গতে পারবে না—আপনার জন্য আমি খুন করেছি শিবদাসকে —প্রয়োজন হলে অনাদিকেও পাঠিয়ে দেব দুনিয়ার বাইরে।

হীরা ॥ তুমিই আমার একমাত্র ভরসা—

মিস্কিন ॥ আপনিও আমার তাই। আমি যেমন চাই হায়দারপুরের জমিদারী আর তিতুমিঞার মাথা, আপনিও তেমনি চান গোবরডাঙ্গার জমিদারী আর জমিদার কন্যা সীমা। কাজেই দুজনের চাওয়া যখন এক তখন দুজনেই আমরা দুজনের ভরসা। আসুন এখন জমিদারের সঙ্গে তিতুমীরের দোস্তীটা কি করে ভেঙে দেওয়া যায় সেই ফন্দিই আঁটা যাক।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ তিতুমীরের বাড়ী। কুহু, কুহু স্বরে দূরে একটি কোকিল ডাকল। সেই ডাক শুনে পিয়ারা বলছিল ]

পিয়ারা॥ চুপ চুপ, কেন ডাকছিস? বসন্ত এসেছে? আসুক না তাতে আমার কি? আমি মুখ্যু চাষীর মেয়ে, মুসলমানী, আমার মনে বসন্তের ছোঁয়া লাগবে কেন? ( আবার কোকিল ডাকল ) ওকি আবার? কি বলছিস? আমার বর আসছে? দূর দূর, ওসব রঙিন স্বপ্ন আমাদের জন্য নয়। আমি জানি।

গীত

সোনার স্বপন মোর
ভেঙে যাবে হায় মন আঙিনায়—
শুধু নিশি হবে ভোর।
আলো ভরা চাদ আসিবে না আর
আমার আকাশ শুধুই আঁধার
হাসির মাধুরী ফুটিবে না কভু
মুছাইতে আঁখিলোর॥

[ কিছু আগে অনাদি প্রবেশ করে গান শুনছিল। তাকে দেখে পিয়ারা বলল ]

পিয়ারা॥ ( চমকে উঠে ) কে!

অনাদি॥ আমি, মানুষ।

পিয়ারা॥ জন্তুজানোয়ার নয়, তা তো দেখেই বুঝতে পারছি

অনাদি॥ এইটাই কি তিতুমীরের বাড়ী?

পিয়ারা॥ সম্ভব।

অনাদি॥ তুমি তিতুমীরের—

পিয়ারা॥ বহিন।

অনাদি॥ নামটা জানতে পারি?

পিয়ারা॥ বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন বুঝি?

অনাদি॥ আপাততঃ ঠিক তা নয়, তবে পরে…

পিয়ারা॥ পরে হলেও বিয়ে আমি করবো না।

অনাদি॥ আপত্তি থাকে বলো না। তোমার গানখানা বেশ লাগলো।

পিয়ারা ॥ শুনে সুখী হলাম। দয়া করে বিদায় হবেন ?

অনাদি ॥ কিন্তু আমি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা না করে—

পিয়ারা ॥ দাদার সঙ্গে !

অনাদি ॥ হ্যাঁ, দয়া করে তোমার ভাইজানের সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও।

[ পিস্তল হস্তে কস্তম খাঁর প্রবেশ ]

কস্তম ॥ দেখা হবে, তবে এখানে নয়।

অনাদি ॥ কোথায় ?

কস্তম ॥ যমের বাড়ী।

পিয়ারা ॥ কস্তম খাঁ !

কস্তম ॥ কিবে ? বাবুজীর মুখখানা বড় সুন্দর বুঝি ?

পিয়ারা ॥ চোপরাও কমবক্ত।

কস্তম ॥ হা হা হা, চোখ রাঙালে উপায় নেই পিয়ারা। ভদ্দরলোককে গুলী করে মারতেই হবে।

অনাদি ॥ আমার অপরাধ ?

কস্তম ॥ তুমি দুশমন।

পিয়ারা ॥ দুশমনের সাজা দেবে, ভাইজান।

কস্তম ॥ তোর ভাইজানের হুকুম দেওয়াই আছে।

পিয়ারা ॥ ভাইজান হুকুম দিয়েছে ?

[ তিতুমীরের প্রবেশ ]

তিতু ॥ হ্যাঁ দিয়েছে। জানিস তো বহিন তোর ভাইজানের মাথার জন্য কত শালা ওৎ পেতে বসে আছে।···আরে তুমি কে !

অনাদি ॥ আমি গোবরডাঙ্গার জমিদারবাবুর ভাগ্নে।

তিতু ॥ গোবরডাঙ্গার জমিদারবাবুর ভাগ্নে ! আমার কাছে কেন ? ইংরেজের সঙ্গে মিটমাটের কথা বলতে এসেছো ? ওসব আপোস টাপোস আমার কাছে নেই।

অনাদি ॥ আপোষ আমিও চাই না।

তিতু ॥ তবে কি চাও ?

অনাদি ॥ জমিদারের আদেশেই তোমাকে জমিদারবাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।

পিয়ারা ॥ জমিদার বাড়ীতে, কেন ?

অনাদি ॥ তোমার দাদার বীরত্বে তিনি মুগ্ধ। তাই তিতুমিঞার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিও চান বর্বর ইংরেজশক্তিকে চূর্ণ করতে।

তিতু ॥ জমিদারবাবুও ইংরেজের সঙ্গে লড়বেন ?

অনাদি ॥ লড়তে হবেই ভাই। এ সংগ্রাম শুধু জমিদারের নয়—এ সংগ্রাম শুধু হায়দারপুরের চাষী ভাইদের নয়—এ সংগ্রাম হবে, সারা বাঙলাকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করে পরাধীন বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার মন্দাকিনীতে স্নান করানো।

তিতু ॥ বাবুজী !

অনাদি ॥ ওই শোন তিতুমীর—বাতাসের বুক থেকে এখনও সিরাজ-দ্দৌলার কান্না মিশে যায় নি। মীরকাশিমের রক্তের দাগ এখনো ঠিক তেমনিই আছে—মহারাজ নন্দকুমারের অতৃপ্ত আত্মা আজও প্রতিশোধের আশায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়ায় বাঙলার পথে পথে।

রুস্তম ॥ কিন্তু ওদের জন্য আমরা লড়তে যাবো কেন ? আমরা লড়বো হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্য।

অনাদি ॥ শুধু হায়দারপুরের ভাইদের নিয়ে সংগ্রাম করলে সে সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে না ভাই। তোমাদের সংগ্রাম করতে হবে সমস্ত দেশের সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে। গড়ে তুলতে হবে তোমাদের মত লাখো লাখো জোয়ান।

পিয়ারা ॥ গোলামীর ফাঁস পরা ওই ভদ্দরলোকগুলো জাগবে না মশাই, জাগবে না।

অনাদি ॥ জাগবে, ওদের জাগাতে হবে। ওদের কাণে ঢেলে দিতে হবে অভয় বাণী। শোনাতে হবে বৃটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। দ্বারে দ্বারে ঘুরে ওদের ডেকে বলতে হবে, ভাইসব, দুর্যোধনের মত ওই সমুদ্র পারের ডাকু আমাদের মাকে করেছে বিবস্ত্রা, ভইয়ের ভেঙেছে বুকের পাঁজর। বোনের ইজ্জত দুপায়ে মাড়িয়ে আজও হাসছে অট্টহাসি। আর তোমরা ঘুমিয়ে থেকো না। ওঠ—জাগ। হুঙ্কার দিয়ে বল, আমরা রক্ত দেবো, তবু স্বাধীনতা দেব না।

তিতু ॥ রুস্তম, পিয়ারা বলতে পারিস কি আছে এই বাবুজীর মুখের কথায় ? এক দমকায় যেন আমার মনের আসমানটাকে সাদা করে দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ·লড়বো সমস্ত বাঙ্গালীর জন্যে, সারা বাঙলা দেশের জন্যে কিন্তু

বাবুজী আমি মুখ্যু চাষী মানুষ, তোমরা আমাকে কাছে টেনে নেবে? ঠিক বলছো, ঘেন্না করবে না? কাজ আদায় করে দূরে সরিয়ে দেবে না?

অনাদি ॥ আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি তিতুমীর, তুমি আমাদের বন্ধু। আর সেই বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সারা বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে দিলাম স্নেহালিঙ্গন ( তিতুকে আলিঙ্গন )

তিতু ॥ ওহো কি মজা? জাতিভেদের বেড়া ভেঙে, ধর্মের গোঁড়ামী ভুলে আজ আমরা এক হয়েছি। তবে আর কি? চল বাবুজী, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

[ ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ কোথায় যাবে? কার সঙ্গে?

তিতু ॥ এই বাবুজীর সঙ্গে জমিদার বাড়ী। জান ভাবি আমর কেউ তফাৎ নেই। সব এক হয়ে গিয়েছি।

ফুল ॥ ঝুট বাৎ। হিন্দুর সঙ্গে মোছলমানে কোনোদিন এক হতে পারে না।

পিয়ারা ॥ ভাবী—

কুসুম ॥ ভাবীর কথাই ঠিক। যারা চিরদিন আমাদের ঘেন্না করে এসেছে সেই ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে আমরা মিলবো না।

তিতু ॥ তাহ'লে—

ফুল ॥ কি ভাবছো তিতুভাই? এখনো তুমি দুশমনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছো? ভুলে গেছো বুঝি তোমার মাথার জন্য ইংরেজরা মোটা টাকা বখসিশ ঘোষণা করেছে। এই শয়তান মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তোমাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের নসীব ফিরিয়ে নেবে।

অনাদি ॥ না না, এ ধারণা তোমাদের মিথ্যা।

ফুল ॥ আমাদের মিথ্যা বোঝাতে এসেছো তুমি? তিতু ভাই, বলি তুমি কি পাথর হয়ে গেলে? এখনও দুশমনটার মাথা নিতে পারছো না?

তিতু ॥ নিতে আর কতক্ষণ? রুস্তম, আমার পিস্তল দে।

পিয়ারা ॥ ভাইজান, তুমি কি মানুষ?

তিতু ॥ না, মুখ্যু চাষী।

পিয়ারা ॥ মুখ্যু চাষীর যে বুদ্ধি থাকা উচিত, তোমার যদি তার একটুও থাকতো, তাহলে এই সাচ্চা মানুষের মাথা নিতে তুমি পিস্তল ধরতে পারতে না।

তিতু ॥ বুদ্ধি নেই বলেই তো পিস্তল ধরেছি। বাবুজী—

অনাদি ॥ আমাকে খুন করবে তিতু ?

তিতু ॥ করবো তাকে, যে তোমার গায়ে কাঁটার আচড় দেবে।

অনাদি ॥ তিতুমীর—

তিতু ॥ তবে আমি না ফেরা পর্যন্ত তিতুমীরের গরীবখানায় তোমাকে কিন্তু বন্দী থাকতে হবে বাবুজী।

অনাদি ॥ তুমি যাবে তিতুমীর।

তিতু ॥ গোবরডাঙ্গার জমিদারবাবু ডেকেছেন, না গিয়ে কি পারি ?

ফুল ॥ যদি সেখানে তারা তোমাকে খুন করে ?

তিতু ॥ তার বদলা নিতে এই বাবুজীকে তোমরা—

রুস্তম ॥ খুন করবো ?

তিতু ॥ সে তো সবাই করে, তার চেয়ে মাফ করে দিস—নাম থাকবে।

ফুল ॥ হিন্দুকে বিশ্বাস করে তুমি ঠকবে তিতুভাই।

তিতু ॥ বাঙ্গালীকে অবিশ্বাস করলে তার চেয়ে অনেক বেশি ঠকবো এই হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে জান্ দিলে সবাই জানবে একটা ডাকাত মরেছে। কিন্তু গোটা বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে যদি রক্ত দিয়ে যেতে পারি—বাঙলার ইতিহাসে এই মুখ্যু তিতু বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে শহীদ তিতুমীর হয়ে।

পিয়ারা ॥ ভাইজান তুমি এমন বেহেস্তের আলো !

তিতু ॥ দূর ওসব কথা থাক। এই বাবুজীকে তুই—

পিয়ারা ॥ কি করবো ?

তিতু ॥ জবাই করিস।

পিয়ারা ॥ ভাইজান।

তিতু ॥ হা হা হা, ওরে পাগলী, উনি আমাদের অতিথি, দেখিস যেন সেবায় ত্রুটি না হয়। [ প্রস্থান ]

ফুল ॥ অতিথি না হাতী, বেঘোরে যখন জানটা খোয়াবে তখন বুঝবে এই দরদের পরিনাম কি ভীষণ। [ প্রস্থান ]

রুস্তম ॥ ও আর কতটুকু বুঝবে ? বুঝবো তো আমি।

পিয়ারা ॥ রুস্তম খাঁ—

রুস্তম ॥ অতিথির সেবা করিস দুঃখ নেই। কিন্তু বেশি মেশামিশি করলে—

পিয়ারা ॥ কি হবে ?

কুসুম ॥ সমাজে বদনাম রটবে। আমি তখন সইবো না বলে দিচ্ছি হ্যাঁ।

[ প্রস্থান ]

পিয়ারা ॥ অসভ্য !

অনাদি ॥ হলেও এরা কেউ অভদ্র নয়। এমন প্রাণখোলা ব্যবহার আর কোথাও পাইনি।

পিয়ারা ॥ এখানেই না হয় পেলেন। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন ?

অনাদি ॥ তবে কি মুখ বুজে বসে পড়বো ?

পিয়ারা ॥ না চলুন।

অনাদি । কোথায় ?

পিয়ারা ॥ আমার মাথায়।

অনাদি ॥ এঁ্যা !

পিয়ারা ॥ হ্যাঁ—( পিয়ারা আগে যেতে ইঙ্গিত করে। অনাদি পিয়ারার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে অগ্রসর হয়—পিয়ারা তার পশ্চাতে যায় )।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ কক্ষ। হীরালাল ও দীনবন্ধু হাতী ]

হীরা ॥ আপনি ঠিক জানেন, তিতুমিঞা আসছে ?

দীন ॥ আসছে মানে ? হন হন করে আসছে।

হীরা ॥ কি স্পর্দ্ধা ওই অনাদির ? একটা ডাকাতকে বাড়ী ডেকে নিয়ে এলো ?

দীন ॥ গোল্লায় যাবে আবাগীর পুত, গোল্লায় যাবে।

হীরা ॥ তার ওপর আপনারও রাগ আছে দেখছি।

দীন ॥ থাকবে না ? আমি দীনবন্ধু হাতী। গাঁ শুদ্ধু লোক আমার পায়ের ধূলো মুখে না দিয়ে জলগ্রহণ করতো না। আর আজ গোঁয়ারটার কথায় সকলেই আমার ওপর হাড়ে চটা।

হীরা ॥ শুনুন এখনি তিতুমিঞা আসবে। সে এলেই—( কাণে কাণে বলে )

দীন ॥ ব্যস, ব্যস আমি পরোপকারী। তোমার উপকার করতে এটুকু আর পারবো না ? তবে আমার "কারবার"—

হীরা ॥ কোনো চিন্তা নেই। নির্ভয়ে আপনি গরীব দুঃখীর মুখের আহার কেড়ে গড়ুন সোনার অট্টালিকা, হীরালাল থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

দীন ॥ তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

হীরা ॥ তবে দেখবেন অভিনয়টা যেন চূড়ান্ত হয়।

দীন ॥ তুমি দেখে নিও কালী মুখুজ্জের সঙ্গে তিতুর দস্তি যদি ভেঙে দিতে না পারি আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতীই নই। [ প্রস্থান ]

হীরা ॥ মিস্কিন ফকিরের মতলব কাজে লাগাতে পারলেই কেল্লা ফতে। হা হা হা—ওকি মনুষ্যত্ব! কি বলছো? আমি অমানুষ? জাতিদ্রোহী? খুনী? না না সীমাকে পাওয়ার জন্য আমি আরও নীচে নামবো। শিবদাসকে খুন করিয়েছি, প্রয়োজন হলে কালী মুখুজ্জেকেও ক্ষমা করবো না।

[ কালীপ্রসন্নর প্রবেশ ]

কালী ॥ ক্ষমা আমিও করবো না হীরালাল।

হীরা। কাকা!

কালী ॥ অনাদি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি, ওই বেনের জাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পায়ে মাথা নীচু করার পাপেই আমার সীমার কপাল ভাঙলো। না না, বিদেশী জানোয়ারদের স্পর্দ্ধা আমি কিছুতেই সইবো না। ওরা কালী মুখুজ্জেকে দেখেছে, পায়নি তার শক্তির পরিচয়।

হীরা ॥ কিন্তু কাকাবাবু!

কালী ॥ এতে আবার কিন্তুর কি আছে? তুমি কালেকটারকে জানিয়েছ আমি খাজনা দেব না?

হীরা ॥ তা জানিয়েছি। তবে—

কালী ॥ তবে থাক এখন। তিতু আসছে কিনা দেখ।

হীরা ॥ সে এলেও যদি—

কালী ॥ আবার যদি?

হীরা ॥ অর্থাৎ।

কালী ॥ আঃ—তোমার ওই কিন্তু, যদি, তবে, অর্থাৎ, এবং বরং সুতরাং গুলো এখন শিকেয় তুলে রাখ—

হীরা। মানে আমি বলতে চাই।

কালী ॥ যা বলতে চাও শুনবো পরে, আপাততঃ আমি যা বলছি তাই করো। আমার জমিদারীতে ট্যাঁড়া দিয়ে দাও, বিলিতি জিনিস যেন কেউ না কেনে।

নেপথ্যে। মার—মার—

কালী ॥ ওকি! কারা চিৎকার করছে?

[ কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে একটি ছোরা হাতে দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ ]

দীন ॥ আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

কালী ॥ কে তুই?

দীন ॥ ( কৃত্রিম কণ্ঠে ) আমি তিতুমীরের লোক।

কালী ॥ এখানে কেন?

দীন ॥ তিতুমিঞাই আমাকে পাঠিয়েছে হুজুরকে খুন করতে।

দীন ॥ কি বলছিস?

দীন ॥ এই দেখুন তার নাম লেখা ছোরা। ( ছুরি দিল )

হীরা ॥ একি! এ যে সত্যিই তিতমীরের নাম লেখা! চল শালা, আমি তোকে—

দীন ॥ আমাকে ছেড়ে দাও বাপ, আমি গরীব।

হীরা ॥ ছেড়ে দেবো? না না, এত সহজে তোকে ছাড়বো না। তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসবো।

কালী ॥ ওঃ! এ জগতে সবাই কি বিশ্বাসঘাতক? অনাদির কথাও কি মিথ্যা? না না, হীরালাল, নিয়ে যাও শয়তানকে আর যদি পার সেই তিতুমিঞাকে—

হীরা ॥ সে জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না কাকা। আপনি শুধু আমার পিতৃবন্ধু নন, আমারও পিতৃতুল্য। ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য তিত মিঞার মত একজন গুণ্ডাকে লেলিয়ে দিয়ে যে আপনার বুকে ছুরী বসাতে চেয়েছে, তিত মিঞার সঙ্গে সেই অনাদিকেও আমি উচিত শিক্ষা দেবো।

কালী ॥ অনাদি!

হীরা ॥ অনাদিকে যত আত্মীয়ই ভাবুন কাকা, আমি জানি তার চেয়ে বড় শত্রু আপনার আর কেউ নেই।

কালী ॥ কি বলছো হীরালাল!

হীরা ॥ হীরালাল যে মিথ্যা বলে না, উপযুক্ত সময়েই সে প্রমাণ আপনি পাবেন। চলে আয় শয়তান। [ দীনবন্ধুসহ প্রস্থান ]

কালী ॥ ওঃ, আমি জেগে, না স্বপ্ন-ঘোরে? অনাদির কথা মিথ্যা! শিবদাসের হত্যাকারী তিতুমিঞা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তো কোনো সন্দেহ নেই। সে আমাকে হত্যা করাতে পারে। ওরে কে আছিস? লাঠিয়ালদের তৈরী হতে বল, হায়দারপুরের তিতুমীরকে আমি চাই।

[ তিতুমীরের প্রবেশ ]

তিতু ॥ তিতুমীর হাজির জনাব।

কালী ॥ তুমি!

তিতু ॥ কি হুজুর? মুখের দিকে কি দেখছেন? দশ বছর আগে এখানে পালোয়ানী করে গেছি। একদিন আপনার নিমক খেয়েছি, আপনি ডেকেছেন শুনে আর কি চুপ করে থাকতে পারি?

কালী ॥ তোমাব এত দুঃসাহস!

তিতু ॥ হা হা হা, আমার সাহসের কথা আপনি জানেন জনাব। একগাছা লাঠি হাতে থাকলে পঞ্চাশজনকেও আমি ভয় করি না। বড়, বড় দরিয়াগুলো আমি সাঁতরে পার হই। সেবার তো দশজন ইংরেজ পল্টনকে আমি একাই—

কালী ॥ তিতুমীর···

তিতু ॥ কি? আপনি যেন আমাকে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছেন? হবারই কথা। দশটা বছর আমি বাঙলা মুলুক ছেড়ে মক্কায় ছিলুম। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে। আমার দেহটাও কি কম পাল্টেছে? যাক এই নিন, এই গয়নার বাক্সটা ধরুন।

কালী। গয়না!

তিতু ॥ তেমন কিছু দামী নয় হুজুর। মোটে দুশো টাকা দিয়ে এই হার ছড়াটা কিনেছি। ভাবলুম, শুধু হাতে যাই কি করে? এতদিন পরে যখন আসছি খুকুমণির জন্যে কিছু আনা দরকার। তবে এর চেয়ে অনেক ভাল গয়নাই আপনি তাকে পরিয়েছেন। তবু আমার দেওয়া এই গয়নাটা পেলে সে বড় খুসী হবে। তাকে ডেকে দিন হুজুর, আমি নিজের হাতে—

কালী ॥ তোমার দেওয়া হার—

তিতু ॥ কমদামী হলেও, সোনাটা কিন্তু খাঁটি। একটুও খাদ নেই।

কালী ॥ সোনায় খাদ না থাকলেও তোমার মনটা খাদে ভরা।

তিতু ॥ হুজুর—এ হার?

কালী ॥ শয়তানের দেওয়া হার আমার মেয়ের কণ্ঠে ওঠে না।

তিতু ॥ আমি শয়তান!

কালী ॥ তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি ডাকাত, তমি খুনী…

তিতু ॥ হুজুর—

কালী ॥ অস্বীকার করতে পারো, এই ছোরাখানা তোমার নয়? এই ছোরা দিয়ে তুমি লোক পাঠাও নি আমাকে খুন করতে?

তিতু ॥ এই ছুরি! এই ছুরি দিয়ে আমি চেয়েছি আপনাকে খুন করাতে! ওঃ খোদা না! না আফশোষ কিসের? বড়লোকের কাছে ভদ্দর-লোকের কাছে মুখ্য চাষীদের পাওনা তো এমনি লাঞ্ছনা। এতো নতুন নয়—এরা যে জালিয়াৎ।

কালী ॥ আমি জালিয়াৎ!

তিতু ॥ একশোবার। আপনি লেখাপড়া জানা জমিদার, আর আমি গরীব চাষী। আমার সঙ্গে দোস্তি করলে আপনার ইজ্জত যাবে। লোকে নিন্দে করবে। তাই দোস্তি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই এই ফন্দি—।

কালী ॥ ডাকাতের সঙ্গে দোস্তী কালী মুখুজ্জে করে না।

তিতু ॥ ডাকাত, ডাকাত—কাদের জন্য আমি ডাকাত? কারা সাজিয়েছে আমাকে ডাকাত? সে আপনারা। আপনাদের অবজ্ঞার চাবুকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আপনাদের মত জমিদারদের অত্যাচার থেকে আমার গরীব ভাইদের বাঁচাতেই আমি সেজেছি ডাকাত।

কালী ॥ তিতুমীর।

তিতু ॥ হে ভদ্দর লোক, তিতুমীরের মনে যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিল তাও আপনার দেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জেগে উঠলো তার অন্তরে শুধু রক্তের পিপাসা। সে শয়তান, জীবন্ত শয়তান।

কালী ॥ তিতুমীর তুমি এমন অমানুষ?

তিতু ॥ অমানুষ বলেই এতবড় আঘাতের পরও আপনার মত মানুষকে জানিয়ে গেলাম সেলাম, সেলাম! [ প্রস্থান ]

কালী ॥ তিতুমীরকে অবিশ্বাস করে আমি কি ভুল করলাম? না না কিসের ভুল? তিতুমীর যে অপরাধী তার জীবন্ত প্রমাণ তারই নামে লেখা

এই ছোরাখানা! কিন্তু অনাদি গেল কোথায়? তবে কি তিতুমীরের সঙ্গে —না-না জগৎ উল্টে যাবে কিন্তু অনাদি বিশ্বাসঘাতক হবে না। এ সবই ওই গুণ্ডাটার কারসাজি। ও নিশ্চয় তাকে আটক রেখেছে। দরবার সিং, ভজনলাল, আলি আমেদ!

[ সীমার প্রবেশ ]

সীমা॥ ওদের নিয়ে কোথায় যাবে বাবা? ইংরেজদের কুঠী আক্রমণ করতে?

কালী॥ না মা না, আগে ওই বর্বর তিতুমীরকে শেষ করতেই হবে।

কালী॥ তাহলে ইংরেজ?

কালী॥ ওরে ইংরেজ তোর শত্রু নয় মা, তোর শত্রু ওই তিতুমীর।

[ প্রস্থান ]

সীমা॥ একি হলো? যেন সব উলটে গেল? ইংরেজ আমার স্বামী হন্তা নয়?

[ শিবুপাগলের প্রবেশ ]

শিবু॥ চুপ-চুপ, ওকথা বোলো না। তোমার স্বামী—

সীমা॥ কে!

শিবু॥ এই শোন শোন, তোমার কাছে আমার মনের কথা বলতে এসেছি।

সীমা॥ কে তুমি? ডাকাত? ওরে কে আছিস?

শিবু॥ না না ডাকাত নই। আমি মানুষ।

সীমা॥ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শিবু॥ তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি দিন রাত তোমাকে স্বপ্ন দেখি, মনের পটে তোমার ছবি আঁকি, দর্পণে তোমার সঙ্গে কথা বলি। সীমা সীমা, আমি তোমায়—

সীমা॥ গোটা বাঙলা দেশটা কি একটা লম্পটের রাজত্ব হল! নারীর মর্যাদা রাখতে কি কেউ নেই?

[ চাবুক হস্তে হীরালালের প্রবেশ ]

হীরা॥ কে বলে নেই? কে তুই?

শিবু॥ আমি—আমি—

সীমা॥ তাড়িয়ে দাও তাড়িয়ে দাও হীরালাল, দেখছো না? ও আমার মুখের দিকে কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

হীরা॥ যা যা লম্পট, তবু দাঁড়িয়ে! তবে রে শূয়ারের বাচ্চা ( চাবুক দিয়ে প্রহার )

শিবু॥ আঃ, আর মেরো না। আমি তোমাদের রাজভোগে ভাগ বসাতে আসিনি। শুধু এসেছিলাম—

হীরা॥ ষ্টুপিড, চুরি করতে এসে আবার গলাবাজী? তবে রে জানোয়ার ( পুনঃ প্রহার )

শিবু॥ আঃ, মার মার, আর আমি কাঁদবো না। ওরে সাধুবেশী শয়তান। ওই শোন শোষক, গরীব চাষী শ্রমিক তোদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একযোগে বলছে এ্যায়সা দিন নেহী রহেগা। দিন আসছে, এমন দিন আসছে যে, দিন সব এক হো যায়েগা, এক হো যায়েগা। হা হা হ—

সীমা॥ এক উন্মাদ!

হীরা॥ উন্মাদ নয়, এ সব চালাকী।

শিবু॥ ঠিক ধরেছো, চালাকী। বাঃ, বারে বড়লোক, বারে ধনীর দুলাল। আমরা যা করি সব চালাকী। ওরে, ওরে আর তোরা কাঁদিস না। খিদের জ্বালায় একটু ফ্যানের জন্যে আর তোদের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না! আমি তোদের সবাইকে জাগিয়ে তুলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলবো। আকাশ ফাটিয়ে বলবে গরীব দুনিয়া জিন্দাবাদ।

হীরা॥ অসহ্য অসহ্য, দেখছো কি সীমা! এ নিশ্চয়ই তিতুমীরের গুপ্তচর।

শিবু॥ দুটো খেতে দেবে?

হীরা॥ রাস্তায় বালী আছে মুঠো মুঠো খেয়ে নিগে।

শিবু॥ ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, আমরা বুকের রক্ত জল করে মাটির বুকে লাঙল দিয়ে ফসল ফলাই কিনা? তাই আমরা খাবো মাটি আর তোমরা খাবে রাজভোগ। না, না, দুনিয়ার এই বেইমানী আমি সইবো না। হো মাই ব্যাটিলিয়ান, কুইক মার্চ, কুইক মার্চ। [ প্রস্থান ]

সীমা॥ ওকে ফিরিয়ে আনো হীরালাল।

হীরা॥ কি বলছো সীমা! ওকি মানুষ?

সীমা॥ ভিখারী।

হীরা॥ হলেও লম্পট।

সীমা ॥ কিন্তু তোমাদের চেয়ে নয় ?

হীরা ॥ সীমা—

সীমা ॥ মানুষকে ঘৃণা করে বড় হওয়া যায় না হীরালাল। যায় না [প্রস্থান]

হীরা ॥ কে এই ছদ্মবেশী ? এর চোখ দুটো কি ভয়ংকর যে অতীতের একটা জীবন্ত কুকীর্তি আমাকে দংশন করতে এসেছিল ? কে ও ? কি ও ? না না, যাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি, সে কোনো দিনই আর আমার সামনে আসবে না—আসতে পারে না, না। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

[ জমিদার বাটি। জাতীয় পতাকা হাতে সূত্রধার ]

সূত্রধার ॥ জমিদার কালী মুখুজ্জের আমন্ত্রণ পেয়ে তিতুমীর ছুটলো গোবর ডাঙ্গায়। মনে, মনে হয়তো আশা করেছিল মানুষে, মানুষে ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে গড়ে তুলবে নতুন সমাজ, সবাই মিলে একসঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে বাজাবে স্বাধীনতার রুদ্রবীণা। তিতুমীরের সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা শপথ করে বলি—

গীত

ওরে, ও বাঙ্গালী ভাই—
ধর্ম তোদের হোক না যা হোক
( তোরা ) জাত যে মানুষটাই ॥
ধনী, গরীব, চাষী, শ্রমিক
মুটে, মজুর, রাজা, মালিক
ভেঙ্গে ওই বিভেদ কোঠা
মুছে দে জাতির বালাই ॥ [ প্রস্থান ]

[ বিশু মোড়লের প্রবেশ ]

বিশু ॥ বাদশা ! ছোঁড়াটা গেল কোথায় ? এই আছে, এই নেই। বেটা যেন চরকির পাক খাচ্ছে। রোজ মনে করি সকালে উঠে কাণ ধরে পাঠশালায় দিয়ে আসবো। ঘুম থেকে উঠে দেখি তার আগেই একদিকে কেটে পড়েছে।_ হবে না কেন ? তিতুমীরের ছেলে তো ?

[ বাদশার প্রবেশ ]

বাদশা ॥ —টু—

বিশু ॥ এই যে—কোথায় ছিলি ?

বাদশা ॥ গান শিখতে গিয়েছিলুম, দাদু।

বিশু ॥ গান ? লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা, গান ?

বাদশা ॥ সদানন্দ চাচা বল্লে, লেখাপড়া শিখলে নাকি ইংরেজের গোলামী করতে হয় ?

বিশু ॥ তাই দিন-রাত তুই গান শিখবি ?

বাদশা ॥ গানখানা শুনেই দেখনা দাদু, কেমন লাগে।

বিশু ॥ আচ্ছা গা। শুনি—

গীত

বাঙলা আমার সোনার মাটি
বাঙ্গালী মোর ভাই
মায়ের স্নেহে ভাইএর স্নেহে
কতই সুধা পাই।
কোরাণে আর পুরাণেতে
রাম রহিমের এক ঘরেতে
মায়ের দুখে বুক ভাসাতে
কোথাও দেখি নাই ॥
সোনা মাটির সবুজ ফলে
শীতল করা দাখির জলে
বুক জুড়ানো দখিনা বায়
কোন দেশেতে পাই ॥

বিশু ॥ ঠিক বলেছিস দাদাভাই, এমন বুকজুড়ানো সোনার দেশ আর কোথাও নেই রে, কোথাও নেই।

বাদশা ॥ দাদু তুমি তো হিন্দু ? আমাদের বাড়ী থাকো কেন ?

বিশু ॥ সে একটা গল্পকথা ভাই। যেদিন দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল ভিটে মাটি, রোগে মোল একঘর ছেলে, পাগল হয়ে আমি দাঁড়ালুম পথে—সে দিন তোর বাপই হাত ধরে বাড়ীতে এনে দিলে ঠাই। তোর মাও এই বিশুদাদু বলতে অজ্ঞান ছিল। সেদিন থেকেই আমি হয়ে গেছি তোদের বাড়ীর একজন।

বাদশা ॥ থাক দাদু। এখন তুমি কানামাছি হবে কি না বল ?

বিশু ॥ কথা শুনছো ? জলজ্যান্ত চোখ থাকতে আমি হবো কিনা কানা ?

বাদশা ॥ হবে না তো ? তবে চল্লুম, আর আমি তোমার সঙ্গে হিঁদুদের বাড়ী পুজো দেখতে যাবো না। রামায়ণ কেতাবও পড়বো না। আজ থেকে—

বিশু ॥ আরে ভাই—ছেলে মানুষ অত রাগ করতে আছে ? কানামাছি না হয় হচ্ছি। কিন্তু তুই আমাকে কি দিবি বল দেখি ?

বাদশা ॥ কি চাও বল ? জানোতো আমি বাদশা ? যা চাইবে তাই দেবো।

বিশু ॥ বটে, বাঁধ চোখ—কর কানামাছি। তবে আমিও বলে রাখছি ছোঁড়া, তোর বিবিকেই আমি চাই।

বাদশা ॥ আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে, এখোন তো তুমি কানামাছি হও (বিশুর চোখ বাঁধে) দাদু আমায় ধরতে—

বিশু ॥ এই—ধরলুম বলে। কইরে,—সাড়া দে—

বাদশা ॥ টু। [ প্রস্থান ]

বিশু ॥ ও-আবার টু দেওয়া হচ্ছে ? মনে করেছিস আমি ধরতে পারবো না ? (চারিদিক হাতড়াতে থাকে। এমন সময় অতিব্যস্ত ফুলজানের প্রবেশ, সে বিশুর কাছে আসতেই বিশু তাহাকে জড়িয়ে ধরে) এই ধরিছি, ধরিছি—

ফুল ॥ আ-মলো যা, বেহায়া মিনসের রকম দেখ—

বিশু ॥ (বাঁধন খুলে) ফুলজান বিবি ! আমি মনে করলুম—

ফুল ॥ থাক আর ঢং দেখাতে হবে না। হিন্দুগুলো ওইরকম। বুড়ো হয়ে কবরে পা না যেয়েছে—এখনও মা বোন জ্ঞান নেই।

বিশু ॥ (জিভ কেটে) ও কথা কি বলছিস মা ? তুই আমার মেয়ের মত। ওই বাদশাটার সঙ্গে কানামাছি খেলতে খেলতেই—

ফুল ॥ এখন তো ওকথা বলবেই। একটু আগে যখন আমাকে বেইজ্জতি করলে।

বিশু ॥ ফুলজান বিবি ! এত বড় কথা তুমি বলতে পারলে ? যে মেয়েদের আমি মা ছাড়া কথা বলিনে। তাদের—ওঃ ভগবান—

ফুল ॥ কি ? দোষ করে আবার অভিশাপ ? আমি তিতুমীরের ভাবী। গাঁ শুদ্ধ লোক এই ফুলজান বিবির নামে কাঁপে আর তুমি আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিশাপ—তবে রে ঘাটের মড়া বেরো, বেরো এখান

থেকে [ বিশুর গলা ধাক্কা দিল—সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ।। কি করলে ভাবী ? দাদুসাহেবকে তুমি ফেলে দিলে ?

বিশু । না ভাই না। ও ফেলবে কেন ? ওই বাদশা ছোঁড়ার সঙ্গে খেলতে খেলতে মাথা ঘুরে আপনিই পড়ে গেছি।

পিয়ারা । তুমি কথা চাপা দিলে কি হবে দাদু। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি ভাবী তোমাকে ঘাড় ধরে ফেলে দিয়েছে।

ফুল ।। পিয়ারা—

পিয়ারা ।। বল ফুলজান বিবি। কোন সাহসে তুমি আমার দাদু সাহেবের গায়ে হাত তুলেছো? কোন অধিকারে তুমি তাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও ?

ফুল ।। ফুলজান বিবি কারও কাছে জবাবদিহি করে না।

পিয়ারা ।। কিন্তু আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ফুল ।। আমি তিতুমীরের ভাবী—

পিয়ারা ।। আমিও তিতুমীরের বহিন। তুমি এখান থেকে চলে যাও দাদু। এরা তোমাকে দিনরাত পায়ে পিষে মারবে আমি সে সইতে পারবো না।

বিশু ।। যাবার কথা বলিসনে ভাই। ইচ্ছে হলেও তবু আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নে।

ফুল ।। থাকবে কি করে ? তোমার মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতেতো আছে ভাগাড়।

বিশু ।। হ্যাঁ, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ভগবান আমাকে ভাগাড়ের জীবই করেছে। তবু ভাগাড়ে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি শুধু ওই বাদশার জন্যে।

পিয়ারা ।। দাদু—

বিশু ।। হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, ওর মা মরার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিল আমার বাদশাকে তুমি দেখ। আমিও যে তাকে কথা দিয়েছিলুম। [ প্রস্থান ]

ফুল ।। কেউ না পারলেও এই ফুলজান বিবি ওইসব আগাছাগুলোকে ঝাড়ে মূলে উপড়ে ফেলবে।

পিয়ারা ।। পিয়ারা থাকতে সে সাধ তোমার মিটবে না।

ফুল ।। তাহলে পিয়ারাও থাকবে না। আমি এই বলে যাচ্ছি··· [ প্রস্থান ]

পিয়ারা ॥ ভাবী—এ কি মানুষ ?

[ রুস্তম খাঁর প্রবেশ ]

রুস্তম ॥ মানুষ বুঝি তোর কাছে ওই ভদ্রলোকটা ?

পিয়ারা ॥ ভদ্রলোকের হিংসেয় তোমার বুক ফাটছে কেন ?

রুস্তম ॥ সতীনের হিংসে সব শালারই হয় ।

পিয়ারা ॥ রুস্তম—

রুস্তম ॥ আমি জানতে চাই তুই আমাকে সাদী করবি কিনা ?

পিয়ারা ॥ সাদী ?

রুস্তম ॥ কত ভাল মেয়ে আমার পায়ে ধরেছে ।

পিয়ারা ॥ রুস্তম—

রুস্তম ॥ তোর জন্য আমার বাপ আমার পিঠে চাবুক মেরেছে ।

পিয়ারা ॥ আমার জন্য ?

রুস্তম ॥ ইংরেজদের দেওয়া মোটা মাইনের চাকরী তাও ছেড়ে এসেছি ।

পিয়ারা ॥ ও তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছো আমারই জন্য। চাষীভাইদের জন্যে তুমি আমার ভাইজানের দলে মেশোনি ? বেইমান বেরিয়ে যাও ।

রুস্তম ॥ পিয়ারা—

পিয়ারা ॥ আর যাবার সময় শুনে যাও, তোমার মত কুত্তার বাঁদী হওয়ার জন্যে পিয়ারার পয়দা হয়নি ।

রুস্তম ॥ কি বললি শয়তান ? এতদিন আশা দিয়ে রেখে—আজ আমি তোকে খুন করবো !

[ পিয়ারাকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত—সহসা অনাদি আসিয়া ছুরি ধরিয়া ফেলিল ]

অনাদি ॥ আমি কিন্তু বাধা দেবো ।

রুস্তম ॥ ও তা দেবে বৈকি ! তা দেবে না ? ওযে তোমার কলিজার বসরাই গোলাপ । তোমার দিল দরিয়ার মহব্বতের জোয়ার ! তবে একথাও ঠিক—তুমি হিন্দু হয়ে মুসলমানী পিয়ারাকে সাদী করলে, সেই সাদীর রাতেই—

পিয়ারা ॥ কি করবে রুস্তম ?

রুস্তম ॥ তোকে আর কি করবো ? তোর পেয়ারের খসম এই বাবুজীকে আমি—

অনাদি ॥ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে ?

রুস্তম ॥ দেবো—দুনিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে সকলের আগে আমি তোমায় দেবো সাদীর ইনাম, ইনাম, ইনাম। [ প্রস্থান ]

অনাদি ॥ রুস্তম খাঁ! সত্যিই পিয়ারা, তোমাদের গাঁয়ের এক একটা মানুষ যেন এ জগতের নূতন আদর্শ।

পিয়ারা ॥ চলুন, আপনার রান্নার যোগাড় করে দিই।

অনাদি ॥ রান্না? মানে আমি রাঁধবো? হা, হা, হা দেখ পিয়ারা পরে না হয় তোমার কাছ থেকে শিখে নেব, আজকের দিনটা তুমিই ও ব্যবস্থাটা—

পিয়ারা ॥ সে কি, আপনি হিন্দু—

অনাদি ॥ তোমার গায়েও তে মুসলমান বলে লেখা নেই।

পিয়ারা ॥ তবু আমায় ছোঁয়া খেলে—

অনাদি ॥ জাত যাবে ? বেশতো পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

পিয়ারা ॥ বাবু।

অনাদি ॥ পিয়ারা, আমি মানুষকেই ভালবাসি, জাতি ধর্মকে নয়। যদি কোনদিন ওই ভিনদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে আমার প্রিয় জন্মভূমিকে স্বাধীনতার আলোয় ভরাতে পারি, সে দিন সেই নূতন প্রভাতে আমি তোমাকে নিয়ে—

পিয়ারা ॥ সে দিন কি আসবে বাবু ?

অনাদি ॥ আসবে পিয়ারা। ভুলের তমসা কাটিয়ে তিতুমীরকে যখন আমি জাগিয়ে তুলেছি, তখন এইবার শেষ হবে ইংরেজের শয়তানী।

[ তিতুমীরের প্রবেশ ]

তিতু ॥ শয়তান—শয়তান, দুনিয়ার সেরা শয়তান।

অনাদি ॥ ওই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী।

তিতু ॥ না না, তুমি।

পিয়ারা ॥ ভাইজান।

তিতু ॥ হ্যাঁরে বহিন। দুশমনটা এমন ফন্দি এঁটেছিল আর একটু হলে তোর ভাইজানের মাথাটা গোবরডাঙ্গায় রেখে আসতে হতো। যা যা, তলোয়ার নিয়ে আয় এই শয়তানকে আমি জবাই করবো।

অনাদি ॥ কি বলছো তিতুমীর, তুমি কি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছো ?

তিতু ॥ তিতুমীর ঝুট বলে না। এই দেখ জমিদারবাবুর মেয়ে খুকুমণির জন্যে একছড়া হারও নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্তু সে নিমকহারামটা চাষী বলে, মুখ্যু বলে, ঝুটমুট আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। আমি নাকি তাকে খুন করাতে লোক পাঠিয়েছি! ওঃ কি বলবো? নেহাৎ সেটা পরের বাড়ী—তাই রাগটা সামলে ফিরে আসতে হলো। তবে সহজে ছাড়বো না। ওর সঙ্গে তোমাকেও আমি গোর দেবো! হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলে জবাইখানায়। [ মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ খোদার দোয়ায় তুমি জিন্দা হয়ে ফিরে এসেছো বেটা, আমি তোমার জন্য দিন রাত আল্লাতাল্লার কাছে আর্জি জানিয়েছি।

তিতু ॥ তুমি?

মিস্কিন ॥ আমি তোমার গুরু সৈয়দ আহম্মদের প্রিয়শিষ্য।

তিতু ॥ এখানে?

মিস্কিন ॥ খোদাতালার হুকুমে ওই কাফেরদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। কবর দাও তিতু, যে শয়তান তোমাকে খতম করে পবিত্র ইসলাম ধর্মের একটা উজ্জল মণিদীপকে নিভিয়ে দিতে চায় সেই বেইমানকে তুমি নিজের হাতে কবর দাও।

তিতু ॥ কবর, কবর, হা, হা, হা।

পিয়ারা ॥ মাফ কর ভাইজান ওকে মাফ কর। যদি সাজা দিতে হয় তুমি আমার চামড়া তুলে নাও। আমাকে জ্যান্ত কবর দাও।

তিতু ॥ পিয়ারা!

পিয়ারা ॥ আমি তোমার পায়ে ধরছি, একদিনের জন্যেও যদি তুমি আমাকে বহিন বলে ভালবেসে থাকো তো আমার জান নিয়ে তুমি এই বাবু সাহেবের জানটুকু ভিক্ষা দাও।

তিতু ॥ না, না, কাউকে কোন ভিক্ষা আমি দেব না। দুশমনটার বেইমানী আমার মাথায় খুন চাপিয়েছে। আমার কলিজায় আগুন ধরিয়েছে, রক্তে তুফান ছুটিয়েছে। কে আসিস? [ রক্ষীর প্রবেশ ]

রক্ষী ॥ কি হুকুম সর্দার।

তিতু ॥ নিয়ে যা নিমকহারামটাকে, গুপ্তঘরে আটক রাখ, আমি কোতল করবো।

রক্ষী ॥ চলে এসো।

পিয়ারা ॥ নিয়ে যেও না—নিয়ে যেও না আব্দুল।

অনাদি ॥ বাধা দিও না পিয়ারা, চলার পথে হয়তো কোথাও ভুল হয়ে গেছে তাই সেই ভুলের মাশুল শোধ করতে হল আমাকে বুকের রক্ত ঢেলে। সেজন্য আমার অনুতাপ নেই আছে শুধু অভিমান। তাই যাবার সময় বাংলার ধুলোতে রেখে গেলাম আমার অভিমান-ভরা অন্তরেব অশ্রু জলে ধোয়া ব্যর্থ আশাটুকু।

পিয়ারা ॥ তোমাকে আমি একা যেতে দেবো না বাবু; যদি যেতেই হয় তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

অনাদি ॥ তা জানি পিয়ারা, তোমার সে সাহস আছে তবুও আমি তোমাকে অনুরোধ করে গেলাম তুমি থাক এই দেশেব মাটিতে। আর কিছু না পার আমার মত ভাগ্যহারা ভাইবোনদের কানে শুনিও স্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্র। [ রক্ষী সহ প্রস্থান ]

তিতু ॥ যে দেশে বেইমানের আস্তানা সে দেশে কোন দিনই স্বাধীনতা আসে না।

পিয়ারা ॥ বেইমান চেনার শক্তি তোমার নেই ভাইজান! তা যদি থাকতো কাঁচের নেশায় কাঞ্চনকে পায়ে ঠেলতে না। হীরে জহরৎ ভুলে মুঠো মুঠো পথের ধুলো কুড়িয়ে নিতে না। মানুষকে শয়তান ভেবে শয়তানকে কোলাকুলি করতে চাইতে না।

তিতু ॥ পিয়ারা—

পিয়ারা ॥ পিয়ারা তোমাকে অনেক উপরে তুলতে চেয়েছিল ভাইজান। কিন্তু তুমি নিজেই যখন দোজকে নামতে চলেছো—যাও আর আমি বাধা দেবো না। যে কটা দিন বাঁচবো শুধু এই মরুভূমির বুকে চোখের জল ফেলে বুকের জ্বালা জুড়াবো ভাইজান বুকের জ্বালা জুড়াবো। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ পিয়ারা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল? ফকির সাহেব, তবে কি আমিই কোন ভুল করলুম?

মিস্কিন ॥ কোন ভুল তুমি করনি বেটা। কাফেরদের ওপর মেহেরবাণী করা গুনাহ। ওই শোন তিতু, খোদাতালা বলছেন, কাফেরদের ধ্বংস করে বাংলার বুকে ইসলামের পবিত্র পতাকা ওড়াতেই তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন।

তিতু ॥ তাহলে কাফেরদের খতম করাই খোদাতাল্লার হুকুম?

মিস্কিন ॥ আর সে হুকুম তামিল করার জন্যই খোদা তোমাকে বখশিশ দেবেন তামাম বাংলার বাদশাহী তক্ত।

তিতু ॥ বাদশা? আমি হবো বাদশা! বল কি ফকির সাহেব? এই মুখ্যচাষীকে সবাই সেলাম জানাবে বাদশা বলে?

[ রুস্তমের প্রবেশ ]

রুস্তম ॥ কেন সেলাম জানাবে না সর্দার? তুমি যে গরীবের বন্ধু।

তিতু ॥ রুস্তম, তুইও বলছিস? তবে আর কি, কেল্লা তৈরী কর, গড় কাট্‌, ফৌজ সাজা, গরীব ভাইদের জন্য আমি ঠিক বাদশার মতই দুশমনের সঙ্গে লড়াই করবো।

মিস্কিন ॥ তার আগে এই হায়দরপুর থেকে কাফেরদের নাম মুছে দিতে হবে।

তিতু ॥ হায়দরপুরের কাফেরগুলোকে আমি খুন করবো?

মিস্কিন ॥ না হলে লড়াই-এর সময় এরাই ঘরের শত্রু হয়ে আমাদের বুকে দাঁত বসাবে। তাছাড়া ওই কাফের জমিদারই তোমাকে অপমান করেছে।

রুস্তম ॥ তুমি আমাকে হুকুম দাও সর্দার, ও শালাদের মাথাগুলো আমিই নেবো।

তিতু ॥ পারো যাও আমার দুশো লেঠেলে নিয়ে।

রুস্তম ॥ একধার থেকে জবাই করবো!

তিতু ॥ না কেউ যাতে জবাই করতে না পারে তার জন্য বুক দিয়ে ওদের রক্ষা করবে।

মিস্কিন ॥ ওরা তোমার দুশমন!

তিতু ॥ হলেও পাড়া-পড়সি, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে সুখে-দুঃখে, ধুলো কাদা মেখে মানুষ হয়েছি। কতদিন আমি খেতে না পেলে হিন্দু হয়েও ওরা আমার মুখে জুগিয়েছে আহার। আবার ওদের শুকনো মুখ সইতে না পেরে মুসলমান হয়েও আমি জুটিয়েছি ওদের ক্ষিদের ভাত। কেউ ডাকে আমায় চাচা, কেউ ডাকে বাবা, কেউ বলে দাদা, কত মধুর সম্পর্ক ওদের সঙ্গে। বাইরের দুশমনের জন্যে ঘরের ভাইদের রক্তে সে মধুর সম্বন্ধকে মুছে ফেলতে পারবো না ফকির সাহেব—পারবো না।

রুস্তম ॥ ওরা যদি তোমায় কবর দেয়?

তিতু ॥ কবরের অন্ধকারে বসে আমি খোদাতালাকে জানাবো, তুমি ওদের মাফ কর মেহেরবান মাফ কর—

মিস্কিন ॥ কিন্তু কাফেরদের ওপর মেহেরবানী করলে তোমার বাদশাহী তক্ত—

তিতু ॥ না জোটে লাঙ্গল গরুতো কেউ কেড়ে নেয়নি মিঞা ? চাষার ছেলে চাষ করে খাবো। পাড়াপড়সির কবরের ওপর দাঁড়িয়ে বাদশাগিরি করবো না। [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ উন্মাদ—উন্মাদ—

রুস্তম ॥ যা বলেছো ফকির সাহেব।

মিস্কিন ॥ হিন্দুগুলোকে কবর দিতে না পারলে তিতুমিঞাকে বাঁচানো যাবে না।

রুস্তম ॥ সে জন্য ভাবতে হবে না। কবর আমিই খুঁড়বো।

মিস্কিন ॥ হিন্দুদের ?

রুস্তম ॥ না—তোমার।

মিস্কিন ॥ চোপরাও বেইমান।

রুস্তম ॥ রাগ করো না মিঞা। তুমি যত পারো হিন্দুদের কবর খোঁড় তবে সাবধান মাথা বাঁচিয়ে।

মিস্কিন ॥ কেন ? কে নেবে আমার মাথা ? খোদা ?

রুস্তম ॥ খোদার অরুচি হলেও আমি কিন্তু তোমার মাথাটা মুড়িঘণ্ট না করে ছাড়বো না—হাঁ— [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ হা, হা, হা, আমার মাথা নেওয়ার আগে তিতুমীরের সঙ্গে আমি তোদের সবাইকে পিঁপড়ের মত পায়ে পিষে মারবো। তবেই আমার নাম মিস্কিন আলী। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### কক্ষ

[ মিস ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ তাইতো কোনটা করি ? ছবি আঁকি না গান গাই ? ঝগড়া করি না ভালবাসি ? হাসি না কাঁদি ? দুর ছাই—তার চেয়ে খানিকটা নেচে নিই—[ নৃত্য ভঙ্গিতে ] লা রে লা— [ বংশীধরের প্রবেশ ]

বংশী ॥ গুড নাইট স্যার। [ মিস ডলিকে দেখিয়া জিভ কাটিল ]

ডলি ॥ [ ভেংচি কাটিয়া ] গুড নাইট ম্যাডাম—।

বংশী ॥ আমি ম্যাডাম ?

ডলি ॥ না, তুমি একটি এ্যাস—

বংশী ॥ মানে গাধা ?

ডলি ॥ না হলে আমাকে স্যার বলতে ?

বংশী ॥ আমি ভেবেছিলাম—

ডলি ॥ নেটীভ বাঙালীরা যা ভাবে তা আমার খুব জানা আছে। এখন নাচো।

বংশী ॥ নাচবো ? আমি পুলিশ অফিসার—

ডলি ॥ আমি তোমার ওপরওয়ালার গিন্নী। আমার কথা না শুনলে —তোমার চাকরীর দফা রফা করে ছাড়বো।

বংশী ॥ ম্যাডাম—।

ডলি ॥ নাচো—নাচো—

বংশী ॥ নাচবো ? তবে নাচি ?

ডলি ॥ লারে—লা—লা—[ সুরে বলিতে লাগিল ও বংশীধর বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুবেদার সিং-এর প্রবেশ ]

সুবেদার ॥ ( নিজমনে ) এ্যাবাউট্‌টার্ণ, লেফট্ রাইট লেফট্ রাইট। [ সুবেদার সিংএর কথা মত বংশীধর প্যারেড করিতে লাগিল। সুবেদার এতক্ষণে বংশীধরকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ] স্টপ্—( বংশীধর থামিল )

ডলি ॥ স্টার্ট—( বংশীধর আবার আরম্ভ করি )

সুবে ॥ স্টপ্—[ বংশীধর থামিল )

ডলি ॥ স্টার্ট—( বংশীধর আবার আরম্ভ করিল )

সুবে ॥ বলি—এটা কি নাইট ক্লাব না পুলিশ ব্যারাক ?

ডলি ॥ পুলিশ ব্যারাকই ছিল তবে আপাততঃ আমি এটাকে একটা নাইট ক্লাব করবো।

সুবে ॥ মানে ?

ডলি ॥ মানে এবার থেকে তোমাদের সবাইকে নাচতে হবে।

সুবে ॥ এত বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আমরা এখানে নাচতে এসেছি নাকি ?

ডলি ॥ তবে কি তিতুমিঞার মাথা ভাঙতে এসেছো? সে গুড়ে বালি, তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে। হিম্মৎ থাকলে ছমাস এই বাংলার মাটিতে বসে সরকারী খানা খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে না।

সুবে ॥ আমি ঘুমুচ্ছি? আমার বউ হয়ে এতবড় কথা? আচ্ছা তিতুমিঞার মাথাটা কেটে আমিও তোমাকে বুঝিয়ে দেবো—।

ডলি ॥ বোঝাতে হবে না। সেদিন—

সুবে ॥ তুমি আমাকে বখশিশ দেবে তো?

ডলি ॥ বখশিশ নিশ্চয় দেবো তবে তোমাকে নয় তিতুমিঞাকে যদি সে তোমার মাথাটা কাটতে পারে। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ মাথা? আমার মাথা? কারপরদার, মাথাটা আমার আছে তো?

বংশী ॥ ইয়েস স্যার। ( সুবেদার মাথা হইতে হাত নামাইল )

সুবে ॥ ইয়েস স্যার?

বংশী ॥ নো স্যার।

সুবে ॥ ( মাথায় হাত ) নো স্যার?

বংশী ॥ ইয়েস স্যার—

সুবে ॥ তোমার ইয়েস স্যারের নিকুচি করেছে। ইতর কোথাকার। তোমার জন্যেই আমার বউটা মাটি হয়ে যাচ্ছে।

বংশী ॥ কি বলছেন স্যার!

সুবে ॥ আহা ন্যাকা ( ভেংচি কাটিয়া ) কি বলছেন স্যার? বলি তুমি হচ্ছো কালা আদমী, আমার মেম বউএর সঙ্গে কোন আক্কেলে ফুসফাস করতে এলে? পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েছেলের পেছনে ঘুর ঘুর করতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি আমার সাবডিনেট, কোন সাহসে আমার ডার্লিঙের সঙ্গে ডান্স কর রাসকেল?

বংশী ॥ আমি তো কিছুই করিনি স্যার।

সুবে ॥ করনি, বেশ! তাহলে কখনও কিছু করার চেষ্টা কর না। বুঝেছো? ডলি মেম, ম্লেচ্ছ, ওর দিকে তোমাদের চাইতে আছে নাকি?

বংশী ॥ মনে থাকবে।

সুবে ॥ থাকবে তো? ঠিক আছে। এখন তিতুমীরটাকে কি করে পাকড়াও করা যায় সেই কথাই ভাবো। [ দীনবন্ধুর প্রবেশ ]

দীন ॥ ভাবতে হবে না হুজুর সব পাকাপাকি করে ফেলেছি।

সুবে ॥ তুমি লোকটা কে ?

দীন ॥ হাতী হুজুর—

সুবে ॥ হাতী ? কারপরদার—আমার পিস্তল—

বংশী ॥ ঘাবড়াবেন না হুজুর, এ সে হাতী নয়।

সুবে ॥ সেই জন্যেই তো বেশী ভয়। বুনো হাতীগুলোকে তবু পার আছে কিন্তু এইসব হুঁ পেয়ে জানোয়ারগুলো বড় সাংঘাতিক

দীন ॥ আমার নাম শুধু হাতী নয় হুজুর, দীনবন্ধু হাতী।

সুবে ॥ কথা না বাড়িয়ে তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করায় কতদুর কি করে এলে বলো শুনি।

দীন ॥ কাজ অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছি হুজুর, বেটা যেমন কালী মুখুজ্জের সঙ্গে দোস্তী করতে এসেছিল, তেমনি এমন চাল দিয়েছি—এখন দোস্তী তো দোস্তী দুজনে আদায় কাঁচকলায়। এইবার আপনারা দয়া করে একটু চেষ্টা করলেই তার মুণ্ডপাত না হয়ে যায় না।

সুবে ॥ কারপরদার—তুমি এখুনি দুশো পুলিশ নিয়ে—

বংশী ॥ কি করবো স্যার—

সুবে ॥ বিয়ের সানাই বাজাবে।

বংশী ॥ আজ্ঞে—

সুবে ॥ নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বলছি এখনি দুশো পুলিশ নিয়ে হায়দরপুর ঘিরে ফেলার চেষ্টা করগে।

বংশী ॥ আমি এখনি যাচ্ছি।

দীন ॥ দেখবেন পুলিশ সাহেব! ওই ব্যাটা মুখ্যু চাষীটা যেন বেশ ভাল রকমের টিট্ হয়ে যায়।

বংশী ॥ তার সঙ্গে আপনাকেও টিট্ করে দেবো।

দীন ॥ আমি—আমি কি করেছি!

বংশী ॥ আমাদের কিছু না করলেও দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন আপনি। আপনার মত অসাধু শয়তানদের জন্যেই বাংলার বুকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের কালোছায়া। সুস্থ বাঙালীর জীবনকে দুঃস্থ করে ভেঙে দিচ্ছেন আপনারা!

দীন ॥ পুলিশ সাহেব—

বংশী ॥ হ্যাঁ, আমি পুলিশ, মনে রাখবেন দেশের শান্তি রক্ষায় তিতুমীরকে

দমন করা যেমন আমার দায়িত্ব তেমনি সরকারী শাসন কায়েম রাখতে আপনাদের মত ষড়যন্ত্রকারীদের টুঁটি কামড়ে ধরাও আমার কর্তব্য। [ প্রস্থান ]

দীন॥ এ আবার কি রকম কথা হুজুর। আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতী। ভুলে কারও অনিষ্ট করি না। ওই শালা তিতুমীরই আমার পঞ্চাশ মন ধান লুঠ করে নিয়েছে। [ হীরলালের প্রবেশ ]

হীরা॥ তা এইবার আপনি সুদ সমেত আদায় করে নেবেন হাতী মশাই।

সুবে॥ মিঃ চৌধুরী, আপনি ?

হীরা॥ তিতুমিঞাকে যাতে সহজেই দমন করতে পারা যায় সেই জন্যই গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুকে আপনার কাছে এনেছি স্যার।

সুবে॥ গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী মুখুজ্জে ? [ কালীপ্রসন্নের প্রবেশ ]

কালী॥ হ্যাঁ আমিই গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীমুখুজ্জে।

সুবে॥ কুনিশ করুন।

কালী॥ চাকরকে কুনিশ করার অভ্যাস আমার নেই।

সুবে॥ আমি বৃটিশ সেনানায়ক সুবেদার সিং।

কালী॥ আমিও গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী মুখুজ্জে।

হীরা॥ একি করছেন, আপনারা বন্ধুত্বের পরিবর্তে আত্মকলহ—

দীন॥ ছিঃ ছিঃ, এ যেন কাকের বিষ্ঠার মতই লাগছে বাবাজী।

সুবে॥ তিতুমীরের ধ্বংস আপনিও চান ?

কালী॥ অনিচ্ছাস্বত্ত্বে—

সুবে॥ সে আপনার উপর অত্যাচার করেছে ?

দীন॥ অত্যাচার মানে ? সে তো জমিদারবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল।

কালী॥ তাতেও আমি তাকে মাফ করতে পারতাম যদি সে আমার ভাবী জামাতা শিবদাসকে না খুন করতো।

সুবে॥ আপনার জামাই ?

কালী॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি তিতুমীরের···

হীরা॥ পুরানো কথা তুলে আর কাজ নেই কাকা। শিবদাসের কথা স্মরণ হলে এখনও আমাদের চোখে জল আসে।

দীন॥ দেখো বাবাজী, তোমার আবার যা দয়ার শরীর, যেন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলো না।

সুবে॥ বহুৎ আচ্ছা। এই কাগজে আপনি একটা দস্তখৎ করে দিন।

কালী ॥ কিসের দস্তখৎ ?

সুবে ॥ এক নম্বর, আমি লর্ড কর্নেলকে জানাবো তিতুমীরের অত্যাচারে আপনার মত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরাও অতিষ্ঠ। দু নম্বর, বৃটিশ শক্তিকে আপনি সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে সম্মত তারই একটা দস্তখৎ।

কালী ॥ দিন কাগজ। ( সহি করিতে উদ্যত হইয়া সহসা ) কে ? মিরজাফর ? এমনি একটা কাগজে তুমি না দস্তখৎ করেছিলে ? তার বিনিময়ে তুমি কি পেয়েছো ? সারা বাঙ্গলার কাছে যুগ যুগ ধরে পেয়েছ শুধু অবজ্ঞা, অবহেলা, লাঞ্ছনা ! আমিও সেই কালী মুখে মাখতে যাচ্ছি ! না না এ হতে পারে না। তিতুমীর অন্যায় করে থাকে আমি নিজে তাকে দমন করবো, তার জন্য সম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সাহায্য আমি নেব না—না, না কিছুতেই না।

হীরা ॥ আপনি ভুল করছেন কাকা। বৃটিশের চেয়েও তিতুমীর আপনার অনেক বেশী শত্রু।

দীন ॥ সে কথা একশোবার বাবাজী। শুধু ওঁর নয়, তিতুমিঞা দেশের শত্রু, জাতীর শত্রু।

হীরা ॥ ভেবে দেখুন, তারই জন্য সীমাকে আজীবন চোখের জল ফেলতে হবে।

কালী ॥ কি বল্লে ? সীমাকে চোখের জল ? ওঃ, আমি কি করি !

সুবে ॥ অত ভাববার কি আছে মিঃ মুখার্জী, প্রাণ চায় সহি করুন, না চায় ফিরে যান।

কালী ॥ ফিরে যাবো কিন্তু আমার সীমা যে চায় তার স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে !

হীরা ॥ তার এই সামান্য চাওয়াটুকু পূর্ণ করাও আপনার কর্তব্য কাকা।

কালী ॥ কর্তব্য, কর্তব্য, তাই হোক কর্তব্যের যুপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব বলি দিয়েই চোখের জলে লিখে যাই বেইমানের পরিচয়—

[ সহি করিল। গীত কণ্ঠে সদানন্দর প্রবেশ ]

সদা ॥ গীত—

করলি কি তুই পাগল ছেলে
ভুলের কাজল মেখে
হারিয়ে গেলি, অন্ধকারে—

জ্ঞানের সূর্য ঢেকে—
চোখের জলে লিখলি যা-তা—
মুছবে নারে রক্তেও তা—
মীরজাফরের গুষ্ঠী তোরে
বলবে সবাই দেখে ॥

সদা ॥ ভুল করলে জমিদারবাবু। এইসব বিভীষণদের কথা শুনে আজ তুমি যে ভুল করলে, তারজন্য সারাজীবন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

[ প্রস্থান ]

কালী ॥ অনুতাপ। আমার পুরস্কার হবে অনুতাপ? সুবেদার সাহেব, কাগজ দাও, আমি দস্তখৎ ছিঁড়ে ফেলবো।

সুবে ॥ কোম্পানীর কাগজে দস্তখৎ ছেলে-খেলা নয়, জমিদার সাহেব।

কালী ॥ ও—আমি তা ভুলে গিয়েছিলুম।

দীন ॥ এর জন্যে আপনার এত ভাববার কি আছে? আমাকেই বলুন এখনি বিশটা দস্তখৎ করে দিচ্ছি।

কালী ॥ সে তুমি বুঝবে না দীনবন্ধু। এই একটা দস্তখতের কালীতে হয়তো আমার সারা জীবনের সুনামটুকু ঢেকে দেবে। এই গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী মুখুজ্জেকে এতদিন সবাই বলতো দেশপ্রেমিক, বাঙ্গালীর বন্ধু, কিন্তু এবার থেকে সবাই বলবে দেশদ্রোহী, বাঙ্গালীর শত্রু।

সুবে ॥ জলযোগ না করেই ফিরে যাবেন?

কালী ॥ যেটুকু জলযোগ করেছি তাতে পেট ফুলে উঠেছে সুবেদার, নতুন কিছুর আর দরকার হবে না।

সুবে ॥ আপনি আমাদের দোস্ত।

কালী ॥ সে দোস্তীটা বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ মিঃ মুখার্জী যেন বেসুরো গাইছে।

হীরা ॥ যত বেসুরোই গাক, হীরালাল থাকতে জমিদার কালী মুখুজ্জের সঙ্গে তিতুমীরের বন্ধুত্ব কোনদিনই গড়ে উঠবে না।

সুবে ॥ তাতে আপনারই লাভ।

হীরা ॥ আমার? না না আমি আমার লাভ চাই না। অত্যাচারী তিতুমীরের কবল থেকে আমার বন্ধু বৃটিশ সরকারের মানমর্যাদা রক্ষা করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তবে এই অধমের বিষয়টা—

সুবে ॥ আমি গভর্ণরকে বলে আপনাকে রাজা খেলাৎ দেওয়াবো।

হীরা ॥ সে উপকার আমার আজীবন মনে থাকবে। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ হ্যালো হাতী মশাই—

দীন ॥ ওই সঙ্গে আমার প্রতিও একটু নজর রাখবেন হুজুর।

সুবে ॥ সে তোমাকে বলতে হবে না। তিতুমিঞাকে খতম করার পর তোমার সব সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করে নেবো।

দীন ॥ এঁ্যা ?

সুবে ॥ তাতেও সুখ না হলে ওই সঙ্গে তোমার মাথাটাও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

দীন ॥ থাক সাহেব, খুব হয়েছে। তবে আমারও নাম দীনবন্ধু হাতী —আপনার মাথাটাও—

সুবে ॥ কি করবি ? আমার মাথা ?

দীন ॥ বেচে দেব, মনে থাকে যেন—হঁ্যা। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ বেআক্কেলেটার কথা শুনলে ? আমি ইংরেজের এত বড় একজন হোমরা চোমরা—বলে কি না আমার মাথা বেচবে ! আচ্ছা তিতুমিঞাকে ঠাণ্ডা করে আসি আগে। [ মিস ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ চল্লে কোথায় ?

সুবে ॥ হায়দরপুর।

ডলি ॥ তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করতে ?

সুবে ॥ তার সাঙ্গো পাঙ্গোগুলোকেও কবর দিতে।

ডলি ॥ যাদের মুখে একমুঠো ভাত দিতে পারো না, তাদের গুলি করতে লজ্জা করবে না ?

সুবে ॥ লজ্জা ? হে হে হে, ডলি ! লজ্জা থাকলে ইংরেজের নকরী করি ? [ প্রস্থান ]

ডলি ॥ তা সত্যি। এমন গোলাম পাওয়াও ইংরেজের ভাগ্য—খাজা খাঁ—।

[ খাজা খাঁর প্রবেশ ]

খাজা ॥ মেমসাব—

ডলি ॥ শুনেছিস ? সুবেদার সিং যাচ্ছে তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করতে।

খাজা ॥ শুনেছি।

ডলি ॥ তোকে ওদের আগে হায়দরপুর যেতে হবে।

খাজা ॥ কেন ?

ডলি ॥ নেমন্তন্ন খেতে।

খাজা ॥ মেমসাব !

ডলি ॥ শোন, ওদের আগে তিতুমীরকে সজাগ করে দিয়ে আসতে পারলে, আমি তোকে পঞ্চাশ রূপিয়া বখশিশ দেবো।

খাজা ॥ তাতে তো আপনারই ক্ষ'ত হবে।

ডলি ॥ কিন্তু বাঙ্গালীর তো লাভ হবে ? একদিকে ইংরেজের শোষণ, অন্যদিকে বড়লোকদের শাসন এই দোটানায় জাতটা যে গেল ! তবু তিতুমিঞার দাপটে যদি কিছুটা সুরাহা হয়।

খাজা ॥ কিন্তু বাঙ্গালীরা তো আপনাদের শত্রু !

ডলি ॥ হলেও যাদের আলো, বাতাস, ফলে, জলে ভাগ বসিয়ে নিজে পুষ্ট হয়েছি তাদের সঙ্গে বেইমানী করতে আমি পারবো না।

খাজা ॥ কোম্পানী জানতে পারলে আপনাকে সাজা দেবে !

ডলি ॥ কিন্তু আমার যীশু আমাকে মেহেরবানী নিশ্চয় করবেন। [প্রস্থান]

খাজা ॥ মেমসাব, অবাঙ্গালী হয়েও বাঙ্গালীর ওপর আপনার এত দরদ ? আমি গরীব বান্দা দেবার কিছুই নেই। তবু আপনার ওই আজব চরিত্রের পায়ে জানিয়ে রাখলাম হাজারো সেলাম। [ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

[ তিতুর গুপ্ত কক্ষ। অনাদি একাকী ]

অনাদি ॥ জাতটার ওপরে যেন রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। যে কেউ বাঙ্গালীর দুঃখ বুঝবে, বাংলার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে চাইবে তারই মুণ্ডপাত হবে। মরতে আমার এতটুকু দুঃখ হতো না যদি জমিদার কালী মুখুজ্জের সঙ্গে তিতুমীরের শক্তি মিলিত করে ওই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম।

[ ছদ্মবেশে পিয়ারার প্রবেশ ]

আনাদি ॥ কে ?

পিয়ারা ॥ চুপ, জোরে কথা বলো না।

অনাদি ॥ পিয়ারা ? তুমি ?

পিয়ারা ॥ তোমাকে ঘাতকের হাতে মরতে দেখে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি ?

অনাদি ॥ কিন্তু—

পিয়ারা ॥ কোন কিন্তু করো না। ওই সুড়ঙ্গ পথ ধরে সোজা চলে যাও।

অনাদি ॥ তা হয় না পিয়ারা, তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে আমি মুক্তি নিতে পারি না।

পিয়ারা ॥ তোমাকে মরতে দেখে আমিও যে বাঁচতে পারি না বাবুজী। সেই ফকিরটা দিনরাত ভাইজানের কানে মন্ত্র দিয়ে তোমাকে খুন্ করার হুকুম আদায় করেছে। তা জেনেই আমি অনেক কষ্টে এখানে এসেছি। দেরি কোর না বাবুজী যাও—

অনাদি ॥ বেশ যাচ্ছি। আবার যাবার সময় এই জীবন-মরণের সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে একটা কথা আমি জানতে চাই পিয়ারা আমাকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে বল কি প্রতিদান চাও ?

পিয়ারা ॥ প্রতিদান ? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এই প্রতিদান চাই—কথা দাও যে বাঙ্গালীকে তুমি কোনদিনই ভুলবে না ?

অনাদি ॥ বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলার এই দুরন্ত মেয়েটিকেও আমি এঁকে রাখবো আমার মনের পাতায়।

পিয়ারা ॥ বাবু—

অনাদি ॥ তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম পিয়ারা, যে শয়তানদের চক্রান্তে তিতুমিয়ার অন্তরে জ্বলে উঠেছে হিন্দু বিদ্বেষের আগুন, যাদের ষড়যন্ত্রে দুটো বিরাট শক্তিকে এক করে বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সংকল্প আমার শূন্যে মিলিয়ে গেল,—তাদের কাউকে আমি ক্ষমা করবো না।

[ সশস্ত্র মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ ক্ষমা তোমাকে আমিও করবো না বেইমান।

পিয়ারা ॥ ফকির সাহেব !

মিস্কিন ॥ কে পিয়ারা ? তোবা ! তোবা ! তুমি মুসলমানী হয়ে এই—

পিয়ারা ॥ সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না।

মিস্কিন ॥ তা দেবে কেন ? তোমার চোখে যে মহব্বতের সুরমা লেগেছে ! তাই নিজের ভাইএর সঙ্গে বেইমানী করে গোপনে এসেছো পেয়ারের খসমকে মুক্তি দিতে ?

অনাদি ॥ মুখ সামলে কথা বলো ফকির সাহেব, তোমার মত ইতর সকলে নয়।

মিস্কিন ॥ এই ইতরের তলোয়ারেই শেষ হবে তোমার জিন্দাগী।

পিয়ারা ॥ একে তুমি মুক্তি দাও ফকির সাহেব।

মিস্কিন ॥ মুক্তি? হা হা হা—আমি মুক্তি দিলে তো?

পিয়ারা ॥ তুমি না দিলেও তোমার বাপ দেবে।

মিস্কিন ॥ কি এতদূর—বহুৎ আচ্ছা এই আমি তোমার ভাইজানের হুকুমেই কাফেরটার বুকে তলোয়ার বসাচ্ছি। দেখি পিয়ারা, তুমি কি করে একে রক্ষা কর।

পিয়ারা ॥ রক্ষা আমি করবই, মুখের কথায় না হলে শেষ পর্যন্ত এই পিস্তলের গুলিতে—( পিস্তল ধরিল )

মিস্কিন ॥ পিস্তল?

পিয়ারা ॥ হ্যাঁ। তোমাদের মত কুত্তার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে দরকার হবে জেনেই এটা সঙ্গে এনেছিলাম। যাও বাবু তোমার পথ মুক্ত। আর যাবার সময় এই পিস্তলটাও সঙ্গে নিয়ে যাও, আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগবে!

অনাদি ॥ পিয়ারা, নিজের জীবন বিপন্ন করেও বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে আমাকে মুক্তি দেওয়ার ঋণ শোধ করার সুযোগ যদি না আসে যদি আমার মুক্তির বিনিময়ে এই সব দুর্বৃত্তের হাতে অকালে নিভে যায় তোমার জীবন দীপ—[illegible] আদর্শ বাঙ্গলার মেয়ে আমি তোমার মূর্তি গড়িয়ে স্মৃতির আসনে বসিয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচার করে যাবো তোমার এই অপূর্ব আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কাহিনী। [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ কাজটা কি ভাল হ'ল পিয়ারা? ইসলামের দুশমন ওই কাফেরটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে মাফ করলেও তিতুমীরের কাছে সাজা তোমাকে পেতেই হবে। [ ছুরি হস্তে ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ তিত ভাই-এর আগে ওই বেইমানীকে আমিই পাঠিয়ে দেবো দোজকে—[ হত্যায় উদ্যত, সহসা পিস্তল হস্তে বাদশার প্রবেশ ]

বাদশা ॥ হুঁশিয়ার চাচী, আমিও তোমাকে পাঠাবো কবরে।

[ তিতু মীরের প্রবেশ ]

তিত ॥ ( বাদশার হাত হইতে পিস্তল লইয়া ) ছিঃ বাপজান, কচি হাতে পিস্তল মানায় না।

বাদশা ॥ তা বলে আমার ফুফুকে খুন করবে?

মিস্কিন ॥ তোমার ফুফুও তো কাজটা ভাল করেনি।

ফুল॥ বেইমান, বেইমান! নইলে ওর বাপের দুশমনকে যে ছেড়ে দিয়েছে তাকে সাজা দিতে বাধা দেয়।

তিতু॥ কাকে ছেড়ে দিয়েছে ভাবী? সেই বাঙ্গালীটাকে?

ফুল॥ তবে আর বলছি কি?

তিতু॥ পিয়ারা।

পিয়ারা॥ একজন নিরীহ মানুষের বুকে তলোয়ার বসানোর অধিকার তোমার নেই ভাইজান।

তিতু॥ আমার কলিজার খুনে হাত রাঙানোর অধিকার আছে বুঝি শুধু ওদের? শয়তানী, বেইমানী, ওরা যখন আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে অপমান করলে, খুনী বদমাস, গুণ্ডা বলে বদনাম রটালে তখন তো তোর বুকে ঘা লাগেনি? আর যেই আমি বাদলা নিতে হাত বাড়িয়েছি অমনি তই বাদ সাধলি? তোকে কি করবো বলতে পারিস?

পিয়ারা॥ ইচ্ছা হয় আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আমার চামড়ায় জুতি বানাও। আমার রক্তে গোশল কর তবু আমি বলে যাবো ভাইজান আমি যা করেছি তোমার ভালোর জন্যেই করেছি।

তিতু॥ পিয়ারা—

পিয়ারা॥ দেশের গরীব দুঃখী চাষীভাইদের বাঁচার দাবী আদায় করতে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যে সুনামটুকু তুমি পেয়েছো ভাইজান—আজ ধর্মের গোঁড়ামীতে অন্ধ হয়ে হিন্দুদের বুকে আগুন জ্বালালে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্নামের কালীতে ভরে যাবে তোমার মুখ।

মিস্কিন॥ ওই কাফেরদের রক্তে বাংলার মাটি কাদা করে ইসলামের পবিত্র পতাকা ওড়াতে না পারলে, খোদার দোয়া তমি পাবে না তিতমীর।

বাদশা॥ মানুষের দোয়া তো পাবে?

ফুল॥ মানুষের দোয়া নিয়ে কি হবে রে ছোঁড়া? খোদার দোয়া না পেলে তোর বাপজান যে বাদশা হতে পারবে না।

পিয়ারা॥ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখা কোনদিন সত্য হয় না।

মিস্কিন॥ দিন দুনিয়ার মালিক খোদাতাল্লার পয়জারের নফর এই মিস্কিন ফকির তিতুমিঞাকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী তক্তে না বসিয়ে ছাড়বে না। তবে তার আগে চাই কাফেরদের ধ্বংস।

পিয়ারা॥ কাফেরদের ধ্বংস করার আগে তুমি নিজে ধ্বংস হবে ফকির সাহেব।

ফুল॥ তিতু ভাই, পিয়ারার কথাগুলো এখনো তুমি সইতে পারছো?

তিতু॥ সত্যিই অসহ্য—

ফুল॥ আমি বলি কি ওকে পঁচিশ বেত লাগাও।

মিস্কিন॥ তাতেও সুবিধা হবে না ফুলজান বিবি। তার চেয়ে সেই বাঁদীর বাচ্চাটাকে ধরে এনে ওকে দিয়েই তাকে জবাই করাও।

তিতু॥ সেটা ঠিক হবে না। তারচেয়ে তাকে ধরে এনে আমি নিজের হাতেই—

ফুল॥ তুমি তাকে জবাই করবে?

তিতু॥ না। তার সঙ্গে পিয়ারার সাদী দেবো।

বাদশা॥ ওহো, ভারী মজা হবে ভারী মজা হবে।

পিয়ারা॥ ভাইজান—

তিতু॥ তারপর দুজনে মিলে ভাইজানের কবর খুঁড়বি।

মিস্কিন॥ হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানীর সাদী?

তিতু॥ হবে না জানি, তবু চেষ্টা করতে দোষ কি?

ফুল॥ তুমি কি পাগল হলে মিঞা?

তিতু॥ পাগল আমি নই, তোমরা।

ফুল॥ আমরা আবার কি পাগলামী করলুম?

তিতু॥ না হলে লাঙলের মুটি ধরে যার হাতে কড়া পড়ে গেছে, পেটে ডুবুরি নামালে যার "ক" অক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে তোমরা বাদশা সাজাতে চাও? যা পিয়ারা দূর হ এখান থেকে। অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিয়েছি। দেরী করলে ভুলে যাবো তুই আমার বহিন।

পিয়ারা॥ আমি কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারবো না ভাইজান। মৃত্যুর আগে আমি সবাইকে বলে যাবো, তুমি শুধু হায়দরপুরের গরীব চাষীভাইদের নেতা নও, বাংলার মেঘে ঢাকা আশমানের রমজানের চাঁদ— [ প্রস্থান ]

তিতু॥ মুখ্যুচাষী কি না রমজানের চাঁদ? হা-হা-হা, চাঁদের আলোটুকু টিকলে হয়!

বাদশা॥ কেন টিকবে না বাপজান?

তিতু॥ যদি ইংরেজরা নিভিয়ে দেয়?

বাদশা ॥ আমি আছি কি করতে ?

তিতু ॥ তুই কি করবি ?

বাদশা ॥ গীত— জ্বালবো হাজার বাতি
সুখের আলোয় ভরিয়ে দিতে
তোমার দুখের বাতি।
আসুক তুফান নামুক প্রলয়
ঝড় বাদলের করবো না ভয়
রংমশালের রোশনি নিয়ে
রইবো হয়েই সাথী। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ বহুৎ আচ্ছা বেটা, বহুৎ আচ্ছা—

[ গুলীর শব্দ। ছুটিয়া খাজা খাঁর প্রবেশ ]

খাজা ॥ তিতুমিঞা কোথায় ? তিতুমিয়া ?

মিস্কিন ॥ কে তুই ?

খাজা ॥ পরিচয় দিয়ে কুটুম্বিতে করার সময় এখন নয়। আগে তিতুমীরের সঙ্গে আমার দেখাটা করিয়ে দাও। তারপর সব বলবো।

তিতু ॥ আমি—আমি তিতুমিঞা।

খাজা ॥ তুমি— ? সেলাম, সেলাম ভাই—

ফুল ॥ কে তুমি ? কোথা থেকে আসছো ? কি দরকার তোমার ?

খাজা ॥ দরকারটা আমার নয় বিবিজান। দরকারটা তোমাদেরই—

তিতু ॥ আরে যা বলছো খুলেই বলো। ( নেপথ্যে গুলীর শব্দ )

খাজা ॥ আমাকে আর বলতে হলো না। ওই শোন গোরা পল্টনদের গুলীর শব্দ।

তিতু ॥ গোরা পল্টন !

খাজা ॥ দুশো বাছাই করা ফৌজ এসেছে, তোমাকে কবর না দিয়ে ছাড়বে না। লড়াই করার হিম্মৎ থাকে তৈরী হও না হলে পালাবার পথ দেখ। আমি চললুম।

তিতু ॥ তুমি সজাগ করে দিয়েছো! আমার দোস্ত বখশিশ না নিয়ে চলে যাবে ?

খাজা ॥ লড়াই-এর পর যদি বাঁচো, এসে দেখা করবো, এক পেট তাড়ি খাইয়ে দিও। তাহলে হবে।

তিতু ॥ তোমার পরিচয় দিয়ে যাও দোস্ত।

খাজা ॥ পরিচয়? আমি ধর্মে মুসলমান, জাতি বাঙ্গালী, পেটের দায়ে করি ইংরেজের গোলামী। [ প্রস্থান ] [ নেপথ্যে পুনঃ, পুনঃ গুলীর শব্দ ]

ফুল ॥ ওঃ—ওরা যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুঁড়ছে।

মিস্কিন ॥ এ হবে তা আমি জানতুম। হিন্দুদের ওপর মেহেরবানী খোদা কখনও সহ্য করেন না।

তিতু ॥ খোদার বেইমানীও তিতুমিঞা সহ্য করবে না। কে আছিস? আমার বন্দুক? [ বন্দুক সহ রুস্তম খাঁর প্রবেশ ]

রুস্তম ॥ এই নাও সর্দার বন্দুক।

তিতু ॥ ওরা কি আমাদের গাঁ ঘিরে ফেলেছে, রুস্তম?

রুস্তম ॥ না, শুধু আড্ডার চারদিকে ফৌজ মোতায়েন করে দিঘীর পাড় থেকে গুলি চালাচ্ছে।

মিস্কিন ॥ এ অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব নয় তিতুমীর। বলো তো আমি ওদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি।

তিতু ॥ সন্ধি? ইংরেজের সঙ্গে? কথাটা বলতে তোমার জিভে আটকালো না ফকির সাহেব? হাজার, হাজার বাঙ্গালীর বুকের রক্ত নিংড়ে নিয়ে যারা নিজেদের ইমারৎ বানাচ্ছে—গরীব দুঃখীর বুক-ফাটা কান্না শুনেও যারা হো হো করে হাততালি দিয়ে হাসে—যাদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করেও চাষী ভাইরা শুকিয়ে কুঁকড়ে জন্তুজানোয়ারের মত রাস্তায় পড়ে মরে—সেই বিদেশী কুত্তাদের সঙ্গে করবো সন্ধি?

মিস্কিন ॥ কিন্তু সামান্য অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তুমি কতক্ষণ লড়াই করবে তিতুমীর?

তিতু ॥ যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে।

ফুল ॥ তাতে যে সব যাবে তিতুভাই?

তিতু ॥ কিন্তু সুনামটুকু থাকবে ভাবী। বাঙ্গালী না জানলেও বাংলার মাটিতে রক্তের আখরে লেখা থাকবে তিতুমিঞা প্রাণ দিয়েছে কিন্তু মান দেয়নি। [ প্রস্থান ]

রুস্তম ॥ সাবাস সর্দার। এইতো চাই। শালারা বুঝুক বাঙ্গালীকে ওরা যতখানি দুর্বল মনে করে তারা তা নয়। মরার আগে বাঙ্গালী মেরে মরতে জানে। [ প্রস্থানোদ্যত ]

মিস্কিন ॥ রুস্তম খাঁ, খামখেয়ালী তিতুমীরের জন্যে তোমরা নিজেদের সর্বনাশকে ডেকে আনবে ?

রুস্তম ॥ তিতু মিঞাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে পৌষ মাসে রমজানের চাঁদের রশনাই ভোগ করার চেয়ে সে অনেক ভালো।

ফুল ॥ ওরা তোমাদের সকলকে কবর দেবে।

রুস্তম ॥ সেই কবরের ওপর বসে তুমি পান চিবিও ভাবী, মৌজ লাগবে।

মিস্কিন ॥ ওই দেখ, চাষী পাড়ায় আগুন ধরে গেল।

নেপথ্যে ॥ আগুন—আগুন—

রুস্তম ॥ আগুন, আগুন, লাগুক আগুন, ছুটুক গুলি, বহুক রক্তের দরিয়া, তবু আমরা পিছু হটবো না। পুঁজিবাদী পরদেশী বেইমানদের হাত থেকে মানুষের বাঁচার দাবী আদায় করতে ওই আগুনের দোলায় গা ভাসিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো ইংরেজের বুকে। দুশমনকে হটাতে না পারি নিজেদের খুনে বাংলার মাটি ভিজিয়ে করে যাবো অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত। [ প্রস্থান ]

ফুল ॥ ওরে কি সর্বনাশ হলোরে ? ও ফকির সাহেব ! তুমি যে বল্লে আমার তিতুভাইকে বাদশা বানাবে ?

মিস্কিন ॥ হিন্দুরা থাকতে তিতুভাই-এর নসীবে বাদশাহী তক্ত জুটবেনা ফুলজান বিবি ! খোদাতালা আমাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন ওই কাফেরগুলোকে খতম করতে না পারলে—

ফুল ॥ তা কাফেরগুলোকে তুমিই খেয়ে ফেলো না বাপু ?

মিস্কিন ॥ তাহ'লে তো হ'তো। কিন্তু খোদাতাল্লা তো আমাকে খাওয়ার কথা বলেননি—

ফুল ॥ এ্যাঁ, তাহলে উপায় ?

মিস্কিন ॥ উপায় একটা আছে। যদি তিতুমিঞার ছেলে ওই বাদশাকে তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো—আমি ওকে আদর করে আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে রটিয়ে দেব হিন্দুরাই ওকে চুরি করেছে। এরপর তিতুমিঞা হিন্দুদের ওপর না ক্ষেপে আর পারবে না।

ফুল ॥ তারপর ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে তো ?

মিস্কিন ॥ আলবাৎ দেবো। আমরাই যেন হিন্দুদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছি এইরকম ভনিতা দেখিয়ে তাকে আবার তিতুমিঞার হাতেই তুলে দেব। সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না।

ফুল ॥ আরও ভাল হবে দোষটা যদি ওই বিশু মোড়লের ঘাড়ে চাপানো যায়। হাঘরেটা হিন্দুদের কেতাব পড়িয়ে পড়িয়ে ছোঁড়াটার মাথা খেলেগা!

মিস্কিন ॥ তাহলে তুমি ভুলিয়ে ভালিয়ে ছোঁড়াটাকে সরাবার চেষ্টাই করগে—

ফুল ॥ সে না হয় যাচ্ছি তবে দেখো, আমার ঘরখানা যেন পুড়ে না যায়।

মিস্কিন ॥ একখানা ঘর পোড়ে—তিতুমীর বাদশা হলে দশখানা ইমারৎ বানিয়ে নিও—।

ফুল ॥ তা তো নেবো কিন্তু ঘরে যে আমার দোক্তার কৌটো রয়েছে—সেটা যদি পোড়ে তোমার মুখে আমি নুড়ো জেলে দেব— [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ হা হা হা—এইবার ঠিক ফাঁদ ফেলেছি—কৌশলে ছেলেটাকে কোম্পানীর কুঠিতে আটকাতে পারলে তিতুমিঞা ধরা না দিয়ে পারবে না! সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের কাছে আমি পাবো প্রচুর পুরস্কার! মিস্কিন ফকির একদিনেই হয়ে যাবে বাদশা আলমগীর হা হা হা— [ প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ হীরালালের কক্ষ। হীরালাল ও দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ ]

হীরা ॥ এইবার তিতুমিঞা খতম হবেই।

দীন ॥ কবে বলতো বাবাজী? হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

হীরা ॥ বাচবেন বৈকি। স্বজাতীর মৃত্যু দেখে না বাঁচলে লোকে বাঙ্গালী বলবে কেন?

দীন ॥ তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো বাবাজী?

হীরা ॥ না, এ আমার মনের কথা। তিতুমিঞাকে কবর দিলে মিস্কিন ফকিরের নসীব ফিরবে। আপনারও চোরাকারবার পুরো দমে চলবে। কিন্তু আমি? আমি কি পাবো?

দীন ॥ তুমি পাবে রাজা খেলাৎ।

হীরা ॥ তার ওপর স্বজাতীর থুৎকার।

দীন ॥ তার সঙ্গে জমিদার কন্যা সীমাকে।

হীরা ॥ হা—হা—হা।

দীন ॥ হো হো হো—তাহলে আমি এখন—

হীরা॥ সে-কি, আপনি আমার উপকারী। শুধু মুখে ফিরে যাবেন? বসুন, কোলকাতা থেকে নাম করা বাঈজী আনিয়েছি—

দীন॥ বাঈজী? বল কি বাবাজী? তা বেশ—তা বেশ, পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে মনটা যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। তবু অরুচিটা কাটিয়ে নেওয়া যাবে।

হীরা॥ কে আছিস? বাঈজী— [ বাঈজীর প্রবেশ ] গাও বিষ্ণুপ্রিয়া এমন গান গাও যেন আমাদের এই শুষ্ক মনটা একটু সতেজ হয়ে ওঠে।

বাঈজী॥ ( নৃত্য সহকারে গীত )

প্রেমের তরী দাও ভাসিয়ে
( এই ) রূপের দরিয়ায়।
দুটি হিয়াই যাক না মিশে
নিঝুম আঁধিয়ায়।
একটু চুমু—একটু হাসি
প্রিয়ার গলে পরায় ফাঁসী
( তাই ) দাঁড়িয়ে থাকি তোমার আশে
পথটি চেয়ে হায়॥
স্বপ্ন কারা—রাতের তারা
জেগে জেগেই হল সারা
অলস আঁখি চায় যে তোমা
মনের আঙিনায়॥

[ গানের মধ্যে দীনবন্ধু হাতী বাহবা বাহবা বলে বার বার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল ]

দীন॥ বলিহারী বিধুমুখি। তোমার ওই প্রাণ কেড়ে নেওয়া গানের সুরে আমার শুকনো মনে যেন যৌবনের জোয়ার উছলে উঠছে। এই নাও তোমার বখশিশ। [ বাঈজীকে অর্থ প্রদান ] [ শিবু পাগলার প্রবেশ ]

শিবু॥ বাঃ, চমৎকার! এরাই দেশের সুসভ্য সুশিক্ষিত মাথার মণি। ক্ষুধার্ত ভিখারীকে দুটো পয়সা দিতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখে, অথচ বাঈজীর গান শুনে মুঠো মুঠো টাকা বখশিশ দিতে হাত কাঁপে না।

হীরা॥ এঁকি? আবার তুই? যা দূর হ।

বাঈজী ॥ না দাঁড়াও, এই নাও এই টাকাগুলো তোমার মত ভিখারীদের সেবায় আমি দান করলুম। [ শিবু পাগলের হাতে টাকা দিয়া প্রস্থান ]

শিবু ॥ বাঃ-বাঃ, আমি হাসবো না কাঁদবো? বাঈজী এতগুলো টাকা দান করে গেল? এ দেখেও এই কীর্তিমানগুলোর চোখ ফোটে না?

হীরা ॥ চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছি। ফেল টাকা—ফেল!

শিবু ॥ এ্যাঁ? এ টাকায় তোমাদের অধিকার আছে? গরীবের সেবায় একজন দান করে গেল—

দীন ॥ দান? হা হা হা, বলে কি বাবাজী? এত বড় মিথ্যা কথা?

শিবু ॥ মিথ্যা? তোমাদের চেয়ে মিথ্যাবাদী জগতে কেউ আছে নাকি? তোমরা জালিয়াৎ, খুনী—একটা জলজ্যান্ত মানুষের আশার স্বপ্নকে তোমরা নিরাশার অন্ধকারে গলা টিপে শেষ করেছো। না না; আমি তোমাদের ছাড়বো না। সকলের সামনে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমি করবো তোমাদের বিচার।

হীরা ॥ খবরদার ষ্টুপিড্। আমি তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

দীন ॥ আমার টাকা ফেলে কথা ক' সুমুন্দি।

শিবু ॥ না-না দেব না। আমার গরীব ভাই বোনদের খিদের জ্বালা জুড়াতে না চেয়ে যা পেয়েছি আমার জীবন গেলেও তা আমি তোদের হাতে তুলে দেবো না।

হীরা ॥ তবে রে জানোয়ার! [ শিবুকে চাবুক মারতে উদ্যত, অনাদি আসিয়া সে চাবুক কাড়িয়া লইল ]

অনাদি ॥ জানোয়ার ও নয়—তুমি।

হীরা ॥ অনাদি—

অনাদি ॥ প্রস্তুত হও বিভীষণের দল! যে চাবুক তুমি এই ভিখারীর পিঠে মারতে চেয়েছিলে, সেই চাবুকখানা তোমাদের পিঠে মেরেই বুঝিয়ে দেবো চাবুকের জ্বালা কি মনোরম।

দীন ॥ বাবাজী, আমার দিকে কটমট করে চেও না। আমি···

অনাদি ॥ তুমিই পাকা শয়তান।

দীন ॥ ওরে বাবা, ধমকানির ঠ্যালায় সেই পুরানো অম্বলের ব্যথা আবার চাগাড় দিয়ে উঠলো। ওরে হবে ওযুধ নিয়ে আয় ওযুধ— [ প্রস্থানোদ্যত ]

হীরা ॥ কুকুরটার ভয়ে তুমি সরে পড়ছো হাতী মশাই।

দীন ॥ সরে পড়বো ? বলকি বাবাজী ? আমি দীনবন্ধু হাতী সরে পড়বো ? তুমি ততক্ষণ জুতিয়ে লম্বা করো আমি একটু……। [ প্রস্থান ]

অনাদি ॥ জবাব দাও হীরালাল, কার হুকুমে এই বুভুক্ষাপিড়িত মানুষের পিঠে চাবুক মারতে হাত তুলেছো ?

হীরা ॥ তার আগে তুমি আমায় চাবুক ফিরিয়ে দাও।

অনাদি ॥ দেবো—এই চাবুকে তোমার পিঠে রক্তের আলপনা এঁকে তারপর—

হীরা ॥ অনাদি, আমি তোমাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি—

অনাদি ॥ আমিও তোমাকে শেষবারের মত আবার জানিয়ে দিচ্ছি—ক্ষমা চেয়ে নাও এই ভিক্ষুকের কাছে।

হীরা ॥ ক্ষমা ? হা-হা-হা, ক্ষমার পূর্বে আমি তোমাদের দুজনকেই সরিয়ে দেব এই পৃথিবী থেকে। [ পিস্তল তুলিল সহসা কালীপ্রসন্নর প্রবেশ ].

কালী ॥ পৃথিবী তোমার পৈতৃক সম্পত্তি নয় হীরালাল। এখানে বাঁচার অধিকার ওদেরও আছে।

হীরা ॥ কাকা—

কালী ॥ তোমার এত স্পর্দ্ধা ? আমার বাড়ীতে আমারই ভাগ্নেকে গুলী করে মারতে চাও ?

হীরা ॥ আত্মরক্ষার জন্য এছাড়া উপায় নেই কাকা। এই শয়তান জোর করে আমার কাছ থেকে সরকারী তহবিলের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

অনাদি ॥ হীরালাল—

হীরা ॥ চোখ রাঙিয়ে অপরাধকে ঢাকতে পারবে না অনাদি। ওই দেখুন কাকা, ওই গুণ্ডার হাতে আমারই পকেটের টাকা। টাকা……ওরাই চেয়েছিল আমাকে খুন করতে।

অনাদি ॥ খুন করার ইচ্ছে থাকলে তোমার মত কুকুর এতক্ষণ মাথা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। ছিঃ-ছিঃ আমি তোমাকে শয়তান বলেই জানতাম কিন্তু তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী—

কালী ॥ অনাদি।

অনাদি ॥ আদেশ দিন মামা। গোবরডাঙার পবিত্র জমিদার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আপনারই সামনে যে পশু মিথ্যা কথা বলে আমি তাকে ঘাড় ধরে বার করে দিই।

কালী ॥ শুধু ঘাড় ধরে নয় জুতো মেরেই বার করে দেওয়া উচিত।

হীরা ॥ কাকে কাকা? আমাকে?

কালী ॥ না, না এই অনাদিকে।

অনাদি ॥ মামা—

কালী ॥ চুপ! আজ বুঝলাম তোর চেয়ে বড় শত্রু আর আমার কেউ নেই। হ্যাঁ সেদিন তুইই তিতুমীরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলি। ওঃ আমি ভুল করেছি, দুধ কলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষে আমি ভুল করেছি। [ সীমার প্রবেশ ]

সীমা ॥ হ্যাঁ ভুলই করেছো বাবা। ইংরেজদের চুক্তি পত্রে সই করে যে ভুল করেছো। একি দাদা তুমি। ওকি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে কেন? কদিন কোথায় ছিলে?

হীরা ॥ ছিলেন তিতুমিঞার আড্ডায়। আজ এই গুণ্ডাটাকে নিয়ে এসেছিলেন তোমাদেরই করকারী টাকা লুঠ করতে

সীমা ॥ থামো হীরালাল—এ গুণ্ডা নয় ভিখারী ভাব ওপর পাগল।

কালী ॥ পাগল হলে ও আমার টাকা লুঠ করতে পারতো না মা। দেখ এখনও ওর হাতে টাকা।

শিবু ॥ ভগবান নাই কি তোমার বিচার? ভিক্ষার সম্পত্তি তাও আমরা ভোগ করতে পারবো না?

সীমা ॥ টাকা? তবে এ পাগল নয়? ভিখারী নয়? চোর? এই গুণ্ডার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমিও চাও আমার বাবার সর্বনাশ করতে?

অনাদি ॥ সীমা—

কালী ॥ সর্বনাশ করার সুযোগ আমি ওদের দেবো না মা। হীরালাল, টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও। আর অনাদি, আমি তোমাকে—

শিবু ॥ চাবুক মারবে? মার—আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি। টাকাগুলো ফিরিয়ে নেবে? নাও। শুধু অনুরোধ এই আদর্শ মানুষটির নামে কলংক দিও না।

হীরা ॥ এই আদর্শ মানুষটির কলংক মুছে দিতে হবে তোর নিজেরই বুকের রক্তে। ধর জালিয়াৎ তোর যোগ্য শাস্তি—[ প্রহার করিল ]

অনাদি ॥ মামা! শাস্তি ওর পাপ্য নয়। চবুকের আঘাত ও সইতে

পারবে না। ওই দেখুন ওর জীর্ণ পাঁজরা ভেঙে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! ওই শুনুন ওর আর্তকণ্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদ বয়ে আনছে মরণের ইংগীত। জীবন্ত একটা মানুষকে শাস্তির পেষণে ফেলে হত্যা করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। বরং যদি মানুষ মেরে আনন্দোৎসব করতে চান—এই আমি বুক পেতে দিয়েছি আমাকে মারুন, আমাকে কাটুন, আমার রক্তে আপনাদের পিপাশা মেটান, তবু এই দুর্ভিক্ষের প্রেতাত্মাটাকে বাঁচতে দিন।

হীরা॥ বাঁচবে না, বাঁচবে না, পরের সম্পত্তি যারা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় সেই সমাজের শত্রুগুলোকে আমি দেশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। আয় চলে আয় শয়তান, এইবার আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো।

শিবু॥ পুলিশ? চল আমাকে পুলিশেই নিয়ে চল। তবে আমিও বলে রাখছি ভদ্রলোক বেশী শয়তান। অত্যাচারের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করেও তুমি তোমার কলংকিত কীর্তিকে ঢাকতে পারবে না। এই রহস্যের কুয়াশা কাটিয়ে যেদিন আমি জনসমক্ষে খুলে দেবো তোমার শয়তানীর মুখোশ সে দিন তোমারই বুকের রক্ত ঢেলে করে যেতে হবে নিজের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত।

হীরা॥ আপাততঃ তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি চল গুণ্ডা। [ প্রস্থান ]

সীমা॥ ছিঃ ছিঃ, তোমাকে দাদা বলে ডাকতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে! তুমিই না বলেছিলে গোরা পণ্টনের দল আমার স্বামীকে হত্যা করেছে? তুমিই না বলেছিলে তিতুমিঞার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই হত্যার প্রতিশোধ নেবে? এই তোমার প্রতিশোধ নেওয়া? এতদিন আমার বাবার অন্নে পুষ্ট হয়ে আজ তারই বুকে ছুরি বসাতে চাও?

অনাদি॥ আমাকে বিশ্বাস কর বোন। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। অকৃতজ্ঞ নই। ভুলেও কখনও আমার দেবতুল্য মামার অনিষ্ট করিনি। আজ এসেছিলাম—

কালী॥ যে জন্য এসেছিলে সে আশা তোমার পূর্ণ হ'ল না—সে জন্য আমি দুঃখিত।

অনাদি॥ মামা—

কালী॥ বিশ্বাসঘাতক! আমি যে তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার পুত্রস্নেহের অভাব ভুলেছিলাম। এক রত্তি দুধের শিশু, কত আশা নিয়ে

তোকে মানুষ করেছিলুম—। আমি জানতাম তুই আমার সীমায় চেয়েও আপন। ওরে তোর মুখ শুকনো দেখলে আমার বুকটা খালি হয়ে যেতো। এই কি তার প্রতিদান ?

সীমা॥ মানুষের কাছে আর প্রতিদান চেওনা বাবা। এরা সব বিশ্বাসঘাতক! যে পাতা খায় সেই পাতে ছেঁড়ে। যার করুণায় জীবন রাখে তারই বুকে ছুরি বসায়। এদের চেয়ে বনের বাঘ ভাল্লুকগুলো অনেক ভাল।

অনাদি॥ ঠিক বলেছিস বোন। মানুষের চেয়ে বনের বাঘ ভাল্লুকও অনেক ভালো। তারাও স্বজাতীর দুঃখ বোঝে। ভ্রাতভাইএর জন্য কাঁদে। মানুষের মত পরের কথায় আপনকে পর করে দিতে পারে না।

কালী॥ যাও অনাদি। আজ থেকে এ বাড়ীর দরজা তোমার কাছে বন্ধ।

অনাদি॥ মামা। অজ্ঞানে বাপ মা হারিয়ে আপনার আশ্রয়ে মানুষ হয়েছি। একাধারে বাবা মায়ের অভাব পূর্ণ করেছি—আপনার স্নেহনীরে অবগাহন করে। কো[illegible]দিন ভাবিনি পরগাছার মত এবাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। যেতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ হতো না যদি এই মিথ্যা কলংকের কালি মুখে নি[illegible] যেতে না হতো।

সীমা॥ মিথ্যা? এমন জীবন্ত প্রমাণের পরও বলছো মিথ্যা?

অনাদি॥ ওই প্রমাণ যে কত বড় মিথ্যা বুঝবি সেদিন, যেদিন ওই শয়তানের মুখোস আপনি খুলে পড়বে।

কালী॥ অভিনয় করে তুমি আমাদের বোঝাতে পারবে না অনাদি।

অনাদি॥ অভিনয়? ভাল—আর আমি একটি কথাও বলবো না। তবে আত্মীয় বলে নয় ভাগ্নে বলেও নয়, দেশের একজন মানুষ হয়ে আমি আপনাকে শেষ অনুরোধ করছি মামা—বিদেশী ইংরেজের কাছে মাথা নত করে স্বজাতি বাঙালী তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করবেন না।

কালী॥ তিতুমীরের সংগ্রাম স্বাধীনতার নয়। স্বেচ্ছাচারিতার। তাই ইংরেজের সঙ্গে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভেঙে দেবো আমি তার গুণ্ডামীর মেরুদণ্ড।

অনাদি॥ তিতুমীর গুণ্ডা?

কালী॥ তার সঙ্গে তুমিও তাই। মনে রেখো অকৃতজ্ঞ যুবক। গোপনে বাড়ীতে ঢুকে কর্মচারীকে ভয় দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার জন্য,

আজ আমি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার মার্জনা নেই। [ প্রস্থান ]

সীমা॥ তুমি মার্জনা করলেও আমি মার্জনা করবো না বাবা। শোন গুণ্ডার সাকরেদ! আমার সোনা ঝরা গোধূলী লগ্নকে আমারই স্বামীর বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছো তুমি। তাও সয়েছি। কিন্তু আমার বাবার বুকে যদি আবার কখনও ছুরি বসাতে আসো, সেদিন আমি নিজের হাতে তোমাকে গুলী করে মারবো। [ প্রস্থান ]

অনাদি॥ সে মৃত্যুটা যদি আজ আমাকে দিতে পারতিস—ভাল হতো বোন। ওঃ ভগবান! বাপ মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন তুমি আমাকে মুছে দাও নি এই জগতের আস্তাকুড় থেকে। পরান্নভোজী কুকুরের মত কে বাঁচতে চেয়েছিল তোমার কাছে? সীমার স্বামীকে খুন করেছি আমি! মামাকেও খুন করাতে চেয়েছিলাম আমি! এতবড় মিথ্যা অপবাদের পরও পৃথিবীটা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়ে গেল না। [ সদানন্দের প্রবেশ ]

সদা॥ মানুষের জন্য পৃথিবীকে দোষ দিচ্ছো কেন ভাই? কতটুকু আঘাত তুমি পেয়েছো? এই বুকে কান পেতে শোন আমার রতনের শেষ কান্নার সুর এখনও মিশিয়ে যায় নি। আমি যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—তুমি ভেঙে পড়বে কেন?

অনাদি॥ সদানন্দ দা—

সদা॥ তোমার সাপে বর হয়েছে ভাই। দুঃখ কর না। এসো হাত ধর আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

অনাদি॥ কোথায়?

সদা॥ তিতুমিঞার কাছে। যে আঘাত বুকে নিয়ে গোবরডাঙা থেকে ফিরে গেছে সে, তার সেই আঘাতকে মুছে দিতে তুমি দাঁড়াও তার পাশে। বোঝাও তাকে সব ভদ্দরলোকেরাই তাকে ঘেন্না করে না। এমন মানুষও আছে যারা ধুলো কাদা মাখা চাষী ভাইদের আপন করে নিতে জানে।

অনাদি॥ কিন্তু তিতুমীর কি আমাকে গ্রহণ করবে?

সদা॥ করবে। সে কানপাতলা কালী মুখুজ্জে নয়। মানুষ চেনার শক্তি তার আছে। আর দেরী কর না। ওই দেখ, ইংরেজের চাবুক খেয়ে তোমার বাঙালী ভাই ধুঁকছে। তোমার জন্মভূমি মা কাঁদছে।

অনাদি॥ তাই চল ভাই চল; চল বন্ধু! আমার এই রিক্ত জীবনের

নিঃস্বতা পুর্ণ করতে চল নেমে যাই ওই আদর্শ বীর তিতুমীরের পাশে। কুশাসক বৃটিশের অত্যাচারের চাবুক থেকে আমার নির্যাতিত দেশবাসীকে রক্ষা করতে বুকের রক্ত ঢেলেও রেখে যাই শহীদের রক্ত স্বাক্ষর।

॥ উভয়ের প্রস্থান ॥

## তৃতীয় অঙ্ক—১ম দৃশ্য

[ তিতুমীরের দলুজী ]

সূত্রধার ॥ বিভীষণদের চক্রান্তে তিতুমীর আর জমিদার কালী মুখুজ্জের মধ্যে গড়ে উঠলো ভুলের প্রাচীর। আদর্শ মানুষ অনাদিও আশ্রয় হারা হয়ে দাঁড়ালো পথে। বিভীষণদের দল সেদিন ছিল আজও আছে। তাই তিতুমীরের রক্ত ঝরা এই স্মৃতিমঞ্চে দাঁড়িয়ে এযুগের জাতীদ্রোহীদের ধ্বংস কামনায়, বাঙালী ভাইদের ডেকে বলছি—ভাইসব—

গীত

করিওনা নত শির
অত্যাচারীর রক্ত চোক্ষে:
ফেলিওনা আঁথি নীর
কাড়িবে যাহারা মুখের অন্ন
গড়িও অস্ত্র তাদেব জন্য
রক্তে তাদের বহাতে তটিনী
এক হও যত বীর॥ [ প্রস্থান ]

নেপথ্যে ॥ [ বাদশা—তিতু জিন্দাবাদ—]

[ ব্যস্তভাবে তলোয়ার হস্তে বাদশাব প্রবেশ ]

বাদশা॥ নাঃ, আর দাদুর কাছে বসে বসে কেতাব পড়তে আর ভাল লাগে না। আমি বাদশা—যুদ্ধ আমাকে শিখতেই হবে। কিন্তু শিখি কার কাছে? দেখি রুস্তম চাচা গেল কোথায়?

[ রুস্তমের প্রবেশ হাতে তাড়ীর ভাঁড়। সে মুহুর্মুহু তাড়ী পান করছে ]

রুস্তম ॥ রুস্তমকে আবার খোঁজ কেন মিঞা? একটু আরাম করবো তারও ফুরসুৎ দেবে না?

বাদশা ॥ তুমি তাড়ী থাচ্ছো রুস্তম চাচা?

রুস্তম ॥ তুই একটু খাবি নাকি ?

বাদশা ॥ হোয়াক "থু"—তুমি আমাকে লড়াই শেখাবে কিনা বলো ?

রুস্তম ॥ কেন ? হাত সুড় সুড় করছে বুঝি ?

বাদশা ॥ করবে না ? আমি যে তিতুমীরের ছেলে ?

রুস্তম ॥ তোর বাপের কাছে যা—

বাদশা ॥ বাপজান এখন "বাঁশের কেল্লা" বানাতেই ব্যস্ত।

রুস্তম ॥ আমিও এখন তাড়ী খেতে ব্যস্ত।

বাদশা ॥ কি ? শেখাবে না তা হলে ? বেশ আমিও তোমাকে জব্দ করে ছাড়বো।

রুস্তম ॥ মানে ?

বাদশা ॥ মানে—বাপজানকে বলে যদি তোমার তাড়ী খাওয়া ছাড়াতে না পারি আমি বাদশাই নই। ( প্রস্থান )

রুস্তম ॥ তাড়ী খাচ্ছি ? কিন্তু কেন খাচ্ছি তা কেউ জানে না। হা, হা, হা—তিতুমিঞা "বাঁশের কেল্লা বানাচ্ছে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে। আমি পেট ভরে তাড়ী খাচ্ছি—বাংলার মাটি থেকে চিরদিনের জন্য আমার নামটা মুছে দিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ এছাড়া উপায় নেই। পিয়ারাকে আমি ভালবাসি। এই পিস্তলের গুলীতেই আমি টেনে আনবো আমার জীবনের যবনিকা। খোদা! আমার পিয়ারার মহব্বতকে জীন্দা রেখো মেহেরবান।

[ রুস্তম স্বীয় বক্ষে গুলী করিতে উদ্যত সহসা অনাদি প্রবেশ করিয়া পিছন হইতে পিস্তল ধরিয়া ফেলিল ]

অনাদি ॥ কি করছো রুস্তম ? আত্মহত্যা পুরুষের সাজে না।

রুস্তম ॥ কে ? বাবুসাব ? তুমি কেন আমাকে বাধা দিলে ?

অনাদি ॥ মরা তোমার উচিত নয় বলে।

রুস্তম ॥ কেন আমি মরতে চাই জান ?

অনাদি ॥ হয়তো কোন দুঃখ পেয়েছো।

রুস্তম ॥ পেয়েছি—আর সে দুঃখ দিয়েছো তুমি।

অনাদি ॥ আমি ?

রুস্তম ॥ হ্যাঁ। যে পিয়ারাকে আমি ছেলেবেলা থেকে আমার বলে জানতাম, যার ছবি এখনও রক্তের আখরে আমার দিলমহলায় আঁকা আছে,

আমার সেই কলিজার বসরাই গোলাপকে তুমি কেড়ে নিয়েছো। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে দেখার পর থেকে আজও পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে তোমাকে খোয়াব দেখে। জেগে তোমাকে পুজো করে।

অনাদি ॥ রুস্তম, তাই যদি হয় একটা নারীর জন্য তুমি আত্মহত্যা করবে?

রুস্তম ॥ করবো তাকে সুখী করতেই। আমি বেঁচে থাকলে হয়তো কোনদিন রাগের মাথায় তোমাকে খুন করবো, না হয় তাকেই শেষ করবো। তাই আগে থেকেই নিজে চলে যেতে চাই তার পথের কাঁটা স'রিয়ে নিয়ে।

অনাদি ॥ পিয়ারার জন্য তোমার এতখানি ত্যাগ? না না আমি তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হতে দেবো না রুস্তম। পিয়ারাকে তুমি পাবে, আমি তোমাকে দেবো।

রুস্তম ॥ পাবো? পিয়ারাকে তুমি আমার হাতে তুলে দেবে?

অনাদি ॥ দেবো। একটা নারীর জন্য তোমার মত একজন যোয়ানকে অকালে হারিয়ে তিতুমিঞার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতকে আমি আলগা করে দিতে পারবো না ভাই।

রুস্তম ॥ পিয়ারাকে তুমি তো ভালবাস বাবু?

অনাদি ॥ তার চেয়ে আমি অনেক ভালবাসি আমার দেশকে— আমার এই নির্যাতিত বাঙালী ভাইদের। দেশের জন্য জাতীর জন্য প্রয়োজন হলে একটা পিয়ারা কেন, লক্ষ লক্ষ পিয়ারাকেও আমি হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারি।

রুস্তম ॥ পিয়ারাকে তুমি ত্যাগ করবে? আমি আবার তাকে পাবো? না না তুমি থাকতে সে আমাকে সাদী করবে না।

অনাদি ॥ আমি থাকবো না রুস্তম।

রুস্তম ॥ তবে কি আত্মহত্যা—?

অনাদি ॥ না ভাই। আমি পুরুষ, আত্মহত্যার চিন্তা আমার মনে স্থান পায় না। পিয়ারা যাতে তোমাকে সাদী করে সেই প্রতিশ্রুতি তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েই আজ এই মুহূর্তেই আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো।

রুস্তম ॥ বাবুজী! তুমি মানুষ নও বেহেস্তের পয়গম্বর। আজ বুঝলাম, পিয়ারা মানুষের মত মানুষের কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, অনেক নীচে।

অনাদি ॥ রুস্তম—

রুস্তম॥ তাই ওগো মানুষ—যে মুকুতা হাতে পেয়েও তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছো—তাকে আবার আমি তুলে দিলাম তোমারই হাতে।

অনাদি॥ কিন্তু পিয়ারা তোমার কলিজার বসরাই গোলাপ।

রুস্তম॥ আজ থেকে সে ফুটে থাক তোমারই কলিজার খোস বাগিচায়।

অনাদি॥ পিয়ারার উপর আমার চেয়ে তোমার অধিকার বেশি।

রুস্তম॥ না বাবু! পিয়ারাকে না পেয়ে আত্মহত্যা করার চেয়ে—পেয়ে যে দান করতে পারে, আমার চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশী। [ প্রস্থান ]

অনাদি॥ পিয়ারাকে নিয়ে রুস্তম ঘর বাঁধতে চায়। আমি চাই মনের আলমারীতে সাজিয়ে রাখতে। না না, রুস্তমের পাওয়ার আশা মিটাতেই হবে। [ কলসী কাঁথে পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা॥ [ মনে মনে, গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল হঠাৎ অনাদিকে দেখিয়া ] কে? বাবু?

অনাদি॥ ভাল আছো পিয়ারা?

পিয়ারা॥ তুমি কেমন আছো ভাল তো? আর তোমার উপর আমার দাদার রাগ নেই। তবু ভাল আর একটু পরে এলে হয়তো দেখা হতো না।

অনাদি॥ কেন পিয়ারা?

পিয়ারা॥ বারে—আমার দাদা নারিকেলবেড়িয়াতে বাঁশের কেল্লা তৈরী করেছে। গাঁ ছেড়ে আমরা সবাই সেখানে চলে যাবো।

অনাদি॥ তোমরা হায়দরপুর ত্যাগ করবে?

পিয়ারা॥ না করে উপায় কি বাবু? সেদিন গোরাপল্টনরা দাদার হাতে মার খেলেও আবার তারা আসবে। তাই আগে থেকেই।

অনাদি॥ তোমরা বাঁশের কেল্লাতেই আশ্রয় নেবে? কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে পিয়ারা?

পিয়ারা॥ কি? যা বলবেন তা আমি জানি।

অনাদি॥ জান? কি কথা বলতো?

পিয়ারা॥ সাদীর কথা—তাই না?

অনাদি॥ ঠিক তাই। তাহলে তুমি রাজি আছো?

পিয়ারা॥ শুধু আমি কেন বাবু, দাদাও রাজী।

অনাদি॥ বেশ, তুমি শপথ কর।

পিয়ারা॥ ভাল—আমি খোদার কসম করে বলছি। আমি তোমাকে—

অনাদি ॥ আমাকে নয়। তোমাকে সাদী করতে হবে রুস্তমকে।

পিয়ারা ॥ বাবু—

অনাদি ॥ আশা করি, আমার এ অনুরোধটুকু ব্যর্থ হবে না।

পিয়ারা ॥ না না, এ হতে পারে না বাবু! এ হতে পারে না। আমি সারা জীবন এমনই থাকবো কিন্তু রুস্তমকে—ওঃ খোদা!

অনাদি ॥ জানি, এ আঘাত তোমার কাছে অসহনীয়। তবু উপায় নেই পিয়ারা। বাংলা দেশের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে আমি চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত। তাই যাবার আগে আমি আবার তোমাকে বলে যাচ্ছি, যদি এই অনুরোধটুকু রাখতে পারো তাহলে বুঝবো তোমার ভালবাসা মিথ্যা নয়। আর তোমাকে স্নেহ করেও আমি ভুল করিনি।

পিয়ারা ॥ বাবু—

অনাদি ॥ কথা দাও পিয়ারা, কথা দাও।

পিয়ারা ॥ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

অনাদি ॥ আঃ শান্তি—আমি আসি—

পিয়ারা ॥ আর আমাদের দেখা হবে না?

অনাদি ॥ হবে।

পিয়ারা ॥ কবে আসবে?

অনাদি ॥ যেদিন তোমার সাদীর সানাই বাজবে। [ প্রস্থান ]

পিয়ারা ॥ সাদী? রুস্তমের সঙ্গে আমার সাদী? খোদা, আমি মুসলমানী বলেই কি—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে। বাবুজী বেহেস্তের দেবতা, আর আমি পথের ধূলো। তাকে আমি পেতে পারি না।

গীত

দাও মুছে দাও অতীত
জীবনের পাতা হতে।
আশার করবী ঝরে যাক মোর
ধূলো ভরা পথে পথে,
কাঁদিব না কভু কাঁদিব না আর
ভুলে যাবো হায় স্মৃতিটুকু তার।
আলো হারা হয়ে ভেসে যাবো শুধু
আঁধারের কাল স্রোতে।

[ বিশু মোড়লের প্রবেশ ]

বিশু ॥ পিয়ারা—আমার বাদশাকে দেখেছিস ভাই ?

পিয়ারা ॥ সে তো তোমারই কাছে থাকে দাদু।

বিশু ॥ ছিলও তাই। এই একটু আগে একটা ভোঁতা তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে গেল। বল্লে ফিরে এসে পান্তা খাবো, খিদেও পেয়েছে। গেল কোথায় ? বাদশা— [ কাঁদতে কাঁদতে ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ হায়—হায়রে। হে খোদা, দুশমনটার মনে মনে এত খল ছিল ? পিয়ারা, ওরে সর্বনাশ হয়েছে। বাদশা আর নেই।

বিশু ॥ এঁ্যা কি বল্লে ?

পিয়ারা ॥ ভাবী ?

ফুল ॥ বাদশাকে খুন করেছে। এই দেখ তার রক্তমাখা জামা।

[ জামা দেখাইল ]

বিশু ॥ জামা ? এ আমার বাদশার রক্তমাখা জামা। ওঃ, আমার বাদশা— [ তিতুমীরের প্রবেশ ]

তিতু ॥ আঃ, অত চেল্লাচ্ছো কেন দাদু ? জান না চারিদিকে ফিরিঙ্গি শালারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

পিয়ারা ॥ ভাইজান।

তিতু ॥ পিয়ারা—ভাবী ! তোমরা আর দেরী করো না। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও। আজই আমরা কেল্লায় গিয়ে উঠবো।

ফুল ॥ তাতো যাবে কিন্তু বাদশা—

তিতু ॥ বাদশার জন্য ভাবতে হবে না। সময় হলেই ঠিক আসবে।

ফুল ॥ সে আর আসবে না তিতুভাই।

তিতু ॥ আসবে না ? কেন ? রাগ করেছে বুঝি ?

পিয়ারা ॥ ভাইজান, আমাদের বাদশাকে—

ফুল ॥ খুন করেছে।

তিতু ॥ কে ?

ফুল ॥ এই বিশু মোড়ল।

বিশু ॥ ফুলজান বিবি !

তিতু ॥ দাদু ? আমার বাদশাকে খুন করেছে বিশুদাদু !

ফুল ॥ ওর ঘর থেকেই বাদশার এই রক্তমাখা জামাটা পাওয়া গেছে।

তিতু ॥ ওঃ খোদা—

পিয়ারা ॥ তুমি ঠাণ্ডা হও ভাইজান। রাগের মাথায় এই বুড়ো দাদুর খুনে হাত রাঙিয়ো না। আমি একবার খুঁজে আসি। [ প্রস্থান ]

বিশু ॥ না না, এ মিথ্যে কথা। আমি তাকে খুন করবো? সে যে আমার বুকের হাড়।

ফুল ॥ তবে তোমার ঘরে তার রক্ত মাখা জামাটা কোথা থেকে এলো? ওরে তিতুভাই এখনও তুই এই বেইমানটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস?

তিতু ॥ বাঁচিয়ে রাখবো? না, না আমার চোখের আলো যে নিভিয়ে দিয়েছে আমি মুছে দেবো তার চোখ থেকে দুনিয়ার আলো।

বিশু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে খুন করো। আমাকে মেরে ফেল, আমার বাদশাকে হারিয়ে আমিও আর বাঁচতে চাই না।

[ বিশুকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত—সহসা মিস ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ ছুরি নামাও।

তিতু ॥ ও আমার ছাওয়ালটাকে খুন করেছে।

ডলি ॥ তোমার ছেলেকে ও খুন করেনি। তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

বিশু ॥ কে—কে?

ডলি ॥ সুবেদার সিং।

তিতু ॥ সুবেদার—সুবেদার আমার বাদশাকে চুরি করেছে?

ডলি ॥ এইজন্য যে তোমাকে পেলে তাকে ছেড়ে দেবে।

ফুল ॥ তা এই রক্ত-মাখা জামা?

ডলি ॥ ও ঝুট। সুবেদারের লোক যে তাকে নিয়ে গেছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তিতু ॥ সুবেদার শয়তান।

বিশু ॥ যতবড় শয়তানই হোক আমি তাকে সহজে ছাড়বো না। বাতাসে ভর করে আমি উড়ে যাবো কোম্পানীর কুঠিতে। যেখানেই লুকিয়ে রাখুক—লোহার গারদ হোক আর পাতালের অন্ধকারেই হোক—আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো।

ডলি ॥ পারবে না বৃদ্ধ। সশস্ত্র ইংরজের কুঠি থেকে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

বিশু ॥ উদ্ধার করতে না পারি তাদের গারদের ঘরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আমি মরবো। তবু আমা'র বাদশাকে শত্তুরের হাতে তুলে দিয়ে আমি ঘরে বসে থাকবো না।

তিতু ॥ দাদু, আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি তবু তুমি আমার ছেলের জন্য—!

বিশু ॥ ওরে ছেলেটা তোর হলেও সে যে মানুষ হয়েছে এই কোলে। তুই আমাকে খুন করলেও আমার কাটা-মাথা বাদশা বাদশা বলে কেঁদে পাগল হতো। একটা বাঁশীর জন্য সে কত কেঁদেছে। হঁ্যা হঁ্যা, তাকে ফিরিয়ে আনবো। তাকে বাঁশী কিনে দেবো। তাকে বুকে নিয়ে সারা গাঁ ঘুরে আমি সবাইকে দেখাবো যে বিশু মোড়ল তাকে কত ভালবাসে। বাদশা—ওরে দাদাভাই ফিরে আয—ফিরে আয়। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ ভাবী—আমিও চললুম। ইংরেজের কুঠিতে।

ডলি ॥ ইংরেজের কুঠিতে গেলে তারা কি তোমাকে সহজে ছাড়বে?

তিতু ॥ না, তারা হয় আমাকে ফাঁসিতে লট্‌কাবে না হয় গুলী করে মারবে। তবু আমার বুকের মানিককে আমি এমনি করে হারিয়ে যেতে দেবো না।

ফুল ॥ কেন দেবে তিতুভাই। তবে তার জন্য তোমাকে আমি ইংরেজের কুঠিতে যেতে দেবো না।

তিতু ॥ যেতে হবে ভাবী—আমি যে বাদশার বাপ।

ডলি ॥ তুমি না গিয়েও বাদশাকে ফিরে পাবে।

তিতু ॥ পাবো? কি করে?

ডলি ॥ সুবেদার যেমন তোমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে তুমিও তার বিবিকে গ্রেপ্তার করে রটিয়ে দাও, তোমার বাদশাকে ফিরিয়ে না দিলে সুবেদারের বিবিকেও তুমি খুন করবে। দেখবে বিবির জান বাঁচাতে সে তোমার ছেলেকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে।

ফুল ॥ তুমি তো বেশ কথা বল্লে বাছা। সুবেদারের বিবিকে আমরা কোথায় পাবো?

ডলি ॥ সুবেদারের বিবি তোমাদের সামনে।

তিতু ॥ তুমি?

ডলি ॥ হঁ্যা-আমি সুবেদার সিং-এর বিবি মিসেস ডলি।

তিতু ॥ তুমি ভিন দেশিয়া হয়েও—

ডলি ॥ ছুটে এসেছি এদেশের মানুষকে বাঁচাতে। কেন জানো? আমি বুঝি বর্ণে তফাৎ হলেও, ভাষায় প্রভেদ থাকলেও মানুষ সকলে এক। তাই নীরব নিঝুম রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে আমি যীশুকে ডেকে বলি —ও গড সেভ দি মেন—হে ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা কর।

ফুল ॥ ওসব ইংরিজি কথা আমরা বুঝিনে বাবু। তুমি যখন সুবেদারের বিবি আমরা তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না।

তিতু ॥ না-না ছাড়বো না। তোমার খসম আমার বুকে ছুরি মেরেছে। আমিও তোমাকে ছাড়বো না।

ডলি ॥ ছাড়তে হবে না তিতুমীর, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার কর।

তিতু ॥ শুধু গ্রেপ্তার নয়। তোমার আটকের খবর পেয়েও যদি সুবেদার আমার বাদশাকে ফিরিয়ে না দেয়—আমি তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবো।

ডলি ॥ সেদিন জানবো আমার এ জীবন সার্থক।

তিতু ॥ নিয়ে যাও ভাবী একে নিয়ে যাও।

ফুল ॥ এসো বাছা [ স্বগতঃ ] মড়া খেকো ফকির তাকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে জানলে—না না যদি বাদশাকে ফিরে না পাই ওই ফকিরটার মাথা আমি চিবিয়ে খাবো। [ ডলি সহ প্রস্থান ]

তিতু ॥ বাদশা, ওরে বাপ আমার। না না আমি কাঁদবো না। আমি যে তিতুমীর। আমি নেবো প্রতিশোধ—হ্যাঁ এমন প্রতিশোধ নেবো যা দেখে সবাই ভয়ে শিউরে উঠবে। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান বাটি

[ শিবু পাগলার প্রবেশ ]

শিবু ॥ হা হা হা, তিতুমিঞার জীবননাট্যের সঙ্গে আমারও জীবন নাটক সমান তালে এগিয়ে চলেছে। এক একবার মনেহয় ভেঙে ফেলি এই রহস্যের লোহ প্রাচীর। না না আরও দেখতে হবে, আরও মজা আছে, আরও মজা আছে। [ হীরালালের প্রবেশ ]

হীরা॥ কে? ও তুমি? তোমাকে আমি ইচ্ছা করলে সেদিন পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম। তা জানো?

শিবু॥ সে আর জানি না? খুব জানি! আপনারা বড়লোক ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।

হীরা॥ পারি, আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই পারি।

শিবু॥ দয়া করে আমার এই মাথার গোলমালটা সারিয়ে দেবেন?

হীরা॥ সে জন্য ভাবতে হবে না। তুমি যখন আমার কথামত চলতে রাজী হয়েছো—

শিবু॥ নিশ্চয় চলবো, এতদিন মাথাটা বিগড়ে ছিল কিনা, তাই ওই ছোটলোক ভিখারীগুলোর সঙ্গে মিশে নিজেও ভিখারী হয়েছিলাম।

হীরা॥ ভিখারীদের সঙ্গে তোমাকে মিশতে হবে না।

শিবু॥ মিশবো কেন? ও শালারা মানুষ নাকি? যত সব সৃষ্টির জঞ্জাল।

হীরা॥ সীমাকে বিয়ে করে আমি গোবরডাঙার জমিদারী পেলে, তোমাকে আমার দপ্তরে ভাল চাকরী দেবো।

শিবু॥ চাকরী? হে, হে হে, সত্যি সত্যি?

হীরা॥ হ্যাঁ সত্যি আর সেই সঙ্গে তোমার মাথারও চিকিৎসা করাবো।

[ সীমার প্রবেশ ]

সীমা॥ তার আগে তোমার মাথাটারও চিকিৎসার প্রয়োজন।

হীরা॥ আমার মাথা?

সীমা॥ সুস্থ থাকলে—এই গুণ্ডাটাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে আদর করে মাথায় তুলতে না।

হীরা॥ গুণ্ডামি এর স্বভাব নয় সীমা, এ গরীব।

সীমা॥ তার ওপর একটা বদ্ধ পাগল।

হীরা॥ তাই আমি চেষ্টা করবো যাতে ওকে সুস্থ করে আমাদেরই এখানে চাকরীতে বহাল করা যায়।

সীমা॥ তবে দেখো আবার যেন গুণ্ডামি না করে।

শিবু॥ করবো কেন? খেতে পেলে গুণ্ডামি করবো কেন? ওই দেখোনা চাষী বেটারা খেতে পায়নি বলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই লেগেছে। ভিখারীগুলো খেতে পায় না বলে "ম্যায় ভূখা হুঁ" বলে চেঁচিয়ে মরছে

আমিও খেতে না পেয়ে ছুটে এসেছিলুম এই রাজবাড়ীতে, এবার খেতে পাচ্ছি আর কি গুণ্ডামি করতে পারি!

হীরা॥ তুই বাইরে যা—

শিবু॥ যাবো বৈকি? নিশ্চয় যাবো। বাইরেব মানুষ কি ঘরে থাকতে পারি? হা হা হা তাহলে আমি ওই বারান্দায় বসে কবিতা মুখস্ত করে নিইগে।

হীরা॥ কবিতা?

শিবু॥ শুনবে? ওরে রাক্ষস

রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাতে তোর
মানুষের রূপ ধরি।
প্রিয়ারে আমাব নিয়েছিস কেড়ে
ভেঙে দিয়ে ঘর বাড়ী।
কান পেতে শোন ঐ। হাড়ের
মর্মরে বাজে ওই
প্রিয়া হারা এই শ্মশানের বুকে
চিতা তোর সাজাবোই।
হা হা হা। [প্রস্থান]

সীমা॥ মনে হয় লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক।

হীরা॥ ওর মত ব্যর্থতা হয়তো আমার জীবনেও আসবে।

সীমা॥ অর্থাৎ—?

হীরা॥ তুমি কি জান না সীমা? পাওনি কি আমার অন্তরের পরিচয়?

সীমা॥ পেয়েছি।

হীরা॥ পেয়েও এখনও নীরব?

সীমা॥ মনে করছি এইবার বাবাকে বলবো।

হীরা॥ তোমার আমার বিয়ের কথা?

সীমা॥ তার সঙ্গে এও বলবো—

হীরা॥ কি? যত তাড়াতাড়ি হয়?

সীমা॥ হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয় তিনি যেন তোমাকে এবাড়ী থেকে দূর করেছেন।

হীরা॥ সীমা—

সীমা ॥ চুপ! মনে রেখো হীরালাল—সীমা হিন্দুর মেয়ে, তার দুবার বিয়ে হতে পারে না।

হীরা ॥ কিন্তু বিয়ে তো হয়নি।

সীমা ॥ লৌকিক বিয়ে না হলেও মনে মনে আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। সেই ভালবাসার পবিত্র স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে তোমার মত চাকরের গলায় মালা আমি কোনদিনই দেবো না। [ প্রস্থান ]

হীরা ॥ চাকর? আমি চাকর? এত স্পর্দ্ধা।

[ মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ স্পর্দ্ধা নয় হীরালালবাবু, এ অভিমান।

হীরা ॥ মিস্কিন, আজ মনে হচ্ছে সীমাকে আমি কোনদিনই পাবো না।

মিস্কিন ॥ আমিও তো ভেবেছিলাম—তিতুমীরকে জীবন্ত ধরিয়ে দিতে কোন দিনই পারবো না। কিন্তু শেষে এমন মতলব এঁটেছি এখন বাছাধন নিজে ধরা না দিয়ে পারবে না।

হীরা ॥ তিতুমীর নিজে ধরা দেবে?

মিস্কিন ॥ হা হা হা, তবে আর বলছি কি? বুদ্ধি থাকলে সবই হয় হীরালালবাবু। আমার কথা শুনুন! আমি জানি জমিদারবাবু তার সব সম্পত্তি তার মেয়ের নামে উইল করেছেন। আগে সেই উইলখানা সংগ্রহ করুন। তারপর সুযোগ বুঝে জমিদারবাবুকে খতম করে দিয়ে, নিজে জমিদার হয়ে বসবেন। তখন দেখবেন ওই সীমা আপনার পয়জারের তলায় আপনি এসে লুটিয়ে পড়বে।

হীরা ॥ আমাকে কোম্পানী জমিদার বলে স্বীকার করবে কেন?

মিস্কিন ॥ নিশ্চয় করবে। কোম্পানী চায় শুধু টাকা।

হীরা ॥ তা বটে। তুমি ঠিক বলেছো মিস্কিন। এই শেষ চেষ্টা। কিন্তু—

মিস্কিন ॥ আবার কিন্তুর কি আছে?

হীরা ॥ ভাবছি—প্রভুহত্যা—?

মিস্কিন ॥ ধর্ম জ্ঞান নিয়ে নসীব ফেরানো যায় না হীরালাল বাবু।

হীরা ॥ তোমার কথাই আমি শুনবো মিস্কিন। নেমেছি যখন ভাল করেই নীচে নামবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোন উপায়েই হোক উইলখানা চাই। তার জন্য দরকার হলে আমি সীমাকে হত্যা করবো, কালী মুখুজ্জেরও রক্তে ডুব দেবো—তারপর— [ কালী মুখুজ্জের প্রবেশ ]

**কালী ॥** অসম্ভবকে কখনও সম্ভব করা যায় না হীরালাল।

**হীরা ॥** কাকা—

**কালী ॥** আমি শুনলাম তুমি নাকি সীমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছো?

**হীরা ॥** আপনার যদি অমত থাকে—

**কালী ॥** সীমার অমতে আমি তাকে পাত্রস্থ করতে পারি না।

**হীরা ॥** তা আমি জানি।

**কালী ॥** আর এও জেনে রেখো, চাকরের "আবদার" মেটাতে দরকার হলে একটা তালুক লিখে দিতে পারি। কিন্তু মেয়ে দিয়ে আমার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করতে পারি না।

**মিস্কিন ॥** রাজা বাদশার উপযুক্ত কথাই বলেছেন জনাব।

**হীরা ॥** আমি শুধু আপনার চাকর নই কাকা—

**কালী ॥** জানি, বন্ধু পুত্র। তবু আমার চাকরী কর যখন—

**হীরা ॥** করলেও আমি অনুপযুক্ত নই।

**কালী ॥** পায়ের জুতো সোনার তৈরী হলেও তাকে পায়েই মানায় হীরালাল। যাও অনাদিকে খুঁজে দেখো।

**হীরা ॥** অনাদি।

**কালী ॥** হ্যাঁ অনাদি, সেদিন রাগের মাথায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে ভেবো না সে পথে পথে না খেয়ে ঘুরে বেড়াবে। যেখানেই সে থাক যেমন করে পারো তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো—।

**হীরা ॥** আপনার আদেশ শিরোধার্য। [ স্বগতঃ ] পায়ের জুতো? আচ্ছা আমিও দেখবো পায়ের জুতো তোমার মাথায় ওঠে কিনা? [ প্রস্থান ]

**কালী ॥** তুমিই না মিস্কিন ফকির?

**মিস্কিন ॥** জী হাঁ।

**কালী ॥** এখানে কি উদ্দেশ্যে?

**মিস্কিন ॥** আমি এসেছিলাম কর্ণেল সাহেবের হুকুমে—

**কালী ॥** কে? কর্ণেল সুবেদার? [ দীনবন্ধুর প্রবেশ ]

**দীন ॥** এসে গেছেন জমিদারবাবু, আমাদের সুবেদার সাহেব নিজেই এসে গেছেন।

**কালী ॥** আমার কাছে তার কি প্রয়োজন? [ সুবেদারের প্রবেশ ]

সুবেদার ॥ প্রয়োজন না থাকলে আসবো কেন বলুন ?

দীন ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি কোম্পানীর লোক ঠাকুর দেবতারও ওপরে। আপনাদের পায়ের ধুলো পড়া তো ভাগ্যের কথা।

কালী ॥ সে সৌভাগ্যে তুমি ধন্য হলেও আমি তা নই দিনবন্ধু। আমি ইংরেজকে যেমন ঘৃণা করি তার কর্মচারীদেরও—

মিস্কিন ॥ আপনি স্বীকার না করলেও আমাদের সুবেদার সাহেব কিন্তু আপনার দোস্ত।

সুবে ॥ চোপরাও বেকুব। এমন বদ মেজাজী লোকের সঙ্গে দোস্তী সুবেদার সিং করে না। আমি ফিরেই যাচ্ছি।

দীন ॥ এসেই যখন পড়েছেন সাহেব, দয়া করে কাজের কথাটা—

কালী ॥ কাজের কথা তো তিতুমিঞার কবর খোঁড়া ?

সুবে ॥ কবর যাতে খুঁড়তে না হয় সেই ব্যবস্থার জন্যেই এসেছিলাম।

কালী ॥ অর্থাৎ ?

সুবে ॥ তিতুমিঞার লেড়কাকে আমরা কয়েদ করে ইস্তাহার জারী করেছি, তিতুমিঞা স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে ধরা দিলে তার লেড়কাকে আমরা ছেড়ে দেবো।

মিস্কিন ॥ ধরা তাকে দিতেই হবে।

সুবে ॥ ধরা দেবার পর ভবিষ্যতে সে আর কোনদিন ইংরেজের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে না—এই মর্মে মিঃ মুখার্জী যদি তাকে বুঝিয়ে তার কাছ থেকে একটা 'মুচলেকা' লিখিয়ে নিতে পারেন তাহ'লে আলেকজাণ্ডার সাহেবকে বলে এবারের মত তার জানটা আমি বাঁচাতে পারি। [ বংশীধরের প্রবেশ ]

বংশী ॥ তার জানতো বাঁচাবেন স্যার, কিন্তু এদিকে আপনার জানটা যে খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল স্যার!

সুবে ॥ হোয়াট ?

বংশী ॥ আর হোয়াট ! আপনার মিসেস—

সুবে ॥ কোথায় ?

বংশী ॥ মনে হয় তিতুমিঞাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

মিস্কিন ॥ সে কি ? সুবেদার সাহেবের বেগমকে ?

কালী ॥ এরপরও কি মনে করেন সুবেদার সাহেব, তিতুমিঞা ধরা দেবে ?

সুবে ॥ মিঃ মুখার্জী, আমার এই বিপদে আপনিও চুপ করে থাকবেন?

কালী ॥ না, আমি এখুনি তিতুমিঞাকে—

বংশী ॥ পাকরাও করতে লোক পাঠাবেন?

কালী ॥ পাঠাবো—তবে পাকরাও করতে নয় কিছু পুরস্কার দিতে।

সুবে ॥ বকশিশ? সে আমার বিবিকে চুরি করেছে। আমার হার্টটা জ্বলে যাচ্ছে।

কালী ॥ তার হার্ট টাও তোমার চেয়ে কিছু কম জ্বলে যাচ্ছেনা—সুবেদার। কারণ, ম্যাডাম ডলি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া সখের পায়রা, আর ছেলেটা তার বুকের রক্তে তৈরি। নয়নের মণি।

দীন ॥ তা বলে সে সুবেদার সাহেবের বিবিকে চুরি করবে?

কালী ॥ কোরতো না, সুবেদার সাহেব যদি তার ছেলেটা চুরি কোরে, চুরি বিদ্যেটা তাকে না শেখাতো।

সুবে ॥ মিঃ মুখার্জী।

কালী ॥ পরের ঘর ভাঙতে গেলে, নিজের ঘর যে ভাঙে সে কথাটা আগে বোঝা উচিত ছিল সুবেদার সাহেব। (প্রস্থান)

সুবে ॥ হ্যালো কারপরদার, আমার নাড়ীটা দেখ, চলছে কি? ওরে বাবা বুকটা—আমার ডলি—!

বংশী ॥ বুকটা চেপে ধরবো স্যার?

সুবে ॥ ও মাই গড, আমার ডলি!

মিস্কিন ॥ আপনি স্থির হোন হুজুর। মিস্কিন ফকির জিন্দা থাকতে, আপনার বেগমের গায়ে কাঁটার আঁচর দিতে পারে এমন হিম্মৎ কারও নাই। আমি এখুনি চললুম হায়দরপুর; যেমন করে হোক ডলি বিবিকে উদ্ধার করে নিয়েই হুজুরের কাছে এসে সেলাম জানাবো। (প্রস্থান)

সুবে ॥ মাই ডার্লিং ডলি—'কারপরদার'—

বংশী ॥ স্যার।

সুবে ॥ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো?

বংশী ॥ না স্যার, আমি রাগছি।

দীন ॥ দেখবেন স্যার, বেশী রাগবেন না।

সুবে ॥ ওঃ—মাই ডলি—

দীন ॥ আর কাঁদবেন না স্যার। আপনার ডলির কথায় আমার তৃতীয় পক্ষের বউ মাতঙ্গিনীর কথা মনে পড়ছে।

সুবে ॥ তোমার হেমাঙ্গিনী গোল্লায় যাক।

দীন ॥ গোল্লায় যাবে তুমি।

সুবে ॥ খবরদার হাতী, আমি তোমাকে খুন করবো।

দীন ॥ আমিও তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবো। ( প্রস্থান )

সুবে ॥ ও মাই ডলি।

বংশী ॥ স্যার, বুকটা বড় জ্বালা করছে ?

সুবে ॥ নিয়ে এসো—নিয়ে এসো কারপরদার—

বংশী ॥ কি স্যার ? একটু তেল এনে বুকে মালিশ করবো ?

সুবে ॥ ষ্টুপিড—

বংশী ॥ মাথায় হাওয়া করবো ?

সুবে ॥ নন্‌সেন্স।

বংশী ॥ বুকে হাত বুলিয়ে দেবো ?

সুবে ॥ মিষ্টি লাগতো চুড়িওয়ালা হাত হলে।

বংশী ॥ ও কে স্যার, তাহলে আমি—স্যার চুড়ি পরে আসি গে ?

[ প্রস্থানোদ্যত ]

সুবে ॥ ড্যাম ইট্। ওঃ তিতুমিঞা গ্রেট স্যাটান্! তুমি আমার ডলিকে চুরি করেছো—তোমার লেড়কাকে আমি গুলী করে মারবো।

বংশী ॥ গুলী ?

সুবে ॥ হাঁ হ্যাঁ, গুলী, গুলী, গুলী করে সেই কুত্তার বাচ্চাকে খুন করে তার মাংস বেঁধে আমি পাঠাবো তিতুমিঞার কাছে। আর দেরী নয়, কুইক মাচ, কুইক মার্চ, কুইক-মার্চ—( প্রস্থান )

বংশী ॥ হয়েস স্যার। [ প্রস্থানোদ্যত ] কুইক মার্চ নয়। কুইকটার্ণ। তিতুমীর ধন্য। এক আঙ্গুলের বদলে দুই আঙ্গুল দেখিয়েছ—চমৎকার !

সুবে ॥ ( নেপথ্যে ) কারপরদার।

বংশী ॥ ইয়েস স্যার—গোয়িং স্যার, কুইক মার্চ, এক আঙ্গুলের বদলে দুই আঙ্গুল।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ জেলখানা—বাদশা একাকী ]

বাদশা ॥ ফুলজান চাচী বাঁশের কেল্লা দেখাবার নাম করে আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলে? ওঃ, আর যে আমি এখানে থাকতে পারছি না। কবে এরা আমাকে ছেড়ে দেবে? কবে বিশুদাদুকে দেখতে পাবো? কবে বাপজানের কাছে যাবো? [ খাদ্য লইয়া খাজাখাঁর প্রবেশ ]

খাজা ॥ বাদশা।

বাদশা ॥ খাজা চাচা? আবার কেন এসেছো?

খাজা ॥ খানাটুকু খেয়ে নাও।

বাদশা ॥ না—আমি খাবো না।

খাজা ॥ তা বল্লে কি চলে! না খেয়ে কতদিন থাকবে?

বাদশা ॥ তুমি জান না—আমার পোষা টুনটুনি পাখিটি আমার জন্য না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। আমার বিশু দাদু আমার জন্য হয়তো পাগল হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমার বাপজানও তাই—তোমার দুটি পায়ে ধরি আমাকে ছেড়ে দাও।

খাজা ॥ ছেড়ে দেবার অধিকার আমার নেইরে। আমি যে গোলাম।

বাদশা ॥ তবে যাও, আর তুমি আমার কাছে এসো না।

খাজা ॥ রাগ করিস নি বাদশা! আমার হুজরাইন গিয়েছে তোর বাপের কাছে। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে।

বাদশা ॥ হবে? আবার আমি বাইরের আলো দেখতে পাবো? আবার আমার বিশুদাদু, বাপজান, ফুফু সকলের কাছে যেতে পাবো? আচ্ছা, তবে দাও খাচ্ছি। [ খাবার খাইল ]

খাজা ॥ আমি এখন আসি, কেমন?

বাদশা ॥ আমার বড় ভয় করে। তুমি একটু আমার কাছে থাকো না।

খাজা ॥ হুকুম নেই বাপজান। তুই যে বৃটিশের দুশমনের ছেলে।

বাদশা ॥ কিন্তু আমি যে একলা থাকতে পারি না। ওই বড় বড় লোহার গারদগুলো যেন আমাকে ভয় দেখায়। এখানকার গুমোট অন্ধকার যেন আমার কানে কানে বলে আমি বাইরে যেতে পাবো না।

খাজা ॥ বাদশা—

বাদশা ॥ সত্যি সত্যি এরা আমাকে ছেড়ে দেবে তো? মেরে ফেলবে না?

খাজা ॥ খোদা! এই শিশু কয়েদীর বুকের কান্নাটুকু তুমি শুনতে পাচ্ছো না মেহেরবান? বিদেশী দুশমনদের কারার গুমোট অন্ধকারে এই কচি গোলাপটুকু শুকিয়ে ঝরে যাবে? ওগো দীনদুনিয়ার মালিক! আমার জীবনের বদলেও এই হতভাগাকে বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও। [ প্রস্থানোদ্যত ]

বাদশা ॥ খাজা চাচা, কিছু বল্লে না?

খাজা ॥ আমার কিছু বলার নেই বাপজান। খোদাকে ডাক খোদাকে ডাক। [ প্রস্থান ]

বাদশা ॥ খোদা—না আর তাকে ডাকবো না। কত তো ডেকেছি, কই সে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল? এত কাঁদছি তবু তো কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না। [ আগে সুবেদার ও পেছনে বংশীধরের প্রবেশ ]

বংশী ॥ আমার একটা কথা স্যার—

সুবে ॥ না—না, তোমার কোন কথা আমি শুনবো না। যে আমার ডলিকে চুরি করেছে তাকে আমি—

বাদশা ॥ আমাকে মেরো না। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের দুটি পায়ে ধরি।

সুবে ॥ ছেড়ে দেবো বলিস কি বিচ্ছুশয়তান? কে আছিস? [ জনৈক কনেষ্টবলের প্রবেশ ] যা একে নিয়ে যা।

বাদশা ॥ কোথায় নিয়ে যাবে? বাইরে? সত্যি তাহলে তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে?

সুবে ॥ হ্যাঁ দেব—হরকত সিং কোর্ট মারসেল—

বংশী ॥ স্যার এ বাচ্ছা—এর কি দোষ?

সুবে ॥ দোষ ওর না থাকলেও ওর বাপের দোষের প্রায়শ্চিত্তটা ওকেই করতে হবে। যাও নিয়ে যাও।

বাদশা॥ চলো—তোমরা খুব ভাল। এরা কেউ আমাকে ছেড়ে দেয় নি। তোমরা আমাকে ছেড়ে দিলে? তোমরা খুব ভাল—ফু ফু আমি যাচ্ছি, বিশুদাদু আমি যাচ্ছি বাপজান আমি যাচ্ছি। [ কনস্টেবলসহ প্রস্থান ]

বংশী ॥. কি করলেন স্যার? একটা মেয়েছেলের জন্যে এমন একটা নিষ্পাপ

শিশুকে আপনি গুলি করে মারতে হুকুম দিলেন? ওঃ ভগবান, এর পরেও আমরা সভ্য মানুষ বলে গর্ব করি?

সুবে ॥ কারপরদার—

বংশী ॥ আমিও বলে রাখছি স্যার—মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে যে বেরিয়ে গেল—উদ্যত বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন জানবে তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা মিথ্যা, তখন সেই শিশু মনের রুদ্ধদুয়ার খুলে যে দীর্ঘশ্বাসের আগুন বেরিয়ে আসবে সেই আগুনে আপনাকে পুড়ে ছাই হতে হবে। [প্রস্থান]

সুবে ॥ আগুন লাগতে আর বাকী নেই। ডলিকে হারিয়ে আমার দেহের শিরায় শিরায় আগুন ধরেছে।

বিশু ॥ [ নেপথ্যে ] বাদশা; দাদাভাই—

সুবে ॥ কে? জেলখানার মধ্যে কে ডাকে?

[ উন্মাদের ন্যায় বিশুমোড়লের প্রবেশ। তাহার গামছায় বাঁধা কিছু খাবার ও ট্যাঁকে বাদশার জন্য কেনা বাঁশিটা। ]

বিশু ॥ আমার বাদশাকে দেখেছো বাবু? কোথায়? কোন ঘরে তাকে আটকে রেখেছো? দয়া করে আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে?

সুবে ॥ কি করে এলি এখানে?

বিশু ॥ আমি ওই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একটু আগে একজন বাবু গেল, সেই আমাকে দয়া করে এখানে পাঠিয়ে দিলে। দাও না বাবু—বাদশার ঘরটা দেখিয়ে দাও না।

সুবে ॥ তুই বাদশার কে?

বিশু ॥ আমি তার কেউ নই তবে নাতীর মত ভালবাসি কিনা।

সুবে ॥ বাদশার সঙ্গে দেখা হবে না।

বিশু ॥ হবে না? এত কাছে এসেও দেখা পাবো না!

সুবে ॥ তিতুমিঞাকে বলিস, আমার বিবি ডলিকে যদি সে ছেড়ে না দেয় বাদশা তো বাদশা আমি তাকেও জ্যান্ত কবর দেবো।

[ রুস্তমের প্রবেশ ]

রুস্তম ॥ বাদশাকে ছেড়ে না দিলে তোমার বিবিকেও তিতুমিঞা জ্যান্ত কবর দেবে।

সুবে ॥ তুই আবার কে?

রুস্তম ॥ তিতুমিঞার সাকরেৎ।

সুবে ॥ হরবকত সিং—

রুস্তম ॥ হরবকত সিংকে ডেকে হয়তো আমার মাথা নিতে পারবে কিন্তু তোমার বিবিকে বাঁচতে পারবে না।

বিশু ॥ আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবু, বাদশাকে দাও আমি নিজে তোমার বিবিকে তোমার হাতে এনে পৌছে দেবো।

সুবে ॥ তোদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। বাদশাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তবে তোদের একজনকে এখানে জামিন থাকতে হবে।

রুস্তম ॥ বহুৎ আচ্ছা, আমিই থাকবো।

সুবে ॥ ঠিক আছে। অপেক্ষা কর। বাদশাকে নিয়ে আসছি; তোমাদের ভাগ্য জোর। আর একটু দেরী হলে হয়তো বাঁচাতে পারতে না। [ প্রস্থান ]

বিশু ॥ বলি দেখলে তো রুস্তম ভায়া, বাদশাকে পেলুম কিনা! হাজার হোক পীরের দরগায় সিন্নি মানত করেছি। বুড়োশিবতলাতেও স-পাঁচআনার পুজো দেব বলে ছ—তা কি বৃথা হয়!

রুস্তম ॥ তুমিই মানুষ বিশুদাহ! হিন্দু হয়ে মুসলমানকে এমন আপন করে নিতে আর কখনও দেখিনি।

বিশু ॥ আরে ভাই, আমরা গাঁয়ের মানুষ অত জাত-ধর্ম বুঝি নে। আমরা জানি হিন্দু হই আর মোছলমানই হই আমরা সবাই এক। তোমার কোন ভয় নেই তুমি এখানে থাকো। আমি বাদশাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে রেখেই সেই বিবিকে নিয়ে চলে আসবো।

রুস্তম ॥ বাদশাকে পেলে তিতুমিঞাও বিবিকে ছেড়ে দেবে।

বিশু ॥ না দিলে শুনছে কে? এই দেখ ছেলেটার জন্যে এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনে এনেছি, আবার ওর সেই বাঁশীটাও এনেছি। বড় বায়না ধরেছিল। কৈ হে—এখনো তো আসছে না?

রুস্তম ॥ বিবিকে বাঁচাতে বাদশাকে ছাড়তেই হবে।

বিশু ॥ হবে—হবে। বাঁশীটা পেলে শালা আমার কত আনন্দ যে করবে। হে-হে-হে আচ্ছা রুস্তম ভায়া! সে আমাদের দেখে প্রথমে একটু অবাক হয়ে যাবে। কি বল? ওই যেন কারা আসছে? হ্যাঁ পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আসছে আমার বাদশা দাদাভাই।

[ ষ্ট্রেচারে করিয়া বাদশার মৃতদেহ লইয়া খাজা খাঁ ও জনৈক কনষ্টেবলের প্রবেশ ]

রুস্তম ॥ একি ?

খাজা ॥ বাদশা।

বিশু ॥ বাদশা বাদশা। [ সুবেদারের প্রবেশ ]

সুবে ॥ দুর্ভাগ্য—আমি যাওয়ার আগেই বাদশাকে গুলী করা হয়ে গেছে।

বিশু ॥ ওঃ দাদাভাই। ( হাত হইতে বাঁশীটা পড়িয়া গেল নিজেও টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল ]

রুস্তম ॥ সুবেদার—বেইমান ( সুবেদারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত )

সুবে ॥ ( পিস্তল তুলিল ) হ্যাণ্ডস্ আপ! হরবকত সিং, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাও—আমার বিবিকে না পেলে একেও খতম করা হবে।

[ কনষ্টেবল রুস্তমকে গ্রেপ্তার করিল ]

রুস্তম ॥ আমাকে খতম করলেও বিবিকে আর পেতে হবে না শয়তান। বাদশাকে মেরে পাগলা তিতুর মাথায় তোরা যে খুন চাপিয়ে দিলি সেই খুনের বদলা দিতে হবে তোরই বিবিকে। দাদু আমি আসি। নিজের জন্য ভাবিনা বাদশাকে বাঁচাতে পারলাম না, এ আফশোষ মৃত্যুর পরেও থাকবে।

বিশু ॥ রুস্তম—

রুস্তম ॥ তবু তিতুকে বলো—কোম্পানীর স্বার্থের বুনিয়াদ কায়েম করতে একরত্তি শিশুর রক্তে যে ধুয়ে দিলে বাংলার মাটি, সেই নব রাক্ষস সুবেদারকে সে যেন মাফ না করে—মাফ না করে – [ কনষ্টেবল সহ প্রস্থান ]

বিশু ॥ বাদশা—ওরে আমি তোর বাঁশী এনেছি। তোর জন্যে মুড়ি মুড়কি এনেছি। কত ক্ষিদে পেয়েছিল। মুখের পান্তা ফেলে চলে এসেছিলি। একবার কথা "ক" দাদাভাই—একবার চেয়ে দেখ। ওরে আমি তোর বিশু—

সুবে ॥ যাও। এইবার ডেডবডি আমরা লাস ঘরে পাঠিয়ে দেবো।

বিশু ॥ না না, লাস ঘরে নিয়ে যেতে দেবো না। আমার বাদশা দাদাভাইএর দেহ আমি বুকে করে নিয়ে যাবো হায়দরপুর।

সুবে ॥ আইন নেই।

খাজা ॥ বাচ্চা ছেলেকে খুন করারও তো আইন নেই জনাব।

সুবে ॥ খাজা !

খাজা ॥ জ্যান্ত দেহটা দেননি, মরা দেহটা দিতে আপত্তি কি ?

সুবে ॥ বেশ নিয়ে যাও ! [ বাদশাকে লইয়া বিশুর প্রস্থান ]

খাজা ॥ জনাব।

সুবে ॥ ও কি ? তুই কাঁদছিস ?

খাজা ॥ না জনাব, হাসছি। বৃটিশ শাসকদের গোলামীর ঋণ শোধ করতে জাতভাই-এর খুনে হাত রাঙালুম। হাসবো না ? আপনিও হাসুন তবে এ হাসির ফোয়ারা বেশি দিন নয় জনাব, বেশি দিন নয়। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ তা আমি জানি। এতদিন যা করেছি, আজ শিশু রক্তের "আয়নায়" যেন নিজেকে দেখে আমি চমকে উঠছি। ওঃ এটা বাঁশী ? এঁ্যা একি ! এই বাঁশীর মধ্যে থেকে যেন হাজার হাজার বাদশা আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছে—ইংরেজের গোলাম হুঁসিয়ার। না না ডলিকে চাইনে আমাকেও চাইনে। তিতুমীর ! ডলির সঙ্গে আমাকেও মুছে দাও দুনিয়ার বুক থেকে। [ প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

[ বাঁশের কেল্লার সম্মুখে। মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ বাঁশের কেল্লা তৈরী করে যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে চায় সে একটা পাগল ছাড়া আর কি ? কিন্তু পাগল হলেও তিতু বোকা নয়। এত চেষ্টা করেও তাকে হিন্দুদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারছি না। আগে থেকে হিন্দুগুলোকে খতম করতে না পারলে, তিতুকে কবরে পাঠিয়ে আরামে হায়দরপুরের জমিদারী ভোগ করা আমার নসীবে হবে না। ওই কাফের-গুলোই তখন তিতুর হয়ে আমাকে কবর দিতে আসবে।

[ ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ কার কবর খুঁড়ছো মিঞা ?

মিস্কিন ॥ কবর নয় ফুলজান বিবি। ভাবছি তিতুমিঞার কথা।

ফুল ॥ বাদশার কথা ভাববার অবসর নেই বুঝি ?

মিস্কিন ॥ সে তো আরামেই আছে।

ফুল ॥ কোথায় ? তোমার বাড়ীতে ?

মিস্কিন ॥ না ইংরেজের কুঠিতে।

ফুল ॥ থাকার কথা ছিল কিন্তু তোমার বাড়ীতে।

মিস্কিন ॥ তার জন্য চিন্তা কি ?

ফুল ॥ কবে আসবে সে ?

মিস্কিন ॥ তিতুমিঞাকে হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই—

ফুল ॥ তিতু হিন্দুদের ওপর ক্ষেপবে না।

মিস্কিন ॥ তাহলে বাদশা—

ফুল ॥ আসবে না? বটে! আমিও রাম দা তৈরী করে রেখেছি।

মিস্কিন ॥ রাম দা কি হবে?

ফুল ॥ আদর করে তোমার গর্দানে ধার পরীক্ষা করবো।

মিস্কিন ॥ ফুলজান বিবি।

ফুল ॥ বাদশা—বাদশা—যেখান থেকে, যেমন করে, যে কোন উপায়েই হোক তাকে ফিরিয়ে আনা চাই। নইলে তোমার কথায় বাদশাকে দুশমনের হাতে তুলে দিয়ে যে ভুল করেছি সে ভুল শোধরাবো তোমার মাথাটা জবাই করে।

মিস্কিন ॥ কুসুম তাকে আনতে গেছে।

ফুল ॥ যদি না আসে, তোমারও দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হবে আমার হাতে।

[ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ ফুলজান বিবির মধ্যে যেন একটা ভাবান্তর দেখছি। মাগী যদি তিতুমিঞার কাছে সব কথা প্রকাশ করে দেয়? চিন্তা কি? কোম্পানী তো আছে! তার আগে যেমন করে হোক ডলিকে উদ্ধার করে সুবেদারকে খুশী করতেই হবে। [ তিতুমীরের প্রবেশ ]

তিতু ॥ আলবাৎ হবে। বাদশা ফিরে আসার জন্যে হিন্দুরা ডাকছে ভগবানকে। মোল্লারা ডাকছে খোদাকে—মেহনত যখন সকলেই করছে, খুশী আমি সকলকেই করবো।

মিস্কিন ॥ তবে কি জান বেটা—তামাম বাংলার বাদশা হয়ে একটা জানানাকে আটক রাখা কিন্তু তোমার ভাল দেখায় না।

তিতু ॥ ইংরেজরা তামাম হিন্দুস্থানের সরকার হয়ে আমার লেড়কাকে আটক রাখলে কি করে?

মিস্কিন ॥ তোমার লেড়কাকে তারা ছেড়ে দেবে।

তিতু ॥ দেবে—এখন গুঁতোয় পড়ে।

মিস্কিন ॥ তিতুবেটা—

তিতু ॥ তুমি ভেবো না ফকির সাহেব। সুবেদারের বিবিকে আমি মায়ের মতই যত্ন করে রেখেছি। বাদশা এলেই আমি তাকে তোমার সঙ্গে সুবেদারের কুঠিতে পাঠিয়ে দেবো।

মিস্কিন ॥ কিন্তু—

তিতু ॥ আবার কিন্তু কেন? বাদশা আসছে! হ্যাঁ হ্যাঁ সে আসছে না হলে রুস্তমের এত দেরী হবে কেন? সে তাকে নিয়েই আসছে। সঙ্গে বিশুদাদুও আছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তিন জন হন্ হন্ করে ফিরে আসছে।

[ বাদশার মৃত দেহ লইয়া বিশু মোড়লের প্রবেশ ]

বিশু ॥ বাদশা দাদাভাই—

তিতু ॥ বিশুদাদু, ও কে?

বিশু ॥ বাদশা, তোমার বাদশা, চিনতে পারছোনা? কদিন আমাদের দেখতে না পেয়ে অভিমানে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকেছি সাড়া পাইনি। তুমি একবার ডেকে দেখত?

তিতু ॥ বাদশা-একি! এ যে রক্ত-মাখা দেহ। ওঃ খোদা, একি করলে মেহেরবান? আমার বাদশা—

[ গীত কণ্ঠে সদানন্দের প্রবেশ ]

সদা ॥ [ গীত ]

চলে গেছে সে যে দূর হতে দূরে
ঘন ঘোর তমসায়।
রেখে গেছে শুধু শহীদের স্মৃতি
আর কিছু নাহি হায় ॥

তিতু ॥ নেই! আমার বাদশা হারিয়ে গেছে? আর সে আমাকে বাপজান বলে ডাকবে না?

সদা ॥ [ পূর্বগীতাংশ ]

নিঝুম রাতের নীরব আকাশে
কাঁদিয়া কহিবে বাতাসে বাতাসে
খুনে মোর যারা ভিজায়েছে মাটি
কর না গো ক্ষমা তায় ॥

তিতু ॥ সদানন্দ চাচা! সুবেদার আমার বাদশাকে গুলী করে মারলে? এতটুকু একটা ছেলে তাও তাদের সইলো না?

সদা ॥ ওই শোন—ওই শোন তিতু। আমার রতনের সঙ্গে তোর বাদশাও কেঁদে কেঁদে বলছে, খুন দাও—খুন দাও। [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ অসহ্য, অসহ্য তিতুমীর, এ দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না।

তিতু ॥ দাদু বাদশাকে আমার কোলে দাও। ওর মায়ের কবরের পাশে—

বিশু ॥ না না, আমার দাদাভাইকে বুকে নিয়ে আমি সবার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবো। [ বাদশার মৃতদেহ তুলিয়া লইল— ]

তিতু ॥ ওর মা ওকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছিল। তাই আজ আমি তার সে দান ফিরিয়ে নেবো না। চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখো।

বিশু ॥ কেড়ে না নিলে আমিও দেব না। ওকে মানুষ করে ওর সাদী দিয়ে আমিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো তোমার কাছে। হাঁ হাঁ সেই ভাল। আজ নিয়ে যাই, আজ নিয়ে যাই। বাদশা! দাদাভাই সাড়া দে —সাড়া দে। [ বাদশা সহ প্রস্থান ]

তিতু ॥ ওঃ, বুকটা এমন জ্বালা করছে কেন? চোখ দুটো এমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন? দুনিয়াটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে! না-না তিতুমীরের বুক পাথর দিয়ে গড়া। সুবেদার আমার কলিজায় আগুন ধরিয়েছে, সেই আগুনে— [ ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ তুমি আমাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দাও তিতুমীর।

মিস্কিন ॥ নারী হত্যা?

ডলি ॥ শিশু হত্যা যারা করে তাদের নারীগুলোকে হত্যা করলে পাপের চেয়ে পুণ্যই হয়।

মিস্কিন ॥ তা অবশ্য ঠিকই! সবই খোদার মর্জি! তিতু তিতু! যে তোমার বাদশাকে খুন করেছে তার বিবির খুনেই তুমি তার প্রতিশোধ নাও। তবে ওই সঙ্গে হিন্দুদের বেইমানীর প্রতিশোধ নিতে ভুলো না বেটা।

ডলি ॥ হিন্দুরা বেইমান?

মিস্কিন ॥ তাদের ওপর মেহেরবানী করে তিতুমিঞা যে ভুল করেছে তার মাশুল দিতে গেল—তার বাদশা। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ ঠিক, ঠিক হিন্দুদের ওপর মেহেরবানী করার জন্যেই হারিয়ে গেল আমার বাদশা। না না, আমি আর কারও ওপর মেহেরবানী করবো না। ইংরেজকেও না হিন্দুকেও না। সুবেদারের বিবিকেও না।

ডলি॥ সুবেদারের বিবিও তোমার মেহেরবানী চায় না তিতুমীর। যে শয়তান এক রত্তি দুধের ছেলেকে গুলী করে মেরেছে, সেই বর্বরের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুমি আমাকে হত্যা কর। আর যদি পার আমাকে কেটে আমার মাথাটাও তার কাছে পাঠিয়ে দিও।

তিতু॥ তাই দেবো। ওই আসমান থেকে বাদশা বলছে বদলা নিতে। আমি বদলা নেবো খুন কা বদলা খুন। [ পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা॥ কাকে খুন করবে ভাইজান? মেমসাবকে?

তিতু॥ ওর খসম আমার বাদশাকে খুন করেছে।

পিয়ারা॥ তুমি ওকে মাফ করে সেই বেইমানকে বুঝিয়ে দাও—মুখ্যু চাষী হলেও তুমি মানুষ।

ডলি॥ জানোয়ারের কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই বহিন। তারা যেমন কুকুর তেমনি মুগুরই দিতে হয়।

পিয়ারা॥ মুগুরটা তাদের মাথাতেই মারবো কিন্তু আপনি মেয়েছেলে!

তিতু॥ ওসব মেয়েছেলে ফেয়েছেলে আমি মানি নে।

পিয়ারা॥ কথা রাখো ভাইজান।

তিতু॥ রাগলে তিতু বাপকেও খাতির করে না জানিস? আমার মাথায় রক্ত টগ-বগ করে ফুটছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে—যা যা তুই নিজে মেমসাবকে নিয়ে গিয়ে সুবেদারের কুঠিতে পৌছে দিয়ে আয়।

ডলি॥ এত বড় অপরাধের পরও তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

তিতু॥ ভদ্দরলোক হলে হয়তো দিতুম না। আমি যে মুখ্যু চাষী।

ডলি॥ আমার স্বামী তোমার ছেলেকে খুন করেছে।

তিতু॥ তোমাকে খুন করলে সে তো ফিরে আসবে না!

ডলি॥ তিতুমীর তুমি কি মানুষ?

তিতু॥ না মেমসাব। এই ঘুণধরা দুনিয়ার আস্তকুঁড়ের আমি একটা জঞ্জাল।

ডলি॥ এই ঘুণধরা দুনিয়ার সৌন্দর্য যদি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে সে তোমাদের মত এই আস্তাকুঁড়ের মানুষই ফিরিয়ে আনবে ভাই।

পিয়ারা॥ আসুন মেমসাব—

ডলি॥ আমি কোথাও যাবো না পিয়ারা। এতদিন রং মেখে সং সাজা ভদ্দরলোকের আস্তানায় থেকে যে আলোর আস্বাদ পাইনি, এই পচা পল্লীর

আস্তাকুঁড়েয় আজ যে মণির সন্ধান আমি পেয়েছি,—তাই বাংলা মায়ের ঋণ শোধ করতে এই মুসলমান ভাই এর পাশে দাঁড়িয়ে এই ক্রীশ্চান বহিনও করে যাবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম। [ প্রস্থান ]

তিতু॥ পিয়ারা, ওরে, আমার বাদশার রক্ত দেওয়া বৃথা হবে না। ফৌজ নিয়ে আমি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বো কোম্পানীর কুঠিতে। তুই রুস্তমকে ডাক। [ খাজা খাঁর প্রবেশ ]

খাজা॥ রুস্তম আর আসবে না।

পিয়ারা॥ রুস্তম—

খাজা॥ কোম্পানীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। আজই রাত আটটায় তার ফাঁসি হবে। [ অস্ফুট আর্তনাদ ]

তিতু॥ রুস্তম গ্রেপ্তার? তার ফাঁসী হবে? বাদশা নিভিয়ে দিয়ে গেল চোখের আলো, রুস্তম ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে আমার বুকের পাঁজর। ওঃ, রাক্ষসী "বাংলা মা"। না, না, আর তোকে মা বলে ডাকবো না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রক্ত নিয়েছিস পলাশির মাঠে, তিতুমীরেরও রক্ত খাবি "বাঁশের কেল্লাতে"। দেখবো শয়তানী, ছেলের রক্ত খেয়ে কত হাসতে পারিস। তবে আমিও এমনি ছাড়বো না। আগে জমিদার কালী মুখুজ্জেকে দেখে নেবো তারপর সুবেদার সিং-এর মাথা নেবো।

খাজা॥ সে চেষ্টা পরে করো। এখন রুস্তম—

পিয়ারা॥ কিছু বলেছে?

খাজা॥ মৃত্যুর আগে সে পিয়ারাকে দেখতে চেয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেবের হুকুমে তাই আমি পিয়ারাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তিতু॥ পিয়ারাকে তুমি নিয়ে যাবে?

খাজা॥ আমি পিয়ারার জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলাম তিতুমীর। পিয়ারা শুধু তোমার বহিন নয় ও আমারও বহিন। [ প্রস্থান ]

তিতু॥ পিয়ারা—

পিয়ারা॥ যাবো ভাইজান। বাদশা হারিয়ে গেল, শেষ দেখা হ'ল না। আবার রুস্তমও যেতে বসেছে তার সঙ্গে—

তিতু॥ শেষ দেখা হলে বলিস, তিতুমীর তাদের দুশমনকে কোনদিনই মাফ করবে না।

পিয়ারা ॥ আরও বলবো ভাইজান ! ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে জীবনের সেই শেষ মুহূর্তে সে যেন খোদাতালাকে বলে—ওগো মেহেরবান ! তোমারই সৃষ্ট দুনিয়ায় যারা মানুষ হয়ে মানুষের হাড় চিবিয়ে খায়, মানুষের বাঁচার দাবী কড়ে নিয়ে নিজেরা সুখে বাঁচতে চায় সেই মানুষ বেশী জানোয়ারগুলোকে তুমি মাফ করো না মেহেরবান, মাফ করো না। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ মানুষের দুশমনকে খোদাতালা ছেড়ে দিলেও তিতুমীর ছাড়বে না।

[ মুসলমানের ছদ্মবেশে অনাদির প্রবেশ ]

অনাদি ॥ তিতুমীর ! যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।

তিতু ॥ তুমি কে ?

অনাদি ॥ নাম আবদার রহিম। আমি এইমাত্র শুনে আসছি তোমাকে শায়েস্তা করতে কোলকাতা থেকে পঞ্চাশখানা কামান নিয়ে পাঁচশো গোরাপল্টন মার্চ করে এগিয়ে আসছে।

তিতু ॥ আসুক, আমি তাদের সঙ্গে লড়বো।

অনাদি ॥ গোটাকয়েক গাদা বন্দুক আর গাছ কতক লাঠি নিয়ে তাদের সঙ্গে তুমি লড়তে পারবে না তিতুমীর।

তিতু ॥ আমার কেল্লা আছে।

অনাদি ॥ ইংরেজের একটা গোলার ঘায়েই তোমার বাঁশের কেল্লা চূর্ণ হয়ে যাবে। কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে গেলে চাই কামান—

তিতু ॥ কামান ?

অনাদি ॥ সে কামান তৈরী করতে যত অর্থের প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে দেবো। তুমি আজকের রাতের জন্য মাত্র পঞ্চাশ জন লেঠেল দাও।

তিতু ॥ লেঠেল কি করবে ?

অনাদি ॥ জানতে চেওনা দোস্ত। তোমার টাকার প্রয়োজন আমি দেবো।

তিতু ॥ কিন্তু আমার জন্যে ?

অনাদি ॥ তোমার জন্য নয় বন্ধু। ইংরেজের চিবিয়ে খাওয়া বাংলার কংকালে আবার নতুন প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে আমি দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। তোমার এই জাগরণের রুদ্রবীণাকে ভৈরব হুঙ্কারে বাজিয়ে ওই সাগরপারের শ্বেত মর্কটদের সঙ্গে এদেশের বিভীষণদের রক্তে

যদি ধুয়ে দিতে পারি বাংলা মায়ের পরাধীনতার কালী, তবেই জানবো এ জীবন সার্থক।

তিতু॥ তবে এসো দোস্ত! দুজনে আগুনের গোলা হয়ে ফেটে পড়ি কোম্পানীর কুঠিতে। জান কবুল করেও লড়াই করে দুশমনদের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে বাপের বেটার মত উড়িয়ে 'দই বাঙ্গালীর রক্তে-রাঙ্গা মেহনতী মানুষের লাল ঝাণ্ডা। [উভয়ের প্রস্থান [

## চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[কারা-সম্মুখ]

সূত্রধার॥ দুর্বার বৃটিশ শক্তির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ক্ষিপ্ত হিংসার মত জ্বলে উঠলো তিতুমীর। বাংলার মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে বিদ্যুৎ শক্তির মত ঝলসে উঠলো তার রণহুংকার। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু সংগ্রাম আজও ফুরিয়ে যায় নি। তাই তিতুমীরের জীবন নাট্যের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমিও বলবো।

গীত

উঠুক গর্জে সুরজ মন্ত্রে
জনতার হুংকার।
বাজুক বিশ্বে সব্যসাচীর
গাণ্ডীব টংকার—
মানুষের হাড়ে ভরায় যাহারা
রুদ্ধ জমাট পাষাণ কারা
নাশিতে তাদের উঠুক সঘনে
ক্ষুধিতের ঝংকার। [প্রস্থান]

[আগে মিস্কিন ও পশ্চাতে সুবেদার সিং-এর প্রবেশ]

সুবে॥ কারপরদার, শয়তানটাকে গুলী কর—

মিস্কিন॥ শয়তান ওই একটা নয় হুজুর। বাংলার মাটিতে অমন হাজার হাজার শয়তান বাস করছে।

বংশী॥ তাদের মধ্যে তুমিও একজন।

মিস্কিন॥ আমি ফকির—

সুবে ॥ তুমি আমার ডলিকে এনেছো ?

মিস্কিন ॥ কোথা থেকে পাবো হুজুর ? তিতুমিঞা তাকে খুন করেছে।

সুবে ॥ ও মাই গড্—আমার ডলিকে খুন করেছে ? আচ্ছা রুস্তমের ফাঁসিটা হয়ে যাক—তারপর তিতুগুণ্ডার সঙ্গে গোটা চব্বিশ পরগণা জেলাটাকে আমি বারুদের আগুনে পুড়িয়ে খাক করে দেবো।

মিস্কিন ॥ আপনাকে কিছু করতে হবে না জনাব। যা করার এই ফকিরই করবে।

সুবে ॥ ছাই করবে। তুমি না বলেছিলে তিতুমিঞাকে হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলবে ?

মিস্কিন ॥ হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলার আর দরকার হবে না হুজুর। কোলকাতা থেকে যে নতুন গোরাপল্টন এসেছে তাদের নিয়ে আজ রাতেই—

সুবে ॥ কিন্তু আক্রমণটা করবো কোথায় ? তার গুপ্ত আড্ডা বাঁশের কেল্লার সন্ধান আমরা তো কেউ জানি না।

মিস্কিন ॥ সেই সন্ধান নিয়েই আমি এসেছি হুজুর।

সুবে ॥ সেই বন্ধুত্বের প্রতিদানে গভর্ণরকে বলে আমিও তোমাকে—

মিস্কিন ॥ আমার অন্য কিছু চাই না হুজুর, চাই মাত্র হিন্দুর রক্ত বিধৌত বাংলার মাটিতে পবিত্র ইসলামের পতাকা ওড়াতে—

সুবে ॥ সে আশা তোমার পূর্ণ হবে।

মিস্কিন ॥ আমিও হলফ করে বলছি জনাব, কাল প্রভাতের সূর্য তিতুমিঞা আর দেখতে পাবে না। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ যত সব নেটিভ। ওঃ, ডলি নেই ! [ খাজার প্রবেশ ]

খাজা ॥ এসেছে হুজুর।

সুবে ॥ এসেছে আমার ডলি ?

খাজা ॥ না হুজুর পিয়ারা।

সুবে ॥ রুস্তমের সঙ্গে দেখা করতে ?

খাজা ॥ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম—

সুবে ॥ ( ঘড়ি দেখিয়া ) কিন্তু সময় খুব কম। কথা-বার্তা ঝটপট সেরে নিতে বলবি। যা তাকে নিয়ে আয়—

খাজা ॥ যো হুকুম— [ প্রস্থান ] [ পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ রুস্তম কৈ ? কোথায় ?

সুবে ॥ এসো, এসো মিস, আমি বলি কি—

পিয়ারা ॥ রুস্তম ছাড়া কারও কথা শোনার কান আমার নেই।

সুবে ॥ আমি কর্ণেল সুবেদার।

পিয়ারা ॥ ও, তুমিই সেই শয়তান যে বাদশাকে খুন করেছে?

[ রুস্তমের প্রবেশ। পরনে কালো পোশাক ]

রুস্তম ॥ হ্যাঁ, সেই শয়তান, যে বাদশাকে খুন করেছে। আমার ফাঁসিও হচ্ছে ওরই ইচ্ছায়। ও মানুষ নয় পিয়ারা, জানোয়ার!

সুবে ॥ খবরদার কালা আদমী—

রুস্তম ॥ সাদা আদমী তুমিও নও বেকুব। ভারতের মাটিতে জন্মে ইংরেজদের গোলাম হয়ে, দেশের ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানী করার সাজা তোমাকেও পেতে হবে।

সুবে ॥ চোপরাও কয়েদী—।

রুস্তম ॥ কেন? তোমার ভয়ে? ফাঁসির দড়ি যার গলায় ঝুলছে তোমার মত গোলামকে সে ভয় করে না।

সুবে ॥ হুঁ—আচ্ছা— [ প্রস্থান ]

পিয়ারা ॥ রুস্তম।

রুস্তম ॥ পিয়ারা, তুমি এসেছো?

পিয়ারা ॥ তোমাকে এরা বাঁচতে দিলে না রুস্তম?

রুস্তম ॥ বাঁচতে আমিও চাই না পিয়ারা। চোখের সামনে বিদেশী ইংরেজদের বুটের তলায় নিজের জাত ভাইদের পিষে মরতে দেখে বাঁচার নেশা আমার কেটে গেছে। ওঃ, আজ যদি বাঙালী জাগতো, আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতো তাহলে বুঝিয়ে দিতুম সাদা বাঁদরগুলোকে—

পিয়ারা ॥ রুস্তম—

রুস্তম ॥ হল না পিয়ারা। যদি আবার কখনও বাংলার মাটিতে আসি সেদিন ওই বেনের জাত ইংরেজগুলোকে দেখে নেবো।

পিয়ারা ॥ আসতে হবে রুস্তম। বাংলার মাটি যে আমাদের কাছে বেহেস্তের চেয়ে সুন্দর।

রুস্তম ॥ ধুলোর বেহস্তকে যারা ক্ষুধিত বাঙালীর খুনে লাল করে দিচ্ছে আমি তাদের মাফ করবো না পিয়ারা। মৃত্যুর পর আকাশে বাতাসে গেয়ে

খেড়াবো ঘুম ভাঙানো গান। তবু জাগবে না বাঙালী? ধরবে না ইংরেজের টুঁটি কামড়ে? আসবে না ফিরে দেশের স্বাধীনতা?

পিয়ারা॥ রুস্তম—

রুস্তম॥ তুমি কাঁদছো পিয়ারা? না না কেঁদো না। ফাঁসীর কথাটা শুনে আমারও মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ যেন দেখলাম নবাব সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশীম আর মহারাজ নন্দকুমারকে সঙ্গে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বাংলা মা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যেন বলছেন, "রুস্তম" ভয় কি? মায়ের জন্য ওরাও রক্ত দিয়েছে। তুইও রক্ত দে। তোর মত এমনি আরও অনেক রক্ত দিতে হবে। তবে আসবে স্বাধীনতা, তবেই তো ফুটবে তোর মায়ের মুখে হাসি।

পিয়ারা॥ রুস্তম, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে দুজনে খেলেছি। একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। অনেক চেয়েছো কিন্তু কিছুই দিতে পারিনি। তাই যাবার সময় নিয়ে যাও অভাগিনী পিয়ারার একটি মাত্র সেলাম। আর জেনে যাও জীবনের বাকি দিন গুলো সে তোমার কবরে বাতি দিয়েই কাটিয়ে দেবে।

রুস্তম॥ না, না আমার কবরে নয় আমার কবরে নয়। এই হতভাগ্য রুস্তমের শেষ অনুরোধ পিয়ারা—অনাদি যদি কোনদিন ফিরে আসে, তুমি তাকে সাদ করো, হিন্দু মুসলমানের জাতীর আগলটা ভেঙ্গে দিও।

পিয়ারা॥ কিন্তু।

রুস্তম॥ হ্যাঁ পিয়ারা, এই অনুরোধটুকু করার জন্যেই আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছি।

পিয়ারা॥ এ অনুরোধ করো না। সে হিন্দু। ধর্মের জন্যই সে আমাকে ত্যাগ করেছে।

রুস্তম॥ তার ত্যাগ আমারই জন্য। আমাকে সুখী করতেই সে তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছে।

পিয়ারা॥ অভিনয়? বাবুজী অভিনয় করেছে? [ সুবেদারের প্রবেশ ]

সুবে॥ আর সময় নেই কয়েদী। এখনি তোমাকে যেতে হবে।

রুস্তম॥ যেতে হবে? আর সময় নেই? চল—

পিয়ারা॥ রুস্তম—

রুস্তম॥ পিয়ারা, বাংলা ছেড়ে, তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তবু যেতে হবে। ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। তোমার ভাইজানকে বলো,

রুস্তম হাসতে হাসতে বীরের মত ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেছে। ইংরেজের মৃত্যুদণ্ডও তার উঁচু মাথা নীচু করতে পারেনি।

সুবে ॥ চলে এসো কয়েদী— [ প্রস্থানোদ্যত ]

রুস্তম ॥ পিয়ারা, ওই ফাঁসীর মঞ্চ আমাকে ডাকছে। আলোর দরিয়ায় ভেসে আসছে অন্ধকারের পানসী। আসি পিয়ারা। যাবার সময় খোদার কাছে জানিয়ে যাই, তোমাদের লড়াই সার্থক হোক। অক্ষয় হোক তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা। [ সুবেদার সহ প্রস্থান ]

পিয়ারা ॥ যাও বীর। ফাঁসীর মঞ্চে রেখে যাও শহীদের স্মৃতি। কেউ তোমাকে না জানলেও তোমার বাংলা মা তোমাকে ভুলবে না।

[ নেপথ্যে ঘড়িতে আটটা বাজল ]

রুস্তম ॥ ( নেপথ্যে ) খোদা হাফেজ—

পিয়ারা ॥ আঃ, হয়ে গেল। রুস্তমের শেষ কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল। ওঃ খোদা, তুমি কি শুনতে পেয়েছো বীর শহীদের ক্ষীণ আর্তনাদ? বুঝতে পেরেছো তার নীরব ভাষা? রুস্তম, রুস্তম—( কাঁদিয়া উঠিল ) [ খাজার প্রবেশ ]

খাজা ॥ পিয়ারা বহিন। এসো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পিয়ারা ॥ হ্যাঁ যাবো। যার জন্য এসেছিলাম সে যখন চলে গেল আর এখানে থাকার দরকার কি? চল ভাই, ফিরে চলো।

[ সুবেদারের প্রবেশ ]

সুবে ॥ দাঁড়াও।

পিয়ারা ॥ কেন?

সুবে ॥ আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।

খাজা ॥ সে কি জনাব?

সুবে ॥ ওরা আমার ডলিকে খতম করেছে।

পিয়ারা ॥ তোমার ডলি?

সুবে ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমারই ডল। খাজা খাঁ নিয়ে যা একে আমার ঘরে।

খাজা ॥ তা হয় না হুজুর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওকে ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।

সুবে ॥ আমি হুকুম দিচ্ছি ওকে গ্রেপ্তার কর।

খাজা ॥ মানবো না সে হুকুম।

সুবে ॥ বহুৎ আচ্ছা, আমি নিজেই ওকে টেনে নিয়ে যাবো—

খাজা ॥ খবরদার হুজুর আমি বাধা দেবো।

সুবে ॥ তবে রে উল্লুক। আমি তোকে গলা টিপে শেষ করে দেবো।

[ পিস্তল হস্তে বংশীধরের প্রবেশ ]

বংশী ॥ তাহলে, আপনারও শেষ আমার হাতে।

সুবে ॥ কারপরদার—

বংশী ॥ সাবধান স্যার, বেশী বাড়াবাড়ি করলেই পিস্তলের ঘোড়া টিপবো। যাও খাজা খাঁ পিয়ারাকে ওর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এসো।

খাজা ॥ এসো বহিন।

পিয়ারা ॥ জানোয়ারের মধ্যে 'এমন মানুষ আছে? এই অভাগিনী পিয়ারার সেলাম নিও ভাইজান, সেলাম নিও। [ খাজা সহ প্রস্থান ]

সুবে ॥ তুমি আমার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নিলে?

বংশী ॥ তার জন্যে ইচ্ছা হয় এই পিস্তলে এইবার আপনি আমাকে গুলী করুন।

সুবেদার ॥ কারপরদার। তুমি কি—?

বংশী ॥ পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করলেও আমি বাঙ্গালী। তাই এক অসহায় বাংলার মেয়েকে আপনার পাশবিক ক্ষুধা থেকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছি।

সুবে ॥ আচ্ছা! তিতুমিঞাকে আগে ঠাণ্ডা করে আসি। তারপর তোমাকে –

বংশী ॥ আমাকে কি করবেন?

সুবে ॥ কি করবো? তোমাকে সুবেদারী দিয়ে আমি চৌকিদারী নেবো।

বংশী ॥ কি বলছেন স্যার?

সুবে। যা বলছি তা আরও পরিস্কার করে খুলে বললে এই বোঝায় যে, আমি নিজে অমানুষ হলেও অন্যের মনুষ্যত্বের মুল্য দিতে জানি। ডলিকে হারিয়ে হিংসায় অন্ধ হয়ে একজন নারীকে বেইজ্জতী করে যে কালি মুখে মাখতে গিয়েছিলুম, তুমি আমার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমাকে সেই দুরপনেয় কলংক থেকে রক্ষা করেছো। তাই তোমার এই সাহসিকতার জন্য শুধু পদোন্নতি নয় আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন হোক তোমার পুরস্কার। [ প্রস্থান ]

বংশী ॥ আপনার কাছে পুরস্কার পেলেও আমার স্বজাতী বাঙ্গালীর কাছে আমার প্রাপ্য তিরস্কার। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ কক্ষ ]

কালী ॥ নিশুতি রাত, সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। ঘুম নেই শুধু আমার চোখে। ও কি! পেঁচার চিৎকার? না কংকালের অট্টহাসি! কি বীভৎস আওয়াজ।

[ সীমার প্রবেশ ]

সীমা ॥ বাবা—

কালী ॥ ( চমকে ) কে?

সীমা ॥ তুমি এখনও জেগে!

কালী ॥ ঘুম আসছে না মা। একটা অজানা আতংক যেন আমাকে চাবুক মারছে। জানলার পাশ থেকে একটা রক্তমাখা কচি মুখ যেন আমাকে ভেংচি কাটছে।

সীমা ॥ বাবা—

কালী ॥ তিতুমীর অপরাধী। কিন্তু তার ছেলেটাকে ইংরেজরা খুন করলে কি বলে? না না, এ অন্যায়, অসহ্য!

সীমা ॥ বাপের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানকেই করতে হয় বাবা।

কালী ॥ তাই কি আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতেই তোকে আজীবন বৈধব্য নিতে হলো?

সীমা ॥ কি অপরাধ তুমি করেছো বাবা?

কালী ॥ বেইমানী করেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

সীমা ॥ কার সঙ্গে?

কালী ॥ মায়ের সঙ্গে। বাংলা মায়ের সঙ্গে। তিতুমীর শোধ করেছে মায়ের ঋণ—রক্ত দিয়ে। আর আমি—

সীমা ॥ রাত্রি বারোটা হলো তুমি ঘুমোও।

কালী ॥ বারোটা? জানিস মা, ঘুম আর আসবে না। একটু তন্দ্রা এসেছিল। স্বপ্নে দেখলাম একদল ডাকাত আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আগুনের গোলার মত চোখ পাকিয়ে তারা আমাকে বলছে…

[ মুসলমান বেশে কালো পোশাক পরিহিত অনাদির প্রবেশ ]

অনাদি ॥ হা হা হা—

কালী ॥ ( চমকিত হইয়া ) কে ?

অনাদি ॥ ক্ষুধিতের প্রেতাত্মা।

কালী ॥ কি চাও ?

অনাদি ॥ ক্ষুধার উপশম।

সীমা ॥ কি পেলে তোমার ক্ষুধা মিটবে ?

অনাদি ॥ টাকা।

কালী ॥ টাকা ?

অনাদি ॥ হ্যাঁ। টাকা। গরীব প্রজার মুখে রক্ত ওঠা যে টাকা সিন্দুকে জমে আছে, বিপন্না দেশমায়ের মুক্তি সংগ্রামে তা প্রয়োজন।

কালী ॥ টাকা আমার নেই।

অনাদি ॥ আছে।

সীমা ॥ তাতে তোমার কি অধিকার

অনাদি ॥ যে অধিকারে আমরা রুখে দাড়িয়েছি বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে— সেই অধিকারে—

কালী ॥ ছিনিয়ে নেবে ?

অনাদি ॥ স্বেচ্ছায় দিলে ছিনিয়ে নেওয়ার দরকার হবে না।

কালী ॥ কে আছিস—

অনাদি ॥ চুপ! চিৎকার করলে এই পিস্তলের গুলীতেই দুজনের দুটো দেহ লুটিয়ে পড়বে মেঝের উপর।

কালী ॥ পরের ধন-সম্পদ লুঠ করার আগে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ।

অনাদি ॥ দেশের মুক্তি সংগ্রামকে বিপর্যস্ত করতে পরদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে হাত মেলানোর আগে কি আপনারও লজ্জা হওয়া উচিত ছিল না ? যে ইংরেজরা আপনারই বাঙালী ভাইদের কংকালের স্তূপে গড়ে তুলেছে তাদের বিলাসের প্রসাদ—যে গোরা পল্টনদের অমানুষিক অত্যাচারে আপনারই দেশবাসীর মৃতদেহে ভরে উঠেছে হিন্দুর শ্মশান আর মুসলমানের কবরখানা—দেশপ্রেমিক তিতুমীরের চেয়ে তারাই হলো আপনার বেশিআপন ?

কালী ॥ তোমাদের মত খুনে-ডাকাতদের চেয়ে ইংরেজরা শতগুণে ভাল।

অনাদি॥ সে ভাল-মন্দ বিচার হবে কোম্পানীর হাত থেকে যদি তিতুমীর দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারে—আপাতত চাই টাকা।

কালী॥ টাকা আমি দেবো না।

অনাদি॥ না দিলে আমিও ছাড়বো না—টাকা টাকা—( অনাদি পিস্তল ধরিল )

[ কালী সভয়ে সিন্দুক খুলিয়া একটি টাকার থলি অনাদির হাতে তুলিয়া দিল। ]

অনাদি॥ ধন্যবাদ—আসি ! যাবার সময় একটা কথা জানিয়ে যাই। গোরা পল্টনরা মার্চ করে এগিয়ে চলেছে তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লাকে চূর্ণ করতে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে বাংলার জাতীয় পতাকাকে চির উড্ডীন রাখতে, বাধ্য হয়ে ডাকাতিই করতে হলো। তবে যদি সত্যিই আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়, আবার আমি এসে আপনার সামনে দাঁড়াবো। যে দণ্ড ইচ্ছা দেবেন। মাথা পেতে নেবো।

কালী॥ কিন্তু তুমি ভিন দেশী হয়ে বাংলার জন্য ডাকাতি করছ কেন ?

অনাদি॥ ভিন দেশী আমি নই। আমিও বাঙ্গালী।

কালী॥ তুমি ? তুমি কে ?

অনাদি॥ আমিই আপনার হতভাগ্য ভাগ্নে অনাদি।

কালী॥ অনাদি ? তুই ডাকাত !

অনাদি॥ দেশের জন্য জাতীর জন্য—

সীমা॥ ঘৃণ্য ডাকাতের স্থান সমাজের বাইরে।

অনাদি॥ স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করে, জন্ম জন্ম আমি সমাজের বাইরে পড়ে থাকবো বোন। তবে পরাধীনতার ফাঁস গলায় পরে সমাজের মণি সাজতে চাই না—চাই না। [ প্রস্থান ]

কালী॥ অনাদি—অনাদি ডাকাত? এতদিন যাকে আমি বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি আজ সে আমারই ঘরে ডাকাতি করে গেল !

সীমা॥ দাদা এতখানি নীচেয় নেমে গেছে ?

কালী॥ কেন নামবে না ! জানিস তো, ঘি পচলে সে অখাদ্য হয়। এও ঠিক তাই। তিতুমীর গুণ্ডা। তার সাকরেদি করে সে কি ভাল থাকতে পারে ? ওঃ ! অনাদি—অনাদি আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে ?

সীমা ॥ টাকার লোভে মানুষ সবই পারে বাবা। এখন বেশ বুঝতে পারছি তোমার জমিদারী আত্মসাৎ করার জন্যই ও পাষণ্ডটাই আমার স্বামীকে খুন করেছে। না না, তুমি জাগো বাবা। তুমি জাগো।

কালী ॥ জাগবো, জাগবো, আমি গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জে—আমার বাড়ীতে ডাকাতি? এতদিন প্রকাশ্যে আমি ইংরেজদের সাহায্য করিনি কিন্তু এইবার করবো।

সীমা ॥ তার আগে তোমার ওই অকর্মণ্য পাইক বরকন্দাজগুলোকে লাথি মেরে দূর করে দাও বাবা।

কালী ॥ সীমা—

সীমা ॥ ডাকাতের চেয়ে বেশী অপরাধী ওরা। মাসে মাসে তোমার টাকা দুহাত ভরে নিয়ে ভুঁড়ি বাগাচ্ছে অথচ তোমার বিপদে ওদের একখানা বন্দুকও ঝলসে উঠলো না। না না, তুমি ওদের ক্ষমা করলেও আমি করবো না। [ প্রস্থান ]

কালী ॥ ক্ষমা আমিও করবো না। এখনি বাছাই করা পালোয়ান দিয়ে আমি হীরালালকে পাঠাবো ডাকাতদলের পিছনে। যদি তারা বাঁশের কেল্লা চূর্ণ করে তিতুমীর আর অনাদির দুটো মাথা আমাকে উপহার দিতে পারে ভাল, নইলে ডাকাতদের আগে এই অকর্মণ্যগুলোকে—আমিই জীবন্ত গুলী করে মারবো। [ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

বাঁশের কেল্লার নিকটস্থ সড়ক

[ মিস্কিন ও হীরালালের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ বলকি দোস্ত? অনাদি আর তিতুমীরের মাথা কেটে নিয়ে যেতে না পারলে জমিদার তোমাকেই গুলী করে মারবে?

হীরা ॥ শুধু আমাকে নয় পাইক বরকন্দাজগুলোকেও—

মিস্কিন ॥ সেই জন্যই বুঝি পাইক বরকন্দাজ নিয়ে ছুটে এসেছো? কিন্তু তোমার "বদনসীব"! তিতুমিঞা আর অনাদির মাথা তুমি তো পাবে না।

হীরা ॥ কিন্তু মাথা নিয়ে যেতে না পারলে যে আমাকেই মাথা দিতে হবে।

মিস্কিন ॥ তোমার ও মূল্যহীন মাথা থেকেই বা লাভ কি ?

হীরা ॥ মিস্কিন—

মিস্কিন ॥ হীরালালবাবু, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিতুমিঞা মরেও অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা ইংরেজের পদলেহন করে কি পাবো ? অবজ্ঞার থুৎকার, দুর্নামের বোঝা আর বাঙালীর অভিশাপ। না না, তা হতে পারে না। আমি অনুতপ্ত হীরালালবাবু। মনে করছি আমার সমস্ত রহস্যকে দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করে দেবো।

হীরা ॥ প্রকাশ করে দেবে ?

মিস্কিন ॥ হ্যাঁ, প্রকাশ করবো শিবদাসের হত্যার রহস্য। প্রকাশ করে দেবো জমিদার কালী মুখুজ্জের সঙ্গে তিতুমিঞার দোস্তী ভেঙে দেওয়ার কথা।

হীরা ॥ না না মিস্কিন ওকাজ করো না। আমি তোমার হাতে ধরছি। বলতো পায়েও।

মিস্কিন ॥ এ-হে-হে, করকি করকি দোস্ত ?

হীরা ॥ কথা দাও, তুমি গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করবে না ?

মিস্কিন ॥ করবো না, যদি—

হীরা ॥ বল ! কি চাও তুমি ?

মিস্কিন ॥ চাই গোবরডাঙ্গার জমিদারী।

হীরা ॥ জমিদারী ?

মিস্কিন ॥ বহু পূর্বেই সে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম—

হীরা ॥ তুমি তো বলেছিলে উইলখানা হাত করতে।

মিস্কিন ॥ সেটা আমারই জন্য।

হীরা ॥ আমি কি পাবো ?

মিস্কিন ॥ তুমি যা চাও—জমিদার কন্যা।

হীরা ॥ কিন্তু জমিদারী নিয়ে তুমি কি করবে ?

মিস্কিন ॥ হিন্দুগুলোকে তাড়িয়ে ইসলামী স্থান তৈরি করবো।

হীরা ॥ মিস্কিন—

মিস্কিন ॥ এখনও সময় আছে হীরালালবাবু। আজ রাতেই যদি জমিদারবাবুকে খুন করে উইলখানা আমার হাতে এনে দিতে পারো—তুমি বাঁচবে, আর নইলে—

হীরা॥ বেশ, উইল তুমি পাবে। তবে কথা দাও, শিবদাসের হত্যার কথা প্রকাশ করবে না?

মিস্কিন॥ দিলাম। মিস্কিন ফকির তার স্বজাতি তিতুমিঞার সঙ্গে বেইমানী করলেও তোমার সঙ্গে তা করবে না। তবে মনে রেখো, একটু পরেই ইংরেজের কামান গর্জে উঠবে, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা চূর্ণ হবে বাঙালীর খুনে লাল হয়ে যাবে বাংলার বুক। সেই রাঙামাটির বুকে দাঁড়িয়ে আমি বখশিশ্ পেতে চাই সেই উইলখানা তোমার কাছ থেকে। যার বুনিয়াদে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে পবিত্র ইসলামী স্থান।

হীরা॥ মিস্কিন, তুমি?

মিস্কিন॥ বাঙালীর সঙ্গে বেইমানী করলেও আমার ধর্মকে আমি ভালবাসি হীরালালবাবু। [ প্রস্থান ]

হীরা॥ মিস্কিন কি মানুষ না হিংস্র জানোয়ার? না না, জানোয়ার আমি। তা না হলে স্বার্থের নেশায় একটা খুনী আসামীর হাতের পুতুল হয়ে যাই! ওঃ, কি করি। উপায় নেই—

[ শিবু পাগলার প্রবেশ ]

শিবু॥ আছে একটা উপায় আছে।

হীরা॥ কি?

শিবু॥ ওই যা ভুলে গেলুম—অনেক কষ্টে মনে করে এসেছিলুম।

হীরা॥ শিবু, তুই জমিদার হবি?

শিবু॥ জমিদার? আমি হবো জমিদার? কবে গো কবে? ইংরেজের তিতুমিঞাকে গোর দিলে?

হীরা॥ না তার আগেই।

শিবু॥ আগে? ঠিক বলছো?

হীরা॥ হ্যাঁ ঠিক। তবে তোকে একটা কাজ করতে হবে।

শিবু॥ জমিদারী যদি পাই তাহ'লে কিন্তু করতে পারি। বল কি করতে হবে?

হীরা॥ এই পিস্তল দিয়ে জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করে তার কাছ থেকে উইলখানা ছিনিয়ে নিতে হবে।

শিবু॥ ওরে বাবা। খুন?

হীরা॥ খুন করতে ভয় কি?

শিব ॥ তুমি কাউকে করেছো বুঝি?

হীরা ॥ করেছি—করেছি, আমিই শিবদাসকে...না না, এ আমি কি বলছি—

শিব ॥ লুকোচ্ছো কেন? শিবদাসকে তুমিই খুন করেছিলে? তা বেশ, তুমি যখন খুন করেছো তখন আমিও...তবে তোমাকেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

হীরা ॥ থাকবো, আমিও তোর সঙ্গে থাকবো।

শিবু ॥ তবে এদিকের যুদ্ধ···

হীরা ॥ যুদ্ধ ইংরেজরা করবে। আমি যাবো তোর সঙ্গে। হ্যাঁ শোন, আমি আগে জমিদারের কাছ থেকে উইলখানা ছিনিয়ে নেবো। তারপর তুই তাকে গুলী করবি।

শিবু ॥ খুব পারবো। দাও পিস্তলখানা

হীরা ॥ এই যে, গুলী ভরাই আছে।

শিবু ॥ গুলী ভরা আছে? তা গুলী করলে আমি কি পাবো বলো?

হীরা ॥ জমিদারী।

শিবু ॥ জমিদারী আমি চাই না দাদা।

হীরা ॥ তবে কি চাস?

শিবু ॥ চাই সুনাম।

হীরা ॥ কে দেবে?

শিবু ॥ বাঙ্গালীরা।

হীরা ॥ কি বলছিস?

শিবু ॥ এত পথ হেঁটে সেই গোবরডাঙ্গায় গিয়ে জমিদারবাবুকে খুন করলে তুমি আমাকে দেবে জমিদারী; কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে এই পিস্তলের গুলীটা যদি তোমার বুকে খরচ করি—সারা বাংলার লোক আমার মাথায় পরিয়ে দেবে সুনামের মুকুট।

হীরা ॥ পাগলা—

শিবু ॥ ভয় পেলে নাকি দাদা? হা হা হা, আমি তোমার সঙ্গে একটু ইয়াকি করলুম। তাহ'লে ঠিকই জমিদারী পাবো?

হীরা ॥ হীরালালের কথা নড়ে না। (স্বগতঃ) এই উন্মাদটাকে দিয়ে

যেমন করে হোক কাজ সারতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ধরা পড়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে ও, আমি থাকবো—রহস্যের অন্তরালে। [ প্রস্থান ]

শিবু॥ জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করবো? জমিদারী পাবো? হা হা হা। [ ডাকাতের বেশে অনাদির প্রবেশ ]

অনাদি॥ দূরে ওই তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লাতে আলো জ্বলছে। এসে গেছি। সব বাধা অতিক্রম করে কেল্লার কাছেই এসে গেছি। টাকাও পেয়েছি প্রচুর। মনে হচ্ছে তিতুমিঞার অভিযান ব্যর্থ হবে না।

শিবু॥ হা হা হা—

অনাদি॥ কে? কে তুমি?

শিবু॥ আমি? আমি শিবু পাগলা।

অনাদি॥ এখানে কেন?

শিবু॥ ইংরেজরা ঝোপে-ঝাড়ে কামান পেতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আর একটু পরেই লড়াই আরম্ভ হবে কি না! তাই দেখতে এসেছি।

অনাদি॥ ইংরেজরা? গোরা পল্টন তাহলে এসে গেছে?

শিবু॥ তবে আর বলছি কি? ওদিকে গোবরডাঙার জমিদার বাড়ীতেও আর একটু পরেই রক্তের তুফান ছটবে। দেখতে চাও?

অনাদি॥ জমিদার বাড়ীতে রক্তের তুফান!

শিবু॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, জমিদার কালী মুখুজ্জের রক্ত আমি নিঃশেষে নিংড়ে নেবো। তাকে খুন করবো; তার জমিদারীটা দু'হাতে লুটে নিয়ে আমি হবো জমিদার। এসো, এসো, নতুন জমিদারকে নজর দেবে এসো, নজর দেবে এসো। [ প্রস্থান ]

অনাদি॥ কে এ? আবছা অন্ধকারে চিনতে না পারলেও কথা গুলো যেন কোথায় শুনেছি—

নেপথ্যে॥ লায় লাহা ইল্লালা ( গুলীর শব্দ )

অনাদি॥ ওকি! গুলীর শব্দ হচ্ছে যেন! তবে কি ইংরেজেরা গুলী—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো কেল্লা লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়ছে। তাইতো কি করি? কোন দিকে যাই? একদিকে পিতৃতুল্য মামার জীবন, অন্যদিকে তিতুমীর। আগে টাকাগুলো তিতুমীরের হাতে পৌঁছে দিই। তারপর যেমন করে হোক গোবরডাঙায় গিয়ে মামাকে বাঁচাতেই হবে। [ প্রস্থান ]

নেপথ্যে॥ বাদশা তিতু জিন্দাবাদ ( গুলীর শব্দ )।

[ ছুটিয়া মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ হা হা হা, বৃটিশ পল্টনের অগ্নিঝরা বন্দুকের গুলীতে এইবার পুড়ে ছাই হবে তিতুমীরের কেল্লা! ওদিকে হীরালাল আনছে গোবরডাঙার জমিদারী। খোদা খোদা, তামাম বাংলাকে ইসলামের পীঠস্থান তৈরী করতে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। [ ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ দুশমন, দুশমন! চারদিক থেকে যেন পঙ্গপালের মত ঘিরে ফেলেছে। কে ও—ফকির সাহেব।

মিস্কিন ॥ হ্যাঁ ফুলজান বিবি?

ফুল ॥ আমি তোমাকেই খুঁজছি।

মিস্কিন ॥ কেন? কেন?

ফুল ॥ সেই চলে গেলে, তারপর থেকে ক'দিন তোমাকে দেখিনি।

মিস্কিন ॥ আমার ওপর তোমার দরদ আছে দেখছি!

ফুল ॥ থাকবে না! তুমি আমার আপনার লোক! তা ইংরেজদের পথ দেখিয়ে তুমিই এনেছো বুঝি?

মিস্কিন ॥ না আনলে যে তোমার নসীব ফেরানো যায় না।

ফুল ॥ আমার নসীব?

মিস্কিন ॥ কর্নেল সাহেবকে বলেছি, তিতুমিঞাকে কবর দিয়ে হায়দরপুরের জমিদারীটা সে তোমাকেই দেবে বলেছে।

ফুল ॥ তাই নাকি? ফকির সাহেব—আমার ওপর তোমার এত মেহেরবানী?

মিস্কিন ॥ চল ফুলজান বিবি, তোমাকে ইংরেজদের ছাউনিতে রেখে আসি।

ফুল ॥ নিশ্চয়ই যাবো। এই চাষাগুলোর আড্ডায় আবার মানুষ থাকে নাকি? তুমি আমার এত বড় উপকার করলে, আগে বখশিশটা দিই!

মিস্কিন ॥ বখশিশ? কি বখশিশ দেবে ফুলজান বিবি?

ফুল ॥ মুখে পাঁচ লাথি।

মিস্কিন ॥ ফুলজান বিবি!

ফুল ॥ হুঁশিয়ার—শয়তানের বাচ্চা! মিষ্টি কথায় ভিজিয়ে আমাকে দিয়ে আমার বাদশার সর্বনাশ করেছিস! ওরে বেইমান, তুই ফকির নোস। মানুষ থেকো পিশাচ। ঝাড়ু মেরে আমি তোকে নিকেশ করবো।

[ ঝাড়ু মারিতে উদ্যত ]

মিস্কিন ॥ আমিও তোর রক্তে স্নান করবো। [ ছুরিকাঘাতে উদ্যত ]

[ মিসেস ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ [ পিস্তল ধরে ] রক্ত তোকেই দিতে হবে নিমকহারাম !

[ সহসা তিতুমীর আসিয়া ডলির হাত ধরিয়া ফেলিল ]

তিতু ॥ কাকে গুলী করছো বহিন ? ফকির সাহেব যে আমার দোস্ত।

মিস্কিন ॥ ইয়ে আল্লা ! ( সবেগে পলায়ন )

ফুল ॥ কোথায় পালাবি শয়তান ! আমি তোকে বাঁচতে দেবনা।

[ পশ্চাদ্ধাবন

ডলি ॥ দোস্ত নয় ভাই, ও পাকা শয়তান।

তিতু ॥ শয়তান ?

[ নেপথ্যে গুলীর শব্দ ]

ডলি ॥ ওই দেখ ভাই—ওরা ঝাকে ঝাঁকে গুলী ছুঁড়ছে।

তিতু ॥ ছুঁড়ুক। আমিও তিতুমীর, কলিজায় এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ওদের কাছে মাথা নীচু করছি না।

ডলি ॥ তা আমি জানি ভাই। তবু মনে হচ্ছে, এবার ওরা তৈরী হয়েই এসেছে। সঙ্গে কামানও আছে।

তিতু ॥ তার জন্য আমি ডর করিনা বহিন। যাও বহিন, কামানের গুলি তোমাকেও বিঁধতে পারে।

ডলি ॥ বিঁধলেও তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না ভাই।

তিতু ॥ ডলি বহিন।

ডলি ॥ তিতুভাই ! আমি মেয়েছেলে, তায় ইংরেজের গোলামের বিবি। আমার এই ঘৃণ্য জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অনেক দামী। তুমি মেঘে ঢাকা বাংলার আকাশে জাগরণের দীপ্ত সূর্য। তোমার মুখের দিকে চেয়েই শত শত যোয়ান মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তুমি অকালে জীবন হারালে দেশজননীর এই স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে নিভে যাবে। তাই আমি নিজে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে তোমাকে রেখে যেতে চাই চির অক্ষয়, অমর করে। [ প্রস্থান ]

অনাদি ॥ ( নেপথ্যে ) তিতুমিঞা—

তিতু ॥ কে? কার গলা? আবদার রহিম? হাঁ্যা হাঁ্যা, ( উচ্চস্বরে ) আবদার রহিম, আমি এখানে, আবদার—[ অনাদির প্রবেশ ]

অনাদি ॥ তিতুমিঞা তুমি এখানে? অনেক চেষ্টা করেও কেল্লায় ঢুকতে না পেরে যে বাধ্য হয়ে—যাক এই নাও টাকা। ইংরেজ সৈন্য ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। যদি অসুবিধা হয় তুমি কেল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিও। আর ওই টাকা থেকে গোলাবারুদেরও চেষ্টা করো। আমি সময় মত তোমার সঙ্গে মিলবো।

তিতু ॥ তুমি? তুমি তো আবদার রহিম নও?

অনাদি ॥ না ভাই। আমি অনাদি। আবদার রহিমের ছদ্মবেশে তোমার কাছে গিয়েছিলুম। সে অনেক কথা। বলার সময় এখন হবে না। শুধু একটা অনুরোধ, যুদ্ধের পর যদি বাঁচো, পিয়ারার সঙ্গে রুস্তমের সাদী—

তিতু ॥ রুস্তম? রুস্তম নেই।

অনাদি ॥ নেই? [ পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ না বাবু, আজই রাত আটটায় তার ফাঁস হয়েছে।

অনাদি ॥ পিয়ারা, রুস্তম নেই? ওঃ না না, দুঃখ কিসের? বীর বাঙালী দুঃশাসনের কাঠগড়ায় জীবন দিয়ে শহীদের জয়মাল্য গলায় পরেছে। তিতুমিঞা, পিয়ারা, আমি আসি। তোমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করো। ইচ্ছা থাকলেও আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না। আমার মামাকে গুপ্ত আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে আমাকে গোবরডাঙ্গায় যেতেই হবে। ( প্রস্থানোদ্যত সহসা একটি গুলী আসিয়া তাহার বুকে লাগিল ) আঃ—

তিতু<br>পিয়ারা } বাবুজী।

অনাদি ॥ হল না, হল না তিতুভাই। দুর্ভাগ্য যে লড়াই করে মরতে পারলাম না। দুর্ভাগ্য আমার, মামাকে বাঁচাতে পারলাম না।

তিতু ॥ জমিদারবাবুকে রক্ষা করার ভার আমি নিচ্ছি বাবুজী।

অনাদি ॥ তুমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর তিতুমীর। এ সময় কেল্লা ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলে না ভাই। ওঃ পিয়ারা, সেদিন তোমার সঙ্গে আমি অভিনয় করেছিলাম, সে জন্য তুমি আমাকে মাফ করো। আসি তিতুভাই, বাঙালী তোমাকে না চিনলেও, আমি চিনেছিলাম। তোমরা

যুদ্ধ কর। তোমাদের মুক্তি সংগ্রামের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি আমার বাংলা মায়ের কোলে মাটির বিছানায়—বিদায় বিদায়। [ প্রস্থান ]

পিয়ারা॥ চলে গেল ? এমন একটা মানুষও তুনিয়া ছেড়ে চলে গেল ?

তিতু॥ যাবে, সবাই যাবে। বেইমানের দেশে সাচ্চা মানুষ যারা তারা কেউ থাকবে না।

পিয়ারা। তবে আর দেরী নয় ভাইজান। বাবুজীর কথামত সঙ্গে তু'জন লেঠেল নিয়ে তোমার ঘোড়ায় চড়ে আমি গোবরডাঙ্গায় চললুম।

তিতু॥ এই টাকাগুলো নিয়ে যা।

পিয়ারা॥ কেন ভাইজান—

তিতু॥ জমিদারবাবু জানবে প্রয়োজনের তাগিদে আমরা যেমন ডাকাতি করি তেমনি প্রয়োজন না হলে ডাকাতি করা টাকা ফেরৎ দিতেও পারি। তবে হুঁশিয়ার হয়ে যাস পিয়ারা।

পিয়ারা॥ পিয়ারা তোমার বহিন ভাইজান। মরতে যদি হয় সে মেরেই মরবে। [ প্রস্থান ]

তিতু॥ আমিও তাই চাই। মরতে যদি হয় তুশমনদের খুন গায়ে মেখেই মরবো। ( নেপথ্যে কামান গর্জন ) ওঃ! এক একটা আগুনের গোলা যেন আগুনের পাহাড় হয়ে ফেটে পড়ছে। পড়ুক আমিও তিতুমীর।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ কক্ষ। কালীপ্রসন্ন একাকী ]

কালী॥ ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছি ইংরেজ সৈন্যের অবিশ্রান্ত কামান গর্জন। হীরালালকেও পাঠিয়েছি পাইক বরকন্দাজ দিয়ে। এত দেরী হচ্ছে কেন ? সামান্য বাঁশের কেল্লা তো ইংরেজদের একটা গোলার ঘায়েই চূর্ণ হওয়ার কথা ? তবে কি তিতুমিঞা আর অনাদির মাথা—

[ হীরালালের প্রবেশ ও তাহার পিছনে শিবু পাগলা ]

হীরা॥ আপনি পাবেন—

কালী। তুমি এনেছো ?

হীরা॥ আমি না আনলেও ইংরেজরা পরে পাঠিয়ে দেবে।

কালী॥ আমি কিন্তু বলেছিলুম মাথা না আনতে পারলে তোমাকে গুলী করবো।

হীরা ॥ গুলী আপনাকেই করবো আমি।

কালী ॥ হীরালাল—

হীরা ॥ চুপ—চিৎকার করলে পিস্তলের গুলী বুকে বিঁধবে। শিবু—

শিবু ॥ আমি বাগিয়ে ধরে আছি।

কালী ॥ বাঃ চমৎকার ষড়যন্ত্র? একই রাত্রের মধ্যে একজন করে গেল ডাকাতি—আর একজন নিতে এলো জীবন!

হীরা ॥ জীবন রক্ষাও হতে পারে—

কালী ॥ তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে? ভুলে যাসনি প্রতারক, তুই আমার পায়ের জুতো।

হীরা ॥ এই পায়ের জুতোই তোমার মাথায় উঠবে।

শিবু ॥ উঠতেই হবে! সময়ের গুণ কিনা?

কালী ॥ দূর হ' বিশ্বাসঘাতকের দল।

হীরা ॥ যেতে আপত্তি নেই যদি উইলখানা পাই।

কালী ॥ উইল!

হীরা ॥ হ্যাঁ উইল। যে উইলখানা তুমি সীমার নামে লিখে দিয়েছো।

কালী ॥ ও, আমার জমিদারী আত্মসাৎ করতেই তোমরা এসেছো?

শিবু ॥ এতদিন তো ভোগ করলেন—আবার কেন?

হীরা ॥ উইল, উইল।

কালী ॥ উইল আমি দেবো না।

হীরা ॥ জমিদার কাকা—

কালী ॥ ওরে এখনও দিন রাত্রি হয়! গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা আসে! পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মের অস্তিত্ব মুছে যায়নি! আমি তোর অন্নদাতা প্রভু। স্বার্থের নেশায় বিশ্বাস হারালে তোর মাথায় বজ্রপাত হবে।

হীরা ॥ আপাততঃ এই পিস্তলের আঘাতটা তো তুমি বুকে নাও।

কালী ॥ হীরালাল—

হীরা ॥ হয় উইল নয় মৃত্যু।

শিবু ॥ উইলটাই দিয়ে দিন জমিদার বাবু। উইলের চেয়ে আপনার জীবনের দাম অনেক বেশী।

কালী ॥ (স্বগতঃ) কি করি! নর পিশাচদের হাতে জীবন দিলে সীমা

পথে দাঁড়াবে। তার চেয়ে উইলখানা দিয়ে, সীমার হাত ধরে পথেই নেমে যাবো। হ্যাঁ সেই ভাল।

হীরা॥ কি ভাবছেন ?

কালী॥ ভাববার আর কিছু নেই। (সিন্দুক খুলিয়া উইল বাহির করিয়া) এই নাও উইল। আর তার সঙ্গে গ্রহণ করো সর্বহারা কালী মুখুজ্জের অভিশাপ।

হীরা॥ পুরস্কার আমিই তোমাকে দেবো। মৃত্যুদণ্ড।

কালী॥ খুন ? উইল নেবার পরও ?

শিবু॥ আলবাৎ!

কালী॥ ভগবান—

হীরা॥ ভগবান ? হা হা হা, শিবু গুলী কর।

শিবু॥ গুলী।

হীরা॥ হ্যাঁ পর পর তিন গুলী।

শিবু॥ তিন গুলী করবো কিন্তু জমিদারবাবুর বুকে নয় তোমার বুকে।

হীরা। পাগলা—

শিবু॥ পাগলার হাতেই নাও শয়তানির সাজা।

[ পিস্তল হস্তে সীমার প্রবেশ ]

সীমা॥ সাজা তোকেই পেতে হবে শয়তান।

কালী॥ শয়তান ও নয় মা। ও আমার প্রাণ রক্ষাকারী।

সীমা॥ বাবা—

কালী॥ হীরালাল এসেছিল উইল কেড়ে নিয়ে আমাকে খুন করতে।

শিবু॥ শুধু আপনাকে নয় শিবদাসকেও খুন করেছে এই শয়তান।

সীমা॥ হীরালাল! পশু!

হীরা॥ আ—মি—আমি ?

শিবু॥ কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন ? বল কি বলার আছে ? তুমি মিস্কিন ফকিরকে টাকা দিয়ে পাঠাওনি শিবদাসকে খুন করতে ?

হীরা॥ তার প্রমাণ কি ?

শিবু॥ প্রমাণ শিবদাস নিজে।

কালী॥ শিবদাস জীবিত ?

শিবু॥ অক্ষত দেহে—

সীমা ॥ কোথায় সে ?

শিবু ॥ তোমাদের সামনে।

হীরা ॥ তুমি ?

শিবু ॥ ( ছদ্মবেশ খুলিয়া ) আমিই শিবদাস—

কালী ॥ শিবদাস—তুমি ?

শিবু ॥ হ্যাঁ, জমিদার কাকা, আপনার মহলের টাকা আদায় করে আমি যখন বজরায় করে ফিরে আসছিলাম তখন এই তুবুক্তের চক্রান্তেই একদল দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বজরা শুদ্ধ অতলে তলিয়ে যাই।

সীমা ॥ তারপর ? তারপর ?

শিবু ॥ এক দয়ালু মাঝির দয়ায় আমি রক্ষা পাই। কিন্তু কপর্দক শূন্য হয়ে জমিদার কাকাব কাছে এসে দাঁড়াতে আমার লজ্জা হলো। মনে মনে শপথ করলাম যদি কখনও আমার আততায়ীর সন্ধান করতে পারি সেই দিন আত্মপ্রকাশ করবো।

কালী ॥ হীরালাল ! নরপিশাচ—

হীরা ॥ মুখোস যখন খুলে গেছে আর আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবো না কাকা। আমি স্বীকার করছি শিবদাসকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম আমি। কোম্পানীর স্বার্থে আপনার সঙ্গে তিতুমিঞার দোস্তী ভেঙ্গে দিয়েছি আমি।

সীমা ॥ হীরালাল—

হীরা ॥ ইংরেজরা তিতুমিঞাকে কবর দেবে, তোমরাও যদি পারো ওই মিস্কিনকে জ্যান্ত কবর দিও।

শিবু ॥ মিস্কিনের আগে তোমাকেই— [ হত্যা করে ]

হীরা ॥ আঃ, আসি সীমা—আসি জমিদার কাকা। বিদায়···বিদায়···

কালী ॥ শিবদাস, এই রহস্যের কুয়াশা যখন কেটে গেল তখন অনাদিকে আমার চাই। অনাদি—

[ টাকার থাল লইয়া পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ নেই।

কালী ॥ নেই !

পিয়ারা ॥ না, ইংরেজের গুলীতেই মারা গেছে।

সীমা ॥ ওঃ, দাদা !

পিয়ারা॥ এই নিন, যে টাকাগুলো তিনি আপনার কাছ থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আমার দাদা ফিরিয়ে দিয়েছে।

কালী॥ কেন! ফিরিয়ে দিলে? আমি তো চাইনি?

পিয়ারা॥ প্রয়োজন হয়নি তাই। আমি চললুম দাঁড়াবার সময় নেই। আমাদের মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। গোরা পল্টনের দল আমাদের কেল্লা ঘিরে ফেলেছে। আমি চলি। হ্যাঁ, যাবার সময় আপনাদের জানিয়ে যাচ্ছি আমার ভাই বেইমান নয়। সে বাঙ্গালীর দরদী বন্ধু। [ প্রস্থান ]

কালী॥ অনাদি নেই? তিতুমিঞা বেইমান নয়? সত্যই সে চেয়েছিল বাংলা মায়ের মাথায় স্বাধীনতার মুকুট পরাতে!

সীমা॥ বাবা—

কালী॥ না না। আমি কুচক্রীদের চক্রান্তে যে ভুল করেছি তা সংশোধন করবো ওই ইংরেজের রক্তে স্নান করে। [ প্রস্থান ]

সীমা॥ ওগো, বাবা যে একাই বেরিয়ে গেল?

শিব॥ ভয় কি সীমা! দেশ মায়ের মুক্তির আহ্বানে তিনি ছুটে যাচ্ছেন। মত্ত মাতঙ্গের মত এসো আমরাও যাই তার পিছনে। আমাদের নূতন জীবনের নবীন প্রভাতকে সাফল্যমণ্ডিত করতে রক্তরাঙ্গা পলাশীর মত ইংরেজের তাজা রক্তে তিতুমিঞার বাঁশের কেল্লা ধুয়ে দিয়ে সগর্বে বাজিয়ে দিই স্বাধীন বাংলার বিজয় ডংকা। [ উভয়ের প্রস্থান ]

## পঞ্চম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[ কেল্লার অভ্যন্তর। ক্লান্ত তিতুমীর ]

তিতু॥ ইংরেজ ফৌজ কেল্লা ঘিরে ফেলেছে। বাইরে যাবার পথ নেই। আজ চার দিন—একটু পানি নেই। খানাও যা ছিল তাও শেষ। গাছের পাতা খেয়ে মানুষ কতদিন লড়াই করতে পারে? ওঃ খোদা, আমি মুর্খ্য চাষী বলে কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো না। ওঃ, তেষ্টায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে—

[ জলপাত্র হস্তে ডলির প্রবেশ ]

ডলি॥ তিতুভাই—

তিতু॥ কে? ডলি বহিন? তোমার হাতে?

ডলি ॥ পানি—

তিতু ॥ পানি! (কেড়ে নেয়) দাও, দাও বড় তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা। [ জলপাত্র নিয়া মুখে তুলিতে গেল ]

নেপথ্যে ॥ একটু—জল—একটু জল—

তিতু ॥ কে—কে পানি চাইছে—?

[ পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ সদানন্দ চাচা একটু পানির জন্যে—

তিতু ॥ এই নে পিয়ারা। এই পানিটুকু তাকে খেতে দে—

[ পিয়ারা জল লইয়া চলিয়া গেল ]

ডলি ॥ তোমাকে যে বাঁচতে হবে তিতুভাই।

তিতু ॥ তোমাদেরও বাঁচতে হবে বহিন। আমি তো একলা বাঁচার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিনি। আমি চেয়েছি বাঙ্গালীকে বাঁচাতে।

ডলি ॥ বাঁচাতে পারতে তিতুভাই যদি বাঙ্গালীরা সবাই তোমার পাশে এসে দাঁড়াতো; কিন্তু তা যখন হ'ল না—

তিতু ॥ তখন মরতে হবে জানি। ইংরেজেরা ভেবেছে কেল্লা ঘিরে রাখলে খেতে না পেয়ে তিতুমীর তাদের কাছে ধরা দেবে? না না—তা হবে না। আমি শুকিয়ে মরবো তবু বিদেশী দুশমনদের জুতোর তলায় মাথা নোয়াবো না।

[ ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ তিতুভাই—তিতুভাই, বসির নেই…

ডলি ॥ ওঃ, গড—

তিতু ॥ বসির নেই!

[ পিয়ারার প্রবেশ ]

পিয়ারা ॥ কানাই ভাইও মরেছে ভাইজান।

তিতু ॥ পিয়ারা—

পিয়ারা ॥ একটু পানি হলে ওরা কিছুক্ষণ যুঝতে পারে।

তিতু ॥ পারে? একটু পানি হলে ওরা কিছুক্ষণ যুঝতে পারে? পানি? একটু পানি কোথায় পাই? কে দেবে? ওঃ খোদা, দুনিয়ার পানি যখন আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছো আসমান থেকে একটু পানি দাও মেহেরবান একটু পানি দাও, পানি দাও।

নেপথ্যে ॥ ( বহুকণ্ঠে ) পানি দাও, পানি দাও—

সকলে ॥ পানি দাও, খোদা পানি দাও—।

[ নেপথ্যে গুলীর শব্দ। গুলী আসিয়া পিয়ারার বুকে লাগিল ]

পিয়ারা ॥ আঃ—

তিতু ॥ পিয়ারা—

ডলি ॥ বহিন—

ফুল ॥ পিয়ারা—

পিয়ারা ॥ আমি চল্লুম ভাইজান। মরতে যখন হবে তোমারাও লড়াই করে মরো। ছাগল ভেড়ার মতো মরো না। [ প্রস্থান ]

তিতু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি লড়াই করেই মরবো।

ডলি ॥ চতুর ইংরেজ সৈন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তিতুভাই। চারদিন উপোষ করেও তুমি আত্মসমর্পন করলে না দেখে তারা আবার আক্রমণ করেছে।

তিতু ॥ আবার আমি লড়াই করবো।

ফুল ॥ কাদের নিয়ে লড়বে তিতুভাই? যোয়ানরা তো সব ধুঁকছে।

তিতু ॥ ওদের ওই আধমরাদের নিয়েই আমি লড়বো। গুলী নেই, বন্দুক অকেজো, শুধু সড়কি বল্লম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বো ইংরেজের ঘাড়ে। মরার আগে বেইমানদের বুকে মরণ কামড় দিয়ে বুঝিয়ে যাবো—বাঙালীরা সবাই তাদের পা-চাটা গোলাম নয়। এমন মানুষও আছে যারা দেশের মান রাখতে হাসি মুখে জান দিতে পারে। [ প্রস্থান ]

সুবেদার ॥ ( নেপথ্যে ) এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, ঢুকে পড় কেল্লার মধ্যে।

ডলি ॥ ওই ইংরেজদের ফৌজ পিছনের পথ দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ফুলজান বিবি! তুমিও আমার পিছনে এসো। ওদের হঠাতে পারবো না জানি তবু দুজনে চেষ্টা করে দেখি তীর চালিয়ে কিছু যদি শেষ করতে পারি। [ প্রস্থান ]

ফুল ॥ তুমি যাও বোন। আমি ওদিকে যাবো না, আমি খুঁজে দেখবো সেই বেইমান ফকিরটাকে। [ সুবেদারের প্রবেশ তার পিছনে বংশীধর ]

সুবে ॥ খুঁজে দেখ কারপরদার, তিতুমিঞাকে খুঁজে দেখ। গুওটা পালিয়ে গেলে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। একি, তুই?

ফুল ॥ আমি? আমি একটা পেত্নী। তোমাদের মাথা খাবো বলে দাঁড়িয়ে আছি।

সুবে ॥ তবে রে শয়তানী। ( গুলী করিতে উদ্যত )

বংশী ॥ ( বাধা দিয়া ) কি করছেন স্যার? এ যে মেয়েছেলে।

সুবে ॥ আমার বিবিও বেটাছেলে নয় কারপরদার।

বংশী ॥ তবু আমার সামনে আমি আপনাকে নারী হত্যা করতে দেবো না। যাও মা তোমার পথ মুক্ত।

ফুল ॥ বাঁচতে হবে, যতক্ষণ না সেই বেইমানটার মাথা নিতে পারছি ততক্ষণ আমাকে বাঁচতে হবে। [ প্রস্থান ]

সুবে ॥ তোমার জন্যেই সব বরবাদ হবে দেখছি। [ মিস্কিনের প্রবেশ ]

মিস্কিন ॥ কিছুই বরবাদ হবে না হুজুর। একে তো না খেতে পেয়ে দম ধুঁকছিল তার ওপর আচমকা গুলীর শব্দেই বেটারা এখন খাবি খাচ্ছে।

বংশী ॥ তোমার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে?

মিস্কিন ॥ হবে না? ইংরেজের শত্রু যে আমারও শত্রু।

সুবে ॥ তিতুমিঞা কোথায়?

মিস্কিন ॥ কেল্লার সামনে, এখনই লড়াই করছে।

সুবে ॥ যাও কারপরদার, তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা কর।

বংশী ॥ যাচ্ছি। তবে তাকে জ্যান্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে না।

সুবে ॥ বল কি? একটা জানোয়ারকে—

বংশী ॥ জানোয়ার হলেও সে সিংহ আপনার মত শিয়াল নয়।

সুবে ॥ কারপরদার!

বংশী ॥ সে মরবে তবু বন্দী হবে না। ( প্রস্থানোদ্যত সহসা একটি গুলী আসিয়া তাহার বুকে লাগিল ) আঃ—

মিস্কিন ॥ একি?

সুবে ॥ গুলী কে মারলে, কারপদার?

বংশী ॥ ওঃ, তুমি ঠিকই করেছ ভগবান। গোলামীর নেশায় বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর সর্বনাশ যে করে তার উপযুক্ত পুরস্কার এমনি মৃত্যু দণ্ডই। আসি সুবেদার সিং, ইংরেজের গোলামীর শিকল ছিঁড়ে যাবার সময় আমি মুক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছি, জয় বাংলা মায়ের জয়, জয় বাঙ্গালী বীর তিতুমীরের জয়।

[ প্রস্থান ]

সুবে ॥ কারপরদার মরুক, আমি তিতুমিঞাকেই চাই ( প্রস্থানোদ্যত )

মিস্কিন ॥ হুজুর, যুদ্ধ তো প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমার বিষয়টা ?

সুবে ॥ কি বথাশশ ?

মিস্কিন ॥ হায়দরপুরের জমিদারী।

সুবে ॥ মাত্র এই ?

মিস্কিন ॥ তবে কি আমাকে চব্বিশ পরগণা জেলার নবাবী দেবেন ?

সুবে ॥ না। তিতুমিঞাকে গ্রেপ্তার করার পর তোমাকে দেব জুতোর মালা।

মিস্কিন ॥ হুজুর, কেল্লার পথ দেখিয়েছি আমি !

সুবে ॥ তাই কেল্লা জয় করার পর তোমার গলায় জুতোর মালা দিয়ে কেল্লার সামনেই আমি তোমাকে গুলী করে মারবো।

মিস্কিন ॥ আমি তোমাদের দোস্ত।

সুবে ॥ যে স্বজাতির সঙ্গে বেইমানী করে তার মত কুত্তার সঙ্গে দোস্তী সুবেদার সিং করে না। [ প্রস্থান ]

মিস্কিন ॥ ইয়ে আল্লা। নিমকহারামটা বলে কি ? ওদের জন্য আমি তিতুমিঞার সঙ্গে বেইমানী করলুম।

[ রামদা হাতে ফুলজানের প্রবেশ ]

ফুল ॥ সে বেইমানীর সাজা তোকেই নিতে হবে বেইমান।

মিস্কিন ॥ ফুলজান বিবি।

ফুল ॥ জান দে নিমকহারাম—( রামদা মারিতে উদ্যত )

মিস্কিন ॥ জান্ তোকেই দিতে হবে কসবী। ( পিস্তল ধরিল )

[ সহসা বিদ্যুৎবেগে তিতুমীর প্রবেশ করিয়া মিস্কিনের বক্ষে গুলি করিল ]

মিস্কিন ॥ আঃ খোদা ! [ টলিতে টলিতে প্রস্থান ]

ফুল ॥ মরেছে, মিস্কিন মরেছে। না না শয়তানটাকে বিশ্বাস নেই। আমি নিজের হাতে ওর মাথাটা কেটে নেবো। [ দ্রুত প্রস্থান ]

কালী ॥ ( নেপথ্যে ) তিতুমীর—তিতুমীর।

তিতু ॥ ওকি ? জমিদারবাবুর গলা ? জমিদারবাবু আসছে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে ? আমার হয়ে লড়াই করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয় তার ভুল ভেঙেছে। তবে আমার ডর নেই। জমিদারবাবুকে যদি পাই ওই গোরা

পল্টনগুলোকে আমি—( সহসা একটি গুলী আসিয়া তিতুমীরের বুকে লাগিল )
আঃ—খোদা— [ কালী মুখুজ্জের প্রবেশ ]

কালী ॥ তিতুমীর ! তিতুমীর ! ইংরেজের সন্ধিপত্রে দস্তখত করে যে ভুল করেছি ! একি—তিতু ? কে তোমাকে আঘাত করেছে ?

[ সুবেদারের প্রবেশ ]

সুবে ॥ আমি। অ্যাস্ত ওকে বন্দী করতে পারবো না জেনেই—

কালী ॥ ওঃ, সুবেদার—

তিতু ॥ বড় অসময়ে এলেন জমিদারবাবু। আর একটু আগে এলে—

কালী ॥ এই শয়তান আমাকে চার দিন ওর ছাউনিতে আটকে রেখেছিল। নইলে···

সুবে ॥ বেশ করেছি ! যে শয়তান আমার বিবিকে খুন করেছে—

[ পিস্তল হস্তে ডলির প্রবেশ ]

ডলি ॥ তোমার বিবির হাতেই খুন হতে হবে তোমাকে !

সুবে ॥ ডলি ? তুমি ! তোমাকে তিতুমীর খুন করেনি ?

ডলি ॥ তোমার মত অমানুষ তিতুমীর নয়। ধর বেইমান, তোমার পশুত্বের সাজা। ( গুলি করে )

তিতু ॥ বহিন !

সুবে ॥ ডলি ডলি...আমার চোখ ফুটেছে ডলি···। আর আমি ইংরেজের গোলামী করবো না। [ টলিতে টলিতে প্রস্থান ]

তিতু ॥ আমার কোন আফশোষ নেই শুধু মরার সময় খোদার কাছে আমার শেষ আর্জি—আমার রক্তের বদলে যেন জেগে ওঠে বাংলার যৌবন ছেলেরা। দুশমনদের হাত থেকে গরীব দুঃখী বাঙ্গালী ভাইদের বাঁচাতে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা যেন গড়ে তোলে তিতুমীরের "বাঁশের কেল্লা"। [ প্রস্থান ]

[ সূত্রধরের প্রবেশ ]

সূত্রধর ॥ বাঁশের কেল্লা লাল হয়ে গেল তিতুমীরের বুকের রক্তে। তবু এলো না স্বাধীনতা। কিন্তু আজ সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। তাই সেই মহান শহীদের অমর আত্মার স্বর্গ কামনা করে আমরা গেয়ে যাই আমাদের জাতীয় সংগীত—

জন গণ মন অধিনায়ক
জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। [ সমাপ্ত ]

# ঘুম ভাঙার গান

শম্ভু বাগ

**ঃ চরিত্রলিপি ঃ**

নীলরতন, সহদেব, স্বরাজ, যামি.., ভুবন রক্ষিত, শত্রুদমন, ইসরাইল, মহেশ ভট্টাচার্য, ধীরাজ, বিরাজ, বাসুদেব, আঙুর, কণা, কামিনী কনস্টেবল,, বস্তিবাসী প্রভৃতি।

## প্রথম অঙ্ক / সূচনা দৃশ্য

[ বাইরে কোলাহল ঃ "বাঁচাও-বাঁচাও", "ডাকাত ডাকাত", "পুলিশ--পুলিশ"—। শোনা যাচ্ছে গুলীর শব্দ। শান্তি বন্দোপাধ্যায় পালিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তার পেছন থেকে শব্দ এল হল্ট! হল্ট! সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলীর আওয়াজ। শান্তির পায়ে গুলী লাগতে সে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। এল শত্রুদমন। উভয়ের বয়স তিরিশের কম নয়। দারোগার বাঁহাতে টর্চ আর ডান হাতে পিস্তল। টর্চের আলো শান্তির মুখে পড়তেই শত্রুদমন চমকে উঠল। ]

শত্রু ॥ কে! একি, শান্তি!

শান্তি ॥ হাঁা, পিস্তলের গুলী কি শেষ হয়ে গেল?

শত্রু ॥ শেষ পর্যন্ত তুই···

শান্তি ॥ [ গর্জে ওঠে ] সাট্ আপ! শান্তি বাঁড়ুয্যে চোর নয়। আজ পুলিশের পোষাক পরে ছেলেবেলার কথা, কলেজ জীবনের কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকিস, তাহলে জানব শান্তি বাঁড়ুয্যে সেদিন একটা জানোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ছেলেবেলায় তুই না বলতিস বাঘা যতীন হব! কলেজ জীবনে যেবার বন্যায় দেশে দুর্ভিক্ষ হল, সেবার সম্পৎ ভাই—মগন ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে যেবার ফিরে এলুম, তখন না প্রতিজ্ঞা করেছিলুম এদের লোহার সিন্দুক হাল্কা না করলে দেশের মংগল হবে না!

শত্রু ॥ হ্যাঁ, তা করেছিলুম, কিন্তু—( সহসা শান্তির পায়ের ক্ষতটা দেখে ) দাঁড়া, দাঁড়া—( নিজের রুমাল বার করে ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে দিতে ) কলেজ থেকে বের হবার পর অনেক জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করেছি।

শান্তি ॥ কিন্তু সব জায়গাতেই বিফল হয়েছিস ?

শত্রু ॥ তাই বাধ্য হয়ে—

শান্তি ॥ দারোগার চাকরী !

শত্রু ॥ ঠিক তাই ! এই আবহাওয়ায় আমারও মন মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু সংসার ? অতগুলো লোক, মাত্র আমার একার উপার্জনের উপর…

নেপথ্যে কনস্টেবল ॥ রাম সিং, তুমি উধারটা দেখ আমি এধারটা দেখছি !

শত্রু ॥ ওরা আসছে, যা, পালিয়ে যা।

শান্তি ॥ সে কি ! এ্যারেষ্ট করবি না ?

শত্রু ॥ না।

শান্তি ॥ চাকরীতে উন্নতি করবার এমন সুযোগ কি আর কখনও আসবে ?

শত্রু ॥ হয়তো আসবে, কিন্তু যাতে না আসে এই কামনাই আমি ঈশ্বরের কাছে করব।

শান্তি ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

শত্রু ॥ হাসলি যে,

শান্তি ॥ আইনের দড়িতে ভগবানকে বাঁধতে চাইছিস দেখে।

শত্রু ॥ অর্থাৎ—

শান্তি ॥ অর্থাৎ অল্পদিনের চাকরীতেই পাপের পথে তুই অনেকটা এগিয়ে গেছিস।…আচ্ছা চলি। হ্যাঁ, দেখা হয়তো আর হবে না। হলেও আইনের চশমা চোখে থাকলে আবার চিনতে পারলে হয়।

শত্রু ॥ যদি চিনতে পারে, সে দিন শত্রুদমনও ছেড়ে দেবে না।

শান্তি ॥ আমার বন্ধুরা ততদিন তোকে সময় দেবে কিনা, সেটাও তো দেখতে হবে !

শত্রু ॥ তবু কামনা করছি, তোর জয়যাত্রা সফল হোক।

শান্তি ॥ আচ্ছা, মনে থাকবে।…গুড বাই।

[ শান্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল দারোগা। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এল এক কনস্টেবল। ]

কন ॥ স্যার, এদিকে কেউ এসেছে ?

শক্র ॥ এঁ্যা, না, এদিকে কেউ আসেনি। [ টর্চ কনস্টেবলের হাতে দিল। ] নাও, চল।

কন ॥ [ সামনে টর্চ জ্বেলে ] একি! এত রক্ত কিসের?

শক্র ॥ আঃ! কিছু নয়, চল। [ দুজনে বেরিয়ে যায় ]

## প্রথম অঙ্ক / প্রথম দৃশ্য

[ নীলরতনের বৈঠকখানা। প্রাতঃকালীন পোষাকে নীলরতনের প্রবেশ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তবুও বেশ বলিষ্ঠ। চোখে মুখে প্রখর চিন্তার ছাপ। যামিনী চা এনে দিল! কামিনী আনে খবরের কাগজ। যামিনী ও কামিনী উভয়ে উভয়কে মুখ ভেংচিয়ে চলে যায়। নীলরতন চা পানান্তে কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় ভুবন রক্ষিত আসে। গায়ে সুতির কোট, কাঁধে চাদর, পায়ে বুট জুতা, ছাঁটা চুল, বগলে ছাতা। ]

ভুবন ॥ মে আই কাম্ ইন, স্যার!

নীলরতন ॥ নো, নো মার্সি। দয়া নেই, কোনো দয়া নেই!

ভুবন ॥ স্যার!

নীলরতন ॥ কে!

ভুবন ॥ আজ্ঞে আমি, স্যার।

নীলরতন ॥ ও ভুবন? আরে এসো এসো। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। তা, কি খবর বল।

ভুবন ॥ আজ্ঞে, খবর ছাড়া কি ভুবন রক্ষিতের চলে? লোকে বলে ভুবন রক্ষিত খবরের জাহাজ।

নীলরতন ॥ থাক, থাক। এখন আসল খবরটা কি, তাই বল।

ভুবন ॥ আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো—

নীলরতন ॥ অধীনকে দয়া করতে এসেছ?

ভুবন ॥ আজ্ঞে, কি যে বলেন! হুজুরের কৃপাতেই তো—

নীলরতন ॥ বেঁচে আছ?

ভুবন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলরতন ॥ কিন্তু আর বোধহয় বাঁচাতে পারব না।

ভুবন ॥ সে কি, স্যার! আমি যে একটা জরুরী খবর নিয়ে—

নীলরতন ॥ তা আমি জানি।

ভুবন ॥ আজ্ঞে !···কি করে জানলেন ?

নীলরতন ॥ খবরের জাহাজ হয়ে খবরের কাগজের খবর জাননা ?

ভুবন ॥ আজ্ঞে !

নীলরতন ॥ (কাগজটা ভুবনের হাতে দিলেন) ওয়ার্কাররা ধর্মঘট করেছে। মনে করেছে, ধর্মঘট করে কারখানা বন্ধ করে দিলেই আমি ওদের বেতন বাড়িয়ে দেব। কিন্তু ওরা জানে না যে, এক্ষুণি ওই কারখানা বন্ধ করে দিয়ে নতুন কারখানা খুললে ওদের পাওনা বেতনও বন্ধ হয়ে যাবে।

ভুবন ॥ সর্বনাশ !

নীলরতন ॥ আর ওই সর্বনাশের নায়ক কে, তাও আমি জানি।

ভুবন ॥ জানেন ?··· আজ্ঞে তা তো জানবেনই ! অন্ততঃ কিছুটা আন্দাজও করে নিতে পারা যায়।

নীলরতন ॥ কোটিপতি নীলরতন রায় কোনদিন ফাটকাবাজী ধরে না ! ভুবন—

ভুবন ॥ আজ্ঞে !

নীলরতন ॥ মানে, সে কোনদিন আন্দাজে কাজ হাসিল করবার স্বপ্ন দেখে না। সে যা করে, তা জেনেই করে।

ভুবন ॥ আজ্ঞে, তা তো বটেই।···আচ্ছা, তাহ'লে ব্যাপারটা কি এখানেই শেষ হবে বলছেন ?

নীলরতন ॥ বোধহয়, না !

ভুবন ॥ তাহ'লে—

নীলরতন ॥ গুলী চলবে।

ভুবন ॥ গুলী !

নীলরতন ॥ হ্যাঁ, গুলী। ধীরাজ ভট্চায্ যার সাহায্য নিয়ে কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ করেছে, তাকে আমি চিনি। আর চিনেছি বলেই, তার উপর দিয়েই শুরু হবে আমার প্রথম পরীক্ষা। (ভুবনের দিকে পিস্তল তোলেন)

ভুবন ॥ (সভয়ে) বড় বা-বু-উ—

নীলরতন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

ভুবন ॥ আমি কিচ্ছু জানি না, বড়বাবু। আমি কিচ্ছু জানি না। আপনি বিশ্বাস করুন !

নীলরতন ॥ বিশ্বাস করতে বলছ !

ভুবন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ!

নীলরতন ॥ বেশ, বিশ্বাস করলুম। তার সঙ্গে কিছু বখশিশও দিলুম। আমার নাম করে সহদেবের কাছ থেকে দু'শো টাকা নিয়ে যাও। যেমন করে হোক ওদের ধর্মঘট ভাঙ্গতেই হবে। প্রয়োজনে আরও টাকা পাবে।

ভুবন ॥ আচ্ছা, স্যার!

নীলরতন ॥ (পিস্তল দেখিয়ে) তবে এটার কথা মনে রাখবে। [ভুবন চলে যায়] টাকা টাকা টাকা! আরও—আরও টাকা চাই। ধাপ্পা দিয়ে খুন করে, জাল করে, বেনামী করে, যে করেই হোক টাকা চাই। পৃথিবী! দেখব তুমি কত সর্বংসহা! (পিস্তল বাহির করিয়া) আর অস্ত্র! তোমাকেও দেখব কত আগুন তুমি উদ্গীরণ করতে পার! [আঙুরের প্রবেশ]

আঙুর ॥ বড়দা!

নীলরতন ॥ কে! (পিস্তল লুকায়) আঙুর? আয়, তা সকালবেলায় নীচে নেমে এলি!

আঙুর ॥ কাল আমাকে খেতে ডাকলে না!

নীলরতন ॥ কাল আমিই খাই নি রে!

আঙুর ॥ খাওনি! কেন?

নীলরতন ॥ মনটা বড় খারাপ ছিল।

আঙুর ॥ অবাক করলে দাদা!

নীলরতন ॥ কেন?

আঙুর ॥ তুমি কোটিপতি নীলরতন রায়। তোমার আবার মন খারাপ কিসের? দু-দশ হাজার যদি একটা কারবারে নষ্ট হয়ে যায়, আবার তা আসতে কতক্ষণ!

নীলরতন ॥ (মৃদুহাস্য) আচ্ছা, আঙুর! বাবা-মাকে তোর মনে পড়ে?

আঙুর ॥ আবছা আবছা!

নীলরতন ॥ সে আজ কতদিনের কথা! তোর বয়স থেকে পাঁচ বছর বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তাই না?

আঙুর ॥ হ্যাঁ।

নীলরতন ॥ দীর্ঘ পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে কত কি না হয়ে গেল। ভারত স্বাধীন হল, বাংলা বিচ্ছেদ হ'ল, দীন দরিদ্র পথের ভিখারী নীলু হ'ল কোটিপতি নীলরতন রায়!—তাই না!

আঙুর ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আজ এ কথা কেন ?

নীলরতন ॥ একথা শুধু আজই ভাবছি না, আঙুর! ভাবছি এই পঁচিশ বছর ধরেই।...কেমন করে হ'ল, কে করলে আমাকে এমন অর্থ পিশাচ ?

আঙুর ॥ সমাজ !

নীলরতন ॥ ঠিক। এই জন্যেই তোকে আমার এত ভাল লাগে। আমার মনের কথা তুই ছাড়া আর কেউ বুঝল না রে, কেউ বুঝল না।

আঙুর ॥ তোমার জলখাবার কি এইখানেই দিতে বলব, দাদা ?

নীলরতন ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) না, থাক। আমিই উপরে যাচ্ছি। আয় তুই ! [ প্রস্থান ]

আঙুর ॥ আশ্চর্য ! [ সহদেবের প্রবেশ ]

সহদেব ॥ একা নীলরতন রায়ই আশ্চর্য নয়, আঙুর ! সারা রায়বাড়ীটা এমনি একটা আশ্চর্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে ! নীলরতন রায়ের ভাই হয়ে আমি অর্থের অর্থ করতে পারলুম না। স্বরাজ নীলরতন রায়ের ছেলে আর সহদেব রায়ের ভাইপো হয়েও সে এখনও পর্যন্ত—মানে বাইশ বছর বয়সেই মদ চিনতে পারলে না। যামিনী এই বাড়ীর সবচেয়ে পুরোনো চাকর, তবু দু'পয়সা জমাতে পারলে না। এ সবই তো আশ্চর্য !

আঙুর ॥ সত্যি ছোড়দা !

সহদেব ॥ এমনি অনেক আশ্চর্যের স্তূপ গড়ে উঠবে। কিন্তু নীলরতন রায় সব কিছুকেই টেক্কা দেবে। দেখ না, তুই জানতিস যে, বৌদি বজ্রাঘাতে মরেছে। কি তাই না !

আঙুর ॥ হুঁ।

সহদেব ॥ কিন্তু না, দাদা তাকে খুন করে মেরেছে।

আঙুর ॥ সে কি !

সহদেব ॥ হ্যাঁ।

আঙুর ॥ কারণ !

সহদেব ॥ কারণ ? অতি সামান্য। ছোট্ট একটি দান। অথচ এইমাত্র ভুবন রক্ষিতকে দু'শো টাকা দেওয়া হ'ল। তার নাকি বড় দরকার। এই সেদিন প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে একটা চেক পাঠানো হল দশ হাজার টাকার। অথচ মহেশ ভট্টচায তার ছোটছেলের বই কেনবার জন্যে দাদার কাছে কিছু ভিক্ষে চেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে। [ স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ ।। তাই বলে তাঁর ছেলের বই কেনা আটকে যায় নি, কাকা।

সহদেব ।। তুমি থাকতে যে আটকে যাবে না, তা আমি জানি, স্বরাজ।

স্বরাজ ।। যাদের এত আছে, তার থেকে সামান্য দশ পাঁচটা টাকা গেলে তহবিল শূন্য হয়ে যাবে ?

সহদেব ।। আপাততঃ—

স্বরাজ ।। কিন্তু তুমি যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলে, কাকা !

সহদেব ।। ঠিক, ঠিক ধরেছ।

স্বরাজ ।। কি !

সহদেব ।। অর্থ !

স্বরাজ ।। মানে !

সহদেব ।। অর্থ মানে...মানে—

স্বরাজ ।। পিসীমা— !

সহদেব ।। ওখানেও ওই মানে, বাবাজী ! হাঃ হাঃ হাঃ। [ প্রস্থান ]

স্বরাজ ।। আশ্চর্য !

সহদেব ।। দেখলি, দেখলি আঙুর ! আশ্চর্য ছাড়া কারও মুখে আর কিচ্ছু শুনতে পাবি না। সব আশ্চর্য আর আশ্চর্য ! কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম !

আঙুর ।। কি - !

সহদেব ।। অন্ধকার !

আঙুর ।। অর্থাৎ — !

সহদেব ।। ঈশ্বর এতো আলো দিয়েছিল যে, এরপর আর কিচ্ছু দেখা যাবে না। সব অন্ধকার আর অন্ধকার। [ প্রস্থান ]

আঙুর ।। অন্ধকার। সত্যিই অন্ধকার—নিকষ কালো অন্ধকার। ঈশ্বর ! তোমার জ্যোতি সংবরণ কর, জগৎকে চোখ মেলে চাইতে দাও। এত আলো আর তাদের সহ্য হচ্ছে না ভগবান !

[ গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ ]

বাসুদেব ।। ভগবান ! ভগবান বিচার নাই।
যাদের আছে হাজার হাজার
তারাই তোমার প্রসাদ পায়।
যারা তোমায় দেখতে নারে
সোনায় তারা বাক্স ভরে,

ভক্তি যারা করে তোমায়
তাদের পেটে খাবার নাই।
আমার বুকের সড়ক বেয়ে
ওরা চলে রথ চালিয়ে,
রাজার ভাঁড়ার থাক না ওদের
আমি কেবল ব'চতে চাই।

আঙুর॥ তুমি এখানে ঢুকলে কি করে? দারোয়ানরা বাধা দেয়নি?

বাসুদেব॥ বাধা দেবে কি? তার'ও যে আমারই মত গরীব।

আঙুর॥ কিন্তু নীলরতন রায়ের কড়া হুকুম, কোনো ভিখারী যেন না আসে।

বাসুদেব॥ অন্য ভিখারী তো আসতে পাবে না।···যাক, সকাল বেলায় কিছু ভিক্ষে পাব?

আঙুর॥ চুপ, চুপ কর ভিক্ষুক। হাস—নাচ—গাও যা খুশী কর, কিন্তু ভিক্ষে চেয়োনা। জানো না, এ বাড়ীতে কেউ কোনোদিন ভিক্ষে পায় নি?

বাসুদেব॥ একটা গুলীও কি ভিক্ষে মিলবে না?

আঙুর॥ ভিক্ষুক!

বাসুদেব॥ কোটীপতি নীলরতন রায়ের পিস্তলের গুলী কি শেষ হয়ে গেছে?

আঙুর॥ কী বলছ তুমি, ভিক্ষুক!

[ পূর্ব গীতাংশ গাইতে গাইতে বাসুদেবের প্রস্থান ]

যে কথা রায় বাড়ীর কেউ জানতে পাবে নি, সে কথা এ ভিক্ষুক জানলে কেমন করে! তবে কি— !···ছোড়দা—ছোড়দা— [ প্রস্থান ]

## প্রথম অঙ্ক / দ্বিতীয় দৃশ্য

[ পীরগঞ্জের নদীতীরবর্তী পথ। ধীরাজ গাইতে গাইতে পথ চলেছে কোমরে একটা ধুতি, গায়ে একটা গেঞ্জি। কাঁধে গামছা। ]

ধীরাজ॥ ( সুরে ) জয় রাধে গো—জয় রাধে গোবিন্দর জয়,
জয় রাধে রাধে গো—জয় রাধে গোবিন্দর জয়।

[ শিকারীবেশে স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ॥ ওহে 'জয় রাধে'—গামছা কাঁধে চললে কোথায়?

ধীরাজ ॥ সব কথা কি সকলকে বলা যায় ?

স্বরাজ ॥ আমাকেও না ?

ধীরাজ ॥ না। [ গমনোদ্যত ]

স্বরাজ ॥ তুই আমার উপর রাগ করেছিস ?

ধীবাজ ॥ করেছি।

স্বরাজ ॥ কেন ?

ধীরাজ ॥ বাধ্য হয়ে। বিধাতাব একটা মস্ত ভুল এই যে তুই আমার বন্ধু। তোর বন্ধুত্ব আজকে আমার পরিচয়ের লজ্জা, হয় তো বা তোরও।

স্বরাজ ॥ ধীরাজ !

ধীরাজ ॥ গ্রাম্য সরল দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহেশ ভট্চায্ কোটীপতি নীলবতন রায়ের কাছে ছেলের বই কেনবার জন্যে ভিক্ষে চাইতে গেল, সে তার ভুল। অপমানিত হয়ে ফিরে আসা তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তুই কোন লজ্জায় বইগুলো কিনে বাড়ীতে দিয়ে এলি ?

স্বরাজ ॥ এতে লজ্জার কি আছে !

ধীরাজ ॥ না, এটা অপমানের উপর অপমান।

স্বরাজ ॥ কী বলছিস তুই ! এত বড় একটা শিক্ষিত ছেলে হয়ে—

ধীরাজ ॥ শিক্ষিত ! শিক্ষা ! মানে সার্টিফিকেটগুলো আমি পুড়িয়ে দিয়েছি।

স্বরাজ ॥ সে কি !

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ। এবার থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ধীরাজ ভট্চায্ চাকরীর জন্যে আর অফিসে ইস্কুলে ধর্ণা দেবে না। আর বিরাজকেও তার বই কেনবার জন্যে কোটীপতিদের দোর গোড়ায় ভিক্ষের ঝুলি তুলে ধরতে হবে না। আমি তাকে আমার সঙ্গে খুন করতে শেখাবো। জাল-জুয়াচুরী, ধাপ্পাবাজী, ডাকাতি করতে তালিম দেব।

স্বরাজ ॥ ধীরাজ ! এখনও ফিরে আয়, এ পথ তোর জন্যে নয়।

ধীরাজ ॥ কার কোনটা পথ, বিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে তার ঠিকানা বুক ফুলিয়ে কেউ দিতে পারে না, স্বরাজ।

স্বরাজ ॥ কিন্তু অভিযোগ করার চেয়ে দুঃখকে হাসি মুখে বরণ করার মধ্যেই আনন্দ।

**ধীরাজ** ॥ আমি জানি। আমি অনার্সের ছাত্র—, তাই রসানুভূতি আমারও কম নয়। কিন্তু এই যে গামছা নিয়ে চলেছি, কোথায় জানিস?

স্বরাজ ॥ কোথায়?

ধীরাজ ॥ নদীর ওপারে, রাজের কাজে জোগান দিতে।

স্বরাজ ॥ সে কি!

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ!…কারণ আজ তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি। তাই ভেবেছি, যতক্ষণ ক্ষমতা থাকবে, ততক্ষণ আর কারও কাছে হাত পাতবনা; যখন না থাকবে তখন চলবে বুদ্ধির খেলা।

স্বরাজ ॥ অর্থাৎ ব্ল্যাক-মেলিং?

ধীরাজ ॥ ঠিক তাই!…আচ্ছা, চলি! শিকারী, ওই দেখ তোমার শিকার!

স্বরাজ ॥ তাই তো!…এক জোড়া ঘুঘু!…দাঁড়া দাঁড়া! (গুলী করে) একটাও পড়ল না। [নেপথ্যে আর্তচিৎকার]

ধীরাজ ॥ একটা পড়েছে, তবে ঘুঘু নয় মানুষ!

স্বরাজ ॥ সেকি! খুন! [নেপথ্যে খুন করলে, খুন করলে]

ধীরাজ ॥ যখন লোক চার টাকা কে'জ চাল লাইন দিয়েও পাচ্ছে না তখন তোমরা পাঁচ টাকার কার্তুজ পুরিয়ে শিকার খেল। অবাক, অবাক…

নেপথ্যে ॥ মারো শালাকে,—মারো!

স্বরাজ ॥ এখন উপায়!… গ্রাম থেকে লোক ছুটে আসছে।

ধীরাজ ॥ ভয় নেই! (গামছাটা কোমরে জড়িয়ে) বন্দুকটা দে!

নেপথ্যে ॥ ধর শালাকে, ধর! মার শালাকে, মার!

ধীরাজ ॥ বিদায় বন্ধু! আর হয়তো দেখা হবে না! [দ্রুত প্রস্থান

স্বরাজ ॥ কিন্তু বন্দুক—

ধীরাজ ॥ (নেপথ্যে) নিয়ে চললুম—

নেপথ্যে ॥ পালালো—পালালো; ধর শালাকে, ধর!

স্বরাজ ॥ একি হ'ল! (হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল)

[ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন ॥ কিচ্ছু হয়নি!

স্বরাজ ॥ এ্যাঁ—

ভুবন ॥ মানে বন্দুক সমেত উধাও তো। সে তো একরকম ভালই হয়েছে! একটা বন্দুক গেল বটে, কিন্তু হাজার হাজার টাকার কারবার যে বন্ধ হয়েছিল, তা আবার চালু হ'ল।

স্বরাজ ॥ কী বলছেন আপনি!

ভুবন ॥ ওই ধীরাজ, ওয়ার্কারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ধর্মঘট করতে বাধ্য করেছিল বলেই তো তোমাদের কারখানা এতদিন বন্ধ ছিল!

স্বরাজ ॥ সে কি!

ভুবন ॥ তবে আর বলছি কি! এবার কত সুবিধে হল! হারামজাদা ওয়ার্কারের দল এবার তাদের পাণ্ডাকে খুনী বলে জানবে। তার নামে বেরুবে ওয়ারেণ্ট, কেস চলবে, তারপর ফাঁসী।

স্বরাজ ॥ না—না, সে খুন করেনি।

ভুবন ॥ করেনি বললে আমি শুনব কেন, আইন শুনবে কেন!

স্বরাজ ॥ শুনতে হবে। যে খুন করেনি তার নামে অযথা—

ভুবন ॥ অযথা কি রকম! খুন যদি সে না করবে, তবে বন্দুকটা কি তার সঙ্গে উড়ে চলে গেল? যাক, চল···

স্বরাজ ॥ কিন্তু—

ভুবন ॥ এখন মনে 'কিন্তু' রাখার সময় নয়। খুন বলে কথা!

স্বরাজ ॥ সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। না-না, ধীরাজকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে। যেমন করেই হোক ধরতে হবে! [ প্রস্থান ]

ভুবন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কে? দালাল ভুবন রক্ষিত। ভয় নেই, লজ্জা নেই, কেন না টাকা চাই, টাকা। পঞ্চাশটা টাকার বিনিময়ে বিশ ঘা জুতো মারুন, কিচ্ছু বলব না। এমন কি জুতো ছিঁড়ে গেলে দু' পাঁচটাকা যদি কেটেও নেন, তবুও না। হাঃ···হাঃ···হাঃ··· [ প্রস্থান ]

## প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[ সহদেব রায়ের বৈঠকখানা। বই পড়তে পড়তে সহদেবের প্রবেশ ]

সহদেব ॥ যামিনী—!

যামিনী ॥ (নেপথ্যে) যাই বাবু—! [ যামিনীর প্রবেশ ]

যামিনী ॥ বাইরে যাবে, পোষাক বার করব?

সহদেব ॥ না।

যামিনী ॥ চা জলখাবার আনব ?

সহদেব ॥ উঁ হুঁ !

যামিনী ॥ চলে যাব ?

সহদেব ॥ না।

যামিনী ॥ তবে কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব ?

সহদেব ॥ হ্যাঁ !

যামিনী ॥ এঁ্যা— ! তুমি আমাকে মরতে বলছ ?

সহদেব ॥ বলছি, শুধু তোকে নয়, রায় বাড়ীর সবাইকে। যা, দড়ি নিয়ে আয় !

যামিনী ॥ সে কি, সবাইকে কি সত্যি সত্যি গলায় দড়ি দিয়ে মারবে না কি ?

সহদেব ॥ না রে বাঁদর, না। দেখছিস না, আলমারী সব খালি ! তাই দড়ির ফাঁস করে ওপাশের জানলা দিয়ে দাদার টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে নিতে হবে !

যামিনী ॥ লজ্জাও করে না তোমার ?

সহদেব ॥ না। টাকা হচ্ছে লজ্জা ঘেন্না ভয়ের নির্বংশারিষ্ট। এতদিন রায় বাড়ীতে চাকরী করে এটুকুও শিখলি না ? যা নিয়ে আয় দড়ি।

যামিনী ॥ তবে বড়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে আনতেই বা বাধছে কিসে ?

সহদেব ॥ অভ্যাস।

যামিনী ॥ অভ্যাস !

সহদেব ॥ হ্যাঁ, অভ্যাস। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে লুকিয়ে খাওয়া অভ্যাস যে !

যামিনী ॥ তা হবে ! ( গমনোদ্যত )

সহদেব ॥ সাবধান, কথা না শুনলে গর্দান যাবে।

যামিনী ॥ যাবে—যাবে ! হাত্তোরি, চাকরীর নিকুচি করেছে ! ছেড়ে দেব চাকরী, ছেড়ে দেব ! [ সক্রোধে প্রস্থান ]

সহদেব ॥ ( সহাস্যে ) ব্যাটা গাধা কোথাকার ! ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ! দিনে পঞ্চাশবার চাকরী ছেড়ে চলে যাবে, তবুও একদিন অনুপস্থিত নেই। বিচিত্র পৃথিবী ! [ নীলরতনের প্রবেশ ]

নীলরতন ॥ তোমার চোখে যা বিচিত্র, আমার চোখে তা কৌতুক ছাড়া কিছুই না।

সহদেব ॥ দাদা!

নীলরতন ॥ তোমার কাছ থেকে কোনদিন কোন কথা যদি ফাঁস না হয়, তাহ'লে স্থির জেনো, ভারতের মুষ্টিমেয় জগৎশেঠদের মধ্যে আমি একজন হ'য়ে দাঁড়াব।

সহদেব ॥ দরকার কি দাদা, শেঠ সেজে! বেশ তো আছি। যা টাকা আমাদের আছে স্বরাজের ছেলের ছেলেও তা বসে খেতে পারবে।

নীলরতন ॥ ছেলেবেলার কথা তোমার মনে নেই বলেই একথা বলছ, সহদেব। সে যে কি মর্মন্তুদ ইতিহাস—

সহদেব ॥ তোমার কাছে আমি সব শুনেছি, দাদা! কিন্তু তোমার চেয়ে যারা ধনী তাদের উপর তোমার যেমন আক্রোশ, তোমার চেয়ে যারা দরিদ্র তারাও তো তেমন আক্রোশ তোমার উপর জিইয়ে রেখেছে, দাদা!

নীলরতন ॥ কিন্তু ওই আক্রোশই ওদের বড় করবে সহদেব!

সহদেব ॥ কিন্তু ওই আক্রোশের আগুনে তার আগেই হয়তো ওরা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

নীলরতন ॥ তাই যাক, গরীবদের পৃথিবীতে বেচে থাকা পাপ!

সহদেব ॥ এমন পাপ ওরা দিনে রাতে করছে বলেই তো আমাদের মত বড় লোকদের পুণ্য এত বেড়ে যাচ্ছে, দাদা!

নীলরতন ॥ ওরকম বড় কথা বলতে আমিও জানি, সহদেব। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, যাদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এতগুলো কারখানা চালু করলাম, কোটী কোটী টাকা খরচ করে, তারাই আজ ধর্মঘট করে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। যে মহেশ ভট্‌চাযের ছেলে রায় বাড়ীর অন্নজলে মানুষ, সেই হল ওয়ার্কারদের লীডার।...অকৃতজ্ঞ!

সহদেব ॥ কিন্তু ওয়ার্কারদের কিছু বেতন বাড়িয়ে দিলে তো আর এ ঝামেলা হতো না, দাদা! লাভ না হয় কিছু কমই হত আমাদের!

নীলরতন ॥ কেন বাড়িয়ে দেব! আজ তারা ইউনিয়ন গড়েছে, একজোট হয়ে মালিককে চোখ রাঙ্গিয়ে বেতন বাড়াতে চাইছে। কাল আবার তারা আরও বেতনের দাবী করবে, পরন্তু দাবী করে বলবে, যে কারখানায় আমরা বুকের রক্ত জল করে খাটছি সে কারখানা আমাদের।

সহদেব ॥ কথাটা তো মিথ্যে নয়, দাদা !

নীলরতন ॥ সহদেব !

সহদেব ॥ বুড়ো বয়েসে ছোট ভাইয়ের উপর আর অহেতুক সন্দেহটা রেখোনা, দাদা। তোমার পাপ আমাকে দাও, আমার যদি কোন পুণ্য থাকে তা দিয়ে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কিছুটা সুদ হিসেবে ধার নিও, তবু কতকটা শান্তি পাব। [ প্রস্থান ]

নীলরতন ॥ ব্যথা পেয়েছে মনে ! ··ওরে ! ··তোরা আর কতটুকু ব্যথা নিয়ে থাকিস ! যে ব্যথার অগ্নিগিরি দিবারাত্র মনের মধ্যে জ্বলছে— ! কমলা ! তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, পাপের সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছি, কোথায় গিয়ে ভিড়বে তা আমি জানি। তবু ফিরে আসবার উপায় নেই, কোনো উপায় নেই !

নেপথ্যে কলরব ॥ বাঁচতে দাও ! খাবার দাও !

[ মদ্যপাত্র হাতে যামিনীর প্রবেশ ]

নীলরতন ॥ কী হয়েছে ! অত চিৎকার কিসের ?

যামিনী ॥ কারখানার লোকগুলো ফটকে জমায়েত হয়েছে। বলছে, খাবার দাও, বাঁচতে দাও ! রাম সিং তাদের হটাবার চেষ্টা করছে।

নীলরতন ॥ ও, এই কথা ! দিচ্ছি খাবার !···

নেপথ্যে ॥ বাঁচতে দাও, খাবার দাও।

নেপথ্যে ॥ এই হট্ যাও, হট্ যাও।

নীলরতন ॥ ( চিৎকার করে ) রাম সিং ! চালাও গুলী !

[ নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও জনতার আর্তনাদ ]

যামিনী ॥ ওকি করলে ! ওরা খাবার চাইছে, আর তুমি ওদের উপর গুলী চালাতে হুকুম দিলে !

নীলরতন ॥ দিলুম !

যামিনী ॥ বড়বাবু ! ধর্ম এ সইবে না, সইবে না। [ প্রস্থান ]

নীলরতন। সমগ্র পৃথিবী নীলরতন রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আর তাই তাকে সহ্য করে যেতে হবে ! সকলেই তার মুখে ঘৃণার থুৎকার দেবে, তবু তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হবে ! তোমার প্রচুর আছে, আমাকে তার অংশ দাও ! কিন্তু আমার যখন কিছুই ছিল না, তখন তোমরা

ক' মুঠো অন্ন আমাকে দিয়েছ? কতটুকু দিয়েছ বাঁচবার ভরসা! না, তা কিছুতেই হবে না! ( পিস্তল বের করে )

[ উর্দ্ধশ্বাসে ভুবনের প্রবেশ ]

ভুবন ॥ সর্বনাশ হয়ে গেছে, বড়বাবু! সর্বনাশ হ'য়ে গেছে!

নীলরতন ॥ ( পিস্তল লুকিয়ে ) কী হ'য়েছে?

ভুবন ॥ বিলাস সর্দারের বড় ব্যাটা খুন হ'য়ে গেছে!

নীলরতন ॥ কী ক'রে!

ভুবন ॥ স্বরাজ শিকার করতে গিয়ে গুলী ছোঁড়ে, সেই গুলীতে বিলাসের বড় ব্যাটা একদম শেষ।

নীলরতন ॥ তারপর!

ভুবন ॥ খুনের খবর পেয়ে সর্দার পাড়ার যতলোক হৈ হৈ করে ছুটে আসছিল। এমন সময় দেখলুম, ধীরাজও সেখানে গিয়ে হাজির। ওকে বোঝালুম, তুমি যদি বন্দুকটা সরিয়ে না ফেল, তাহ'লে তোমার বন্ধু—

নীলরতন ॥ সাবাস!

ভুবন ॥ এই শুনে সে তো বন্দুক নিয়ে পালাল, আর তার পিছনে লেলিয়ে দিলুম সর্দার পাড়ার লোকদের।

নীলরতন ॥ আমার নাম করে সহদেবের কাছ থেকে পাঁচ শো টাকা নিয়ে যাও। সর্দার পাড়ার লোকদের ভাল করে বুঝাও যে, ধীরাজই বিলাসের ছেলেকে খুন করেছে। প্রয়োজনে আরও পাবে। তবে পরের ঘটনা সম্বন্ধে সজাগ থেকো, এখন যাও!

ভুবন ॥ আর বলতে হবে না, সে আমি বুঝে ফেলেছি; কিন্তু থানাতে একটা ডায়েরী—

নীলরতন ॥ আমার কর্তব্য তোমাকে বলে দিতে হবে না, ভুবন।

ভুবন ॥ আচ্ছা, নমস্কার! [ প্রস্থান ]

নীলরতন ॥ ধর্মঘট করবে, মজুরদের ক্ষেপিয়ে দেবে!… ধীরাজ ভট্‌চায্‌! তুমি ভেবেছ দু' কলম লেখা পড়া শিখে দুনিয়াটা উল্টে দেবে! এইবার—! যদি তুমি জয়ী হও, তাহলে নীলরতন রায় সেদিন তোমাকে বরণ করে নেবে, তা না হ'লে এই তোমার শেষ। [ আঙুরের প্রবেশ ]

আঙুর ॥ বড়দা, এসব কি শুনছি?

নীলরতন ॥ কি শুনছ?

আঙুর ॥ সুরাজ নাকি খুন করেছে।

নীলরতন ॥ ( সহাস্যে ) আরে না না। খুন করেছে মহেশ ভট্‌চাযির ছেলে, ধীরাজ। ওরা দুজনেই শিকারে গিয়েছিল। ধীরাজ তো বন্দুক ভাল চালাতে পারে না। অভ্যাস করতে গিয়ে এই সর্বনাশ। সেই ভয়েই তো সে বন্দুক সমেত ফেরার।

আঙুর ॥ তবে যে শুনলুম—

নীলরতন ॥ সব মিথ্যা।

আঙুর। ঠাকুরের কৃপায় তাই যেন হয়, দাদা!

নীলরতন। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, সুরাজের কোন বিপদই হবে না।

আঙুর ॥ কিন্তু ধীরাজ তো সুরাজেরই বন্ধু, সে আমাদের ঘরেরই মানুষ, আমাদেরই তো ছেলে তাকেও তো আমাদের বাঁচাতে হয় দাদা।

নীলরতন। হ্যাঁ, কিন্তু তা হবে না। যে আমারই দেওয়া দুধ কলা খেয়ে আমারই বুকে বিষের ছোবল বসাতে চায়, তার প্রতি আমার এতটুকু করুণা নেই।

আঙুর ॥ বলোন দাদা, ও কথা ব'লো না। ধীরাজের মত ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায়

নীলরতন ॥ যার খায় তারই বুকে বসে দাড়ি উপড়ায়।

আঙুর ॥ তাহ'লে তুমি কি ধীরাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না?

নীলরতন। না।

আঙুর ॥ তাহ'লে বৌদির শেষ ইচ্ছাও কি তুমি পূর্ণ করবে না।

নীলরতন। কী শেষ ইচ্ছে!

আঙুর ॥ মহেশদা'র মেয়ের সঙ্গে আমাদের সুরাজের বিয়ে?

নীলরতন ॥ অসম্ভব।

আঙুর ॥ তুমিও তো মহেশদাকে একদিন কথা দিয়েছিলে!

নীলরতন। দিয়েছিলুম তখন, যখন আমি ছিলুম সামান্য ব্যবসাদার আর মহেশ ভটচায্‌ও আমার সঙ্গে যখন এমন শত্রুতায় নামেনি।

আঙুর ॥ কিন্তু সুরাজ যদি তোমার কথা না শোনে।

নীলরতন ॥ প্রথমে তাকে বুঝাবো, না শোনে—প্রয়োজন হলে তাকে পরিত্যাগ করব, তবু আমার কথার দ্বিরুক্তি হবে না।

আঙুর ॥ এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত?

নীলরতন ॥ হ্যাঁ, এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

আঙুর ॥ একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব, বড়দা ?

নীলরতন ॥ কর ;

আঙুর ॥ আমি জানি, বৌদি বজ্রাঘাতে মরেছে। এ কি সত্যি !

নীলরতন ॥ এতদিন পরে আবার এ প্রশ্ন কেন, আঙুর ?

আঙুর ॥ কারণ আছে।

নীলরতন ॥ হ্যাঁ, সেও ওই একই কারণ। গরীব দেখলেই তার দান করবার উৎসাহ বাড়তো ! আমার কষ্টার্জিত অর্থ এমন অপচয় হ'তে দেখলে আমার বুকে লাগতো। তাই তাকে আমি সেই ঝড় জলের রাত্রে গুলি করে মেরেছি।

আঙুর ॥ এই সামান্য অপরাধে··

নীলরতন ॥ (কঠোর স্বরে) তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়, আঙুর।·· যাও, তর্ক ক'রো না। (আঙুরের গমনোদ্যোগ) এদিকে শোন' ···ওই নারকেল গাছের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছে, ওটা কি !

আঙুর ॥ সূর্য !

নীলরতন ॥ ওতে কত আগুন আছে জানিস !

আঙুর ॥ দশটা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার মত।

নীলরতন ॥ হঠাৎ যদি রায় বাড়ীর উপর ওটা পড়ে যায় !

আঙুর ॥ অসম্ভব !

নীলরতন ॥ অসম্ভব নয়, পড়েছে। তবে ও-রূপে নয়, নীলরতন রায়ের ছদ্মবেশে।

আঙুর ॥ বড়দা !

নীলরতন ॥ তাইতো বলছি, নীলরতন রায় যুগসূর্য। প্রচণ্ড অগ্নিপিণ্ডের রূপে সে ছিটকে পড়েছে এই রায় বংশের বুকের উপর ! [ প্রস্থান।

আঙুর ॥ ঠাকুর ! বড়দাকে তুমি কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ !

[ সহদেবের প্রবেশ ]

সহদেব ॥ সে এক নতুন, আশ্চর্য জগতে।

আঙুর ॥ ছোড়দা !

সহদেব ॥ শুনতে পাচ্ছিস না, দূর হ'তে ভেসে আসছে এক উত্তাল তরঙ্গের ফোঁস ফোঁসানি ?

আঙুর ॥ তুমি তো জান, ছোড়দা, এ পথে ধ্বংসই আসে মঙ্গল কখনও আসে না ; তাহলে তুমি কেন বড়দাকে বাধা দিচ্ছ না !

সহদেব ॥ আমার চেয়ে দাদা আরও ভাল ভাবেই জানে।

আঙুর ॥ তবু কেন যে মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে ! তুমি তাকে ফেরাও, ছোড়দা। তুমি তাকে বাঁচাও !

সহদেব ॥ ওর মনের আকাশে যতদিন মেঘ জমবে, ততদিন ওর স্রোতের বেগ থামবে না, আঙুর। কেউ থামাতেও পারবে না।

আঙুর ॥ তাহ'লে তুমি আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, ছোড়দা। এতবড় সংসারটার এতবড় ধ্বংস দেখবার আগে আমাকে তোমরা অনেক দূরে সরিয়ে দাও।

সহদেব ॥ কিন্তু দাদা যে তোকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না। আর এত তাড়াতাড়ি কেন ? দু'দিন থাক না। এইতো সবে বান শুরু হয়েছে।

আঙুর ॥ ছোড়দা।

সহদেব ॥ বানের জলে ঘোলা জল দেখা গেছে। ফেণাময় ঘোলা জলে স্ফীতি দেখা দিয়েছে। তীরের নৌকাব কাছিতে পড়েছে টান। মাঝি নোঙর তুলেছে। তীরের বেগে ছুটে চলেছে নৌকাখানা উত্তাল মহাসমুদ্রের দিকে। বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণিগুলো হাঁ হাঁ করে উঠছে ওকে গ্রাস করতে। সামাল—

—সামাল মাঝি—সামাল— !

আঙুর ॥ ছোড়দা !

সহদেব ॥ আঃ ! গলাটা শুকিয়ে গেছেরে, আঙুর। একটু ভিজিয়ে না নিলে চলবে না।···যামিনী ! যামিনী ! [ প্রস্থান ]

আঙুর ॥ আমি কাঁদব, না হাসব, না অভিশাপ দেব ! কিন্তু কা'কে, দেব অভিশাপ ! ভগবানকে, না নিষ্ঠুর সমাজকে ? [ প্রস্থান ]

## প্রথম অঙ্ক / চতুর্থ দৃশ্য

[ মহেশ ভট্‌চাযের বাড়ীর প্রাঙ্গণ। আবৃত্তিরত মহেশের প্রবেশ। পেছনে কণা ও বিরাজ ]

মহেশ ॥ "এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়—
তোমারি হউক জয়।"

[ গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ ]

হোক জয়, হোক জয়।
মথুরাতে ডাক পড়েছে, বৃন্দাবনে আর তো নয়।
কংস এবার ধ্বংস হবে,
মথুরার প্রাণ জুড়াবে,
বসুদেব আর দেবকীর ভাঙবে শিকল সুনিশ্চয়।
এবার হয়ে রাজার রাজা
দুষ্টগণে দিবেন সাজা,
পাপী তাপী মুক্তি পাবে কাছে পেয়ে জগন্ময়।

**মহেশ** ॥ বাসুদেব, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। কোথায় ছিলে এতদিন ?

**বাসুদেব** ॥ আমাদের কি আর ঠিক আছে, বাবাঠাকুর। ঠাকুর যখন যেদিকে ডাকেন, সেই দিকেই যাই !

**মহেশ** ॥ বসো—বসো !···কণা, একটা আসন দাওতো মা !

**বাসুদেব** ॥ ( কণার প্রতি ) থাক ভাই, আসন লাগবে না; বসবার এখন সময় নাই। হ্যাঁ, এই চাল কটা রেখে দাওতো ভাই।

[ চালের পুঁটলি আগাইয়া দিল ]

**মহেশ** ॥ চাল কি হ'বে ?

**বাসুদেব** ॥ ভাত হবে ! মানে আজ বাবাঠাকুরের চারটি প্রসাদ পাবার ইচ্ছা জাগছে মনে। বামুন বাড়ীতে কি এমনি খেতে আছে ! তাই—

**মহেশ** ॥ সিধে নিয়ে এসেছ ?

**বাসুদেব** ॥ ওই সামান্য—

**মহেশ** ॥ ও সামান্য নয়, বাসুদেব ! ও অসামান্য—অপরিসীম।

**বাসুদেব** ॥ ও সীমা অসীমের কথা এ মগজে ঢুকবে না, বাবাঠাকুর। যাক, একটা কথা বলি।

**মহেশ** ॥ বল।

**বাসুদেব** ॥ ধীরাজ ভাই কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেল। পথে আমার সঙ্গে দেখা। বললে, বাবাকে বলে দিও, খুনী আসামী হ'য়ে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হচ্ছে, যেন দুঃখু না করে।

**মহেশ** ॥ খুনী আসামী !

বিরাজ ॥ দাদা !

কণা ॥ সত্যি !

বাসুদেব ॥ হ্যাঁ, কোটীপতির ছেলেকে খুনের দায় থেকে বাঁচাতে নিজের ঘাড়ে সব দোষ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছে। বাবাঠাকুর, তুমি তার জন্যে বিশেষ ভেবো না। সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি এখন চলি !··· জয় রাধে কৃষ্ণ ! জয় রাধে কৃষ্ণ ! [ প্রস্থান ]

কণা ॥ বাবা।

মহেশ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

বিরাজ ॥ বাবা !

মহেশ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! ( উন্মাদের মতন হাসে )

কণা ॥ বাবা ! তুমি ঘরে চল, একটু শোবে চল। ডাক্তার তোমাকে যে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। চল, একটু শোবে চল।

মহেশ ॥ এ্যাঁ, হ্যাঁ—

বিরাজ ॥ যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে যা !

কণা ॥ চল বাবা ! [ উভয়ের প্রস্থান ]

বিরাজ ॥ "তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব···"

[ একজন কনষ্টেবলসহ শত্রুদমনের প্রবেশ ]

শত্রুদমন ॥ থাকাচ্ছি অচল ! এই হারামজাদা, তোর দাদা কোথায় ?

বিরাজ ॥ হারামজাদা আপনি।

শত্রুদমন ॥ সাট্ আপ, স্কাউণ্ড্রেল। রুলের গুঁতোতে নাক ভেঙ্গে দেব।

বিরাজ ॥ আপনিও বোধহয় ভালভাবেই জানেন যে, ইচ্ছা করলে আপনার ওই গোফজোড়াটাকে টান মেরে উপরে ফেলতে পারি।

শত্রুদমন ॥ বটে !

বিরাজ ॥ ভদ্রভাবে যা জিজ্ঞেস করবেন, সম্ভবমত তার উত্তর দেব। আর যদি এমন ইতর ভাষায় জানতে চান, তাহ'লে— [ ভুবনের প্রবেশ ]

ভুবন ॥ তাহ'লে কি করবিরে শূয়ার !

বিরাজ ॥ ( সক্রোধে ) ভুবন দালাল— !

ভুবন ॥ হাজতে দিন, স্যার! হাজতে দিন। ফোঁস দেখছেন না? সব ষড়যন্ত্র। একধার থেকে সবাইকে হাজতে দিন।

শত্রুদমন ॥ তোর দাদা কোথায়?

বিরাজ ॥ সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কোথায় গেছে জানিনা।

শত্রুদমন ॥ সে যখন বিলাস সর্দারের বড় ছেলেকে গুলী করে, তুই তখন কোথায় ছিলি?

বিরাজ ॥ আপনি যে এখন আমার সঙ্গে কি কথা বলছেন, আপনার স্ত্রী বাড়ীতে বসে নিশ্চয়ই তা জানতে পারছেন না।

শত্রুদমন ॥ চোপরাও হারামজাদা! বাড়ীতে কে আছে?

বিরাজ ॥ আমার বাবা আর বোন।

শত্রুদমন ॥ তোর বাবাকে ডাক।

বিরাজ ॥ বাবা অসুস্থ।

ভুবন ॥ সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা, বুঝলেন স্যার, সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা!

শত্রুদমন ॥ হুঁ, শিখিয়ে রাখাচ্ছি!...পাঁড়ে। মহেশ ভটচাযকো বোলাও।

বিরাজ ॥ (সামনে বাধা দিয়া) না না, বাবাকে ডাকবেন না। বাবা সত্যি অসুস্থ। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাবা, কণা, আমি—আমরা কেউ কিচ্ছু জানিনা।

ভুবন ॥ সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, স্যার।

শত্রুদমন ॥ পাঁড়ে—

কনষ্টেবল ॥ জী।

শত্রুদমন ॥ হাঁক লাগানে পড়ে গা—।

কনষ্টেবল ॥ (নেপথ্যের উদ্দেশে) ভোঁইষ ভোটচায, হেই ভোঁইষ ভোটচায।

বিরাজ ॥ ডাকবেন না পাঁড়েজী ডাকবেন না।

কনষ্টেবল ॥ হে ই ভোঁ-ই-ষ ভো-ট্-চা-য—

[ টলতে টলতে মহেশের প্রবেশ। কণা ধরে আনছিল ]

কণা ॥ বাবা, তোমার পা টলছে, তুমি পড়ে যাবে।

ভুবন ॥ আরে থাম থাম, পড়ে যাবে বললেই পড়ে যাব! পড়ে গেলেও তুলে ধরতে হবে। এখনও একটা জবানবন্দী নেওয়া হল না।

কাণা ॥ কিসের জবানবন্দী!

ভুবন ॥ ও বাবা, এ যে দেখছি সাপ হবে খায় আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে। বলে, কিসের জবানবন্দী!…তোর দাদা যে খুন করেছে। সে খবর রাখিস?

কণা ॥ না, এই শুনছি।

শত্রুদমন ॥ মহেশ ভট্চায, আমি দারোগা—শত্রুদমন চট্টরাজ। সেটা নিশ্চয়ই—

মহেশ ॥ নমস্কার!

শত্রুদমন ॥ আমি যা জিজ্ঞেস করব যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

মহেশ ॥ বেশ, অনুগ্রহ করে বলুন!

শত্রুদমন ॥ তোমার ছেলে ধীরাজের সঙ্গে বিলাস সর্দারের বড় ছেলের কতদিনের শত্রুতা?

মহেশ ॥ বিলাসের ছেলের সঙ্গে ধীরাজের শত্রুতা আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

শত্রুদমন ॥ তবে ধীরাজ তাকে খুন করল কেন?

মহেশ ॥ বুঝলাম না ঠিক।

শত্রুদমন ॥ মানে তোমার ছেলে ধীরাজ নীলরতনবাবুর ছেলে স্বরাজের বন্দুক দিয়ে বিলাসের ছেলেকে খুন করে বন্দুক সমেত ফেরার।

মহেশ ॥ স্বরাজ বলেছে এ কথা!

শত্রুদমন ॥ স্বরাজ কি বলেছে তোমার তা জানবার কথা নয়। কথা হচ্ছে এই যে, তুমি কি জান?

মহেশ ॥ আমি কিছুই জানি না। কারণ আমি কদিন ধরেই অসুস্থ। ঘরের বাইরে যেতে পারিনা। ধীরাজ কোথায় যায়, কি করে সে সম্বন্ধেও কোন কিছু আমার জানার বাইরে। তবে আমার চেয়ে যে ভুবন এ বিষয়ে আপনাকে অনেক কিছুই বলতে পারবে—

ভুবন। গা-জ্বালানো কথাগুলো শুনছেন, স্যার!…তোমার ছেলে খুন করেছে কেন, তা আমি জানাতে যাব কেন?

বিরাজ ॥ বিলাসের ছেলে খুন হয়েছে, তাতে আপনার মাথা ব্যথাই বা কেন?

ভুবন॥ বাঃ রে। একটা গরীব খুন হয়ে যাবে, আর তাই চুপ করে দেখে যাব?

মহেশ॥ ভুবন, তোমাকে এখানে সাক্ষী হবার জন্য কেউ ডাকেনি।

ভুবন॥ সাক্ষী নয় মানে? আমি ছাড়া এ কেসের সাক্ষী কে আছে? আমিই তো স্পটে—মানে, কি বলে—

শত্রুদমন॥ ঘটনাস্থলে!

ভুবন॥ হ্যাঁ। মানে, আমিই তো ঘটনাস্থলে ছিলাম।

মহেশ। তাহলে আমার জবানবন্দী নেওয়ার আগে দারোগাবাবুর ভুবনেরই জবানবন্দী নেওয়া উচিৎ ছিল বলে মনে হয়।

শত্রুদমন॥ আমার কি উচিৎ, সে বুদ্ধিটা তোমার কাছ থেকে আমায় নিতে হবে না।

বিরাজ॥ তা যদি না নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে—আমাদের শেষ কথা শুনে যান,—

শত্রুদমন। চোপরাও শূয়ার! [ রুলের আঘাত ]

ভুবন॥ এ্যারেষ্ট—এ্যারেষ্ট করুন, স্যার! এ প্রকাশ্যে রাজদ্রোহীতা! ওরে বাবা, এ যে কেঁচোর গর্তে সাপের বাসা!

শত্রুদমন। সাপের ফণা ভেঙ্গে দোব একেবারে! [ পুনঃ পুনঃ প্রহার ]

মহেশ॥ মারবেন না, দারোগাবাবু! বিরাজ ছেলেমানুষ।

শত্রুদমন॥ ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষের মুখে বুড়োর মত কথা কেন?

কণা॥ তার জন্যে তো আপনারা দায়ী।

ভুবন॥ চলুন, স্যার! বুঝতেই পারছেন—অনর্থক দেরী করে লাভ নেই। লিখে নিন না, মহেশ ভট্‌চাযের বাড়ীর সকলের ষড়যন্ত্রের ফলেই 'বলাসের বড় ব্যাটা খুন হয়েছে।

শত্রুদমন॥ হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক! [ লিখতে থাকে ]

ভুবন॥ চলুন, স্যার!

শত্রুদমন॥ পাঁড়ে!

কনস্টেবল॥ জী!

শত্রুদমন॥ চলো। [ শত্রুদমন, কনস্টেবল ও ভুবনের প্রস্থান ]

কণা॥ খুব কি লেগেছে, ছোড়দা!

বিরাজ॥ সামান্ত!

কণা ॥ সামান্য কি !···ইস্, কপালটা কেটে গেছে ! চল-চল ঘরে চল !

[ রক্ত মুছিয়ে দেয় ]

মহেশ ॥ কণা !

কণা ॥ বাবা !

মহেশ ॥ ধীরাজ কি তোকে কোনো কথা বলেছিল ?

কণা ॥ না তো !

মহেশ ॥ সকালে সে কোথায় বেরিয়েছিল রে ?

কণা ॥ জানিনা তো !

বিরাজ ॥ কণা জানলেও বলবে না, কিন্তু আমি জানি।

কণা ॥ থাক না, ছোড়দা। সে কথা নাই-ই বা শোনালি ! বাবাকে ঘরে নিয়ে যা, ছোড়দা !

বিরাজ ॥ বাবা, এবার শোবে চল।

মহেশ ॥ "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে ;
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে, প্রিয় হে প্রিয় ॥

[ বিরাজ সহ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান ]

কণা ॥ ঠাকুর ! দাদাকে তুমি দেখো, তার যেন কোন বিপদ না হয় !

[ ভুবনের প্রবেশ ]

ভুবন ॥ এই যে, মাকেই সামনে পেয়েছি।

কণা ॥ কি ব্যাপার, ফিরে এলে যে।

ভুবন ॥ এলাম কি আর সাধে ! যতই হোক, তোমরা তো আমার পড়শী !

কণা ॥ পড়শী কেমন করে হ'ল কাকা ! তোমার বাড়ীতো গ্রায় বাড়ীর ওদিকে। সে তো এখান থেকে দেড় মাইল দূর।

ভুবন ॥ দেড় মাইল কেন, পাঁচ মাইলই যদি হয়, তা বলে পড়শী বলব না ! একটা পরিচয়ও তো আছে। আজ না হয় বুড়ো হয়ে ভট্‌চাযের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে ; কিন্তু একদিন তো আমাদের বন্ধুত্বও কম ছিল না !

কণা ॥ বল, কি বলতে এসেছ ?

ভুবন ॥ বলছিলুম কি—মানে, দারোগাবাবু বলছিলেন—বলছিলেন যে, ধীরাজের খুন করা সম্বন্ধে ভট্‌চাযের বাড়ীর সত্যিই কেউ কিছু জানে না।

কিন্তু তাই বলে তো আইন ছাড়বে না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! আইনের টানা পোড়েনে ওই বুড়ো আর দুধের ছেলেটা বাজে বাজে কষ্ট পাবে। তাই আমি বলছিলুম, যদি কিছু ধরিয়ে দিয়ে দারোগাবাবুকে ক্ষান্ত করা যায়, এই আর কি! আর তোমারও নিশ্চয় এই ইচ্ছা নয় যে, তোমার অসুস্থ বাবা কষ্ট পায়!

কণা॥ সে ইচ্ছা কি কারও থাকে, ভুবন কাকা!

ভুবন॥ তবে হয়তো তুমি বলতে পার যে, এতই যখন আমার ভট্‌চাযের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তখন তোমাদের বিপক্ষে এতকথা বল'ছিলুম কেন! বলতে হবে, ওরকম কথা পুলিশ-দারোগার কাছে দু'চারটে বলতে হবে। কারণ আমি এখন প্রধান সাক্ষী, তখন ওরকম কথা না বললে আমাকেই যে আসামী হয়ে যেতে হবে!...যাক, যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেল, মা! বুড়োকে শুনিয়ে আর কাজ নেই, তুমি যা দেবে, তাতেই দারোগাবাবুকে সন্তুষ্ট করে দেব।

কণা॥ কিন্তু কাকা, দেবার মত যে কিছুই নেই! আজ তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি। দাদা সেই সকালেই বেরিয়েছে—

ভুবন॥ তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি! কি লজ্জার কথা!...আচ্ছা, আমার সঙ্গে যখন তোমাদের এত জানাশোনা, মা, তখন বিরাজকেও তো একবার বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ওদিকে পাঠাতে পারতে! না না, এ তোমাদের ভীষণ অন্যায়। আমাকে তোমরা বড় লজ্জা দিলে, মা!

কণা॥ পেটের জন্যে কারও কাছে হাতপাতা বাবার নিষেধ!

ভুবন॥ এ তোমার বাবার দাম্ভিকতা! তা হ'লে তো এ সংসারে বাঁচা চলে না। তা ছাড়া নিজের যখন কোন উপায় নেই।...যাক, আর তো দেরী করা যাবে না, মা। যা হোক একটা—

কণা॥ কি দেবো, কাকা! সবই তো বললাম।

ভুবন॥ কেন, ওই দুল জোড়াটা! ( লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল )

কণা॥ কিন্তু এ যে আমার মায়ের শেষ চিহ্ন!

ভুবন॥ মায়ের চিহ্ন দিয়ে বাবাকে তো এখন বাঁচাও। এ তোমার কর্তব্য।

কণা॥ এতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন?

ভুবন॥ সন্তুষ্ট করাতে হবে।

কণা॥ ( দুল প্রদান ) তাই হোক, কাকা। বাবাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

ভুবন ॥ (ফুল পকেটস্থ করিতে করিতে) কিচ্ছু ভেবো না, মা! সব ঠিক হ'য়ে যাবে।...আচ্ছা, আমি এখন চলি। [প্রস্থান]

কণা ॥ সব রঙ চোখের সামনে হ'তে নিমেষে মুছে দিলে, ঠাকুর!

[স্বরাজের প্রবেশ]

স্বরাজ ॥ কেমন আছ, কণা!

কণা ॥ (চোখের জল মুছে) ভাল।

স্বরাজ ॥ জ্যাঠামশায় কোথায়, বিরাজ কোথায়?

কণা ॥ বাবার খুব জ্বর, ছোড়দা বাবার কাছে।

স্বরাজ ॥ থাক, ওদের ডেকে লাভ নেই। এই টাকাগুলো তুমি রেখে দাও। কিছুদিন আসতে সময় পাব না। (গমনোদ্যোগ)

কণা ॥ দাঁড়াও। এ কিসের টাকা!

স্বরাজ ॥ এতদিন যে ভাবে দিয়েছি।

কণা ॥ এতদিন যে ভাবে নিয়েছি, আজতো সে ভাবে নিতে পারছি না।

স্বরাজ ॥ কেন?

কণা ॥ কেন? একথা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? শুধু টাকা নয়, টাকার সঙ্গে এই লকেটটাও নিয়ে যাও! কাকীমার আশীর্বাদ পেয়েছি এই যথেষ্ট। মিছি মিছি এই পরের বোঝা গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াতে চাই না। দিনের পর দিন এটা যেন আমার বুকে পাষাণের মত চেপে বসেছে!

[কাপড়ের ভেতর থেকে হার খুলে দিতে গেল]

স্বরাজ ॥ এতদিন তো ওই লকেট বড়যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলে, এতদিন তো ফুলের মত লাগতো, আর আজ এরই মধ্যে তা পাষাণ হয়ে গেল?

কণা ॥ আমরা কত গরীব, স্বরাজদা! আমাদের এই দারিদ্র্য যদি তোমার পিতার সহ্য না হয়, তাহ'লে তোমাদের ওই অর্থের প্রাচুর্যই বা আমরা সহ্য করব কেমন করে?

স্বরাজ ॥ অর্থাৎ —

কণা ॥ কাকীমার শেষ ইচ্ছা কাকাবাবু রাখতে চান না। একদিন যখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন সামান্য ব্যবসাদার, ছিলেন মহেশ ভট্টাচায্যের বন্ধু! আজ তিনি কোটীপতি। তাই ভিখারীর মেয়ে তাঁর বাড়ীর বউ হ'য়ে আসবে—তা তিনি সহ্যই করতে পারবেন না।

স্বরাজ॥ কিন্তু মা? মায়ের শেষ ইচ্ছা তুমি রাখবে না, কণা? আর বাবার ইচ্ছাই তো সব নয়। আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছারও তো একটা মূল্য আছে।

কণা॥ কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে মূল্য দিতে হবে, তা কি তুমি ভেবে দেখেছ?

স্বরাজ॥ না হয় প্রাণটাই যাবে। তবু বাল্যের সে সুখস্মৃতি, কৈশোরের সে মন দেওয়া-নেওয়া আজ যৌবনে এসে ভুলে যেতে পারব না, কণা। তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও, আমি তোমাকে কোনদিন ঘৃণা করতে পারব না, কণা। (গমনোদ্যত)

কণা॥ দাঁড়াও!...দাদা কোথায়?

স্বরাজ॥ আমার অপরাধ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে আমার বন্দুক সমেত উধাও। আমাকে বাঁচাতেই সে এ কাজ করেছে।

কণা॥ আর তুমিও বন্ধুর এই উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান দিলে!

স্বরাজ॥ আমরা যে বড়লোক, কণা! প্রতিদানকে তো আমরা ঘৃণা করি।

কণা॥ তোমাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম, স্বরাজদা। আজও করি। তবু তোমার এই কাপুরুষতার জন্য আজ পুলিশের তাণ্ডব চলে গেল এই ক্ষুদ্র সংসারটার উপর দিয়ে। কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা করলে দাদাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারতে না?

স্বরাজ॥ না। কারণ ধীরাজের চেয়ে বড় বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার নেই, কণা। যেদিন সে যোগ্যতা আসবে, সেদিন আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব, তার আগে নয়। (গমনোদ্যত)

কণা॥ (বাধা দেয়) দাদাকে তুমি বাঁচাও, স্বরাজদা। তাকে তুমি বাঁচাও, তাকে তুমি বাঁচতে দাও। (সজোরে নাড়া দিল)

স্বরাজ॥ ঘুঘু জোড়াটাকে লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। কিন্তু ঘুঘু না পড়ে পড়ল বিলাসের ছেলে। খুনের গন্ধ পেয়ে দল বেঁধে লোক ছুটে আসতে দেখে ধীরাজ আমার বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমাকে ভাবতে পর্যন্ত সময় দিলে না। এমন যে বন্ধু তার জন্যে নিজের প্রাণের চেয়ে বড় যদি কিছু থাকে, তা দিতেও আমি পিছিয়ে যাব না, কণা!...হ্যাঁ, আজ

আমি চললাম। যেমন করে হোক ধীরাজের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। [ প্রস্থান ]

কণা॥ উঃ! মাগো—আর যে পারি না! কোন পথে যাই, আমি কোন পথে যাই! [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[ পীরগঞ্জের জঙ্গল। ধীরাজের প্রবেশ। ]

ধীরাজ॥ 'চলো মুসাফির, বাঁধো গাঠোরি···।'

[ ইসরাইলের প্রবেশ ]

ইসরাইল॥ যানে হোগা, বহোৎ দূর···

ধীরাজ॥ কে! ( বন্দুক তোলে ) ও, খাঁ সাহেব! ওদিকের কি খবর?

ইসরাইল॥ জী হাঁ। বহোৎ জবরদস্ত খবর। আপকা নাম পর ওয়ারেন্ট নিকলা। চারো তরহ্ পুলিশ···

ধীরাজ॥ জানি। কিন্তু দুঃখ কি জান, খাঁ সাহেব? আমার দেশ, আমার দেশবাসী আমাকে চিনলে না; চিনলে তুমি—একজন বিদেশী কাবুলীওয়ালা। করুণা চেয়েছি, কাজ চেয়েছি—যে কোনো কাজ; তাও ওরা আমাকে দেয় নি।

ইসরাইল॥ রোনা মৎ, বাবুজী! ইয়েহ দুনিয়া এ্যায়সাহি। যিন্ লোগোঁনে জবান দে কর উসকা কিম্মৎ নে'হ রাখনা, উন্ লোগোঁকো কসুর কভি মাফ নেহি করনা।

ধীরাজ॥ ঠিক বলেছ, খাঁ সাহেব। আমার সঙ্গে যারা বেইমানী করেছে, গরীবের রক্ত শোষণ করে যারা মোটা হচ্ছে, তাদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। শয়তানদের শাস্তি দিতে যদি কোনোদিন আমার হাত কেঁপে ওঠে সেদিন সে হাত তুমি আমার দেহ থেকে বাদ দিয়ে দিও। ওদের বুকে গুলী চালাতে যদি কোনোদিন আমার চোখে জল আসে এই বন্দুক দিয়ে সেদিন তুমি আমার চোখে গুলী চালিও।

ইসরাইল॥ সাবাস্ যোয়ান্ সাবাস!···তব্ মোকাবিলাকে লিয়ে তৈয়ার হো যাও।···কাল সামকো মেরাভি বিশ জওয়ান হাজির হোগা। কিসি তরহাসে বদলা লেনেই হোগা। তালিম দিজিয়ে। এক হপ্তাকে অন্দর কাবুলসে তিশ্ পিস্তল আউর কার্তুজ আ পহুঁচে।

ধীরাজ। কিন্তু—

ইসরাইল॥ (সক্রোধে) নেহি, কোই আগর মগর নেহি! জবান—জবান!

ধীরাজ॥ ঠিক আছে, আমি তৈরী!

ইসরাইল॥ সাবাস্।...ইয়াদ রহেঁ—কাল সামকো, ইসি জগহ্—এহি ওয়াক্ত।...আদাব। [ প্রস্থান ]

ধীরাজ॥ আদাব।...এইবার নীলরতন রায়, তোমাদের মত ধনীদের মৃত্যুবান তৈরী হবে। যেন কেউ কোনোদিন আমাদের মত গরীবদের পায়ের তলায় পিষে মারতে সাহস না করে।

[ খাবারের একটা পুঁটলি সহ বিরাজের প্রবেশ ]

বিরাজ॥ দাদা!

ধীরাজ॥ কে!...তুই কেন এলি ভাই?

বিরাজ॥ কণা পাঠিয়ে দিলে!

ধীরাজ॥ পথে কেউ দেখে নি!

বিরাজ॥ না। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিন মাইল এসে তারপর জঙ্গলে ঢু্কছি।

ধীরাজ॥ জানলি কি ক'রে যে, আমি এখানে আছি!

বিরাজ॥ সবাই জানে যে, নীলগঞ্জের জঙ্গল ছেড়ে তুমি এখন কোথাও যেতে পার না। পুলিশও জেনেছে তাই অ জ রাত্রেই বন ঘেরাও করবে।

ধীরাজ॥ করুক, তার আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব।...হ্যাঁ রে, বাবা কেমন আছেন?

বিরাজ॥ বাবার খুব জ্বর, কেবলই তোমার নাম করছেন!

ধীরাজ॥ ওঃ! যদি একবার যেতে পারতাম!

বিরাজ॥ না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়ীর উপর সব সময় পুলিশের নজর আছে। গেলেই ধরা পড়বে।

ধীরাজ॥ তোর কপালে কি হ'য়েছে?

বিরাজ॥ বড়দারোগার রুলের ঘায়ে কেটে গেছে সামান্য।

ধীরাজ॥ তোকেও বাদ দিলে না শয়তান!

বিরাজ॥ দাদা, এ ক'টা খেয়ে নাও। আজ সারাদিন তোমার পেটে একটা দানা পড়েনি।

ধীরাজ ॥ তোরা খেয়েছিস ?

বিরাজ ॥ খেয়েছি।

ধীরাজ ॥ চাল পেলি কোথায় ?

বিরাজ ॥ বাসুদেবদা তার ভিক্ষের চালগুলো সব আমাদের দিয়ে গেছে।

ধীরাজ ॥ ওঃ ঈশ্বর! এ হীনতাও আমাকে সহ্য করতে হ'ল! শিক্ষিত সামর্থ্যবান ছেলে থাকতে আজ আমার বাবাকে অপরের অন্নে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে! এর চেয়ে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ?

বিরাজ ॥ তোমার কি অপরাধ, দাদা! তুমি তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করনি। শিক্ষিত ছেলে হয়ে সামান্য দু'টো টাকার জন্যে রাজ মজুরের কাজও করেছ। তোমার কি অপরাধ! অপরাধ আমাদের ভাগ্যের।

ধীরাজ ॥ এ তুই বুঝবিনা, বিরাজ। এ অন্তর্দাহ তুই বুঝবি না।

বিরাজ ॥ যে মহত্ব তুমি দেখিয়ে এসেছ দাদা, আশীর্বাদ কর—তোমার স মহত্বের অধিকারী আমিও যেন হতে পারি।

ধীরাজ ॥ বিরাজ! (বুকে জড়িয়ে ধরে শির চুম্বন করে)

বিরাজ ॥ দাদা, এ ক'টা তুমি খেয়ে নাও।

ধীরাজ ॥ না, ও ভাত আমি খেতে পারব না। তুই নিয়ে যা!

বিরাজ ॥ কর্তা মাথার দিব্যি দিয়েছে। তুমি যদি না খাও তাহ'লে সেও জল গ্রহণ করবে না!

ধীরাজ ॥ ও, আচ্ছা দে—(খাবারের পুঁটলি খুলছিল)

বিরাজ ॥ আমি ততক্ষণ এদিকটা দেখি। (অল্প এগিয়ে যায়)

ধীরাজ ॥ (গ্রাস তুলে) এমন বোন কার! ঈশ্বর, এটুকুও তোমার সহ্য হ'ল না!

[ দূরে টর্চের আলো ও পুলিশের বাঁশী শোনা গেল ]

বিরাজ ॥ দাদা! দাদা! ওরা এসে পড়েছে!

ধীরাজ ॥ (বন্দুক তোলে) সে কি!

বিরাজ ॥ হ্যাঁ, এদিকেই আসছে! এখন উপায় ?

ধীরাজ ॥ তুই যে পথে এসেছিলি, সেই পথেই বাড়ী ফিরে যা। কাল যে কোন সময় কাবুলীওয়ালা ইসরাইল খাঁয়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলিস, নদীর ওপারে পাকিস্তানের সীমানায় মতিবিবির ভাঙা বাড়ীতে কাল সন্ধ্যায় হাজির থাকব। যা, চলে যা।

বিরাজ ॥ দেখো দাদা, নিজে মরে—আমাদের সবাইকে যেন মেরোনা।

ধীরাজ ॥ যা—দেরী করিস নে। ( উত্তেজিত ও চাপা স্বরে )

বিরাজ ॥ যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি।

[ পায়ের ধূলো নেয় বিরাজ। উভয়েরই চোখে জল। ধীরাজ মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিরাজ দ্রুত প্রস্থান করে। ]

ধীরাজ ॥ বিদায় পীরগঞ্জ, আবার দেখা হবে। [ প্রস্থান ]

[ কনষ্টেবলসহ শত্রুদমনের প্রবেশ ]

শত্রুদমন ॥ সন্ধ্যে থেকে গোটা বন তোলপাড় করা গেল, বুনো শেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না! তবে কি আর কোথাও সরে পড়ল! কিন্তু এরই মধ্যে—

কনষ্টেবল ॥ হুজুর— !

শত্রুদমন ॥ কি !

কনষ্টেবল ॥ ( মিনতি সহকারে ) হামকো ছোড় দিজিয়ে !

শত্রুদমম ॥ কেন ?

কনষ্টেবল ॥ বহুৎ ড্যর্ লাগ্‌তা হ্যায়।

শত্রুদমন ॥ ড্যর ! ছাতু খেয়ে খেয়ে তাগড়াই চেহারাটাতো খুব বাগিয়েছ, সাহস নেই এতটুকু !

কনষ্টেবল ॥ ডাকু লোগোঁকো কো-ই বিশোয়াস নেহি। ইস্ আঁধেরা পর উযো ডাকু ছিপ কর গোলী চালা দেঁ, তব্ মালকা মালভি গ্যেয়া, আউর মা-বাপকা দিয়া হুয়া ইয়ে জান্ ভি চলা যায়েগা !

শত্রুদমন ॥ গুলী করে, মরবে।

কনষ্টেবল ॥ ই বাৎ মাৎ বলিয়ে, হুজুর। হাম আপনে ঘরবালীকে পাস চিট্‌ঠি ভেজা। লিখা হোলীকে দিন হাম তুম্‌সে মিলেঙ্গে।

শত্রুদমন ॥ বউয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড় উতলা হয়েছ দেখছি! কতদিন বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি !

কনষ্টেবল ॥ সাত বরিস্ !

শত্রুদমন ॥ সাত বছর ?

কনষ্টেবল ॥ জী।

শত্রুদমন ॥ ছুটি নাওনি কেন ?

কনষ্টেবল ॥ নেহি মিলা, হুজুর। আপতো জানতেই হে ইয়েহ সিপাহীকে নোকরী বহুৎ ঝনঝটিয়া।

শক্রদমন ॥ তাহ'লে বউকে নিয়ে আসলেই পারতে।

কনষ্টেবল ॥ হুজুর, কিয়া বোলেগা। ইয়ে বংগাল দেশ বড়ি বেইমান হ্যায়।

শক্রদমন ॥ (ক্ষুণ্ণ ভাবে) কি রকম?

কনষ্টেবল ॥ ইহা কা হাওয়া-পানি সে উস্‌কি চাল-চলন বিলকুল বিগড় গই—

শক্রদমন ॥ (সহাস্যে) তবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী যাও।

কনষ্টেবল ॥ আরে বাপ্! নোকরী ছোড় দেনেসে বহু-ভি ছোড় দেয়েগি, হুজুর।

শক্র ॥ কেন?

কনষ্টেবল ॥ শরম কি বাৎ, হুজুর! শরম কি বাৎ—

শক্রদমন ॥ ও, বুঝেছি।...এখন চল, ওপাশটা দেখি একবার।...একি! কে যেন ভাত খেতে খেতে এইমাত্র উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে!...নিশ্চয়ই পীতাম্বর ভট্‌চায। আমাদের সাড়া পেয়ে পাশেই কোথাও সরে গেছে। একটু খুঁজলে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। চল—

[ এমন সময় পাশ থেকে একটা শেয়াল চলে যাওয়ার শব্দ হ'ল ]

কনষ্টেবল ॥ (শক্রদমনকে জড়িয়ে ধরে) সাহাব্!

শক্রদমন ॥ ছাড়ো-ছাড়ো। কী হ'ল?

কনষ্টেবল ॥ মর গিয়া, সাহাব্! মর গিয়া!

শক্রদমন ॥ আরে হ'ল কি তোমার?

কনষ্টেবল ॥ ভূ-উ-উ-ত!

শক্র ॥ তুমি নিজে একটি ভূত। ও তো একটা শেয়াল বেরিয়ে গেল!

কনষ্টেবল ॥ (শক্রদমকে ছেড়ে দেয়) রাম-রাম-রাম!

শক্রদমন ॥ ওদিকে আসামী পালিয়ে যাচ্ছে!...যত্তসব! চলো, উয়ো ডাকু লোগ্‌কো পাকাড়নেই হোগা!

কনষ্টেবল ॥ রাম-রাম-রাম! [ প্রস্থান ]

শক্রদমন ॥ কোথায় পালাবে! আমার নাম শক্রদমন চট্টরাজ। এমন জাল পেতেছি, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় দৃশ্য

[ রায় বাড়ীর বারান্দা। গভীর রাত্রি। নীলরতন পিস্তল হাতে দেওয়ালে বুদ্ধ, যীশু ও কৃষ্ণের ছবির প্রতি একটি একটি গুলী ছুঁড়ছে আর অট্টহাসিতে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। ]

নীলরতন ॥ কে তুমি, বুদ্ধ? অহিংসার অবতার! ( গুলী ) হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কে? যীশু—মূর্তিমান ক্ষমা! ( গুলী ) হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কৃষ্ণ—প্রেমাবতার? ( গুলী ) হাঃ হাঃ হাঃ—[ সহদেবের প্রবেশ ]

সহদেব ॥ দাদা দাদা! কী করছ, করছ কি তুমি?

নীলরতন ॥ শেষ সহদেব, সব শেষ।

সহদেব ॥ কি—কী শেষ? কাকে গুলী করেছ?

নীলরতন ॥ ওই দেখ, বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ সকলকেই আমি শেষ করে দিয়েছি

সহদেব ॥ তুমি কি উন্মাদ হলে? ওতো নিষ্প্রাণ ছবি!

নীলরতন ॥ নিষ্প্রাণ! নিষ্প্রাণ যদি, তবে আমার দিবসের কর্মে, শান্তির অবসরে, নিশীথের নিদ্রায় এমন করে হাতছানি দেয় কেন? এমন করে বিভীষিকা দেখিয়ে আমার সকল সুখ কেড়ে নিতে যায় কেন?

সহদেব ॥ দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছ যদি, এবার তুমি প্রশমিত হও মানবতার উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে, হে কর্মবীর—এবার তোমার দয়ালু রূপ প্রকটিত কর।

নীলরতন ॥ দয়া! দয়াকে আমি আমার অন্তর হ'তে বহুদিন আগে বিসর্জন দিয়েছি। অহিংসা, ক্ষমা, প্রেম এদের প্রত্যেককে আমি গুলী করে শেষ করে দিয়েছি। অথচ দেখ, দেখ সহদেব—কেউ এতটুকু আর্তনাদ করল না! কারও চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না! কারও ক্ষত স্থান থেকে ফোয়ারার আকারে রক্তস্রোত গড়িয়ে এসে হর্মতল সিক্ত করছে না।

সহদেব ॥ দাদা!

নীলরতন ॥ অথচ তোমার বৌদিকে যখন আমি গুলী করলাম, সে কি প্রাণফাটা চিৎকার, সে কি রক্তের ফোয়ারা, সে কি বীভৎস অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি! সে চিৎকারে মনে হল, আকাশের বুকটা বুঝি ফেটে গেছে। সে রক্তের

ফোয়ারায় যেন পৃথিবী লাল হয়ে গেল। সে দৃষ্টিতে যেন আমার অন্তরের দয়া মায়া মমতা—সমস্ত সৎ প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সহদেব॥ তাই তো তুমি মানুষ না হ'য়ে হ'লে অমানুষ, সবুজে সবুজে তোমার বুক ভরে উঠল না, ভরল সাহারার হাহাকারে। তাই তো তুমি জীবনে শান্তি পেলে না, পেলে অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস!

নীলরতন॥ এই আমি চেয়েছিলাম, সহদেব! বাবা যখন অনাহারে অচিকিৎসায় মারা গেল, আমি যখন তোদের হাত ধরে পথে পথে ঘুরছি, তখন আমি ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, যেন তিনি বিশ্বের ঘৃণা হিংসা অভিশাপের মুঠো মুঠো পুরিষ-কর্দম দিয়ে আমার অন্তরের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেন! তা তিনি দিয়েছেন, তাই আজও আমি বেঁচে আছি।

সহদেব॥ তুমি কি বেঁচে আছ, নীলরতন রায়! পরেশের সঙ্গে সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মৃত্যু হয়েছে।

নীলরতন॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

সহদেব॥ দাদা!

নীলরতন॥ (পিস্তল তুলে) এতে এখনও সাতটা গুলী আছে। সাতটি মৃত্যু ভাই-ভাই হয়ে পাশাপাশি ঘুমিয়ে রয়েছে। ট্রিগারে নাড়া দিয়ে তাদের প্রত্যেককে জাগিয়ে তোল। সদ্য জাগরিত সিংহের মত ক্রুদ্ধ গর্জনে তারা একের পর এক আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাবা বসিয়ে দিক। দেখি, সেই ক্ষত স্থান হ'তে অনর্গল ধারায় উষ্ণ রক্তস্রোত বেরিয়ে আসে কি না?

সহদেব॥ দাদা!

নীলরতন॥ ধর, আমার জীবনের লক্ষণ যাচাই কর।

সহদেব॥ দাদা—!

নীলরতন॥ যাও, শুয়ে পড়গে, রাত্রি অনেক হয়েছে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।...হ্যাঁ, শোন। স্বরাজ কোথায়? সে কি ঘুমচ্ছে!

[ স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ॥ না, যে ঘুম পাড়াতো সেই দেবী যাকে আপনি বহু দিন আগে গুলী করে হত্যা করেছেন।

নীলরতন॥ সে কথা জানলে কেমন করে?

স্বরাজ॥ শুধু আমি নই, সারা পৃথিবী জেনেছে। কেবল প্রমাণ অভাবে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না!

নীলরতন ॥ তাহ'লে তুমিই সে কথা প্রচার করেছ ?

স্বরাজ ॥ আমি কেন করব, বাবা ! প্রচার করেছে বাতাস। প্রচার করেছে ধর্ম !

নীলরতন ॥ থামো !...ধর্ম ! এ পৃথিবীতে ধর্ম কোথায় ? ধর্ম কোথায় ? ধর্ম থাকলে তোমার পিতামহকে অনাহারে অচিকিৎসায় মরতে হতো না। ধর্ম থাকলে তোমার পিসীমাকে বিধবা সাজতে হ'তো না ! ধর্ম থাকলে বিলাসের ছেলেকে খুন করে তুমি বেঁচে যেতে পারতে না !

স্বরাজ ॥ কে বলেছিল আমাকে বাঁচাতে ? কে বলেছিল পুলিশকে ঘুষ দিয়ে একজন নিরপরাধের উপর হত্যার অপরাধ চাপিয়ে দিতে ! কে বলেছিল একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের পাষাণ খণ্ড আমার বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে ধর্মের দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে রাখতে ?

নীলরতন ॥ বলেছিল তোমার বাবা, বলেছিল আমার বিবেক।

স্বরাজ ॥ আপনার বিবেক কি এও বলেছিল যে, একের অপরাধ অপরের মাথায় চাপিয়ে দিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অধিক মুনাফার জন্য সঞ্চয় করে রাখলেই মহাজন হওয়া যায় ?

নীলরতন ॥ স্বরাজ ! এখনও সংযত হও, নইলে—

স্বরাজ ॥ নইলে—

নীলরতন ॥ নইলে পুত্র হলেও নীলরতন রায়ের পিস্তলের গুলী তোমার ওই উদ্ধত জিহ্বাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবে।

স্বরাজ ॥ (বসিয়া) চালান, চালান পিস্তল ! আমাকেও চিরদিনের মত নীরব করে দেন। এ জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারছিনা—না !

নীলরতন ॥ (পিস্তল তুলিয়া) স্বরাজ—

সহদেব ॥ (বাধা দেয়) কী করছ, কি করছ দাদা !

নীলরতন ॥ স্বরাজকে ভেতরে নিয়ে যাও সহদেব। নইলে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারব না।

সহদেব ॥ স্বরাজ ! চল বাবা, ঘরে চল। কাকে বলছ, কার কাছে চিৎকার করছ। তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়েছে ! ওর কাছ থেকে যতদূরে থাকবে, ততই মঙ্গল। চল, ভেতরে চল। [ স্বরাজ সহ প্রস্থান ]

নীলরতন ॥ এরা শুধু আমার বাইরের রূপটাই দেখলে, ভেতরের মানুষটাকে কেউ চিনবার চেষ্টা করল না। ওরা সকলে বলছে, তুমি স্বার্থপর—

তুমি জহ্লাদ—তুমি পশু! বলছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক মেফীস্টোফিলিস—কুশীদজীবি শাইলক—স্রষ্টাধ্বংসী ফ্রাঙ্কেনষ্টিন! সাট্ আপ সাট্ আপ! তোমাদের সকলকে আমি গুলী করে হত্যা করব। [ আঙুরের প্রবেশ ]

আঙুর॥ কি হয়েছে, কী হয়েছে, দাদা! এত রাত্রে চিৎকার করছ কেন?

নীলরতন॥ ওদের সকলকে চুপ করতে বল।

আঙুর॥ কাকে চুপ করতে বলব? সবাই ঘুমুচ্ছে। তুমিই তো চিৎকার করে সকলকে জাগিয়ে তুলছ!

নীলরতন॥ এই কথা'টা ওদের সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারিস?

আঙুর॥ কোন কথাটা!

নীলরতন॥ সকলকে জাগিয়ে তোলবার জন্যই আমার এই প্রাণপাত বিশ্রম, সকলের জড়তা ঘোচাবার জন্যই আমার এই পরিকল্পনা, সকলকে কর্মমগ্ন করে তোলার জন্যই আমার এই উদভ্রান্তি।—এই কথাটা!

আঙুর॥ দাদা!

নীলরতন॥ ওরা আসুক, আইনের গণ্ডীকে অতিক্রম করুক, নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করুক, ধনীর বিলাস প্রাসাদ ভেঙ্গে তছনছ করে দিক!

আঙুর॥ এ তুমি কি বলছ?

নীলরতন॥ হা! হা! হা! প্রলাপ—প্রলাপ বকছি, আঙুর।... না-না, তা হয় না! তা হ'তে পারে না। [ গমনোদ্যত ]

আঙুর॥ দাঁড়াও! আমার কয়েকটা কথার উত্তর দিয়ে যাও।

নীলরতন॥ বল।

আঙুর॥ তোমার দয়ায় আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছি। আবার কি আমাদের পথে দাঁড়াতে হবে?

নীলরতন॥ আমিই যখন তোমাদের তুলেছি, তখন আমার দ্বারাতেই যদি তোমাদের পথে দাঁড়াতে হয়, তা মেনে নিতে হবে বৈকি।

আঙুর॥ ধীরাজকে বাঁচাবার হাত একমাত্র তোমারই আছে। কারণ পুলিশ তোমার হাতে। তাকে কি সত্যই তুমি রক্ষা করবে না?

নীলরতন॥ না।

আঙুর॥ সুরাজের জীবন রক্ষা করতেই তো সে একাজ করেছে। তাকে রক্ষা করাও তো তোমার কর্তব্য।

নীলরতন॥ আমার যা কর্তব্য তা আমি করেছি।

আঙুর ॥ মানে তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছ।

নীলরতন ॥ ঠিক তাই। কারণ তার দ্বারাতেই হাজার হাজার বিদ্রোহী গড়ে উঠছে।

আঙুর ॥ মহেশ দা'র উপর তোমার এই অন্যায় ক্রোধ কেন?

নীলরতন ॥ যেহেতু সে দরিদ্র, দ্বিতীয়তঃ তার পুত্র আমার অশেষ ক্ষতি করেছে, তার সর্বশেষ অপরাধ আমার ভাবী পুত্রবধূর প্রতিদ্বন্দ্বিনী গড়ে তুলতে তার কন্যাকে এখনও অবিবাহিতা রেখেছে!

আঙুর ॥ এই তোমার শেষ কথা?

নীলরতন ॥ হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

আঙুর ॥ তাহ'লে আমারও শেষ কথা শুনে রাখ, দাদা! ধীরাজকে বাঁচাবার জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব। কণার সঙ্গে স্বরাজের যাতে বিবাহ হয় তারও ব্যবস্থা করব। আর সবার শেষে তোমার উন্মাদনার যাতে প্রশান্তি ঘটে তার জন্য তোমার সকল কীর্তি আমি সরকারের কাছে হাজির করব। [ গমনোদ্যত ]

নীলরতন ॥ [ সহাস্যে ] আরে শোন, শোন! তোর এই পরিকল্পনাও কি কোনোদিন সার্থক হবে ভেবেছিস?

আঙুর ॥ না হয়, কাশী যেতে এখনও ট্রেনের টিকিট মিলছে, তাই একটা কেটে নেব। তবু তোমার ঘরে বসে আর রাজভোগ খাবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই হবে না। [ প্রস্থান ]

নীলরতন ॥ তাহলে আমারও একটা কাশীর টিকিট কাটিস, আঙুর! হাঃ হাঃ হাঃ!...[ প্রস্থান ] [ তন্দ্রা জড়িত চোখে কামিনীর প্রবেশ ]

কামিনী ॥ বাপরে বাপ দিনে রাতে একটু চোখে পাতায় করবার যো আছে! হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড লেগেই আছে! বড়লোকের মুখে আগুন! কথায় বলে, বেঁধো না বাসা বড় গাছে, ঝড় লাগবে সামনে পিছে।

[ যামিনীর প্রবেশ ]

যামিনী ॥ এই মাগী, ঘুমুতে দিবি না—না কি! এত চেল্লাচ্ছিস কেনে?

কামিনী ॥ আমি চেল্লাচ্ছিরে, মুখপোড়া! তোরা যে ক'জনে মিলে গোটা বাড়ীটাকে মাথায় করে বেড়াচ্ছিস, সে খেয়াল আছে?

যামিনী ॥ যাদের বাড়ী, তারা যা খুশী করবে—তাতে তোর বলবার কি আছে?...তুইতো একটা সামান্য ঝি!

কামিনী ॥ আমি ঝি, আর তুই বুঝি নবাবের ব্যাটা খাঞ্জা খাঁ?

যামিনী ॥ মুখ সামলে কথা বলিস, কামিনী। ঝি ঝিয়ের মত থাকবি। নইলে ছোটবাবুকে দিয়ে ঘার ধরে বার করে দেওয়াবো!

কামিনী ॥ ডাক ছোটবাবুকে, আমিও দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আসি। দেখি কে কাকে ঘাড় ধরে তাড়ায়। [ গমনোদ্যতা ]

যামিনী ॥ [ পথ আটক করিয়া ] আঃ! রাগ করিস কেনে? দু'টো সুখ দুঃখের কথা বলবো; একে তো কাজের ঝামেলায় এতটুকু ফুরসত পাই না!

কামিনী ॥ তা এই রাতের বেলায় সোমত্ত মেয়েমানুষের কাছে সুখ দুঃখের কথা কি রে মিন্সে?

যামিনী ॥ দুর, তুই যে কি বলিস মাইরী! তোকে কি অকথা কুকথা বলতে পারি? তুই হচ্ছিস আমার—

কামিনী ॥ আমার! আমার মানে তোর?

যামিনী ॥ মানে—

কামিনী ॥ মানে?

যামিনী ॥ যাকগে ওসব কথা! ভাল কথা কিছুতেই মনে আসছে না! অনেক চেষ্টা করে একটা ভাল কথা মনে করেছিলুম, হজম হয়ে গেল!

কামিনী ॥ [ হাসিয়া ফেলিল ] হজম হয়ে গেল কিরে, মিন্সে!

যামিনী ॥ উঁহু, হাসি নয়, হাসি নয়। ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার!

কামিনী ॥ [ সরিয়া আসিয়া ] কি হয়েছে।

যামিনী ॥ হয়েছে কি জানিস, হয়েছে—মানে হয়েছে কি—

কামিনী ॥ ও, পিরীত জমাতে চাইছিস?...বেরো, বেরো বলছি!

যামিনী ॥ আরে দুত্তোর মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন! ভালকথা কি একটাও বলতে দেবে!

কামিনী ॥ না, আর ভালকথায় কাজ নাই, তুই বেরো!

যামিনী ॥ কথাটা শুনবি তো!

কামিনী ॥ শুনবো! কি শুনবো! টাকা! টাকা দিয়ে তুই মন ভুলোবি!...ডাকবো, সবাইকে ডেকে জড় করবো। ( কান্নার সুরে ) ওগো মা গো, এও আমার কপালে ছিল গো, এ কলংকও আমাকে নিতে হলো গো!

যামিনী ॥ আরে এই, চুপ করবি তো! আচ্ছা মুশকিলে পড়লুম তো! এই কামিনী, চুপ করনা!

কামিনী ॥ কেনে চুপ করবো, বলি কেনে চুপ করবো?

যামিনী ॥ তোর পায়ে ধরছি, তুই চুপ কর!···এখনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে!

কামিনী ॥ যাচ্ছেতাই ঘটতে আর বাকী রইল কি?···খবরদার, ফের যদি এমনি বেফাঁস কথা বলেছিস, তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

যামিনী ॥ এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আর কক্ষণো এমন হবে না!

কামিনী ॥ গায়ে হাত দিলি যে!

যামিনী ॥ কি মুশকিলেই পড়লুম রে, বাবা!···আচ্ছা, এই নাক মলা আর কান মলা! আর কক্ষণো হাত দেব না!

কামিনী ॥ ঠিক!

যামিনী ॥ ঠিক।

কামিনী ॥ যা বলব, শুনবি!

যামিনী ॥ আলবৎ শুনবো!

কামিনী ॥ তাহ'লে চল।

যামিনী ॥ চল। [ উভয়ের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

[ মহেশের বাড়ী। মহেশের প্রবেশ ]

মহেশ ॥ "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা ॥"

[ কণার প্রবেশ ]

কণা ॥ আবার তুমি বাইরে এসেছ?

মহেশ॥ কি করব বল, সব সময় ঘরে থাকতে ভাল লাগছেনা। তোরা কি কেউ আমার কাছেই একবার যাচ্ছিস? বিরাজটা ঘরে আছে বলেই তো মনে হয় না! কোথায় থাকে, কি করে···! সে কি একবার ধীরাজের খবরটাও আমাকে দিতে পারে না!

কণা॥ কাল থেকে দাদার খবর আমরা কেউ জানি না। সব সময় বাড়ীর উপর পুলিশের কড়া নজর। বেশী খোঁজ খবর নিতে গেলে দাদার ধরা পড়বার ভয় রয়েছে।

মহেশ॥ তাই বলে ছেলেটা বাঁচল কি মরল, সে খবরও তোরা নিতে চাস না! তোদের আর কি, সে মজুর খেটে তোদিকে টাকা এনে দেবে তোরা দু'হাত ভরে খাবি!

কণা॥ বাবা!

মহেশ॥ বেইমান—সব বেইমান।

কণা॥ আমাদের অন্যায় হয়েছে, বাবা!

মহেশ॥ হ্যাঁ অন্যায়, একশোবার অন্যায়! ধীরাজ না থাকলে তোদের স্ফূর্তি বেড়ে যায়, কেমন হৈ হৈ চলে। বুড়ো বাপকে যখন খুশি খেতে দিবি, এসব কি আমি বুঝি না, মনে করেছিস?

কণা॥ বাবা, তুমি একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠো; এ অসুস্থ শরীরে বেশী উত্তেজিত হওয়া ঠিক না।

মহেশ॥ উত্তেজিত হব না! কত আশা করেছিলাম। ধীরাজ বড় চাকরী করবে, অনেক টাকা বেতন পাবে। কত সাধ, তোর আর ধীরাজের একদিনে বিয়ে দেব। ধীরাজের সাধ হয়েছিল বিরাজকে অনেক লেখা-পড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠাবে।...সব আশা শেষ হ'য়ে গেল! এ সব কার দোষ?

কণা॥ দোষ আমাদের অদৃষ্টের!

মহেশ॥ হ্যাঁ, অদৃষ্ট বই কি! যা, সব সরে যা, কেউ আমার কাছে আসবি না।

কণা॥ বেশ যাচ্ছি। (গমনোদ্যতা)

মহেশ॥ ওকি, চললি যে!

কণা॥ তুমি তো যেতে বললে।

মহেশ॥ যেতে বললাম বলেই চলে যেতে হবে!

কণা॥ (মৃদু হেসে) বেশ যাব না।

মহেশ ।। হ্যাঁ, কোথাও যাবি না। তাহলে আমিও যেদিকে খুশী চলে যাব। [ বিরাজের প্রবেশ ]

বিরাজ ।। কোথায় যাবে, বাবা ?

মহেশ ।। যমালয়ে। কোথাও যেতে দিচ্ছ আমাকে ?...কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

বিরাজ ।। একটু কাজে গিয়েছিলাম।

মহেশ ।। কি কাজ ? একজন তো রাজমজুরের কাজ করতে, তুমি আবার কি করছ ? চায়ের দোকানের গেলাস ধুচ্ছ, না জুতো পালিস ?

বিরাজ ।। তাতেই বা লজ্জা কি, বাবা ?

মহেশ ।। না-না, লজ্জা তোমাদের আর কি, যত লজ্জা আমার ! লজ্জা বলে কিছু আছে তোমাদের !

বিরাজ ।। তার জন্য দুঃখ কি, বাবা ! চুরিতো করিনি, লোককে ঠকিয়ে তো রোজগার করিনি। অসদুপায়ে রোজগার করে পেট ভরানোর চেয়ে চায়ের গেলাস ধোওয়া আর জুতো পালিশ করা অনেক সম্মানের।

মহেশ ।। কিন্তু কেন—কেন, তাই বা করবে কেন ?

বিরাজ ।। এ তো তুমিই শিখিয়েছ ! তোমার কাছে যা শিখেছি, তা শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষমা। এতদিন তুমি শুধু আমাদের দিয়েছ ত্যাগ, ধৈর্য ও তিতিক্ষার দীক্ষা। এইবার তোমার কপিলের তেজকে প্রজ্বলিত করে "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু !"

মহেশ ।। কণা—কণা, আমার বুকটা চেপে ধরতো। হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল, কানের মধ্যে ভেসে আসছে সপ্তসমুদ্রের বিশাল জলকল্লোল, মাথার মধ্যে যেন হাজারটা কাল বৈশাখী একসঙ্গে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে !...এমন কেন হ'ল, এমন কেন হল ?

বিরাজ ।। জাগো, জাগো হে ব্রাহ্মণ ! জাগো তুমি লক্ষ নির্যাতিতের পুঞ্জীভূত বেদনা ! চাণক্যের বাণী তোমার কণ্ঠে উদ্গারিত হোক—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

মহেশ ।। শঠে শাঠ্যং—

কণা ।। না।

মহেশ ।। কণা !

কণা ।। না, তা কখনও হয় না বাবা। মহাপণ্ডিত চাণক্য প্রতিহিংসায়

অন্ধ হয়ে যে বিষ উদ্গীরণ করে গেছেন, সেই বিষের সমুদ্রে নীলরতন রায়ের দল সাঁতার খেলেছে। অর্থের অগ্নিময় মহাকুণ্ডের মাঝখানে থেকে দিবারাত্র চলছে তাদের নরক যন্ত্রণা। এ দেখেও কি তোমাদের চৈতন্য হচ্ছে না!

বিরাজ॥ কিন্তু যারা আঘাতের পর আঘাত দিয়ে সত্যকার মানুষকে অমানুষ গড়ে তুলেছে, ফুল চন্দন দিয়ে কি তাদের পূজো করা যায়!

কণা ॥ যা সত্য, তা চিরকাল সত্যই থাকবে, ছোড়দা!

বিরাজ॥ কিন্তু ওই অত্যাচারী নীলরতন বাবুদের দুর্বার গতিমুখে বাধা যদি না দেওয়া যায়, তাদের বিশ্বধ্বংসকারী ষড়যন্ত্রের যদি অবসান না ঘটানো যায়, তাহ'লে এ জগতের অস্তিত্ব আর বেশী দিন নেই, কণা!

কণা॥ কত চেঙ্গিস এসেছে, কত তৈমুরলঙের ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকাশ অন্ধকারময় হয়েছে, কত নাদির শাহের দল অসির আঘাতে ভারতের মাটি লাল করে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির পায়ের চাপে ভারতের নাভিশ্বাস উঠেছে, তবুতো কেউ তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারল না!

বিরাজ॥ কণা!

কণা॥ তবুতো বুদ্ধ চৈতন্য গান্ধী সুভাষের পদরেণুপূত ভারতের স্বপ্ন ও সাধনাকে কেউ লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারল না!

বিরাজ॥ কণা!

কণা। তবুতো ক্ষমা প্রেম-মৈত্রীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি ভরতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হ'তে কেউ মুছে দিতে পারল ন, ছোড়দা!

মহেশ॥ কণা!

কণা॥ তাই তোমাকে আমি কোনদিন এই সর্বনাশা গৃহযুদ্ধে নামতে দেব না, বাবা। তুমি ব্রাহ্মণ। সত্য, ন্যায়, ধর্ম ও ক্ষমায় তুমি হবে উজ্জ্বল। তোমার সাধনা হবে জীবন সঞ্চার করা, জীবনকে ধ্বংস করা নয়।

বিরাজ॥ কিন্তু ওদের এই স্বার্থপরতার জন্যই দাদা আজ সংসারে প্রতিষ্ঠা পেল না। ওদের হিংসার জন্যই সে একটা সামান্য রাজমজুর।

কণা॥ তাতে লজ্জার কি আছে, ছোড়দা। দাদা রাজমজুর সেজেছে বলে সে আজ আমার কাছে দেবতার চেয়েও অধিক। অপরের জীবন রক্ষা করতে সে আজ ফেরারী আসামী, এ শুনে গর্বে আনন্দে আমার বুকটা ভরে উঠেছে।

মহেশ॥ ঠিক, ঠিক বলেছিস কণা। কিন্তু ধীরাজ যেন কি করতে যাচ্ছে বললি?

কণা ॥ পীরগঞ্জের জঙ্গল থেকে দাদা একটা বিপ্লবী দল তৈরী করছে।

মহেশ ॥ কেন?

কণা ॥ সে ওই বিপ্লবী দল নিয়ে নীলরতন রায়দের উপর অভিযান চালাবে!

মহেশ ॥ এ কথা তোকে কে বলেছে?

কণা ॥ ছোড়দা পীরগঞ্জের জঙ্গল থেকে এ কথা জেনে এসেছে।

মহেশ ॥ এ কথা সত্যি বিরাজ?

বিরাজ ॥ সত্যি, বাবা!

মহেশ। না—না, তাকে নিষেধ কর। মিছি মিছি তাকে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে নিষেধ কর।

বিরাজ ॥ বাবা! যে সমুদ্রে শয্যা পেতেছে, শিশিরকে সে ভয় করেনা ...দাদাকে নিষেধ করলেও সে আর শুনবে না!

মহেশ ॥ শুনতে হবে!...আমি তার বাবা!...আমার নাম করে তাকে বলিস, সে যেন এই সর্বনাশা পথে পা না বাড়ায়।

বিরাজ ॥ সে কিছুতেই শুনবে না!

মহেশ ॥ তাহ'লে আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রব।

বিরাজ ॥ আমিও তা'হলে যাবার সময় ওই আশীর্বাদই নিয়ে যাই বাবা!

মহেশ ॥ তার মানে—

বিরাজ ॥ আমিও দাদার দলে দীক্ষা নেব।

কণা ॥ ছোড়দা!

বিরাজ ॥ হ্যাঁ, কণা! দাদা আমাকে বলেছে,—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

কণা ॥ ঠিক, ঠিক ছোড়দা! তবু একের শাস্তি দিতে যদি হাজার হাজার শান্তিকামী মানুষের প্রাণ যায়; সেখানে দাদার ওই উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই উচিৎ!

বিরাজ ॥ আর কোন উপদেশে আমাকে ফেরাতে পারবে না কণা! থাকো তোমাদের ক্ষমা, প্রেম আর মৈত্রী নিয়ে। তোমাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেবতার মত পূজা করবো, তবু আত্মীয়তার মাঝখানে এসে কোনোদিন তোমাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না। (গমনোদ্যত)

মহেশ ॥ ওরে, ওরে বিরাজ! ফিরে আয়।

বিরাজ ॥ প্রণাম বাবা, প্রণাম! জগতের বুকে ফুল হয়ে ফুটেছিলাম, কিন্তু যে শয়তানরা আমাদের সেই পুষ্প-জীবনকে উলঙ্গ আনন্দে নখে করে ছিঁড়তে চেয়েছে তাদের দেহেও কাঁটার জ্বালা ধরিয়ে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওই ভবিষ্যতের অন্ধকারে। [ পদধূলি নিয়ে প্রস্থান ]

মহেশ ॥ বিরাজ—ওরে বিরাজ!…চলে গেল!

কণা ॥ বাবা!

মহেশ ॥ হঠাৎ আমার বুকটা এমন খালি হ'য়ে গেল কেন! দু'খানা হাতই যেন আমার অবশ হ'য়ে আসছে, দু'টো চোখে যেন অন্ধকার দেখছি!… পৃথিবীটা কি সব উল্টে গেল!

কণা ॥ স্থির হও, বাবা, স্থির হও। এত সহজে তোমার ত' চঞ্চল হওয়া শোভা পায় না। এবার থেকে তোমাতে আমাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব, বিশ্বের যেন মঙ্গল হয়। ওরা আসবে ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে আর আমরা যাব শান্তির শান্তিবারি ঝরিয়ে।

মহেশ ॥ আমি স্বর্গে না মর্ত্যে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, তোরা আমার সন্তান না কোন শাপভ্রষ্ট দেবদেবী এসে আমাকে বাবা বলে ডেকেছিস!

কণা ॥ বাবা!

মহেশ ॥ না—না, আমি কারও বাবা নই। তোরা কেউ আমাকে বাবা বলে ডাকবি না! আমি তোদের শত্রু!

কণা ॥ কেন, বাবা, কেন?

মহেশ ॥ কেন? এই কেন-র উত্তর আমি কেমন করে বুঝাই, কণা!… উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষা, উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে যারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারতো, তারা আজ অক্ষম নিঃসম্বল পিতার সান্নিধ্যে এসে অজানার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের জনারণ্যে। এ যে কি বেদনা, তা তুই বুঝবি না মা!

[ গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ ]

বাসু ॥ বুঝা-বুঝি শেষ হয়েছে, হিসেব নিকেশ হ'ল শেষ
মন হাটুরে চলরে ফিরে, চল ফিরে তোর আপন দেশ।

(তোর ওই) পুরোনো মাল নূতন হাটে
আর বুঝিবা বিকোয় না,
নূতন দিনের নূতন আলোয়
মনের খোরাক মিটোয় না ;
পুরাতনের দিন ফুরালো, (দেশ) পরবে এবার নূতন বেশ।

মহেশ॥ ঠিক বলেছ বাসুদেব, ঠিক বলেছ! পুরাতনের দিন ফুরিয়েছে, এবার এসেছে নূতনের জোয়ার। বুঝতে পেরেছি এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে।

বাসু॥ তাতেই বা দুঃখ কি, বাবাঠাকুর! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'।

মহেশ॥ বিচিত্র পৃথিবী! কেউ দেয় আঘাত, কেউ দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ। কেউ দেয় ঘৃণার থুৎকার, কেউ দেয় পূজার পুষ্পাঞ্জলি···কিন্তু, আমার কি যেন হারিয়ে গেছে, বাসুদেব, কি যেন হারিয়ে গেছে···[ সাশ্রুনয়নে প্রস্থান ]

কণা॥ বাবা যেন কাল থেকে কি হ'য়ে গেছে, বাসুদেব দা। তার উপর ছোড়দাও আজ চলে গেল দাদার সঙ্গে যোগ দিতে, সেও বোধ হয় আর ফিরবে না।

বাসু॥ সে-কি! বিরাজও গেছে!

কণা॥ হ্যাঁ।

বাসু॥ সর্বনাশ হ'লরে দিদি, সর্বনাশ হ'ল। না, আমার আর অপেক্ষা করা চলে না। এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। [ গমনোদ্যত ]

কণা॥ কোথায় যাচ্ছ, বাসুদেব দা!

বাসু॥ কাশিমবাজার কুঠিতে রেজা খাঁ আর মিরজাফরের জলসায় নিমন্ত্রণে। [ প্রস্থান ]

কণা॥ বাসুদেবদার সব কথা যেন কেমন হেঁয়ালীতে ভরা।

[ ভুবনের প্রবেশ ]

ভুবন॥ যা বলেছ মা! ও বেটা একটা আস্ত জোচ্চোর, লোক ঠকিয়ে খাওয়া অভ্যাস। আসতে দিও না মা, যখন তখন ঘরে আসতে দিও না।

কণা॥ কেন, ভুবন কাকা! ওতো কোন অন্যায় করে নি।

ভুবন॥ আরে অন্যায় করলেও করেছে, না করলেও করেছে।

কণা॥ কি রকম ?

ভুবন ॥ তোমার দিকে কি রকম চেয়ে থাকে বুঝতে পারো না।

কণা ॥ ভুবন কাকা! তুমি আমার গুরুজন। তোমাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি।

ভুবন ॥ তোমাদের ওই এক দোষ, বাপু! আজকালকার মেয়েদের আত্মসম্মান বলতে যদি কিছু থাকে। বাজার হাট, সিনেমা, রেলের টিকিট কাটা, রেশনে লাইন দেওয়া—কোনোটাতেই যদি ঘেন্না আসে।

কণা ॥ তর্ক আমি করতে চাই না, ভুবন কাকা! তবে এটা জেনে রেখো, আজকালকার মেয়েরা নিজেদের চিনতে শেখেছে বলেই তোমাদের মত দালালদের শয়তানির চাকা নির্বিবাদে এগিয়ে চলতে পারছে না। [ প্রস্থান ]

ভুবন ॥ মেয়েটার আস্পর্দ্ধা দেখলে! মুখের উপর—আচ্ছা, আমিও দালাল ভুবন বক্সি। আগে গাঙ্গ বোর্ডে এক কর, তারপর দেখব কেমন করে কিস্তিমাৎ করতে হয়। [ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় অঙ্ক / চতুর্থ দৃশ্য

পাকিস্তান এলাকায় মতিবিবির ভাঙ্গা বাড়ী

[ বিভিন্ন জাতের জওয়ান সেখানে সমবেত। ধীবাজ ও ইসবাইলের প্রবেশ ]

ইস ॥ বাবুজী, ইয়ে সব আদমী মেরে হুকুম সে এঁহা আয়ে হেঁ। আপকা হুকুম তামিল করেঙ্গে। ইন আদমিয়োঁ কো তালিম দেনা! ভাইসব, তুম লোগোঁ কা ম্যায় জবান দিয়া থা, কি তুম লোগোঁ কা এক নেতা হুগা। ম্যায় আপনা জবান পর ঠিক হুঁ। অব তুমলোগ্ আপনি জবান ঠিক রাখো গে!

ধীবাজ ॥ বন্ধুগণ! আজ আমরা যে কারণে এখানে সমবেত হয়েছি, তা একরকম তোমরা সবাই জানো। ফুলের মত পবিত্র মন নিয়ে আমরা সবাই পৃথিবীতে এসেছিলাম, চেয়েছিলাম মানুষের ভালবাসা, চেয়েছিলাম একটু আশ্রয়—এক মুঠো অন্ন। বিনিময়ে আমরা পৃথিবীকে দিতে চেয়েছিলাম আমাদের দেহমন, বুদ্ধি-বিবেক, ভক্তি-ভালবাসা। আমরা আমাদের কথা রেখেছি। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবী আমাদের বুকের রক্তে তার পানপাত্র ভরে নিয়ে শূন্য বর্তুলের মত আবর্জনার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। সেই শূন্য বর্তুল আকাশে বাতাসে তার শেষ আর্তনাদ রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

জনতা ॥ আমরা আরও শুনতে চাই—আরও শুনতে চাই।

ইস ॥ হাল্লা মাৎ কিজিয়ে ভাইলোগ। হামলোগো কা দিলকা খাইস পুরা করণেকোলিয়ে হামারে নেতা হামলোগোকা বুলাবে পর জবাব দিয়ে হেঁ। উনকা বাৎ চুপচাপ শুননে দেও।

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ, লড়াই চলবে। চলবে বন্দুকের গুলিতে আমাদের আত্মীয়তা।...শপথ কর ভাইসব, আমাদের প্রতিহিংসার অগ্নিকুণ্ডে ওই রেজা খাঁ আর মীরজাফরদের আহুতি দেব।

ইস ॥ আপনে জান দে কর, মউৎ কো নেহি ডর কর, তুমলোগ মহানায়ক কা হুকুম তামিল করোগে, আউর—ম্যাঁয়, ম্যাঁয় তুমলোগো কা বালবাচ্চেকা পরওয়ারিশ করুঙ্গা!

ধীরাজ ॥ শপথ কর ভাই সব! রুগ্ন-দুর্বল-ক্ষুধার্তের মুখে আমরা অন্ন তুলে দেব। শেঠ-বনিকের সিন্দুক হ'তে যে অর্থ আমরা লুণ্ঠন করব তার একটি টাকাও আমরা গ্রহণ করবো না। শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণে সে অর্থ আমরা বিলিয়ে দেব।

ইস ॥ মগর—হোঁশিয়ার। যো হামারে সাথ গদ্দারী করেঙ্গে, হামারা পিস্তল উসকো মাফ্ নেহি করেগা।

ধীরাজ ॥ প্রস্তুত হও ভাই সব, কাল হ'তেই আমাদের অভিযান শুরু হবে।

ইস ॥ ইয়াদ রাখেঁ—কাল রাতকো বারো বাজে!

ধীরাজ ॥ ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এবার তোমরা আসতে পার।

জনতা ॥ জয় মহানায়কের জয়—জয় মহানায়কের জয়। [ জনতার প্রস্থান ]

ইস ॥ সাবাস বাবুজী, সাবাস! হাম এহি চীজ চাহতা থা। আপকে কামিয়াবি পর ম্যাঁয় আপকো দাদ দেতা হুঁ!

ধীরাজ ॥ খাঁ সাহেব! [ কর মর্দন ]

ইস ॥ আজ হামে ইজাজৎ দিজিয়ে। কাল সে হামলোগোকা কাম শুরু হোগা। কামকে ওয়াক্ত আপকে সাথ হামারা মুলাকাৎ হোগা। আদাব! [ প্রস্থান ]

ধীরাজ ॥ আদাব!...এইবার জগৎ শেঠের দল! বাংলার অগনিত নিষ্পেষিত দরিদ্র সন্তান জেগে উঠেছে। তাদের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস এবার তারা ছড়িয়ে দেবে তোমাদের বিলাস শয্যায়, তাদের বুকফাটা হাহাকারে

তোমাদের বিলাসী অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠবে, তাদের প্রতিহিংসার প্রচণ্ড রোষ বহ্নিতে তোমাদের আশার প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

[ বিরাজের প্রবেশ ]

বিরাজ ॥ জয়তু মহানায়ক!

ধীরাজ ॥ কে!

বিরাজ ॥ আমি বিরাজ!

ধীরাজ ॥ তুই আবার এখানে কেন এলি!

বিরাজ ॥ দীক্ষা নিতে।

ধীরাজ ॥ বিরাজ!

বিরাজ ॥ 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণ গুরু।' [ পদতলে উপবেশন ]

ধীরাজ ॥ (তুলিয়া) না, নারে ভাই! তুই ফিরে যা। এ পথ বড় দুর্গম। এ পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ।

বিরাজ ॥ বিলাসীর সুখ-শয্যা তো আমাদের জন্য নয়, দাদা!

ধীরাজ ॥ বিরাজ—

বিরাজ ॥ জন্মের পর পৃথিবীকে যখন দু'চোখ মেলে দেখেছি, তখন ওর মোহন রূপ আমার চোখে মায়াজাল বুনেছিল। কিন্তু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ওর ওই মোহনরূপেব অন্তরালে বিষাক্ত দুষ্ট ক্ষত, লক্ষ লক্ষ কীট সেই ক্ষতের মাঝে ইতস্তত বিচরণ করছে। তার দুর্গন্ধে নরকের দুয়ারও বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল।

ধীরাজ ॥ বিরাজ!

বিরাজ ॥ দেখলাম, একদল মানুষ দিবারাত্র শোষণ যন্ত্রে অপরের রক্ত নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে; অন্যদল বুকফাটা হাহাকারে চোখের জলে নদীর সৃষ্টি করছে। অযোগ্য যারা তারা পেল রাজপদ, আর যোগ্যের স্থান হল অপাংক্তেয় ঘৃণিত সমাজে। তাইতো দাদা, তোমার মত আমিও জন্মের শোধ সেই সমাজকে ত্যাগ করে এসে দাঁড়িয়েছি, রক্তের দাবীতে ভাই বলে নয়, আজ্ঞাবাহী দাসের মত।

ধীরাজ ॥ আমি যে তোর মুখে হাসি ফুটাতে পারিনি ভাই, তাই তোর হাতে অস্ত্র তুলে দেব কেমন করে!

বিরাজ ॥ দাদা!

ধীরাজ ॥ ফিরে যা, ফিরে যা বিরাজ! বাবার একটা হাত আমি ভেঙ্গে দিয়ে এসেছি, তুই তার আর একটা হাত ভেঙ্গে দিস না।

বিরাজ ॥ দাদা!

ধীরাজ ॥ ওরে ভাই—ওরে মানিক, চোখের জলে তোকে আমি আশীর্বাদ করছি, তুই মানুষ হ'!...যা, ফিরে যা।

বিরাজ ॥ না, যাব না। তোমার দলে যদি আমাকে থাকতে না দাও, প্রকাশ্যে খুন করে আমি আত্মসমর্পন করব।

ধীরাজ ॥ বিরাজ!

বিরাজ ॥ তারপর হাসিমুখে আমি মৃত্যুবরণ করব।

ধীরাজ ॥ বেশ, তবে আয়। ঘনঘোর রাত্রির অন্ধকারে, নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের তলে তোর হাতে আমি অস্ত্র তুলে দিচ্ছি। ( হাতে বন্দুক দিল ) তোমার অস্ত্রের পরীক্ষা দাও।—ওই দূরে নদীবক্ষে ভাসমান নৌকার মাস্তুলের গোড়ার ওই মশালটাকে নিভিয়ে দিয়ে। যদি কৃতকার্য হতে পার, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।

বিরাজ ॥ বেশ নাও, অস্ত্র পরীক্ষা। [ পায়ের ধুলা নেয়। পরে বন্দুক তুলে নিশানা ঠিক করে গুলী ছোঁড়ে, দূরের মশাল নিভে যায়। ]

ধীরাজ ॥ সাবাস, সাবাস ভাই! এত নিশানা হয়তো তোর দাদারও নেই!

বিরাজ ॥ এইবার দীক্ষা দাও। [ বসে ]

ধীরাজ ॥ [ ছুরি দিয়ে আঙ্গুল কেটে ] দেহের রক্ত দিয়ে আমি তোমার কপালে জয়টীকা এঁকে দিলাম। এর মান তুমি অক্ষুণ্ণ রেখো।

বিরাজ ॥ "আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে
নব সৃষ্টির মহানন্দে।" [ প্রস্থান ]

ধীরাজ ॥ হে ঈশ্বর! হে জনগণমন অধিনায়ক! আমি কি অন্যায় করলাম! সমাজের কল্যাণে যদি আমি বিষবৃক্ষই রোপণ করে থাকি তাহ'লে সে বিষফল আমাকে হজম করতে দিও, তবু পৃথিবীর যেন কোন ক্ষতি না হয়। [ স্বরাজের প্রবেশ ] কে! কে! তুমি? কে তুমি ধীরে ধীরে আমার

দিকে এগিয়ে আসছ? সাবধান! আমিও নিরস্ত্র নই! [ পিস্তল বাহির করিল]

স্বরাজ॥ থাক, অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ ভবিষ্যতে আরও আসবে।

ধীরাজ॥ কে, স্বরাজ? তুমি এখানে কেমন করে এলে!

স্বরাজ॥ যেমন করে আরও পাঁচজন আসছে!

ধীরাজ॥ কিন্তু তাদের যে পথ, তোমার তো সে পথ নয়!

স্বরাজ॥ তোমার কথাতেই উত্তর দিই, 'বিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে কার কোন পথ তার ঠিকানা বুক ফুলিয়ে কেউ দিতে পারবে না।'

ধীরাজ॥ কি বলতে চাও তুমি?

স্বরাজ॥ বলতে চাই এই যে, নিজের মাথায় কলংকের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিজেকে বাহাদুর সাজিয়ে আমাকে অন্তর্দাহের মাঝে ফেলে-আসা তোমার মত ছেলের উচিৎ হয়নি, ধীরাজ!

ধীরাজ॥ উচিৎ অনুচিতের কথা নয়, স্বরাজ। এতদিন আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সেদিন ঈশ্বর আমাকে সে সুযোগ দিয়েছিলেন, দেখিয়ে দিয়েছিলেন পথ। আজ যে পথে আমি চলেছি তাতে জগতের কল্যাণ কতটুকু হবে আমি জানিনা, হয়তো তার ঘৃণাই আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বরাজ॥ কেউ—কেউ আমার কথা শুনছে না। আমি চিৎকার করে সকলকে বলেছি, আমি খুন করেছি—কেউ বিশ্বাস করছে না আমার কথা। বড়লোকের খেয়াল বলে সবাই উপহাস করছে। পুলিশকে বলেছি, আমাকে গ্রেপ্তার কর, আমি খুন করেছি। সেও আমাকে গ্রেপ্তার করাতো দূরের কথা, একবার ডায়েরী খুলে আমার নামটা পর্যন্ত লিখে রাখছে না। বাবার কাছে বিদ্রোহ করেছি, তিনি পিস্তল তুলেছেন, তবু দয়া করে একটা গুলি ছোঁড়েননি। এই দুঃসহ যাতনা আমাকে পাগল করে তুলেছে, ধীরাজ!

ধীরাজ॥ স্বরাজ!

স্বরাজ॥ হয় আমার সঙ্গে গিয়ে প্রমাণ করে আসবে চল যে, আমি অপরাধী নতুবা আমিও এখান থেকে আর যাব না, তোমার দলেই যোগ দেব।

ধীরাজ॥ কি বকছিস পাগলের মতো!

স্বরাজ॥ মতো নয়, সত্যিই আমি আজ পাগল হয়ে গেছি। জীবনে ভাই বলে কাউকে জানতাম না, কেবল জানতাম তোকে। তুই একাধারে আমার ভাই—বন্ধু—পরমাত্মীয়! তাই তোকে এই বিপদের মাঝে রেখে রাজভোগ খেতে যে আমার তৃপ্তি আসবে না, ভাই!

ধীরাজ ।। স্বরাজ, তুই ফিরে যা ভাই। অনেক আশা নিয়ে, অনেক রূপে তোকে আমি কল্পনা করেছি। আমার সে আশা, সে কল্পনাকে তুই ভেঙে দিস্‌নি, স্বরাজ। হয় তো এর জন্যে তোকে বড় কঠিন মূল্য দিতে হবে। আমার উপকার যদি করতে চাস্, তাহলে সেই পরীক্ষার জন্য তুই প্রস্তুত হ' ভাই।

স্বরাজ ।। কি পরীক্ষা!

ধীরাজ ।। আমার এই ধনীকের ধ্বংস-যজ্ঞে নীলরতন রায় হয় তো বাদ যাবে না। পিতৃ শোকের জ্বালা হয় তো তোকে দিবারাত্র কাষাঘাত করবে, তবু আমার কণাকে তুই ত্যাগ করিস্ না ভাই। পিতৃ হত্যাকারীর ভগ্নী বলে তাকে ঘৃণা করিস্‌নে।

স্বরাজ ।। ধীরাজ!

ধীরাজ ।। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোর কাছ থেকে আমি এইটুকু আশা করছি।···রাখবি নে, ভাই, আমার কথা! [ হাত ধরে নাড়া দিল ]

স্বরাজ ।। রাখব, ধীরাজ, রাখব। [ চক্ষে জল আসিল ]

ধীরাজ ।। তবে যা, বাবাকে দেখিস···বিরাজও তো চলে এসেছে!

স্বরাজ ।। বিরাজ এখানে চলে এসেছে!

ধীরাজ ।। হ্যাঁ, আজই তাকে আমি দীক্ষা দিয়েছি—আমার দেহের রক্তে তার ললাটে রাজদ্রোহীর তিলক এঁকে দিয়েছি।

স্বরাজ ।। ধীরাজ!

ধীরাজ ।। আজ এই গভীর রাতের অন্ধকারে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। আবার হয়তো এমনি কোনো গভীর রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন পিস্তলের আগুনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠা করো না।

স্বরাজ ।। তাই হবে, বন্ধু! [ প্রস্থান ]

ধীরাজ ।। ঈশ্বর, তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে, কিন্তু কেন যে সইল না! কার দীর্ঘশ্বাসে যে সব শুকিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

[ ইসরাইলের পুনঃ প্রবেশ ]

ইস ।। বাবুজী!

ধীরাজ ।। কি ব্যাপার, আবার তুমি ফিরে এলে যে!

ইস ।। কুচ দূর চলে যানে কা বাদ হামে গোলীকো আওয়াজ শুনাই

দিয়া। ম্যাঁয় শোচা কি আপকো কোই খতরা হো গেয়া। এঁহা কোই আওয়াজ হুয়া ?

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ, হ'য়েছে।

ইস ॥ কেঁও ?

ধীরাজ ॥ আমার ছোট ভাইকে এক্ষুণি দীক্ষা দিলাম, তাই।

ইস ॥ মতলব!

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ।

ইস ॥ ফুল এইসা ভাইকো ভি ইস কামোপর খেঁচ লায়ে ?...ইয়ে আচ্ছা কাম নেহি হুয়া, বাবুজী। ইয়ে আচ্ছা কাম নেহি হুয়া। দিলমে বহুৎ চোট সহেনে হোগা।

ধীরাজ ॥ কি করব, কথা শুনলে না যে।

ইস। যানে দিজিয়ে,.........চলিয়ে।

ধীরাজ॥ চল। [ উভয়ের প্রস্থান ]

## তৃতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[ রায় বাড়ী। বসিবার ঘর। নীলরতন রায় ও শত্রুদমন চট্টরাজ কথা বলতে বলতে আসেন ]

নীল ॥ বুঝতেই তো পারছ, তোমাকে আর কি বলব।

শত্রু ॥ বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা দিনের পর দিন যে রকম গড়িয়ে চলেছে, তাতে যে আর কতদিন আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব, তা বলতে পারছি না।

নীল ॥ কতটাকা বেতন তুমি পাও, দারোগা!

শত্রু ॥ আড়াইশো।

নীল ॥ এতে তোমার সংসার চলে ?

শত্রু ॥ তা কি চলে! যে রকম দুর্মূল্যের বাজার পড়েছে—

নীল ॥ তবে!

শত্রু ॥ তবে কি ?

নীল ॥ তোমাকে বাঁ-হাত পাততেই হবে।

শত্রু ॥ তা তো বুঝলাম। কিন্তু—

নীল ॥ 'কিন্তু' নয়! আমাদের তোমরা যদি বাঁচিয়ে না রাখ, তাহলে তোমাদের পকেটও ভরবে না; আর না ভরলে তোমাদের সংসার অচল।

শত্রু ॥ তা সত্যি, কিন্তু···

নীল ॥ আবার কিন্তু কি!

শত্রু ॥ তাহলে কথাটা—

নীল ॥ গোপন রেখে—

শত্রু ॥ কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

নীল ॥ ঠিক! তবেই তোমরা হবে দুঁদে দারোগা। তোমাদের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শত্রু ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

নীল ॥ হাসি নয় দারোগা, হাসি নয়। এমনিভাবেই চলছে দুনিয়ার রাজত্ব। তুমি আর কতটুকু! একজন খুন করবে, অপরজনকে সাজাতে হবে খুনী, একজন চুরি করবে, অপরজনকে সাজাতে হবে চোর।

শত্রু ॥ যাক্, এখন এদিকের কতদূর কি হ'ল শুনেছেন কিছু!

নীল ॥ শুনে'ছ, গতরাত্রে ঝুনঝুনওয়ালার গদী লুঠ হয়েছে! প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সোনাদানা নিয়ে শয়তানরা সরে পড়েছে।

শত্রু ॥ হ্যাঁ, বহু অনুসন্ধান করেও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

নীল ॥ পাওয়া যাবে কি করে! ওরা এখানে লুঠ করছে, আর পাকিস্তানে গিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে।

শত্রু ॥ ওইতো হ'য়েছে মুশকিল! নইলে কি এখনও ধরা পড়তে বাকী থাকে! সব ধরে চালান দিতাম, বুঝিয়ে দিতাম শত্রুদমন চট্টরাজ কার নাম! তবে এবার ধরা পড়তেই হবে।

নীল ॥ কি রকম!

শত্রু ॥ এরপর নাকি ওরা লালজীরামের গদি লুঠ করবে, তারপর আপনার পালা!

নীল ॥ সে কি!

শত্রু ॥ হ্যাঁ, ধীরাজ ভট্চাযের রাগ আপনার উপরেই বেশী!

নীল ॥ তোমাকেও সে ছেড়ে দেবে না, দারোগা! তুমিও রুলের ঘায়ে

তার ভাইয়ের মাথা ফাটিয়েছ! আমি আত্মীয়তার নজির দেখিয়ে হয়তো বা বেঁচে যেতে পারব—কিন্তু তোমার আশা কম।

শক্র॥ তাহলে উপায়—

নীল॥ উপায়, এই টাকাগুলো পকেটে রেখে (টাকা প্রদান) আমার অফিস চালানোর ব্যবস্থাটা করে দেওয়া।

[ বাসুদেব এতক্ষণ দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, পরে গীতকণ্ঠে বাসুদেবের প্রবেশ ]

বাসু॥ একটি পয়সা দাওগো, মালিক

একটি পয়সা দাও,

এই দুনিয়া বেঁটে-সেঁটে

সবই তোমরা নাও

পেটের জ্বালা ও জ্বালা নাড়ীতে দেয় টান

অনাহারেও রইছি বেঁচে এমনি কঠোর প্রাণ

গরীবের জান রাখ মালিক

দয়ার চোখে চাও

নীল॥ এই হতভাগা! এখানে ঢুকলি কি বলে!...

বাসু॥ পেটের জ্বালায় হুজুর! আজ দু'দিন কিছু খাইনি। দিন না, বাবু, কিছু ভিক্ষে দিন।

নীল॥ নীলরতন রায় জীবনে কাউকে কোনোদিন ভিক্ষে দেয় নি। এই ভিক্ষে দেওয়ার জন্য সে তার স্ত্রীকে...

বাসু॥ (সহসা বাসুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল) গুলি করে মেরেছিলেন!

নীল॥ হ্যাঁ, গুলি করে মেরেছি!

বাসু॥ বা-বা! সুন্দর!

নীল॥ সাবধান ভিখিরীর বাচ্চা!

শক্র॥ এ রকম কথাতো শুনিনি নীলরতনবাবু!

নীল॥ কি রকম?

শক্র॥ শুনেছিলাম, আপনার স্ত্রী বজ্রাঘাতে মরেছেন।

নীল॥ অত মাথা ঘামাতে যেও না দরোগা। তাতে ঠকবে!

বাসু॥ ঠিক ঠিক বলেছেন, যে বেশী বোঝে সেই বেশী ঠকে। তবে আপনিও যেন কোনোদিন ঠকবেন না।

নীল ॥ শুনছো, দারোগা ?

শক্র ॥ শুনাশুনির কি আছে ? চাবুক চালান। ব্যাটা সব শুনেছে—

নীল ॥ শোনাচ্ছি !···যামিনী ? আমার চাবুক !...

[ যামিনী চাবুক এনে নীলরতনের হাতে দেয় ]

নীল ॥ হারামজাদা !...দেখি তোর কোন চোদ্দপুরুষ তোকে রক্ষে করে। ( প্রহার )

বাসু ॥ ( গান ) বিচার কর হে ভগবান

তোমার এই পৃথিবীতে দয়া নাই মায়া নাই—

ধনীর চাবুক খেয়ে মরে শুধু অসহায়

গরীবের আঁখিজল

ঝরিবে কি অবিরল

দুঃখীর রাখো, রাখো মান।

নীল ॥ তোকে আজ শেষই করে দেব।

[ পুনঃ পুনঃ প্রহার। বাসু মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ]

শক্র ॥ ব্যাটা সব ফাঁস করে দিতো। ভালই করেছেন, হারামজাদা আর সাড়া দেবে না।...

নীল ॥ যা, যামিনী ! হারামজাদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গুমটি ঘরে ফেলে রাখ। ব্যাটার কাছ থেকে সব কথা বার করে নিতে হবে।

যামিনী ॥ আয় হতচ্ছাড়া আয় ! [ যামিনীসহ বাসুদেবের প্রস্থান ]

শক্র ॥ আমিও চলি, নীলরতনবাবু !

নীল ॥ তাহ'লে ওই কথাই রইল। আর হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে যেও না।

শক্র ॥ আচ্ছা—আচ্ছা, তাহলে চলি, নমস্কার। [ প্রস্থান ]

নীল ॥ আর কতদিন ! বার্ধক্য দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে কৃষ্ণকেশ শুভ্র হ'তে চলল, স্মৃতিশক্তি কমে আসছে। মৃত্যুর পূর্বে কি আমি আমার কাজ শেষ করে যেতে পারবো না !

[ স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ ॥ না।

নীল ॥ কে বললে ?

স্বরাজ ॥ ধীরাজ ভট্চায !

**নীল** ॥ কোথায় পেলে তুমি ধীরাজকে!

**স্বরাজ** ॥ তার আড্ডায়। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম!

**নীল** ॥ কী করতে গিয়েছিলে?

**স্বরাজ** ॥ তার সঙ্গে দেখা করতে।

**নীল** ॥ কোটীপতি নীলরতন রায়ের ছেলে হয়ে একজন রাজদ্রোহীর সঙ্গে...

**স্বরাজ** ॥ কে রাজদ্রোহী?

**নীল** ॥ স্বরাজ!

**স্বরাজ** ॥ বাবা!

**নীল** ॥ ধীরাজের আড্ডাটা কোথায় বলতে পাব?

**স্বরাজ** ॥ পারি, কিন্তু বলব না।

**নীল** ॥ স্বরাজ, আমি তোমার পিতা!

**স্বরাজ** ॥ জানি, তবু তার এতবড় সর্বনাশ আমি করতে পারবো না।

**নীল** ॥ তাহ'লে তোমাকেও রাজদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হ'তে হবে।

**স্বরাজ** ॥ বেশ হব। তবু আমার জন্যে যে জীবন বিপন্ন করে আজীবন লোকসমাজের অন্তরালে রয়ে গেল, তার মৃত্যুবান আমি নিজের হাতে তৈরী করে দিতে পারব না, বাবা! [ প্রস্থান ]

**নীল** ॥ জগতের চোখে নীলরতন রায় অবজ্ঞাতই রয়ে গেল। থাকুক, তবু সে তার সংকল্প হ'তে কোনোদিন বিচ্যুত হবে না। [ যামিনীর প্রবেশ ]

যামিনী ॥ সর্বনাশ হ'য়ে গেছে, বড়বাবু!

**নীল** ॥ কী হয়েছে!

যামিনী ॥ হতভাগা ভিখিরীটা আমাকে ঠেলে পালিয়ে গেছে।

**নীল** ॥ সে কি! দারোয়ানরা কোথায় ছিল?

যামিনী ॥ ফটক দিয়ে সে যায়নি। পেছনের পাচিল টপকে...

**নীল** ॥ হতভাগা...

যামিনী ॥ লোকটাকে ওরকম করে না মারলেই হ'ত, বাবু!

**নীল** ॥ আমার মাথায় এখন আগুন জলছে যামিনী। বেশী রাগাস্ নে আমাকে।

যামিনী ॥ শুধু কি মাথাতেই আগুন জ্বলছে! তোমার বুকেও যে জ্বলছে রাবণের চিতা। দিনে খাও না, রাতে ঘুমোও না, এ সব কি আমি বুঝি না!

নীল ॥ কি বুঝিস্ তুই?

যামিনী ॥ তোমাকে এখন টাকায় পেয়েছে।

নীল ॥ (সক্রোধে) যামিনী!

যামিনী ॥ কি, চাবুক মারবে নাকি! না গুলি করবে!

নীল ॥ কি, এতবড় কথা!

যামিনী ॥ আমার কথা নয়, এ সেই ভিখিরীর কথা। যাবার সময় সে বলে গেছে, কমলাকে ও গুলী করে মেরেছে, আমি তাকে গুলী করে মারব।

নীল ॥ সেকি!...তবে কি নিরঞ্জন···

যামিনী ॥ নিরঞ্জন আবার কে?

নীল ॥ —কমলার ভাই।

যামিনী ॥ সে কি!

নীল ॥ হ্যাঁ, ও গোয়েন্দা। ভিখিরী সেজে এসে আজ আমার কাছ থেকে আসল কথা জেনে চলে গেল। জেনে গেল আমার সমস্ত গোপন কারবার। সরকারের কাছে এসব রিপোর্ট পাঠাবে। আমাকে এ্যারেস্ট করবে। আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। ওদিকে ধীরাজ আসছে, আমার আভিজাত্যের মুখে পদাঘাত করে অপমানের প্রতিশোধ নেবে। আসুক! সকলে মিলে লুণ্ঠন ক'রে নীলরতন রায়কে নিঃস্ব—রিক্ত—সর্বহারা করে দিক হাঃ হাঃ হাঃ— [ প্রস্থান ]

যামিনী ॥ হ'য়েছে—এইবার হ'য়েছে।···কামিনী, কামিনী, রায়বাড়ীতে আগুন লেগেছে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়—বেরিয়ে পড়। [ প্রস্থান ]

## তৃতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[ মহেশ ভট্চাযের বাড়ী। অর্ধোন্মাদ মহেশের প্রবেশ ]

মহেশ ॥ ঝড় এসেছে—ঝড় এসেছে! কি প্রচণ্ড তার গর্জন, কি গম্ভীর তার রূপ, কি দুর্বার তার গতি। সব উড়ে যাচ্ছে। পাপ-পুণ্য, প্রেম-প্রত্যাখ্যান, প্রয়াস-প্রলোভন সব—সব মিলে মিশে যাচ্ছে তার দুরন্ত গতির স্রোতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটাকেও একটা ক্ষতবিক্ষত দলিত মথিত মাংস পিণ্ডের মত করে ফেলে দিয়ে চলে যাবে।

"মুক্ত করি দিনু দ্বার—আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।" [ বক্ষে করাঘাত ]

[ দ্রুত কণার প্রবেশ ]

কণা ॥ কী করছ বাবা, কী করছ!

মহেশ ॥ ঝড় এসেছে কণা, ঝড়!

কণা ॥ ঝড় কোথায় বাবা, পৃথিবীতো বেশ শান্তই আছে। ঝড় উঠেছে তোমার মনে।

মহেশ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো···কিন্তু দেখ, পৃথিবীর বুকেও আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে আসছে সে লেলিহান অগ্নিশিখা।···ওরে ধীরাজ, ওরে বিরাজ!

কণা ॥ তুমি শান্ত হও বাবা, তমি শান্ত হও।

মহেশ ॥ ওই দেখ, ধীরাজ-বিরাজ ওরা দু'জনেই পালিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তাপে ওদের পায়ের তলায় ফোস্কা পড়েছে, মুখ দু'টো ঝলসে গেছে আগুনে। পেটে ক্ষুধা বুকে ভয়, চোখে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড দৃষ্টি নিয়ে ছুটে চলেছে। ওরে ধীরাজ, ওরে বিরাজ! দাঁড়া—দাঁড়া বাবা, আমিও যাব তোদের সঙ্গে। [ প্রস্থান ]

কণা ॥ (গায়) কত আশা ক'রে বেঁধেছিনু ঘর
ধরণীর এই কোণে।
তাও সহিল না নিঠুর বিধাতা
পুড়ালে দুখের আগুনে।
কত আশা করে গেঁথেছিনু মালা
সাজাবো বলিয়া সে চিকন কালা
কত যে আশায় বাঁধিনু এ গান
গাহিনি সুরের বিহনে।

[ চোখের জল মোছে ] [ স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ ॥ কণা!

কণা ॥ কে! স্বরাজ দা? এতদিন পরে সময় হ'ল?

স্বরাজ ॥ কাঁদছিলে কেন?

কণা ॥ এ পৃথিবীতে কাঁদাও কি অপরাধ !

স্বরাজ ॥ সত্যিই অপরাধ। যে যত কাঁদবে, তাকে তত কাঁদতেই হবে।

কণা ॥ স্বরাজ দা !

স্বরাজ ॥ হাসো কণা, একটু হাসো ! শত দুঃখের পরেও যে হাসতে পারে সেই তো মানুষ।

কণা ॥ হাসবো !

স্বরাজ ॥ হ্যাঁ হাসবে, কাল যে তোমার বিয়ে !

কণা। বিয়ে ! কোথায় ? কার সঙ্গে !

স্বরাজ ॥ এইখানে, আমার সঙ্গে।

কণা ॥ [ ম্লানহাস্যে ] বিয়ে ! দাদারা রাজদ্রোহী, বাবা পাগল, এমন শুভলগ্নে আমার বিয়ে ! সুন্দর !

স্বরাজ ॥ কে পাগল, জ্যাঠামশায় ?

কণা ॥ হ্যাঁ, ছোটদা চলে যাবার পর থেকে আরও মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।

স্বরাজ ॥ কিন্তু ওদিকে যে বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। এখনি হয় তো পিসিমা, কাকাবাবু সব এসে হাজির হবেন।

কণা ॥ সেকি !

স্বরাজ ॥ হ্যাঁ, বাবার হুকুম, কালই বিয়ে।

কণা ॥ না-না, স্বরাজদা ! এ-বিয়ে তুমি বন্ধ করে দাও।

স্বরাজ ॥ কেন ?

কণা ॥ বড়দা কত আশা করেছিল, আমার বিয়েতে নহবত বসাবে, বাজী পোড়াবে। এ বিয়েতে যার বেশী আনন্দ হ'ত সেই ছোড়দাও আজ নেই।

স্বরাজ ॥ নহবতও বসবে কণা, বাজীও পুড়বে। ধীরাজের কোনো আনন্দ—কোনো ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখব না।

কণা। স্বরাজদা ! [ কান্নায় স্বরাজের বুকে মুখ গোঁজে ]।

[ সধবার বেশে কামিনীর প্রবেশ ]

কামিনী ॥ 'দেখব কত কালে কালে
রং ধরবে তব্‌ড়া গালে।'......কত দেখলুম, আর তুই কি দেখাবি রে মিন্সে ?' [হঠাৎ কণা ও স্বরাজকে দেখে জিভ কেটে প্রস্থানোদ্যতা]

[ আঙুরের প্রবেশ ]

আঙুর ॥ কি হ'ল, চলে যাচ্ছিস যে ?

কামিনী ॥ [ মুখে আঙুল দিয়ে ] হিস্—স্! [ আঙুল দিয়ে দেখায় ]

আঙুর ॥ কি··· [ কণা ও স্বরাজ সরে গেল ]

কণা ॥ আসুন, আসুন পিসিমা। কোথায় যে বসাই আপনাকে !

আঙুর ॥ থাক মা থাক ! তোমার বাবা কোথায় ?

স্বরাজ। জ্যাঠামশায়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

আঙুর ॥ সে কি ! তাহলে কথাবার্তা হবে কা'র সঙ্গে !

কণা ॥ কিসের কথাবার্তা !

কামিনী ॥ তোমার বিয়ের গো ঠাককণ ! তোমার বিয়ের।

কণা ॥ পিসিমা—

আঙুর ॥ হ্যাঁ, মা। তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। কালই বিয়ে। তাই তো দাদা আমাকে তোমার বাবাকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিলেন।

স্বরাজ ॥ তোমরা কথা বল, পিসিমা। আমি জ্যাঠামশায়কে দেখছি।

কামিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ শুভস্য শীঘ্রম্ !

স্বরাজ ॥ তুই থাম পোড়ামুখী ! [ প্রস্থান ]

কণা ॥ কিন্তু কাকাবাবু কেন যে হঠাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন, এর কারণ তো কিছু বুঝতে পারছি না পিসিমা !

কামিনী ॥ মত না দিয়ে উপায় কি বল। দিদিমণি যে রকম পিছনে লেগেছিল !

কণা ॥ না-না, পিসিমা ! এ বিয়ে আপনি বন্ধ করে দিন।

আঙুর ॥ কণা !

কণা ॥ কোথায় যেন সব ফাঁক ঠেকছে পিসিমা।

আঙুর ॥ তাহ'লে কি এই বুঝব, বৌদি তোমাকে ভুল করে আশীর্বাদ করে গেছে, তুমি স্বরাজকে ভালবাসনা ?

কণা। বুকের ভেতরটা যদি দেখাতে পারতাম, পিসীমা—

আঙুর ॥ তাহ'লে প্রস্তুত হও মা, কালই তোমার বিয়ে। ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে এখুনি আমাকে ফিরে যেতে হবে। [ স্বরাজ সহ মহেশের প্রবেশ ]

মহেশ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, ফিরে যেতে হবে। অনেকদূর এসে পড়েছি। এবার ফিরে যেতেই হবে।

আঙুর ॥ আসুন, মহেশ দা!

কামিনী ॥ ও ঠাকুর, কাল যে তোমার মেয়ের বিয়ে!

মহেশ ॥ কা'র!

কামিনী ॥ তোমার মেয়ের।

মহেশ ॥ মানে কণার! আরে ধীরাজেরও তো বিয়ে!

আঙুর ॥ মহেশদা, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না!

মহেশ ॥ তুমি আঙুর তো! তোমাকে চিনব না কেন?

আঙুর ॥ মহেশদা, বড়দা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে, স্বরাজের সঙ্গে কণার বিয়ের ঠিক করতে। কাল ভাল দিন আছে। আপনার অনুমতি পেলে সব ঠিক করতে পারি।

মহেশ ॥ তা বেশ তো। কিন্তু আমার ধীরাজের বিয়েটা যেন কোথায় হচ্ছে! তোমরা জান কিছু?

আঙুর ॥ না তো।

মহেশ ॥ বিরাজ সব বলতে পারবে; ও সব জানে। দাড়াও—দাঁড়াও, ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই......বিরাজ, বিরাজ—দূর ছাই, কোথায় যে যায় সব।

কামিনী ॥ ওমা, এ যে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে গো!

আঙুর ॥ তুই যা কামিনী, কাজ সেরে আমি এখুনি যাচ্ছি। দেখ, যামিনীকে বলে—আচ্ছা থাক, আমি গিয়েই বলব।

কামিনী ॥ বলই না কেনে ছাই, আমি গিয়ে কি আর বলতে পারবনি!

আঙুর ॥ তা পারবা না কেন? বুড়ো বয়সে বিয়ে করলি, তবু একতাল ঝগড়া না করে তো আর কোন কিছু বলা হবে না!

কামিনী ॥ [ সলজ্জভাবে ] এখন আর ঝগড়া হয় না, দিদিমণি।

[ মুচকি হেসে প্রস্থান ]

আঙুর ॥ মহেশদা, তাহ'লে অনুমতি দিচ্ছেন?

মহেশ ॥ দেব না কেন? তবে হ্যাঁ, আমার ধীরাজের বিয়েতে তোমাদের আসা চাই কিন্তু।

আশুব ।। আচ্ছা--আচ্ছা, তাহলে আমি গিয়ে দাদাকে ওই কথাই বলব।···স্বরাজ, তুমি এসো, আমি চললাম। চলি মা। [ প্রস্থান ]

স্বরাজ ।। চল, আমি যাচ্ছি।

মহেশ ।। তুমিই স্বরাজ ?

স্বরাজ ।। হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়।

মহেশ ।। তোমার বিয়েটা কোথায় হচ্ছে বললে ?

স্বরাজ ।। [ কণার দিকে তাকিয়ে ] আমাকে আর বিয়ে কে করছে বলুন !

মহেশ ।। না করাই ভাল, না করাই ভাল। বিয়ে করলেই কতকগুলো ছেলেপিলে হবে। তাদের মধ্যে কেউ হবে ডাকাত, কেউ হবে মিথ্যেবাদী, কেউ হবে বাউণ্ডুলে।—দূর দূর, ছেলের নিকুচি করেছে।

কণা ।। তুমি ঘরে যাও, বাবা।

মহেশ ।। হ্যাঁ, যাব না তো কি? এবার ঘরের বাইরে এলেই ভেতরে পোরবার মতলব। [illegible] আমি [illegible]। ওই দেখ, ধীরাজ এসে ডাকাডাকি করছে, [illegible]

কণা ।। যাচ্ছি বাবা।

মহেশ ।। [illegible] ধীরাজ, দাঁড়া বাবা। [ প্রস্থান ]

স্বরাজ ।। কণা, কিছু বল।

কণা ।। কি বলব ?

স্বরাজ ।। যা হোক কিছু।

কণা ।। কতদিন তো কত কিছুই বলেছি, এবার একটু চুপ করে থাকতে দাও।···কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমার এত জেদ কেন ?

স্বরাজ ।। এ জেদ তো শুধু আজকের নয়, কণা ? যেদিন খেলার ছলে তুমি······

কণা ।। জানি না, সেদিন ভুল করেছিলাম কি না !

স্বরাজ ।। না, ভুল নয়। সেদিন যা বলেছিলে, ঈশ্বরও তাই চেয়েছিলেন।

কণা ।। তুমি সুখী হবে !

স্বরাজ। শুধু আমি নই, ধীরাজও সুখী হবে। সেদিন গভীর রাতে এই প্রতিশ্রুতিই সে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল।

কণা। দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

স্বরাজ। হ্যাঁ।

কণা ॥ আমার কথা কিছু বললে?

স্বরাজ ॥ তোমার চেয়ে আমার কথাই বেশী বলেছিল।

কণা ॥ কি?

স্বরাজ ॥ বলেছিল, পিতৃঘাতীর ভগ্নী বলে আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

কণা ॥ তার অর্থ!

স্বরাজ ॥ তার পিস্তলের গুলীতে শেঠ লালজীরাম যদিও বেঁচে যায়, কিন্তু নীলরতন রায় বাঁচবে না!

কণা ॥ [ প্রবল বিস্ময়ে ] তবুও তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

স্বরাজ ॥ করব, কারণ তুমি আমার বাগদত্তা। সর্বোপরি এ ধীরাজের ইচ্ছা!

কণা ॥ —ও! [ চোখে জল এল ]

স্বরাজ ॥ চল, ভেতরে চল! [ উভয়ের প্রস্থান ]

## তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় দৃশ্য

রায় বাড়ী। করুণ সুরে সানাই বাজছে বাইরে

[ মদ্যপানরত সহদেবের প্রবেশ ]

সহ॥ পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।...”

কাঁদুক, ডুকরে ডুকরে কাঁদুক, তবু চোখ খুলবে না! চোখ বুঁজে দিবারাত্র এই বিস্মৃতির মহৌষধ পান করে যাও। [ মদ্য পান ]

[ আঙুরের প্রবেশ ]

আঙুর ॥ ছোড়দা, আবার মদ খাচ্ছ!

সহ ॥ মদ নয়রে, এ বিস্মৃতির মহৌষধ!

আঙুর ॥ ছিঃ-ছিঃ! আজ স্বরাজের বিয়ে, কত ভদ্রলোক এসেছে—আর তুমি তাদের সামনে এমনি মদ খেয়ে ঘুরছ!

সহ ॥ ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কাদের বলছিস আঙুর? টাকা, গাড়ী, বাড়ী থাকলেই কি তারা ভদ্রলোক!

আঙুর ॥ কিন্তু সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে, তোমার একার অস্বীকারে তাদের কিছু যায় আসে না।

সহ ॥ তা আমি জানি, আঙুর। কিন্তু এটা মনে রাখিস যে, সমাজ স্বীকৃত ভদ্রলোদের সভ্যতার কষ্টিপাথর রয়েছে এই মদের ভেতরেই।

আঙুর ॥ ছোড়দা!

সহ ॥ ভাগ্যে মদ খেতে শিখেছিলাম, তাই অনেক কিছু জ্বালা থেকে বেশ ভুলে আছি। অনেক কিছুই আজ আমি বিস্মৃত হয়ে যাই!

আঙুর ॥ না ছোড়দা, ও বিস্মৃতি নয়, ওতে জ্বালা আরও বাড়ে। তাছাড়া তুমি তো নিরাসক্ত বৈরাগী, তোমার আবার জ্বালা কিসের? অর্থে তোমার লোভ নেই, সংসারে তোমার স্পৃহা নেই। তোমার মত লক্ষণ ভাই পেয়ে নীলরতন রায় আজ ধন্য।

সহ ॥ লক্ষণের মত ভাই, হাঃ—হাঃ—হাঃ!

আঙুর ॥ ছোড়দা!

সহ ॥ নীলরতন রায় কতটুকু পাপ করেছে, আঙুর! তার চেয়ে ঢের বেশীগুণ পাপ করেছি আমি। কেন জানিস্? লক্ষণের মত ভাই বলে।

আঙুর ॥ কি বলছ তুমি!

সহ ॥ নীলরতন রায়ের ডাকাত জীবনের প্রধান অস্ত্র এই সহদেব আর ভুবন রক্ষিত। নীলরতন দিয়েছে আদেশ, ভুবন দেখেছে স্থান কাল, আর সহদেব করেছে খুন। অথচ সংসারের কি অপূর্ব বিচার। নীলরতন সকলের অগোচরে থেকেও সমাজ-দ্রোহী জীব আর সহদেব হল মহাদেবের মত নির্মল! হাঃ—হাঃ হাঃ।

আঙুর ॥ ছোড়দা!

সহ ॥ সবাই জানে, গুণ্ডা ফটিকাবাজের বোনকে বিয়ে করার লজ্জায় সমাজের ভয়ে পরেশ আত্মহত্যা করেছে! কিন্তু না, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আঙুর ॥ কি!

সহ ॥ পরেশের অতুল অর্থ ও সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য নীলরতন রায়ের

আদেশে এই সহদেব রায়ই তাকে খুন করেছে। বৌদি এ কথা জানতো বলে তাকেও··· ।

[ আঙুর আর্তচীৎকারে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ]

সহ ॥ বুকের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরির জ্বালাকে নিয়ে মানুষ কি কখনও স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে। মাঝে মধ্যে মনে হয়, চীৎকার করে জগতের সকলকে আমার অপরাধের কথা জানিয়ে দিই, কিন্তু পারি না শুধু লক্ষণের মত ভাই বলে! তাইতো দিবারাত্রি মদ খাই, তাইতো মাঝে মধ্যে উন্মাদের মত হেসে উঠি, তাইতো···একি, আঙুর···[ সজোরে নাড়া দিল ] আঙুর— [ চীৎকার করে ] আঙুর—

[ সহসা ভুবনের প্রবেশ ]

ভুবন ॥ কি হয়েছে, ছোটবাবু কি হয়েছে?

সহ ॥ পালিয়ে যাও, রক্ষিত মশায়—পালিয়ে যাও; সর্বনাশ হয়ে গেছে। নেশার ঝোঁকে আমাদের সব কথা ফাঁস করে ফেলেছি আঙুরের কাছে।

ভুবন ॥ সেকি!

সহ ॥ পরেশের আর বৌদির খুনের খবর পেয়ে আঙুর মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে, জেগে উঠলে মহাপ্রলয় হবে। পালিয়ে যাও।

[ পিস্তল হাতে নীলরতনের প্রবেশ ]

ভুবন ॥ বড়বাবু!

নীল ॥ দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও। ওদিকে বিয়ের বাজনা বেজে উঠেছে, গুলির আওয়াজ ওদের কারও কানে পৌছাবে না।

আঙুর ॥ [ মুর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া ] কে কথা বলছে···কার কণ্ঠস্বর? দাদা!··· তোমার হাতে পিস্তল কেন? গুলি করবে···কাকে? আমাকে!···

নীল ॥ আঙুর, তুমি অপ্রকৃতিস্থা, ভেতরে যাও! [আঙুর উন্মাদের মতন হাসে] আঙুর!

আঙুর ॥ [ প্রচণ্ড চীৎকারে ] বিশ্বাসঘাতক!

[ ভুবন রক্ষিত জুতো খুলে পা টিপে টিপে সরে পড়ে। নীলরতন কেঁপে ওঠে ]

আঙুর ॥ রাতের পর রাত, তাই তার অশরীরী ছায়া আমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়। আমি ভাবি, স্বপ্ন। এখন বুঝতে পারছি, সে স্বপ্ন নয়! তোমার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি দেখে, সে আমাকে তিরস্কার করতে আসে,

কিন্তু প্রতিশোধের নেশা কোনদিন আমার মনে এনে দেয় না। কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না, শয়তান!

নীল। [আঙুরের হাতে পিস্তল তুলে দিতে যায়] ধর, গুলি কর। প্রতিশোধ নে।

আঙুর॥ দাদা!

নীল॥ নে, প্রতিশোধ নে।

আঙুর॥ তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল।

নীল॥ আঙুর।

আঙুর॥ মেরে ফেল, আমাকেও মেরে ফেল।

নীল॥ আঙুর।

[আঙুর হাসতে হাসতে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

নীল॥ কি দেখলে, সহদেব!

সহ॥ (এতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল) দেখলাম, তুষারস্তূপ গলছে—প্লাবন আসতে আর দেরী নাই। [প্রস্থান]

নীল॥ হাঃ হাঃ হাঃ! [যামিনীর প্রবেশ]

যামিনী॥ বড়বাবু, সর্বনাশ হয়েছে।

নীল॥ প্লাবন আসছে যামিনী, প্লাবন আসছে। সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমার সঙ্গে তাদের আর ভেসে যেতে দেব না। সেফ খুলে যত পারিস টাকা নিয়ে তোরা সরে যা।

যামিনী॥ সরে যেতে হবে কেন, বড়বাবু! পুলিশে খবর দিলে তো ওরা আর এখানে আসতে পারবে না!

নীল॥ দুনিয়ার পুলিস এসে যদি রায়বাড়ী ঘেরাও করে থাকে, তবুও নীলরতন রায়কে রক্ষা করতে পারবে না, যামিনী। একদিন আমি সযতনে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলাম, আজ তার শাখায় শাখায় ফল ধরেছে। স্বয়ং ভগবানকেও সে বিষফল সানন্দে গ্রহণ করতে হবে।

যামিনী॥ কি বকছ?

নীল॥ ওই দেখ, কমলা ওখানে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, পরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে, হাজার হাজার ক্ষুধার্ত কঙ্কাল কারখানার সড়ক বেয়ে নিশান উড়িয়ে এগিয়ে আসছে।…হল্ট, হল্ট দি রিবেল্‌স্‌। আই উইল সুট অল অফ্‌ ইউ।

যামিনী ।। বড়বাবু !

নীল ।। না-না-না, যা ফটকটা খুলে দিয়ে আয়। রায়বাড়ীর সমস্ত দরজা খুলে দে, ওরা আসুক ! নীলরতন রায়কে ওরা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাক্ !

যামিনী ।। ···কামিনী, কামিনী, লুকিয়ে পড়, যেখানে পারিস্, লুকিয়ে পড়। বড়বাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। [ দ্রুত প্রস্থান ]

নীল ।। হাঃ হাঃ হাঃ। [ বর ও বধূ বেশে স্বরাজ ও কণার প্রবেশ ] এই যে তোমরা এসেছ ! [ কণা ও স্বরাজ নীলরতন রায়কে প্রণাম করে ] শোন মা, তোমাকে আমি অনেক কারণে এ বাড়ীর বৌ করে এনেছি। প্রথমতঃ তোমার স্বর্গগতা শাশুড়ী তোমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ আঙরেরও তাই ইচ্ছা ছিল, তৃতীয়তঃ স্বরাজ তোমাকে ভালবাসে। আমিও অবশ্য তোমার বাবাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম। যাইহোক, আমি যখন তোমাদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেছি, তখন আমার ইচ্ছা পূরণ করাও তোমাদের কর্তব্য।

কণা ॥ বলুন, কি করতে হবে আমাকে ?

নীল ॥ আগামীকাল রাত্রে যে কোন সময়ে রাজদ্রোহী ধীরাজ—অর্থাৎ তোমার দাদা—আমার প্রাসাদ লুণ্ঠন করতে আসছে ! এখানে এসে নিশ্চয় সে তোমার সঙ্গে প্রথমেই সাক্ষাৎ করবে। তখন তাকে তার দলবল সমেত ফিরে যেতে বলবে। যদি না যায় তাহ'লে এই পিস্তলের গুলিতে যেন তার রাজদ্রোহী জীবনের অবসান ঘটে। [ পিস্তল দিয়ে প্রস্থান ]

স্বরাজ ॥ কণা !

কণা ॥ ( গীত ) জানি নাকো হায় অভিশাপে কার
বেদন'য় গেছে ভরে—
কত সাধনার রাতের রাগিনী
বেহাগের পথ ধরে
সপ্তকে কাঁদে মিলন বাঁশরী
সে বেদনা বল কেমনে পাশরি—
বিধির করুণা ধরাতে অভিশাপ
আমার জীবন পরে ॥ [ সাশ্রুনয়নে প্রস্থান ]

স্বরাজ ॥ স্বর্গের আশীর্বাদ পৃথিবীতে এসে হয় অভিশাপ, ঈশ্বরের করুণা মানুষের হাতে হয় অত্যাচার !···জানিনা, এ বৈষম্যের অবসান কোথায় ? [প্রস্থান]

## চতুর্থ অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[ পীরগঞ্জের থানা। কনস্টেবল একটা টুলের উপর বসে খৈনী টিপছে এবং চড়া সুরে গান গাইছে। দুই হাতের মধ্যে একটি লাঠি ]

কন ॥ রামচন্দ্র বনমে গোয়া থা।

সাথমে সীতা আউর লচমন

চোরী কিয়া সীতুকা মাইকো

লঙ্ক কি রাবণ।

তো রামা হো, রামা হো ····

রাম রোতা, লছমন রোতা

রোতি উপবন

ইস সময়মে লায়ে সনবাদ

পবনকি নন্দন।

জয় বজরং বালী কী জয়······ ( কপালে হাত ঠেকায় )

সমুদ্র বন্ধন হুয়ে

আয়ে বিভীষণ

মহাযুধ লঙ্কামে হুয়ে

নাশ হুয়ে রাবণ

তো রামা হো, রামা হো···

উধার কোন হো? ( উঠে পেনি মুখে দেয় ) তো তেওয়ারীজী, আরে দেখিয়ে তো, উধার কোন হে। ·· [ প্রস্থান ]

[ ছদ্মবেশে ইসরাইল ও ধীরাজের প্রবেশ ]

ধীরাজ ॥ কোন ঘরে!

ইস ॥ কোই তো মালুম নেহি!

ধীরাজ ॥ আমার মনে হয়, এখনও হাজতের ভেতরেই আছে।

ইস ॥ জী, ওহি হোগা!

কন ॥ ( নেপথ্যে ) আরে কৌন হো!

ধীরাজ ॥ ওরা আসছে, চল সরে পড়ি

ইস ॥ চলিয়ে। ( উভয়ের প্রস্থান ) [ শত্রুদমনের প্রবেশ ]

শক্র ।। ব্যাটা খুদে শয়তান।···বিপ্লবী! বুটের ঘায়ে বিপ্লবের ধার মেরে দোব।···রামভরোসা! আসামীকে নিয়ে এস।...একজন যখন ধরা পড়েছে, তখন এবার সব ধরা পড়বে। [ কনষ্টেবল বন্দী বিরাজকে নিয়ে আসে ] কিরে ক্ষুদে ডাকাত? এবার সখ মিটেছে!

বিরাজ ।। বিপ্লবীরা ডাকাত নয়!

শক্র ।। বিপ্লবী! বিপ্লবী কারা জানিস্?

বিরাজ ।। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাই বিপ্লবী! যারা সুন্দর সুস্থ রাষ্ট্রের চিন্তায় দেহমন বিসর্জন দেয়, তারাই বিপ্লবী।

শক্র ।। খুব হ'য়েছে। এখন বল, দলে কে কে আছে! কোথায় থাকে তারা!

বিরাজ ।। ওই দু'টি প্রশ্ন ছাড়া যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজী আছি।

শক্র ।। আর কিছু জানার আগে, ওই দুটিই যে আমায় জানতে হবে।

বিরাজ ।। তা'হলে আমাকেও নিরুত্তর থাকতে হবে।

শক্র ।। এখনও বল, নইলে রুলের ঘায়ে হাত গুঁড়িয়ে দেব।

বিরাজ ।। সে ভয় থাকলে, বিপ্লবীর দলে নাম লিখাতাম না। দস্তুর মত পরীক্ষা দিয়ে তবে দীক্ষা নিয়েছি। আমার দাদা তার নিজের দেহের রক্ত দিয়ে আমার কপালে রাজদ্রোহীর জয়টীকা এঁকে দিয়েছে। রুল, রাইফেল, পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু বার করা আপনার মত দারোগার কর্ম নয়!

শক্র ।। খবরদার! (প্রহার) এখনও বল, কোথায় তারা?

বিরাজ ।। জানিনা।

শক্র ।। জানিস্ না! শেষ করে দেব একেবারে। (পুনঃ পুনঃ প্রহার)

বিরাজ ।। (মৃদুহাস্যে) "মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত

আমি সেই দিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

শক্র ।। চোপরাও হারামজাদা! (পুনঃ প্রহার)

বিরাজ ।। আঃ! (লুটাইয়া পড়িল)

শক্র ।। রামভরোসা!

কনষ্টেবল ॥ জী!

শত্রুদমন ॥ ওকে দাঁড় করাও।

কনষ্টেবল ॥ (বিরাজকে তুলতে যায়) হুজুর, ইয়ে বাচ্চা তো মর চুকা!

শত্রুদমন ॥ না-না, মরেনি, বেহুঁস হয়েছে। একটু বাতাস কর তাহলেই জ্ঞান ফিরবে।

কনষ্টেবল ॥ (টুপি খুলিয়া বাতাস করে) আহা—বেটা!

বিরাজ ॥ জল—

শত্রুদমন ॥ পাঁড়ে—!

কনষ্টেবল ॥ জী!

শত্রুদমন ॥ জল! [কনষ্টেবলের প্রস্থান] আশ্চর্য, এই একরত্তি ছেলে—

[জুতা হাতে ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন ॥ ছেলে একরত্তি হলে কি হবে, স্যার, ও ব্যাটা আকাশ থেকে ছিটকে পড়েছে! নইলে এই বয়েসে এত তেজ হয়!

শত্রুদমন ॥ তাই ভাবছি।

ভুবন ॥ আমাকে পিস্তল দেখায় মশায়!

শত্রুদমন ॥ তোমাকেও?

ভুবন ॥ শুধু আমাকে কেন, স্যার, বাগে পেলে ব্যাটা আপনাকেও চড়িয়ে দিতে পারে। (জুতা সমেত হাত তোলেন)।

শত্রুদমন ॥ হাতে কি?

ভুবন ॥ (জুতো পরে) ভুল, মনের ভুলে জুতো হাতে নিয়েই ছুটে এসেছি।

শত্রুদমন ॥ কোথা থেকে আসছ?

ভুবন ॥ আসছি স্যার, রায়বাড়ী থেকে। এখন সেখানে দক্ষযজ্ঞ চলছে।

শত্রুদমন ॥ কি রকম!

ভুবন ॥ একে তো মশায় বিয়ে বাড়ী। তার উপর বড়বাবুর বোন যেই শুনেছে যে, তার স্বামীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্যে বড়বাবুর হুকুমে ছোটবাবু তাকে খুন করেছে, অমনি সে গেল ক্ষেপে।

শত্রুদমন ॥ তারপর?

ভুবন ॥ তারপর, মদের ঝোঁকে ছোটবাবু একথা ফাঁস করে দিয়েছে

বলে বড়বাবুও সকলকে পিস্তল তুলে হুমকী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার দিকেও পিস্তল তুলেছিল, কোনরকমে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছি, স্যার।

শত্রুদমন ॥ বটে ?…তুমি আগে একথা জানতে ?

ভুবন ॥ জানতাম, স্যার !

শত্রুদমন ॥ তবে এতদিন বলনি কেন ?

ভুবন ॥ বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে, স্যার !

শত্রুদমন ॥ বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে, না বড়বাবুর টাকার লোভে ?

ভুবন ॥ ( কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ) সবই তো বোঝেন, স্যার ! ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করি…

শত্রুদমন ॥ হুঁ !…কিন্তু আমার সঙ্গে বড়বাবু বেইমানী করলেন। পাঁচ হাজার টাকা পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু…

ভুবন ॥ দিন দিকি ব্যাটাকে ফাটকে পুরে !

শত্রুদমন ॥ দেব—দেব, সময় এগিয়ে আসছে।

[ জল নিয়ে কনষ্টেবল আসে ]

কনষ্টেবল ॥ পিয়ো বেটা পিয়ো।

বিরাজ ॥ ( পানান্তে ) আঃ ! মা গো—

ভুবন ॥ কি হে ভট্চাযের পো, চিনতে পারছ আমাকে ? সেদিন তো খুব পিস্তল দেখিয়েছিলে !

বিরাজ ॥ কে, ভুবন দালাল !

ভুবন ॥ দালাল কে রে শূয়ার ! জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব হারামজাদা।

বিরাজ ॥ কি বলব দালাল মশায়, আজ আমি শক্তিহীন। নইলে এর জবাব আমি দিতে পারতাম।

শত্রুদমন ॥ সাট্ আপ্ স্কাউণ্ড্রেল। ( প্রহার ) যা জানতে চাই তার উত্তর দে, নইলে একদম শেষ করে দেব। ( পুনঃ পুনঃ প্রহার )

বিরাজ ॥ আঃ ! ( অচৈতন্য হয় )

কনষ্টেবল ॥ বেহুঁস হো গিয়া সরকার, বেহুঁস হো গিয়া।

শত্রুদমন ॥ আমার কাজ ওকে বেহুঁশ করা, আর তোমার কাজ ওর হুঁস ফেরানো।…মুখে চোখে জল দাও, বাতাস কর।

কনষ্টেবল ॥ সাচ্ বাত্ ইয়ে হায় সরকার ! ( টুপি দিয়ে বাতাস করতে থাকে )

শত্রুদমন ॥ রক্ষিত !

ভুবন ॥ স্যার ।

শত্রুদমন ॥ আমি নিজেও ছেলেবেলায় এমনি বিপ্লবী হবার স্বপ্ন দেখতাম। আমি আর শান্তি বাঁড়ুয্যে। আমি হলুম দারোগা আর শান্তি হল বিপ্লবী। সে স্বপ্ন এখন আমার মজ্জায় মজ্জায় আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু বুঝতে পা'র না, যে একদিন বিপ্লবী হবার স্বপ্ন দেখতো সে আজ বিপ্লবী দমনে নেমে পড়ল কি করে !

ভুবন ॥ অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি, স্যার।

শত্রুদমন ॥ কি ?

ভুবন ॥ সবই পেটের দায়ে।

শত্রুদমন ॥ ঠিক ! পেটের দায়ে। কিন্তু তোমার তো সে দায় নেই রক্ষিত। তোমার তো অনেক জমি, অনেক বাড়ী, অনেক টাকার সুদী কারবার। তবে তুমি এই হীন কাজে নামলে কেন ? পালাও, পালাও রক্ষিত পালাও। ওরা যদি সত্যি সত্যিই এসে পড়ে তবে আমাকে ছেড়ে তোমাকেই গুলি করবে আগে !

ভুবন ॥ সে কি !

শত্রুদমন ॥ হ্যাঁ, পালাও। শিগগির কেটে পড় !

ভুবন ॥ আচ্ছা, তাহলে চলি ! নমস্কার !

[ যেতে গিয়ে কাছা খুলে যায় ] দুর শালা, তাড়াতাড়ির সময় যত সব !

[ প্রস্থান ]

বিরাজ ॥ আঃ ··· !

শত্রুদমন ॥ জ্ঞান ফিরেছে ?

কনষ্টেবল ॥ মালুম হোতা হ্যায়।

শত্রুদমন ॥ আচ্ছা, ওকে তুলে ধর। [ কনষ্টেবল বিরাজকে দাঁড় করায় ]

বিরাজ ॥ আঃ !···এখন রাত্রি কত ?

শত্রুদমন ॥ এখন রাত নয়, সকাল।

বিরাজ ॥ কই, পাখী ডাকছে না তো ? সকালের আলোয় ঘর ছেয়ে যায়নি কেন ? আকাশে কি মেঘ করেছে ?

কনষ্টেবল ॥ সরকার !

শত্রুদমন ॥ ডিলিরিয়াম শুরু হয়েছে ! ভুল বকছে।

বিরাজ ॥ তাহলে তো ! নামবে। বাবা এখনও বারান্দায় বসে রয়েছে কেন ? ভিজে যাবে যে !

শত্রুদমন ॥ শোনো বিরাজ, তাহলে তুমি বলবে না ?

বিরাজ ॥ কি !

শত্রুদমন ॥ যারা লালজী রায়ের গদি লুঠ করতে গিয়াছিল, ওদের কে কোথায় আছে ?

বিরাজ ॥ আপনি কি মনে করেছেন আমি পাগল হয়ে গেছি ? আমি বলব না।

শত্রুদমন ॥ থাক, তোমার আর বলবার প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

বিরাজ ॥ কি রকম ?

শত্রুদমন ॥ তোমাকে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করে দিচ্ছি যে বিপ্লবী বিরাজ ভটচায্ শত্রুদমনের মারের চোটে বিপ্লবীদের সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সেই কারণে দারোগা চট্টরাজ বাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি মত খুদে বিপ্লবীকে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন বুঝতে পারছ—তোমার পিছনে লোক থাকবে, তোমাকে লক্ষ্য রেখে। তোমাকে খুন করতে যখন তোমাদের কেউ এগিয়ে আসবে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বিরাজ ॥ শয়তান !

শত্রুদমন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বিরাজ ॥ ব্রুট !

শত্রুদমন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বিরাজ ॥ আপনি—তুমি—তুই—তুই একটা চামার !

শত্রুদমন ॥ হোল্ড, হোল্ড ইয়োর টাং। [ মুখে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারে ]

বিরাজ ॥ আঃ ! [ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ]

কনষ্টেবল ॥ হায় রামজী ! খতম হো গোয়া সরকার।...

[ মুখে চোখে জল দেয় ; বাতাস করতে থাকে। ]

শত্রুদমন ॥ সে কি !

কনষ্টেবল ॥ জী সরকার, মর গোয়া। হায় রামজী হায় হনুমানজী।

[ ছদ্মবেশে ইসরাইল ও ধীরাজের প্রবেশ। ইসরাইল শত্রুদমনের পিঠে পিস্তল ধরে এবং ধীরাজ কনষ্টেবলের পিঠে। ]

ধীরাজ ॥ হাত তোল, চীৎকার ক'রোনা। [ উভয়ে হাত তোলে ] বল দারোগা, এবার বল, বিরাজ কোথায় ?

শত্রুদমন ॥ ওই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরাজ ॥ একি ! এযে রক্তে ভেসে যাচ্ছে ! মুখটাও বিকৃত।

শত্রুদমন ॥ ভয় নেই, এই বিকৃত মুখ নিয়ে ওকে আর সমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে না। কারণ ও আর বেঁচে নেই।

ধীরাজ ॥ সে কি !···বিরাজ ! ভাই আমার··

[ বিরাজের নিথর দেহে নাড়া দেয়। পরে শত্রুদমনকে গুলি করতে যায় ]

ইসরাইল ॥ [ বাধা দিয়া ] রহেনে দেও !

ধীরাজ ॥ কিন্তু বিরাজ —

ইসরাইল ॥ রোতে কিঁউ। আপকে ভাই দেশকে সারে দুঃখী আদমীয়োঁকে লিয়ে জান দিয়ে হৈঁ। পুলিশ কো জুলুমকে শিকার হো গ্যেয়ঁা। উয়ো তো শহীদ হো গ্যেয়া।

ধীরাজ ॥ শহীদ !

ইসরাইল ॥ জী হাঁ !···উনকো উঠা লেও ! চলো।

ধীরাজ ॥ ঠিক-ঠিক বলেছ খাঁ সাহেব !···চল, চল আমার শহীদ ভাই ! তোর আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। আমার আশাও অপূর্ণ রয়ে গেল। তোর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমিই হলাম তোর মৃত্যুর কারণ !

[ বিরাজ সহ প্রস্থান ]

ইসরাইল ॥ শান্তি বাঁড়ুয্যেকে মনে পড়ে ?

শত্রুদমন ॥ কে !

ইসরাইল ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ— [ প্রস্থান ]

শত্রুদমন ॥ পাঁড়ে ! এখনি রাম সিং, তেওয়ারী, সরদেশ ভাই শিউনন্দন সকলকে আমার সঙ্গে বেরুতে বল। আমার গাড়ী বের কর। এ সুযোগ ছাড়লে আর ওদের ধরা যাবে না ! [ দ্রুত প্রস্থান ]

## চতুর্থ অঙ্ক / দ্বিতীয় দৃশ্য

রায় বাড়ী

[ সময় রাত্রি। চতুর্দিকে হট্টগোল। পুলিশের বন্দুক মাঝে মধ্যে সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে উঠছিল। পিস্তল হাতে উদ্‌ভ্রান্ত নীলরতন বাহির হইয়া আসিলেন। ]

নীল॥ ফায়ার! ফায়ার!! গুলী চালাও। গুলী চালাও!!

[ সহদেব রায়ের প্রবেশ ]

সহ॥ কে কাকে গুলি করবে! ওদিকে পুলিশ, এদিকে রাজদ্রোহীর দল, মাঝখানে আমাদের ক'টা লোক। গুলি করলে আমাদের সকলকে মরতে হবে।

নীল॥ তোমাদের যে বেঁচে থাকতে হবে এমন তো কথা নেই।

সহ॥ কি রকম কথা ছিল? একা তুমি সোনার পাহাড়ের উপর বসে পা দোলাবে আর অন্য সকলে তোমার সেই সোনার পাহাড়ের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জীবন বিসর্জন দেবে!

নীল॥ কথা বাড়িয়ো না, সহদেব।

সহ॥ আমি তো কথা বাড়াতে চাই নি, দাদা। আমি হতে চেয়েছিলাম লক্ষ্মণের মত ভাই। কিন্তু তুমি আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন ধরে আমাকে গড়ে তুলেছ পশু, নরঘাতক দানব।

নীল॥ এতদিন তোমার এ শুভবুদ্ধি কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তোমার মনুষ্যত্ব? কেন তবে এতদিন পশু নীলরতন রায়ের আদেশ অন্ধের মত পালন করে এসেছ? পশু তো কখনও মানুষকে পশু করতে পারে না, সহদেব; মানুষই তার কৌশলে পশুকে দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে থাকে।···তাই না?···যাও কথা বাড়িয়ো না না। পারোতো তুমিও একখানা বন্দুক নিয়ে ওদের উপর গুলি চালানো আরম্ভ কর।

সহ॥ আর নয় দাদা, আর নয়। এবার তোমার ধ্বংসলীলা প্রশমিত কর। এবার তুমি আত্মসমর্পন কর।

নীল॥ কার কাছে, পুলিশের কাছে? হাঃ হাঃ-হাঃ। এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে, সহদেব। নীলরতন রায় কোনোদিন আত্মসমর্পন

করতে শেখেনি, আর আমাকে আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয়, তা করব ওই বিপ্লবীদের কাছে, পুলিশের কাছে নয়।

সহ॥ তোমার খুন-জখম, চোরাকারবারের ঢেউ দিল্লীতে গিয়েও পৌছেছে। তাই তোমার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে এতদিন তোমার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছিল আজ তারা দলবল নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করেছে। ওদিকে রায়বাড়ী লুঠ করতে বিপ্লবীর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুযোগ বুঝে। এসময় পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

নীল॥ আমার পথ আমাকে বলে দিতে হবে না! তোমাকে যা বললাম তাই কর!

সহ॥ পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না, দাদা! শুধু আজকের দিনটি তোমার অবাধ্য হচ্ছি। কথা রাখ!

নীল॥ অসম্ভব।

সহ॥ এখনও সময় আছে; কথা শোন।

নীল॥ না!

সহ॥ তাহলে অপেক্ষা কর। আমি বন্দুক নিয়ে আসছি। এতদিন যে গুলিতে তোমার আদেশে অসহায়ের জীবন নিয়েছি, আজ সেই গুলিতে তোমার বক্ষভেদ করে গুলি খাওয়ার যন্ত্রণা বুঝিয়ে দেব। [ গমনোদ্যত ]

নীল॥ হোয়াট! সাচ অ্যান ইম্পার্টিনেন্স! এত দূর স্পর্দ্ধা।

[ গুলি ছুঁড়লেন ]

সহ॥ [ প্রথমে আর্তনাদ পরে উচ্চ করুণ হাস্যে কক্ষ কম্পিত করিল। ] 'এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল।'… [ প্রস্থান ]

নীল॥ কি হল, আমি সহদেবকে গুলি করলাম।…ওরে, কে আছিস? আমার নামে দারোগাকে আর একটা কেস লিখতে বল, আর একটা কেস লিখতে বল। [ দ্রুত প্রস্থান ]

[ একখানা শাড়ী হাতে দ্রুত কামিনীর প্রবেশ ]

কামিনী॥ ওরে, ওরে মিন্সে! পালিয়ে আয়, শিগগির পালিয়ে আয়! ওরে বাবা! চারদিকে পুলিশ, চারদিকে ডাকাত। এঘর ঢুকছে, সেঘর ঢুকছে। এটা তুলছে, সেটা ফেলছে। গোটা ঘরে যেন দক্ষযজ্ঞ, চারদিকে বন্দুকের ছড়াছড়ি।…পালিয়ে আয় মিন্সে, পালিয়ে আয়!

[ যামিনীর প্রবেশ ]

যামিনী ॥ কামিনী, কামিনী—। কোথা গেল, কোনদিকে গেল!…এই যে, কোথা ছিলি এতক্ষণ?

কামিনী ॥ চুলোয়…! ধর এইটা ধর!

যামিনী ॥ কি এটা!

কামিনী ॥ শাড়ী।…ধর!

যামিনী ॥ শাড়ী কি হবে?

কামিনী ॥ আমার মাথা হবে, পরে ফেল।

যামিনী ॥ এই কি তোর রহস্য করবার সময়!

কামিনী ॥ রহস্য নয় রে মিনসে রহস্য নয়। তাড়াতাড়ি পরে ফেল, এখুনি পালিয়ে যেতে হবে। ওরা মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে না।

যামিনী ॥ তা তো দেবে না বুঝলাম…কিন্তু—

কামিনী ॥ আবার কিন্তু। পরে ফেল। বিপদে মেয়েমানুষের কথা শুনতে হয়!

যামিনী ॥ কিন্তু,…ওদিকে—

কামিনী ॥ চুলোয় যাক্ তোর ওদিক! আপনি বাঁচলে বাপের নাম। পুলিশ এসে এখুনি টানা হেঁচড়া করবে, এটা-সেটা জিজ্ঞেস করবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো-ঘা। তার চেয়ে পালিয়ে চল।

যামিনী ॥ যমালয়ে—দুগ্যা, দুগ্যা! অপরাধ নিও না মা।…যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাব। এরাজ্যে আর নয়।…নে মিন্সে, পরে ফেল। এ-বয়েসে আর আমাকে বিধবা সাজাস্‌নি। নে, পর তাড়াতাড়ি।

যামিনী ॥ কি করে পরব?

কামিনী ॥ দাঁড়া, পরিয়ে দিচ্ছি। [ কাপড় পরাইয়া দিল ] হ্যাঁ এবার ঘোমটাটা টেনে দে। কেউ কিছু জিগগেস করলে, বলবি না কিছু। আমাকে দেখিয়ে দিবি। তারপর যা বলতে হয় আমি বলব।

যামিনী ॥ এতদিনের রায় বাড়ী ছেড়ে শেষে চোরের মতন পালিয়ে যাব!

কামিনী ॥ দূর মিন্সে, পালিয়ে আয়।…দুগ্যা—দুগ্যা।

[ যামিনীকে টানতে টানতে প্রস্থান ]

[ এক পুঁটুলি সোনার গহনা নিয়ে আশুরের প্রবেশ ]

আঙুর ॥ না-না-না, কেউ তোমরা এসোনা। তোমরা ডাকাত, তোমরা খুনী, তোমরা আমার সর্বস্ব চুরি করেছ, আমার শাঁখা চুরি করেছ, আমার সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত চুরি করেছ! তোমরা কেউ এসোনা। [ কাঁদিয়া ফেলিল ]...এটা তুমি আমাকে কখন দিয়েছিলে! জন্মদিনে। আর এই বালা? তোমার জন্মদিনে। আর এই কৃষ্ণচূড়া? আমাদের বাৎসরিক বিয়ের দিনে। [ হাসি ] সত্যি, তুমি আমাকে খুব ভালবাস।

[ ভুবন রক্ষিত দ্রুত প্রবেশ করে। কিন্তু আঙুরকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। আঙুরের হাতের গহনাগুলির জন্য তার মন লোভাতুর। দৃষ্টিতে লোভ ও হিংসার সম্মিলন। মুখে বীভৎস হাসির রেখা। ভুবন জুতো খুলে পা টিপে টিপে আঙুরের দিকে যায়। ]

আঙুর ॥ এই হার যখন প্রথম পরলাম, তখন তুমি আমাকে কি বলেছিলে? উর্বশী!...[ হাসি ] সেই তুমি, তোমাকে ওরা হত্যা করল। আমাকে জানতে দিল না যে, তোমার সম্পত্তির লোভে, তোমার টাকার লোভে তোমাকে ওরা—[ ভুবন জামার হাতা গুটিয়ে একবার হাত বাড়ায়। তারপর, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পেছন থেকে দু'হাতে আঙুরের কণ্ঠদেশ চেপে হত্যা করে। ]

ভুবন ॥ যাই, সিঁড়ির চোরা কুঠরীতে ফেলে রেখে আসি। তাহলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

[ আঙুরের মৃত দেহ নিয়ে ভুবনের প্রস্থান। অনতিবিলম্বে ফিরে এসে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় গহনাগুলি কুড়িয়ে পুঁটুলিতে বেঁধে পালাচ্ছিল, এমন সময় ইসরাইলের প্রবেশ ]

ইস ॥ ভাগতে কেঁও?

ভুবন ॥ বু-বু-বু!

ইস ॥ চিল্লাও মাৎ!...তুমলোগোঁ কো ম্যাঁয় জবান দিয়া থা কি কোই রোজ আসল আউর সুদ পুরা হিসাব সে আদায় কর লেঙ্গে। হর সময়কি ম্যাঁয় আপনা জবান পর ঠিক হুঁ। [ পুঁটুলি ছিনিয়ে নেয় ] এহি আসল আউর [ গালে চপেটাঘাত করে ] এহি সুদ। হাঃ হাঃ হাঃ—নিকালো—[ ভুবনের প্রস্থান ] ভাইয়োঁ! সব কোই উপর মে আ যাও। জলদি উপর মে। [ দ্রুত প্রস্থান ]

[ সহসা ধীরাজ আসে। তাহার পরনে চোস্ত-পাঞ্জাবী, গাউনে সর্বাঙ্গ

ঢাকা, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, চোখে সান-গগল্‌স্। এদিক-ওদিক কি দেখছিল, কণা পিস্তল তুলে প্রবেশ করল। ]

কণা॥ দাঁড়াও! মুখোস খোল!

ধীরাজ॥ [ টুপি ও গগল্‌স্ খোলে ]

কণা॥ এই তুমি শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহেশ ভট্‌চাযের ছেলে, যে অনন্যোপায় হয়ে বাজ মজুরের কাজে জোগান দিয়েছিলে, এই তুমি বন্ধুর জীবন রক্ষার্থে নিজের কাঁধে হত্যার অপরাধ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছিলে?

ধীরাজ॥ কণা!

কণা॥ মহেশ ভট্‌চাযের সাধনা, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা কি তোমাকে এমনি ডাকাতে পরিণত করেছে?

ধীরাজ॥ ধীরাজ ভট্‌চায ডাকাত নয়, কণা, সে বিপ্লবী।

কণা॥ তোমাকে আমি দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম দাদা, আজ তোমাকে দেখে আমার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু আসছে না।

ধীরাজ॥ তোমার ঘৃণা আমার পাওনা, কণা! তুমি একা আমায় ঘৃণা করছ, কিন্তু পীরগঞ্জের অসংখ্য দুঃখী বুভুক্ষু মানুষ আজ আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। শুধু তাই নয়। আজ যদি নীলরতন রায়দের মত সমাজ-দ্রোহীদের অহংকার চূর্ণ না করতাম, তাহ'লে পৃথিবীর আর ধ্বংসের দেরী ছিল না।

কণা॥ তুমি একা আর কতটুকু পৃথিবীর মঙ্গল করতে পার! স্বয়ং ঈশ্বর যেখানে তাঁর সৃষ্টির বুকে সাম্য আনতে পারেননি সেখানে তুমি একা কতটুকু করবার স্পর্দ্ধা রাখ!

ধীরাজ। আমি একা নই কণা! আজ আমার দৃষ্টান্তে দুনিয়া জেগেছে। সবাই আজ তাদের দাবী আদায় করে নেবার জন্য অভিযান চালিয়েছে।

কণা॥ তবুও তারা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি ব্রাহ্মণের কলংক, রাষ্ট্রের বিভীষিকা। তোমার ভাইকে পর্যন্ত আজ তোমার দলে টেনে নিয়ে তার নিষ্পাপ কিশোর মনে এই বিষাক্ত বীজ বপন করেছ। তোমারই জন্য আত্মভোলা মহেশ ভট্‌চায আজ উন্মাদ।

ধীরাজ॥ তার উন্মাদনার আমি অবসান ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি, কণা!

কণা॥ অর্থাৎ?

ধীরাজ॥ তাকে আমি গুলি করে হত্যা করেছি!

কণা ॥ কী !

ধীরাজ ॥ হ্যাঁ, তোমরা বোধহয় এখানে আসবার পূর্বে তাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু সেখান থেকে সে পালিয়ে এসে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে অসহায়, সে নিরাশ্রয় সে উন্মাদ। তাই তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকায় আর কোন লাভ ছিল না। তাছাড়া, সে আমাদের গুপ্ত আড্ডার সমস্ত সংবাদ জানতো। যে কোন সময় পুলিশের কাছে, কিংবা অন্য কারও কাছে যদি উন্মাদনার বশে সকল কিছু প্রকাশ করে ফেলতো তাহলে অনেকের জীবন হ'ত বিপন্ন। তাই তাকে আমি এই পৃথিবীর পরপারে পৌঁছে দিয়েছি।

কণা ॥ বাবা নেই !

ধীরাজ ॥ তাছাড়া, বিরাজ পুলিশের অত্যাচারে জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

কণা ॥ বিরাজও নেই। [ পড়ে যাচ্ছিল ]

ধীরাজ ॥ [ ধরে ] কণা !

কণা ॥ [ সামলে ] আবার সেই কথা তুমি আমার সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে এসেছো, জল্লাদ !...তুমি বিপ্লবী। এর নাম বিপ্লব ? তোমার বিপ্লবী জীবনের আজ এইখানেই শেষ হয়ে যাক। [ পিস্তল তোলে ]

[ স্বরাজের প্রবেশ ]

স্বরাজ ॥ [ বাধা দান ] কণা !

কণা ॥ ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও ! ওই জল্লাদকে আমি শেষ করে দেব।

স্বরাজ ॥ কণা ! কণা !

ধীরাজ ॥ ছেড়ে দাও, স্বরাজ। ওদের মুখে আমি কোনোদিন হাসি ফোটাতে পারিনি। একমুঠো অন্ন, একখানা বস্ত্র—একখানা বই জোগাতে পারিনি। তাছাড়া বাবাকে, আমার ভাইকে আমিই মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছি। এইতো আমার পাওনা !

স্বরাজ ॥ কী ! বিরাজ নেই, বাবা নেই !

কণা ॥ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। ( স্বরাজের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদে )

স্বরাজ ॥ উত্তেজনার বশে জ্ঞান হারিয়ো না কণা ! মনে রেখো শশুরের আদেশের চেয়ে বড় তোমার স্বামীর আদেশ।

কণা ॥ [ কি ভাবল। তারপর একবার স্বরাজ ও একবার ধীরাজের দিকে

তাকিয়ে ] যাও যাও, চলে যাও। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না, তুমি চলে যাও। [ সাশ্রু নয়নে দ্রুত প্রস্থান ]

ধীরাজ ॥ এ কি করলে স্বরাজ ! তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে !

স্বরাজ ॥ গেলাম !

ধীরাজ ॥ আমি যে তোমাকে পিতৃহারা করতে এসেছি !

স্বরাজ ॥ ঈশ্বরের যদি তাই ইচ্ছা হয়, হবে ! তবু যে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করেছে, তাকে হত্যা করে আমি পিতৃভক্তির পরিচয় দিতে চাই না। [ গমনোদ্যত ]

ধীরাজ ॥ স্বরাজ !

স্বরাজ ॥ ধীরাজ, জগতে পিতা অনেক আছে, তবু সকলকে যেমন আদর্শ পিতা বলা যায় না ; তেমনি জগতে অসংখ্য বন্ধু থাকলেও সকলেই প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। [ প্রস্থান ]

ধীরাজ ॥ এ-আবার তোমার কী পরীক্ষা ঈশ্বর !···এবার কি সত্যিই আমাকে ধরা পড়তে হবে !···না, না, না—তা হ'তে পারে না। [ প্রস্থান ]

শত্রু [ নেপথ্যে ] ॥ কাউকে বাইরে যেতে দেবে না। সন্দেহ হ'লেই গুলি চালাবে। হুঁশিয়ার !

[ উন্মাদ হাস্যে প্রাসাদ কাঁপিয়ে নীলরতনের প্রবেশ ]

নীল ॥ উৎসব—উৎসব ! আজ নীলরতন রায়ের গৃহে এক মহোৎসব ! হাঃ-হাঃ-হাঃ। [ পিছনে তাকায় ] [ ইসরাইলের প্রবেশ ]

ইস ॥ ইয়ে খুশিয়ালীসে তুমহারে জিন্দাগী কা সাথ তুমহারা কর্ত্তা ভি খতম হো যায়। [ পিস্তল উত্তোলন ]

[ ধীরাজের প্রবেশ ]

ধীরাজ ॥ ( বাধাদান ) থাক, খাঁ-সাহেব।

ইস ॥ রহেগা কিয়া, বাবুজী ? এহি আদমীকে লিয়ে আপ আপকা ভাই কো খোয়ে হ্যায়। আপকো পিতাজীকো ভি খোয়ে হেঁয়। ইসিকা লিয়ে লাখ লাখ আদমী বরবাদ কর রহে হেঁয় !

ধীরাজ ॥ সব সত্য।

নীল ॥ কে, ধীরাজ ! বিপ্লবী—রাজদ্রোহী—হাঃ-হাঃ-হাঃ। এসো—এসো। এতক্ষণ আমি তোমারই অপেক্ষা করছি। তোমারই জন্ত আজ

সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই নীলরতন রায় তার সর্বস্ব দিয়ে অর্ঘ সাজিয়ে বসে আছে। আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ।

ইস॥ শয়তানকা বাৎ সে ভুলো মৎ। ইয়ে দুনিয়োকো দুশমন হ্যায়।

নীল॥ নাও-নাও, নিয়ে যাও। যা খুশি নিয়ে যাও। সোনা-দানা-হীরে-জহরৎ সব—সব নিয়ে যাও। এভরি থিং, কমপ্লিটলি অল।

ধীরাজ॥ তবে এ প্রহসনের কী কারণ ছিল, রায়মশায়?

নীল॥ প্রহসন! এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে, ধীরাজ! ইট ইজ নট এ ফার্স। এ রীভোল্ট—এ রেভোলিউশন। একটা বিদ্রোহ, একটা বিপ্লব। দেখছ না, দিকে দিকে আজ জাগরণের গান গেয়ে, দাবীর নিশান উড়িয়ে মিছিল এগিয়ে আসছে! কেন, কার জন্য?…তোমার জন্য, আমার জন্য! [ নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল ] ওই শোন, সংকেত এসেছে। ওরা আসছে, আব আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই। এবার আমাকে যেতে হবে।

ধীরাজ॥ কোথায়?

নীল॥ সরকারের সওয়ালখানায়। তাই শত্রুদমন আসছে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে।…তুমি যাও!

ধীরাজ॥ না, যাব না! আমারও জন্য সে আজ বড় উদ্বিগ্ন।

নীল॥ না-না, তুমি যাও। তোমার ধরা দেওয়া চলবে না, কোনমতে না।

ইস॥ ম্যাঁয় ভি ওহি বোলতা হুঁ। কিসি হালাৎ মে আপকো পুলিশ কা হাত নেহি আনা।

নীল॥ যাও, তুমি যাও। নিয়ে যাও নীলরতন রায়ের যথাসর্বস্ব।… আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে। তার পূবে ছাদে উঠে যাও। সেখান থেকে পিছনের গোপন সিঁড়ি বেয়ে নামলেই পাবে বাগান, বাগানের ভেতরে গিয়ে পাঁচিল পার হলেই কানা নদী।

ইস॥ বাবুজী, মালুম হোতা হ্যায়, উসকো মতলব আচ্ছা নেহি। হামলোগোঁকা ধোঁকা মে ডাল সেকতে হ্যায়। উসকো বিশওয়াস্ নেহি। কভি নেহি— [ দ্রুত প্রস্থান ]

ধীরাজ॥ কিন্তু—

নীল॥ না, কোনো কিন্তু নয়। তুমি যাও, তোমার অনেক ভাই আজ রায় বাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হ'য়ে রইল, যদি পারি যাবার পূর্বে তাদের

আমি সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে যাব।…তুমি যাও। এই নাও আয়রন সেফের চাবি!

ধীরাজ॥ না, ওতে আর প্রয়োজন নেই। জীবনে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা পূর্ণ হ'ল না। অকারণ কতকগুলি নিরীহ ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ হ'লাম।…রায় মশায়…

নীল॥ যাক, নিশ্চিন্ত। বুকের উপর থেকে পাষাণভার নেমে গেল। দীর্ঘদিন যে তপস্যায় দীন দরিদ্র নীলু কোটিপতি নীলরতন রায়ের ভূমিকা অভিনয় করে এসেছে আজ তা সার্থক। এইবার শত্রুদমন! তোমার, আর ক্রুর সমাজের মুখে থুৎকার দিয়ে নীলরতন রায় পাড়ি দিচ্ছে। (হীরক-অঙ্গুরী চুম্বন করিলেন) এসো, ধরবে এসো। অ্যারেস্ট, অ্যারেস্ট মী, হাঃ হাঃ হাঃ!

ধীরাজ॥ রায় মশায়…

[ অদূরে হুইশেল শোনা গেল ]

ইসরাইল॥ (নেপথ্যে) পুলিশ! পুলিশ!

ধীরাজ॥ পুলিশ আসছে!

[ আবার হুইশেল শোনা গেল। এবার শব্দ আরও কাছে। ]

ইসরাইল॥ (নেপথ্যে) ধীরাজ পালিয়ে যাও। এ ইসরাইলের অনুরোধ নয়। এ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ। পালিয়ে যাও।

ধীরাজ॥ সেকি! তাহ'লে আমার সঙ্গে যে এতদিন কাজ করেছে সে কাবুলীওয়ালা ইসরাইল খাঁ নয়! সে বিখ্যাত বিপ্লবী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়!!

নীল॥ কে, কে…কার নাম বললে?

ইসরাইল (নেপথ্যে)॥ ধীরাজ পালিয়ে যাও!

ধীরাজ॥ না, পালাব না। কিছুতেই পালাব না!

[ বাসুদেব ওরফে নিরঞ্জন, শত্রুদমন ও কনষ্টেবলের প্রবেশ ]

শত্রু॥ পালাতে চাইলেও আর পালাতে পারবে না। (পিস্তল উত্তোলন) দাঁড়ে! এ্যারেষ্ট—!

[ ধীরাজ হাত বাড়ায়। কনষ্টেবল এ্যারেষ্ট করতে গেলে ত্বড়িতে ইসরাইল ধীরাজকে গুলী করে দ্রুত প্রস্থান করে। ধীরাজ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে। নীলরতন টলতে টলতে পিস্তল তোলে। ]

শত্রু॥ হ্যাণ্ডস আপ!

বাসু ॥ নীলরতন রায়, ইউ আর প্রুভড গিল্টি !

শক্র ॥ পাঁড়ে, এ্যারেষ্ট হিম

নীল ॥ তোমাদের কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাদের কথা ছিল, আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে বিপ্লবীদের বন্দী করা। অবশ্য তোমাদের গুলিতে তাদের কয়েকজন নিহত হয়েছে। কিন্তু আমাকে এ্যারেষ্ট করবার কথা তো ছিল না। আমার অপরাধ !

শক্র ॥ আপনার বিরুদ্ধে দু'শো রকমের চার্জ আনা হয়েছে।

নীল ॥ কিন্তু তার জন্য তো আমি দু'লাখ টাকার মত ঘুষও দিয়েছি। তার কিছু প্রমাণতো নিরঞ্জন চোখের সামনেই দেখে গিয়েছিল, সেদিন ! তাই না নিরঞ্জন ?

বাসু ॥ সে বিচার পরে। আপাততঃ তোমার বিরুদ্ধে যে দুশো রকমের চার্জ আনা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো শুনাচ্ছি। প্রথমতঃ তুমি ঘুষ দিয়ে দীর্ঘদিন চোরাকারবার করছ। দ্বিতীয়তঃ, তুমি তোমার ভগ্নিপতিকে খুন করিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছ। তৃতীয়তঃ এই খুনের সংবাদ তোমার স্ত্রী—অর্থাৎ আমার দিদি জানতে পেরেছিল বলে, তাকেও খুন করেছ। চতুর্থতঃ অন্যায়ভাবে তোমার কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়ে মজুরদের অনাহারে মেরেছ। এমনি বহু—বহু—

শক্র ॥ এই অপরাধে আপনাকে আমরা এ্যারেস্ট করছি।

নীল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। নীলরতন রায় কোনোদিন বন্দী হ'তে শেখেনি, দারোগা। পৃথিবীর বুকে বিপ্লবের বন্যা এনে দিয়ে সেই বন্যায় সে নিজেই ভেসে চলেছে। তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমি আজ সমস্ত ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। আমার হাতে এই হীরের আংটি—মুহূর্ত কয়েক আগে এর বিষ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এবার আমি পরপারে পাড়ি দিচ্ছি।

সকলল ॥ সেকি !!

নীল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! এ্যারেস্ট, এ্যারেস্ট মি ! হাঃ হাঃ হাঃ ( টলতে টলতে পড়ে যায় )

[ আহত রক্তাক্ত দেহে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় ধীরাজ। তবু উঠতে চায়। অবশেষে হতাশ হয়ে শেষবারের মতন সকল শক্তি দিয়ে বলে : ]

রজনী হয়েছে শেষ
জাগো দেশবাসী, জাগো নাগরিক
জাগরণী গাহে বৈতালিক [ মৃত্যু ]

**সমাপ্ত**

## কয়েকটি যাত্রা নাটক

সত্যপ্রকাশ দত্ত'র— তামসী ৩·০০

অঙ্গার ৩·০০

বীরু মুখোপাধ্যায়ের— রাহুমুক্ত ৩·০০

প্রকাশ অপেক্ষায় সুনীল দত্তর কৃষক বিদ্রোহের যাত্রা

বারুদ ৩·০০